প্রথম সংস্করণ
মে ১৯৫৮

মস্কোস্থ বৈদেশিক ভাষায় সাহিত্য-প্রকাশনালয়ন কর্তৃক
১৯৫২ সনে প্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণ
Ivan Ivanovich-এর বাংলা অনুবাদ

।। রুশ ভাষা হইতে ইংরেজী অনুবাদ
মার্গারেট ওয়েটলিন

।। ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ ।।
শেফালি নন্দী

। প্রচ্ছদ-শিল্পী ।
প্রিয়ভূষণ ভট্টাচার্য

শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১
মুদ্রাকর : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মান
মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লেখিকার নিবেদন

১৯৭৯ সালের ৪ঠা নভেম্বর, সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যের এক ছোট্ট খনি অঞ্চলে আমার জন্ম। আমার যখন দু'বছর বয়স, তখন ডাকাতের হাতে মারা যান আমার বাবা, তিনটি ছোট্ট শিশু নিয়ে মা পড়েন অকূলপাথারে। মায়ের আমার শিক্ষাদীক্ষা ছিলনা বিশেষ। আটবছর বয়সেই এক খামারে কাজ করতে পাঠা। হয়েছিল তাঁকে আর সেই থেকেই নিজের ভরণপোষণ নিজেই করে আসছেন। বাবার মৃত্যুর পর আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হতে থাকে, ফলে স্কুলে পড়তে পড়তেই আমি দিনের বেলা তাঁর সঙ্গে কাজে যেতে লাগলাম।

১৯১৬ সালে আমরা তায়েগা অঞ্চল ছেড়ে জিয়া-প্রীস্তান বলে এক নদীর উপত্যকায় ঐ নামেরই ছোট্ট একটি সহরে উঠে এলাম। সেখানে সাত-বছরের স্কুলে যেতে লাগলাম আমি। নদীর বাঁকে গড়ে ওঠা লেক দিয়ে ঘেরা সহরটির চারপাশ—লেকের পিছনে এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে বনে ঢাকা কোণাকৃতি পাহাড়। আমাদের সারাজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে রইল তায়েগার সান্নিধ্য। জাম কুড়োতে, ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে আমরা প্রায়ই সেখানে যেতাম। সহরের পার্কটা পর্যন্ত এমন ঘন জঙ্গলে ঠাসা ছিল যে জ্বালানীকাঠ জোগাড় করতাম সেখান থেকে আমরা। আমার শৈশবের সোনালী দিনগুলি শুধু বনানী আর জঙ্গলের স্মৃতিতেই ভরপুর। দূরপ্রাচ্যের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ার জন্ত কাউকে শৈশবে ফিরে যেতে হবে না; খরস্রোতা তটিনী জিয়া, পাহাড়চূড়া মেঘ আর ছাগশিশুর লীলানিকেতন গিরিসঙ্কট দিয়ে ছুটে চলা পাহাড়ী ঝর্ণা, শুব আর নীল লার্চঢাকা পাহাড়পর্বত, সতেজ ঘাস আর বড় বড় ফুলে ঢাকা প্রান্তর বর্ষা আর রোদে সে সবস তৃণগুলি এত অফুরন্ত যে গমের মত বোঝা বয়ে নিয়ে এলেও ফুরিয়ে যাবেনা কোনদিন! হেমন্তে বনানী আবৃত পাহাড়তলী পরিণত হয় কার্পেটে। সোনালী হাওয়ার পরশে লাল, বেগুনী, কমলার ছোপে গালিচ হয়ে উঠে সুদৃশ্য। আসে তুষারময়ী শীতঋতু—দম বন্ধ হয়ে আসে মানুষের; কি তারই সঙ্গে আসে এমন নীল চন্দ্রালোকিত রাত্রি, স্লেজারোহীদের এমনি অফুর গুঞ্জন, এত ঐশ্বর্যময় তুষারবর্ষণ, যে মনে হয় দূরপ্রাচ্যের এই অঞ্চলে

ঋতুই সর্বাপেক্ষা রমণীয়। বোধহয় এরই জন্য আমি ছেলেবেলায় বাড়ির মাঠে, বাগানে কাজ করতে ভালবাসতাম। শীতকালেও ঘরের কাজের চে আনা, কাঠ আনা আমার বেশী পছন্দ ছিল। কেবলমাত্র বই পেলেই আমি থাকতাম।

এই বইপড়ার অভ্যাসটা আমার গড়ে উঠেছিল ছোটবেলায়ই, কিন্তু আমার সময় ছিলনা। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, যখন বাগান কোপাতে হাঁসের পাল দেখাশোনা করতে হত, বনে বেড়াতে যেতে হত, সময় মিলত একেবারেই। বসন্তে হাসনাহানা গুচ্ছ, আরও অন্যান্য বুনো ফুল বেচতে যে কোন কাজই আমার শক্ত লাগত না—আমার চেহারাটা ছিল রোগা। কিন্তু শক্ত সমর্থ চঞ্চল ছিলাম। গোলগাল মুখ, ধূসর চোখ, খাড়া খাড়া লালচে আমার গালগুলো ছিল লাল ; বোধহয় সেজন্যেই আর লোকের বেড়াডিঙ্গা মত কাজে দক্ষতা দেখে, দরকার মত আঁচড়ে কামড়ে নিজেকে বাঁচাতে প জন্য ছেলেমেয়েরা আমাকে ডাকত 'লালবেড়াল' বলে।

স্কুলে আমি চিরকাল পুরো নম্বর পেতাম।

আটবছর বয়সেই হঠাৎ আমি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি ; বাইশ বছর ব পর্যন্ত সে রোগের হাত থেকে রেহাই পাইনি। স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় আ কবিতা ছাপা হত, ক্লাবে পড়া হত। শিক্ষিকারা বলতেন আমি সাহিত্যিকা লেখা চালিয়ে যেতে উপদেশ দিতেন।

১৯২৩ সালে আলডান এর নব-আবিষ্কৃত সোনার খনি নিয়ে তুমুল আল আলোচনা চলতে থাকে। দু'বছর পরে আমার মা আমাদের ঠাকুরমার জি রেখে আলডানে কাজ করতে চলে যান, সেখানে সোনার খনির কোন অ ধোওয়ামোছার কাজ শুরু করেন।

আমি এখন হলাম পরিবারের কর্তা। শীতকালে আমি পড়াশোনা করি, গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা বাড়ির বাইরে খামারে কাজ করি। ষোলবছর ব মায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমিও ইয়াকুটিয়া প্রদেশের আলডান সোনার খ অঞ্চলে এসে পৌঁছালাম পায়ে হেঁটে। সেখানে আমি কত কাজই না করলাম টাইপিষ্ট, দোকানকর্মচারী, রুশ ও ইয়াকুট মেয়েদের মধ্যে সমাজসেবা ; ন কাজে ব্যস্ত থাকলেও কবিতা লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলাম সেইসঙ্গে।

উত্তর সোভিয়েত অঞ্চলে যারা একবার বাস করেছে তারা এর কথা ভুলতে পারবে না কখনো। নবজীবনের আলোতে উদ্ভাসিত দৃশ্যপটের অপরূপ সৌন্দ

ধ্বংসোন্মুখ ছোট ছোট জাতিগুলি আজ জীবনরসে ভরপুর, এরাই মানুষের মনে লিখবার প্রেরণা জোগায়, আমিও তাই লিখতে সুরু করলাম।

প্রথমবার মস্কো এসে আমি বন্ধুবান্ধবকে আমার কবিতাগুলো দেখিয়ে তাদের মতামত, তাদের পরামর্শ চাইলাম, তাঁরা পড়ে বললেন ভাল হয়নি। আমার ডায়েরীর কয়েকটি পাতা ছিল সঙ্গে, তাও দেখালাম, দেখে তারা আমাকে উপদেশ দিলেন গদ্য রচনা করতে।

১৯৩২ সালে ওখোটস্ক সাগরপথে আমি কোলাইমা নদী দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। পৃথিবীর অপর প্রান্তে যেন মস্কোর একটু টুকরো এসে খসে পড়েছে মনে হল। গদ্যে হাত পাকাতে মনস্থ করে সংবাদের মত করে লিখলাম 'কোলাইমার সোনা'। "ইয়ং গার্ড প্রকাশকরা" সেটা ছাপেন আর সেদিন থেকে সত্যিকার সাহিত্যজগতে নিয়োজিত করেছি নিজেকে।

আর একবার আমার শৈশবের লীলানিকেতন আলডান শহরে গিয়েছিলাম আমি। দেখলাম তায়েগাবাসীদের জীবনে এসেছে প্রভূত পরিবর্তন। তায়েগায় স্থাপিত হয়েছে নূতন আধুনিক বসতিঅঞ্চল। পুরনো যন্ত্রপাতির বদলে নূতন যন্ত্রপাতি-সমন্বিত বিরাট কারখানা সব গড়ে উঠেছে। উৎপাদন পদ্ধতির সরলতা বহু স্ত্রীলোককেও টেনে এনেছে শিল্প-কারখানায়। অনেক বিশেষজ্ঞই তৈরী হয়ে এসেছে ইয়াকুটদের মধ্য থেকে। খনিজ-পরিদর্শক, যারা আগে একাকী কাজ করত তারা আজ বিরাট বিরাট খনিতে কাজ করছে। তায়েগায় এসেছে আধুনিক সভ্যতা, তার সঙ্গে এসেছে বিদ্যালয়, ক্লাব, বিদ্যুৎ, আধুনিক বাসগৃহ। জীবন আর সংগ্রাম নয় তায়েগায়, জীবন সেখানে সহজ, প্রীতিকর, তাই জন-সংখ্যা বাড়ছে সেখানে. জন্মাচ্ছে সবুজ তরিতরকারী।

এইসব দেখেশুনে আকৃষ্ট হয়ে আমি আমার প্রথম উপন্যাস 'লাক্' লিখে ফেললাম, আর 'গ্লাভ-জোলোতো প্রকাশক'দের জন্য রচনা করলাম এক গল্প-সংগ্রহ। এরপর "মস্কো সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান" থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলাম। কাজ আর পড়াশোনা এক করে নিলাম সেখানে। কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে লাগলাম; ততদিনে আমি বুঝতে পেরেছি যে সাহিত্যিকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে থাকতে থাকতেই আমি "তোভারিশা আনা" বইটা লিখি।

এই সময়ে 'অক্টোবর' বলে যে পত্রিকায় আমার প্রথম প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের পরিচালকমণ্ডলী যে সমালোচনা আর উপদেশ দিলেন

আমাকে তা অমূল্য। আমার দ্বিতীয় উপন্যাস 'তোভারিশা আনা' আর তৃতীয় উপন্যাস ''ইভান ইভানোভিচ" দুটোই প্রকাশিত হয় 'অক্টোবর' কাগজে।

সোভিয়েত নারীদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে যখন কোন নারী সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কেবলমাত্র তখনই সে স্বামী আর সন্তানদের যথার্থ সাথী হতে পারে, তাদের চিন্তার অংশ নিতে পারে, পারিবারিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। যে নারীর কাজ পুরুষের কাজের সমান গুরুত্বপূর্ণ, এবং যে স্বাধীন হতে চায়, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তার পরিপূর্ণ আস্থা জন্মায়, চরিত্র তার হয় দৃঢ়, পরিপূর্ণ, আর তারই ফলে তার সৃজনীশক্তিও বেড়ে যায়।

সোভিয়েত সমাজে যে অগণিত নারী চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর তাদেরই রূপ দিয়েছি আমার নায়িকা আনাতে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের আর একটি চরিত্র হল ওল্‌গা আরঝানোভা, তাকেও নেওয়া হয়েছে জীবন থেকে।

'তোভারিশা আনা'তে একটি সোভিয়েত সুস্থ পরিবার দেখাতে গিয়ে এমন একটি কর্মরতা নারীকে এঁকেছি যে জীবন সংগ্রামে রয়েছে অবিচলিত, বিপদে তাকে সাহায্য করেছে যৌথসমাজ ব্যবস্থা, যে সমাজের কাছে সে অপরিহার্য আর তার কাছেও যে সমাজ নিঃশ্বাসবায়ুর মতই অপরিহার্য। পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমার কাছে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, যে পরিবার গড়ে উঠেছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে, পরম মনোহারিনী কুটনী চরিত্রের নারী ও সে পরিবার ভেঙ্গে ফেলতে পারে না।

'ইভান ইভানোভিচ' উপন্যাসে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি ঃ—ডাক্তার আরঝানোভ্ এর স্ত্রী কেন তাকে ছেড়ে গেল? সোভিয়েত সমাজের এক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী হয়েও, সুন্দরী নারী, নম্রস্বভাবা স্ত্রী ও স্নেহময়ী-জননী ওল্‌গাকে স্ত্রীহিসেবে পেয়েও সুখীপরিবার গড়ে তুলতে পারল না কেন? যে ওল্‌গাকে ইভান ইভানোভিচ্ গভীরভাবে ভালবাসত, তার সঙ্গে অন্যের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দিল কেন সে? ওল্‌গা অবশ্য সোভিয়েত সমাজের আদর্শ নারী নয়, কিন্তু এরকম একটি সাধারণ নারী যে বৃহত্তর জগতে নিজের স্থান করে নেবার ইচ্ছায় পথ খুঁজে মরছে, তারই চরিত্র আমি আঁকতে চেয়েছি। ওল্‌গা সৎ, অকপট সংযতচরিত্র, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি তার দুর্বল। কেবলমাত্র গৃহ আর পরিবারবদ্ধ জীবনে সে তৃপ্তি পায় না। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত নারীর দানের কথা সে শুনেছে, কর্মরতা

সোভিয়েত নারীর প্রতি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাও তার অজানা নয়। ইভান ইভানোভিচ ও খিজনিয়াক পরিবারের সঙ্গে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ফলে সে আরও গভীরভাবে অনুভব করেছে সাফল্য কতখানি আনন্দদায়ক, যে সাফল্য সে নিজে কখনও অনুভব করেনি।

সমাজে নিজের স্থান করে নেবার জন্য সে সচেষ্ট হয়ে উঠল কিন্তু ইভান ইভানোভিচ নিজের বিরাট কাজে এমনি ডুবে ছিল যে শুধুমাত্র অনুকম্পার দৃষ্টিতেই তাকাত তার দিকে, যেন সে শিশুমাত্র। এখানেই সে করে ভুল, আর তারই পরিসমাপ্তি ঘটল তিক্ত, বেদনাদায়ক বিপর্যয়ে।

কেউ না কেউ ওল্‌গাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে নিশ্চয়ই, আর সেই কেউ হল স্বল্পপরিচিত তাব রোভ; সে একদিন রূপান্তরিত হল প্রকৃত বন্ধুতে।

ওল্‌গা যা করেছে তার জন্যে তাকে দোষ দিই না আমি। তাব্‌রোভের প্রতি তার প্রেমের ভিত্তি হল বন্ধুত্ব আর পারস্পরিক শ্রদ্ধা। বরং দেরীতে হলেও সে যে নিজের জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে আটাশ বৎসর বয়সে, তার জন্য তাকে শ্রদ্ধা করি। তাব্‌রোভের সাহায্য না পেলে তার পক্ষে মোটেই তা সম্ভব হত না। অন্ততঃ নিতান্ত সাধারণ পাভা রোমানোভনার পদাঙ্ক যে অনুসরণ করেনি, তার জন্যে তাকে প্রশংসা করতে হয় বৈ কি।

এ, কপ্‌তায়েভা।

প্রশস্ত বারিরাশির ওপারে বন্ধুর পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে পিছনে।

বন্দরের ঘরবাড়ি ইতিমধ্যেই চোখের আড়ালে পড়ে গিয়েছে তবুও ওল্‌গা বিদায়ের ভঙ্গীতে একটা দস্তানা নেড়ে ভাবল, "এবার বিদায়ের মুহূর্তে সবখানি সৌন্দর্য ধরা পড়েছে চোখের সামনে।"

একটু পরেই সাগরফেনার ঝালর দেওয়া তীরভূমিও অদৃশ্য হয়ে গেল, সামনে ঘন বনে ঘেরা ছোট ছোট পাহাড়গুলিও পড়ে গেল চোখের আড়ালে। মনে হল যেন মহাসাগরের পীতাভ তরঙ্গ এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে গোটা পৃথিবীটাকে।

একটু হেসে আবার ভাবল ওল্‌গা, "আমি সমুদ্রপীড়ায় কষ্ট পাব কিনা কে জানে? এককালে ত সমুদ্রে বেশ ভালই থাকতাম, তবে সে ত প্রায় বছর আষ্টেক আগেকার কথা! বাবা আর তার মেয়েরা আমাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বিদায় দিয়ে যে চোখের জল ফেলেছিল তা বোধহয় সংগত কারণেই।"

বেড়াতে ওল্‌গা খুব ভালবাসত। নতুন জায়গা, অপরিচিত লোকজন ওল্‌গাকে নাড়া দেয় গভীর ভাবে। এবার ত তার অনুভূতির ঐশ্বর্য তার সব কামনা বাসনা ছাপিয়ে ভরে উঠেছিল কানায় কানায়।

উদয়দিগন্তে এসেছে ওল্‌গা এবার। প্রভাতের এই আটঘণ্টায় ওল্‌গা তার জন্মভূমির একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে চলে যাবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল এখন ভোর পাঁচটা। পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে আর তাদের পিছনে জ্বলে উঠেছে মহাসমর। মে-মাসে হিটলারের বাহিনী উত্তরে ডেনমার্ক দখল করে হল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছে, দক্ষিণে লাক্সেমবার্গ পেরিয়ে বেলজিয়ামসীমান্তে পৌঁছেছে, আকাশে চলেছে তুমুল যুদ্ধ। ফ্লেমিশ চিত্রকরদের আঁকা ওলন্দাজ-জীবনযাত্রার ছবির সংগে আক্রমণোদ্যত বিমানবাহিনী, বোমার ধোঁয়ায় ভরপুর বর্তমান অবস্থার কোন তুলনাই খুঁজে পেলনা ওল্‌গা। নীরস শিল্পপ্রধান বেলজিয়াম সম্বন্ধে লেখা ভেরহিরেণ এর কবিতার কথাই মনে পড়ল তার, তার সংগেই যেন মিল বেশি। দিগন্তে দৃষ্টি মেলে বিস্ফারিত-নেত্র ওল্‌গা আত্মবিস্মৃত ভাবে উচ্চারণ করল—'যুদ্ধ'!

তটশৃঙ্খলমুক্ত তরঙ্গরাশি ক্রমশঃই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে ভয় লাগিয়ে দিচ্ছে যাত্রীদের। যত শীঘ্র সম্ভব এই সমুদ্র অতিক্রম করাই এখন একমাত্র কামনা ওল্‌গার।

দুপুরের দিকে ঝড় উঠল, উপরতলায় উঠার সময় ওল্‌গা সেলুনে যাবার পথে সিঁড়িতে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে টাল সামলে সিঁড়িটা উঠে যেতে ধাক্কা লাগল এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। নাম তার তাব্‌রোভ। প্রথমে ওল্‌গা তাকে দেখেছিল প্রিমোরস্ক সহরে ট্রাস্ট এজেন্সিতে, তারপর জাহাজে উঠার সময় আবার তাদের সাক্ষাৎ হয়। এবার তার দিকে বন্ধুত্বের দৃষ্টি হান্‌ল ওল্‌গা।

মাথাথেকে টুপিটা খুলে নিতেই বেরিয়ে পড়ল তাব্‌রোভের একরাশ গাঢ় বাদামী চুল, অভিবাদন করে সে বলল, "আমাদের কিন্তু এখনও পরিচয় হয়নি।"

"হয়েছে বই কি", বলেই আবার ওল্‌গা অতীতের কথা ভুলতেই চাইল, কিন্তু প্রবল ঝড়ের ঝাপ্টায় যেখানে দরজা দুলছে সেখানে দেরী করাটা বিধেয় নয় ভেবে সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল, "আমার নাম ওল্‌গা পাভলোভ্‌না —শ্রীমতী আরঝানোভা।"

দুজনে একসঙ্গে জানালার কাছে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। ঢেউ এখন পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে আসছে। ওল্‌গা যেখানটায় বসেছিল সেখান থেকে জাহাজের গলুই উঠ্‌ছে নামছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটা এমন কিছু প্রীতিকর নয়, দোলানিতে এখনও অভ্যস্ত হতে পারেনি ওল্‌গা, উঠে গিয়ে জানলায় পিঠ দিয়ে বস্‌ল। তারপর কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলল, 'সাবধান হওয়া ভাল।' গায়ের থেকে হাল্কা কোটটা খুলে পাশের চেয়ারের উপর রাখল সে।

কনুই অবধি খোলা রোদেপোড়া কাল রঙের দিকে চেয়ে আত্মবিস্মৃতভাবে বলে উঠল তাবরোভ্‌, "কি প্রচুর পরিমাণ সূর্যালোকই না ব'য়ে নিয়ে এসেছেন আপনি!"

হাতের চুড়ি ঠিক করতে করতে ওল্‌গা বলল, "সূর্যালোক নয়, আমার গায়ের রঙ্‌ই যে ওইরকম। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একেবারে জিপসীদের মত কালো, চুলও ছিল কালো কুচকুচে, আর আমার ঠাকুরমা ছিলেন নীলনয়না, মাথার চুল ছিল এত কটা যে কখন যে তার চুল পাকল কেউ টেরও পেলনা। ওরা আর তাদের ছেলেমেয়েরা মিলে যে পরিবার সৃষ্টি করল, বলতে গেলে সে একটা গোটা জাতই, সে পরিবারের সকলেরই গায়ের রং আর মাথার চুল কালো, চোখ নীল। আমিই তাদের ব্যতিক্রম, অবিশ্যি আমার গায়ের রঙটা কালোই রয়ে গিয়েছে।"

আধঠাট্টার সুরে তাবরোভ্ বলল, 'তা', আপনাদের সে জাতের লোকেদের পেশা কি?"

"যাতে যার ক্ষমতা আছে, সে পেশাই সে বেছে নিয়েছে। মাস্টার, গায়ক, ইঞ্জিনিয়ার সবই আছে আমাদের। আমার বাবা হলেন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি তাঁর কাজকে ভারী ভালবাসেন, তাঁর মত পড়াতে আর কেউ পারেনা। আমি যে রসায়ণশাস্ত্রে কোন রস পাই না সেই আমাকেও তিনি কেমিস্ট্রীতে রস পাইয়ে দেন। বাড়ীতেও তিনি বেশ স্নেহপ্রবণ, কিন্তু বড় বেশি অন্যমনস্ক। কতবছর আগে মা মারা গিয়েছেন, কিন্তু তিনি আর বিয়ে করেন নি।"

সস্নেহ হাসি দিয়ে ওল্‌গা বাবার কথা বলছিল, শেষ হলে কেমন তৃষাতুর হয়ে এল তার চোখদুটি।

"আর আপনি?" তাবরোভ্ শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি করেন?"

"আমি?" কুঞ্চিত হয়ে এল ওল্‌গার ভ্রূযুগল, কিন্তু তাব্‌রোভের মুখে অকৃত্রিম কৌতূহলের চিহ্ন দেখে জবাব দিল, "বর্তমানে আমি কিছুই করি না। অবিশ্যি আমি করতে চাইনা মনে করবেন না। যে কাজে হাত দিয়েছি তাতেই ব্যর্থকাম হয়ে আমি এবার হাত গুটিয়ে বসেছি।" সহসা সে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নিজেরই উপর। কে এ? কেন এই ভদ্রলোককে তার মনের কথা খুলে বলতে বসেছে? কি সম্পর্ক তার এর সংগে? তবুও যে কথাটা আরম্ভ করেছে সেটা শেষ করার জন্যও বটে, আর হয়ত বা মনের অবচেতন কোণে উপদেশ নেবার ইচ্ছা জাগার জন্যও বটে, বলে চলল ওল্‌গা অনিশ্চিতভাবে, "আমি অনেক পেশাই ধরেছিলাম, যন্ত্রনির্মাণ কারখানায় পড়েছি কিছুদিন, শেষ করিনি, তারপর বুককিপিং পড়লাম কিছুদিন; তারপর আমার স্বামীর পরামর্শে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করলাম; কিছুদিন পর তাও দিলাম ছেড়ে, শরীরতত্ত্ব আমার ধাতে সইলনা। তারপর ইংরেজীভাষা পড়তে সুরু করলাম, সেটাও শেষ করা হল না।"

থামল ওল্‌গা। তার অস্থির চঞ্চল দৃষ্টি এবার স্থির হল এসে পর্দার উপর। মুহূর্তে সেটা হাওয়ায় দরজার বাইরে উড়ে যাচ্ছে আবার পরমুহূর্তে এসে চৌকাঠের বাজুতে শক্ত হয়ে এঁটে বসছে।

কোমলস্বরে বলল তাবরোভ্, "হয়ত যে পেশাটা আপনার সবচেয়ে উপযুক্ত, যেটা আপনার চরিত্রের সংগে খাপ খায়, সেটা আপনি এখনও খুঁজে

পান নি, তারই জন্য এত পরিশ্রম পণ্ড হল, দুটো বিদ্যালয়, অতগুলো পরীক্ষা সবই বৃথা গেল।"

ওল্‌গার কণ্ঠে হতাশার সুর, "হ্যাঁ, সবই বৃথা। আর এজন্যই কেউ আমাকে 'কি করি' জিজ্ঞাসা করলে আমি লজ্জা পাই।"

ঠিক এই মুহূর্তে গ্লাশপ্লেট সব টেবিলের একপাশে পিছলে সরে গেল, ওল্‌গার কোলের উপর পড়ে আর কি? দৌড়ে আসছিল জাহাজের খানসামা তাকে সাহায্য করতে, তার দিকে চকিতে তাকিয়ে সে ডিশগ্লাশগুলো ধরে ফেলে তাকালো তাব্‌রোভের দিকে।

"ঝড়ের মুখে পড়েছি আমরা তাহলে? আসুন বোরিস্ আন্দ্রিয়েভিচ বাইরে গিয়ে দেখি, সমুদ্রে ঝড় আমি এর আগে কখনো দেখিনি।"

হেসে ফেলল তাব্‌রোভ্, "নিঃসন্দেহে আপনি উত্তেজনা ভালবাসেন।"

"না না, আমি ভয়ানক ভীতু, কিন্তু সমুদ্রে ঝড় দেখতে আমার ভারী ভাল লাগবে।"

ডেকের বাইরে পা দেবার সংগে সংগে হাওয়ার ধাক্কায় ওরা প্রায় পড়ে যায় আর কি। প্রতি মুহূর্তে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, ফেনায় সাদা তাদের মাথাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে জলের গর্তে, হাওয়ায় জলের ফোয়ারা উঠে ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে, শক্তিসঞ্চয় করে তরঙ্গগুলি উঠছে, পড়ছে, আবার উঠছে, ভাঙ্গছে অবিশ্রান্ত গতিতে। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুভ্র ফেনার রাশি, যন্ত্রণাকাতর জলরাশি পাক খেয়ে খেয়ে উর্ধে উঠছে গম্ভীর আকাশের দিকে।

ওল্‌গার কানে কানে বলল তাবরোভ্, "কি দারুণ ঝড়ই না সুরু হয়েছে। কোথায় বোধহয় ঘূর্ণীবাত্যা বয়ে গিয়েছে। আর তারই ফলে এখানে সুরু হয়েছে এই তাণ্ডবলীলা!"

তাব্‌রোভের হাত থেকে কনুইটা ছাড়িয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল", "নাবিকরা যাকে নবম তরঙ্গ বলে সেটা কোন্‌টা।"

ওল্‌গা যে রকম তাড়াতাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে দিকে যেন বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে সে জবাব দিল, "সবথেকে যেটা উঁচু, সেটা, ঐ যে ওটা বোধহয়।"—জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল একটা বিরাট ঢেউ, জলের ছাট থেকে বাঁচবার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নিল, 'না না, এটাই হবে।' বলতে না বলতে আর একটা এসে দিল জামাকাপড় ভিজিয়ে—"চলে আসুন, একেবারে ভিজে যাবেন।'

"কিছু হবেনা একটু ভিজলে, এখন ত বেশ গরম, শরৎকালে নিশ্চয়ই ভয়ানক অসুবিধা হয় ; একেবারে জমে যাবার জোগাড় হয় তখন। এখন বুঝতে পারছি জেলেদের জীবনই সুখের! একবার ভল্‌গা নদীতে মাছধরার নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেও দেখেছি আমি। কি ছোট ছোট সে নৌকাগুলো।" চোখের উপর এসে পড়া একগোছা চুল সরিয়ে উৎসাহভরে বলে চলল, "শেষ শরতের এক রৌদ্রোজ্জ্বল নীল দিনে, রোদে বালুর স্তূপগুলো হলদে হয়ে যেন জ্বলছিল, সারা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছিল ওদের বিদায় দিতে। ওদের চোখে যে অদ্ভুত, গাঢ় উদ্বেগের ছায়া দেখছিলাম তা আজও আমার মনে পড়ে, তার অর্থ যেন এখন পরিষ্কার হল আমার কাছে। ঐ যে ঐ ঢেউটার দিকে দেখুন দেখি একবার। অন্ধ উন্মাদ এক দেবতা যেন—মানুষ তার কাছে কত অসহায়!"

তাবরোভ্‌ স্বীকার করল, "হাঁ, ব্যাপারটা অত সহজ নয়—সমুদ্রের কাছে শক্ত সমর্থ লোকেরই প্রয়োজন।"

২

নিশ্চয়ই ভোর হয়েছে। সিলিংএর উপর আধখোলা ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে ধূসর আলো। সরু একফালি হয়ে সেটা আবার সরু গলিপথে নেমে দরজার গায়ে শক্তকরে আটকানো এবড়ো-খেবড়ো শোবার তক্তাগুলোকে আলোকিত করেছে, আগের মতনই দুলছে জাহাজ।

কনুইয়ে ভর দিয়ে ওল্‌গা খানিকটা উঠ্‌লো। কারোরই ওঠার জন্য বিশেষ চাড় নেই। তারও নেই, অতএব আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ওল্‌গা। গত তিনদিন ধরে প্রায় সব যাত্রীই বিছানা নিয়েছে, কিন্তু ওল্‌গা জোর করে উঠে চলাফেরা করেছে আর তার পুরস্কার স্বরূপ তাব্‌রোভের কাছ থেকে প্রশংসা শুনছে যে তার মনের বল আর সাহস বেশ আছে। জাহাজের অপর প্রান্তে তাব্‌রোভের আস্তানা, কিন্তু খাবারঘর হিসাবে ব্যবহৃত সেলুনে এসে সে আহার করে, যাত্রীবাহী জাহাজের জন্য সেও অপেক্ষা করতে পারেনি, তাড়াতাড়ি এই মালের জাহাজেই উঠে পড়েছে।

তাব্‌রোভের সরল বন্ধুত্বপূর্ণ চেহারার কথা মনে হতেই ওল্‌গা ভাবল—'বেশ ভদ্রলোক!' তারপরই তার মনে পড়ল স্বামীর কথা—শীগগিরই তাঁকে দেখতে

পাবে সে। চাজ্‌মা সোনার খনি অঞ্চলে গত দু'বছর ধরে—অস্ত্র-চিকিৎসকের কাজ করছে তার স্বামী। ওল্‌গা আর তার ছোট্ট মেয়ে লেনা, মস্কোতেই থেকে গিয়েছিল, সেখানে ওল্‌গা তখন ইংরেজীসাহিত্যের ক্লাশে যোগ দিয়েছিল। গত বছর গরমের ছুটিতে তার স্বামী মস্কো গিয়েছিল, কথা ছিল এবছর কাজ শেষ হলেই সে ফিরে আসবে, কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে আর হয়ে ওঠেনি।

ওল্‌গার ছোট্ট মেয়ে লেনা, চিরদিনের মত হারিয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট হাত দুখানিতে যতই কেননা চুমো দিক্ তার মা, আর সেদুটি আদর করে তার গলা জড়িয়ে ধরবেনা ভাবতেই ওল্‌গার চোখদুটি জলে ভরে এল ; ভাবল, "কি করে ইভান ওর মৃত্যুসংবাদটা গ্রহণ করল কে জানে ? ওকে এতদিনের জন্য ছেড়ে আসা আমার উচিত হয়নি, ওর সংগে লেনা আর আমি এখানে চলে এলেই পারতাম।" চোখের জল মুছে সে ভাবল আবার, 'আর কখনও ওকে ছেড়ে যাবনা। নিজের জীবনে ত কিছুই করতে পারলাম না, তার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করে তার কাজের ভার ত কিছু লাঘব করতে পারি।"

ইতিমধ্যে প্রাত্যহিক কাজকর্ম সুরু হয়ে গিয়েছে। লোকজন কেউ কাশছে, কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে, কেউ বা জামাকাপড় পরছে, জাহাজ দুলেই চলেছে। বড়রকমের ঢেউ এসে ধাক্কা দিতেই কেঁপে কেঁপে উঠছে, প্রত্যেকটা ধাক্কা খেয়ে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু স্থির হয়, আবার লাগে এসে আর এক ঢেউয়ের দোলা। প্রত্যেক দোলায়ই ওল্‌গা ডেকের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের উচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছে।

পাশের খাটের যাত্রীর কাতরানি শুনতে শুনতে ওল্‌গা ভাবল, 'যদি না পৌঁছতে পারি তাহলে ?' ভাবতেই ওল্‌গার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। তাড়াতাড়ি উঠে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে যেতে লাগল, কিন্তু উঠতে তাকে হবেই, এই কেবিনের দমবন্ধকরা হাওয়া থেকে তার বার হতেই হবে। ডেকে না গেলে চলবেনা।

সমুদ্র সমানে গর্জন করে চলেছে, সাদা ফেনায় এখনও সর্বাঙ্গ তার ঢাকা।

ওল্‌গা ভীতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল ফুলেওঠা সমুদ্রের দিকে, দুরন্ত ছুটেচলা মেঘের দিকে, মনে মনে ভাবল এই তাহলে প্রকৃতির নগ্নরূপ !

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ভিজা ঘোড়ার দল, শক্ত করে বাঁধা তেরপল দিয়ে ঢাকা মালপত্র ডেকের উপর ধাক্কা খাচ্ছে, সমুদ্র এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের উপর, কিন্তু নাবিকদের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের দৈনন্দিন কাজ

চলেছে পুরাদমে, একজন নাবিক ত ওল্‌গার পাশ দিয়ে মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতেই চলেছে। রোদেজলে পাকা কাঠের মত এই নাবিকরা ঝড়বাদলে অভ্যস্ত, এতে ভয় পায়না তারা। ওল্‌গা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে উপরতলায় চলল।

হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লাগল তার মুখে, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, কিন্তু দাঁত চেপে ওল্‌গা সামনের দিকে এগোল। এই তরুণ বয়সে শক্তসমর্থ শরীর নিয়ে সে ঝড়ের আক্রোশের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে পাবে না।

সিঁড়ির হাতলে হাত দিতে পিছন থেকে পরিচিত স্বর ভেসে এল, 'দাঁড়ান, উল্টে পড়ে যাবেন যে, আমি আসছি দাঁড়ান!"

মাথা তুলে তাবরোভ্‌কে দেখতে পেল ওল্‌গা।

"ভাববেন না, আমি ঠিক যেতে পারব। আর আমি কি পাখীর পালক নাকি যে এত সহজেই হাওয়ার ধাক্কায় পড়ে যাব!" প্রাতরাশ খেল দুজনে একসংগে। তারপর তাবরোভ্ প্রশ্ন করল, "আপনি দাবা খেলতে পারেন?" টেবিলের উপর গর্তে বসিয়ে রাখা জলের পাত্র থেকে জল ছিট্‌কে পড়ছে ঢেউয়ের দোলায়। সেদিকে তাকিয়ে ওল্‌গা বলল—"এরকম দোলানিতে কি করে খেলবেন?"

"বিশেষ ধরণের তৈরী একরকম ছক আছে, যাতে দাবার ঘুঁটিগুলো গর্তে বসানো থাকে।"

প্রথমে খেলায মন বসাতে তাবরোভের বেশ কষ্ট হতে লাগল—ওল্‌গা জিতে গেল। পরের বার সে আরও মন দিয়ে খেলল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাবরোভ্ হেরে গেল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে এত চমৎকার খেলা কে শেখাল?"

জবাব দিল ওল্‌গা, "আমার স্বামী। সে বলে রোগের গতি নির্ণয করা, রোগের কারণ বার করা অথবা কোন্ চিকিৎসায় ভাল ফল হবে তা অনুসন্ধান করা, ভাল খেলুড়েকে দাবা খেলায় হারানোর মতই শক্ত। তাই শুনে আমার রোখ চেপে যায়। অস্ত্রচিকিৎসা বা ডাক্তারী কোনটাই আমার বিশেষ পছন্দ নয়, রক্ত দেখলে আমার গা বমি করে, কিন্তু আমি দাবা খেলা শিখেছি শুধু কঠিন সমস্যা সমাধান করার আনন্দ পেতে।"

৩

দুদিন পরে ডেকে বসে গল্প করছিল ওল্‌গা আর তাবরোভ্‌। কৌতুকের সুরে তাব্‌রোভ্‌ বলল—"তাহলে আপনার স্বামী একজন অস্ত্রচিকিৎসক। তার কথা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে, আরঝানভ্‌, হাঁ, নিশ্চয়ই শুনেছি। চিকিৎসাশাস্ত্রে সবথেকে ফলোৎপাদক হল অস্ত্রচিকিৎসা। যে পেশাহিসেবে শল্যবিদ্যা গ্রহণ করে সে জগতের অনেক উপকারে আসে।"

ওল্‌গা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি মনে করেন কোনো পেশা গ্রহণ করার জন্য অন্তর থেকে প্রেরণা পেতে হয়।"

তাবরোভ্‌ হাসল।

"ঠিক তাই। আপনি মেসিন তৈরীর কারখানা ছাড়লেন কেন? মনে হয় আপনার সেটা একঘেয়ে লাগছিল কিন্তু একজন সহজাত যন্ত্রবিদকে একথা বোঝাতে পারবেন! লোকে ত কত কাজই শিখতে পারে ইচ্ছা করলে, কিন্তু যে কাজে কোন উৎসাহ নেই তেমন কাজ শিখে লাভটা কি? সবাইকে ঠকানো যায় এমন কি নিজেকে পর্যন্ত, কিন্তু কাজকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আর এই পেশা বেছে নেওয়াটা ত একঘণ্টা বা একদিনের জন্য নয়—সারাজীবনের জন্য; ভালবাসার পাত্রকে যেমন খুঁজে নিতে হয় এও তেমনি।" অপ্রত্যাশিত জোর দিয়ে তাবরোভ্‌ বলে চলল, "প্রেমের চেয়েও এর দাম বেশী। পৃথিবীতে এমন পুরুষ অল্পই আছেন যিনি প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, কিন্তু সবদেশেই বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আপনি মেসিন তৈরীর কারখানায় ঢুকেছিলেন কেন?"—মৃদু অনুসন্ধিৎসার সুরে এবার প্রশ্ন করল তাব্‌রোভ্‌।

"স্কুল শেষ হয়ে গেলে একটা কিছু ত করতে হবে, তাই ওখানে ঢুকেছিলাম।"

"মেসিন-তৈরি জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে কোন খবরাখবর না নিয়েই ও না দেখেই? একবারও একটা কারখানার ভিতর না ঢুকে এমন কি যারা মেসিন তৈরী করে তাদের সংগে কোন পরামর্শ না করে পর্যন্ত?"

ওল্‌গা মাথা নাড়ল।

"কি আশ্চর্য! আর আপনি বলছেন নীরস। নীরস ছাড়া আর কি হবে

তাহলে। যন্ত্রপাতি না দেখে তাদের মাপজোখ করতে গিয়ে অঙ্ক, লগারিদম্‌, ফরমুলা আর ইকোয়েসন করার মত নীরস একঘেয়ে আর কিছু আছে নাকি! যে যন্ত্রগুলো মানুষের জীবনে অস্ফুট গানের কলির মত, ভগবানের আশীর্বাদের মত এসে উপস্থিত হয় তাদের না দেখে কতগুলো সংখ্যা নিয়ে শুধুশুধু নাড়াচাড়া করলে নীরস লাগবে না? আমাদের দেশে একখানা করে মেসিন বানিয়ে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করতে হচ্ছে আর আপনি সেইকাজে যেমন তেমন করে ঢুকে পড়ে বলেন কিনা, একটা কিছু করতে হবে ত তাই ঢুকলাম।"

ওল্‌গা ধীরস্বরে বলল, 'আপনি ভারী অভদ্রতা করছেন কিন্তু।'

"অভদ্রতা করছি কোথায়? আপনার কথায় ত আমি আপত্তি করছিনা। অল্পবয়সে ভুল করেছেন বুঝলাম, কোন জিনিসের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি, ভাল করে ভেবে দেখেননি। কিন্তু বুককিপিং এর শিক্ষায় ঢুকলেন কেন? কি করে ভাবলেন এটা আরও চিত্তাকর্ষক হবে! এমনি করে বদলাতে থাকলে দশটা ইস্কুলকলেজ শেষ হযে যাবে, কিন্তু ফলটা কি হবে বলুন?" ওল্‌গার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে তাব্‌রোভ্‌ বিজয়ীর আগ্রহ নিয়ে বলল, "অবশ্য আমি আপনার প্রশংসা করতে পারি, আমি আপনাকে অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করতে পারি, বলতে পারি যে সাধারণ লোক যাতে খুশী হয় তাতে আপনার মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মন ভরেনা। দু'দুটো শিক্ষায়তনকে আপনি ফেল পড়িয়ে দিলেন, বাপরে বাপ্‌ কি সাংঘাতিক লোক—এমনি সব বলে আপনাকে খুশী করা মোটেই অসম্ভব হবেনা আমার পক্ষে! কিন্তু আপনার যে নিজস্ব একটি চিন্তাধারা আছে, আপনি যেরকম দাবা খেলতে পারেন তাতে বোঝা যায় আপনি বুদ্ধিমতী, তাই আপনার সংগে এতসব কথা খোলাখুলি আলোচনা করলাম—নাহলে প্রশংসা করেই কর্তব্য শেষ করতাম।"

ওল্‌গা বেশ উগ্রভাবে বলল, "যদি খোলাখুলি আলোচনার কথাই বললেন তাহলে আমি স্বীকার করছি ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মেসিন-তৈরীর কারখানা ছাড়ি। আর নীরস বিষয় বলে"—মুহূর্তের জন্য নীরব ওল্‌গার মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল আবার, বলল, "একঘেয়ে লাগার ব্যাপারটা অবশ্য আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম। চিন্তাভাবনা করে আবিষ্কার করেছিলাম আর কি?" হঠাৎ ঘুরে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করল তাবরোভ্‌কে—"আর আপনি? আপনার কাজে আপনি বেশ সন্তুষ্ট আছেন?"

"নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট, অবশ্য খনিবিদ্যাবিশারদ বলে নিজের উপর সন্তুষ্ট নয়; আমার কাজে। মস্কোর লৌহ-বর্জিত ধাতু শিল্পালয়এর পাঠ আমি শেষ করেছি। কাঝলুজস্কায়া স্কোয়ারএর কাছে সেই বিরাট বাড়ীটা মনে পড়ে ?" ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে তাব্রোভের মুখখানা ভাবালু হয়ে এল—"মস্কো আমার প্রেয়সী। শিল্পালয়টিকে আমি এখনও ভালবাসি। আমার মতে, শৈশব নয় মানুষের ছাত্রজীবনই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। অবশ্য যদি পড়াশোনা শেষ করার মত সৌভাগ্য তার হয়ে থাকে। আমি যদিও আমার পেশায় সাংঘাতিক প্রতিভা কিছু দেখাতে পারিনি, তবুও পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েই আমি আমার পেশা বদলাতে চাইনা। আগেই আপনাকে বলেছি চাজমায় এটা আমার দ্বিতীয় সফর। প্রথমবার আমি খোলোদনিকান খনিতে কাজ করেছিলাম তারপর আমাকে মস্কোতে ডেকে পাঠান হয়, বছরখানেক সেখানে অফিসের কাজ করার পর আবার উৎপাদনক্ষেত্রে ফিরে আসার অনুমতি পেয়েছি।"

তবুও মুখখানা আঁধার করে ওল্গা বলল, "আর আপনি বলছেন কিনা মস্কোকে আপনি ভালবাসেন।"

তাবরোভ্ বলল, "দূর থেকেও তাকে ভালবাসতে পারব। কাজের জন্য আমাকে উরালঅঞ্চলে—সাইবেরিয়ার যেখানে যেখানে সোনা আছে সেখানেই যেতে হয়। কিন্তু সুদূর উত্তরদেশের একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করি। তাকে ভোলা যায়না, সে পিছু ডাকে সারাক্ষণ।"

ওল্গা হেসে বলল, "বোধহয় 'তিনিই' পিছনে ডাকেন।"

লজ্জায় লাল হল তাবরোভ্, কিন্তু গম্ভীরভাবে বলল, "না, আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই।"

ডেকের সংগে আটকানো কয়েকটা কাঠের উপর বসে ওরা কথাবার্তা বলছিল। ওদের মাথার উপরে, পায়ের নীচে দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছিল, ঠিক যেমনি করে গ্রামের ধারে কৃষকরা বিশ্রাম করে। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যেতে লোকের মনে আনন্দের বান ডেকেছে। করার আর কিছু না থাকায় কেউ বা তাস খেলছে, এমনকি গানবাজনাও আরম্ভ করে দিয়েছে। স্বর পরীক্ষা চলছে ওদিকে—ঘোড়ার জায়গাগুলোর পাশ থেকে কে যেন একটা একর্ডিয়ান নিয়ে এসে বাজাতে বসে গেল। ঘোড়াগুলো ডোরাকাটা, কটা রংএর, কোনটা বা কালো—সবমিলিয়ে দৃশ্যটাকে আরও গ্রামের মত করে তুলেছিল, রেলিং এর নীচে সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশি ঝিকমিক করছিল। সাদা

গাঙ্‌চিলের দল উড়ে চলেছে আকাশে, আর সাদা পালগুলো যেন ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে। কাছেই একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে চলেছে জাহাজটা।

একটু থেমে তাবরোভ্‌ জিজ্ঞেস করল, "আপনি? আপনার কি চাজমায় যেতে বেশ ভাল লাগছে?"

ওল্‌গার মুখটা বেশ উজ্জ্বল দেখাল, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভাল লাগছে—তবে আমাকে যে ডাকছে সে উত্তরদেশ নয়, সে হল আমার প্রিয়। উত্তর দেশ যদি আপনার কথামত সুন্দরই হয়—তাহলে আমার পক্ষে দ্বিগুণ লোভনীয় হবে সেজায়গা।" দূরদিগন্তে দৃষ্টি মেলে ধরে হাসল ওল্‌গা, আকাশটাই কি উঠছে পড়ছে নাকি, না সমুদ্র? উভয়েই যেন নিঃশ্বাস ফেলছে, সে নিঃশ্বাসের উঠাপড়ার সঙ্গে জাহাজ উঠছে, পড়ছে, দুলছে।

ওল্‌গা বলে চলল, "দক্ষিণদেশেই আমি থেকেছি বেশির ভাগ, আমি ভাই বোনদের মধ্যে সকলের ছোট, তাই আদুরে বড় বেশি। আমার দিদিরা সবসময়ই গরমের দিনে আমাকে কোন ভাল জায়গায় পাঠিয়ে দিত। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে আর তারা সবাই বেশ বড়লোক—আমাকে তারা কেন জানিনা আপদ বালাই মনে না করে বেশ আগ্রহভরেই নিমন্ত্রণ করত।" একটুখানি খুশীর হাসি হেসে ওল্‌গা বলল, "আমি যে বড় বেশি অকর্মা হয়ে যাইনি সে ভালই হয়েছে। 'গমচারোভ্‌' এর বইয়ের কুঁড়ের বাদশা 'ওবলোসোভ্‌' এ পরিণত হওয়ার আমার সুযোগ ছিল সবরকমে।"

তাবরোভ্‌ প্রায় বলতে যাচ্ছিল, "তোমার এখন যা অবস্থা তাতে বড় বেশি বাকিও নেই!" নিজের মনেই কল্পনা করতে লাগল কি করে আদর দিয়ে দিয়ে পরিবারের লোকে ওল্‌গার মাথাটা খেয়েছে। ভাবল - বোধহয় এজন্যই কোন জিনিস তলিয়ে দেখবার শিক্ষা পায়নি সে।

ওল্‌গা দেখতে সুন্দর কিন্তু তাবরোভের আকর্ষণ যেন কেবলমাত্র ওর সৌন্দর্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার সঙ্গে যখন থাকে তাবরোভের মনে হয় সারাজীবন ধরে তাকে সে চেনে। লোককে ব্যথা না দিয়ে তাদের নিয়ে আমোদ করতে পারে সে, তার কাছে বসে থাকতে তাবরোভের ভাল লাগে। ওল্‌গা যেমন আন্দাজ করে কোন লোকটার পেশা কি তাও শুনতে ওর ভারী মজা লাগে।

"ঐ যে ভদ্রলোক ভয়ানক কিপ্‌টে আর ভয়াবহ রকম খামখেয়ালী ও নিশ্চয়ই খাজাঞ্চি।" টেকোমাথা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ব্রিজ' খেলা

দেখছিলেন, পায়ে তার চকচকে পালিশকরা বুটজুতো, ছেঁড়া কিন্তু ঝক্‌ঝকে স্যুট পরণে, গায়ের গরম ভেস্ট এর উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিরাট এক টাইয়ের প্যাঁচ।

"ভদ্রলোক হয়ত সরবরাহদপ্তরে কাজ করেন।"

"না না। তাদের, সবসময়ই ফিটফাট পোষাক আর ফরসা গায়ের রং থাকে।"

তাবরোভ্ ভালমানুষের মত মুখ করে ওকে বিদ্রূপ করে বলল, "আপনি যখন বুককিপিং এর ক্লাশে ভর্তি হলেন, গায়ের রং খারাপ হয়ে যাবার ভয় ছিলনা আপনার?"

ওল্‌গা এবার তাকাল রোদেপোড়া তামাটে রংএর যুবকটির দিকে—বেশ স্বচ্ছন্দে দৃঢ়পদক্ষেপে চলাফেরা করছিল সে—"বলুন দেখি এই লোকটি কি করে? কি শক্তসমর্থ চেহারা! আর এই যে কটা, পাশে সরু হয়ে যাওয়া চোখদুটো—কোণায় বয়সের অনুচিত রেখা পড়েছে—এই চোখ হল বাড়ির বাইরে কাজ করা পুরুষের।"

"বোধহয় ভূতত্ত্ববিদ্—বলল তাবরোভ্।"

'না, ভূতত্ত্ববিদরা ওরকম করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেনা। আমার মনে হচ্ছে, ও মাছধরা জাহাজের চালক, কল্পনা করতে পারেন না ওকে সামনের ঢেউগুলির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে?"

"তা পারি"—বলল তাবরোভ্, যেন সত্যিই সে ছেলেটিকে জেলেবোটের চাকার পাশে দাঁড়ান দেখতে পেয়েছে।

ওল্‌গা বলল, "আর ঐ যে বর্ষাতিগায়ে ভদ্রলোক, নিশ্চয় আগে তিনি পাদ্রী ছিলেন। দেখুন না কিরকম আন্তরিকতাবিহীন ভাব মুখে। চোখের দৃষ্টি ত তীরের ফলার মত এসে বেঁধে লোকের মনে।"

"আপনার ভুল হয়েছে, উনি সাহিত্যের অধ্যাপক, আমি আর ঐ ভদ্রলোক একসঙ্গেই জাহাজে উঠেছি আর পাশাপাশি বাঙ্কে ঘুমাই আমরা।"

"তাহলে তিনি ভণ্ড। ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সঙ্কীর্ণতা তার স্বভাবসিদ্ধ কিন্তু আমি বেশ কল্পনা করতে পারি নৈতিক চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতাগুলো তিনি বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবে দিয়ে থাকেন।"

হেসে ফেলল তাবরোভ্, "আপনার কথাটি বোধ হয় ঠিক। এরমধ্যেই তার সঙ্গে আমার মনকষাকষি চলেছে। তিনি গ্রীক্‌রোম্যান প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর

সাহিত্যের সর্বদাই প্রশংসা করেন আর সোভিয়েট সাহিত্যের মর্যাদা নামিয়ে দিয়েছেন। শুধু মাত্র টাকার জন্তই তিনি উত্তর দেশে যাচ্ছেন।"

ওল্‌গা ধীরে ধীরে বলল, "কিরকম ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছেন? সূর্য উঠেছে যদিও, তবু আমার মনে হচ্ছে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, এমনকি সমুদ্রের চেহারাও।"

উঠে পড়ে ওল্‌গা লোকের মাঝখান দিয়ে পথ করে করে চলতে লাগল, ডেকের উপরে রেলিং ধরে দাঁড়াল। তাবরোভ্‌ও তার পিছনে এসে দুজনেই জলের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

দুটো হাঙ্গর জাহাজের আগে আগে চলেছিল, জলের উপরে ভাসছে ওদের ধারাল পাখনাগুলো, সরু দেহগুলো টর্পেডোর মত বিদ্যুদ্বেগে চমক দিয়ে যাচ্ছে। তাবরোভ্‌ মন্তব্য করল, "হত্যাকারী মাছ এরা · কতগুলো আবার নিজেদেরই খেয়ে মরে। যে মুহূর্তে বাচ্চাগুলো জন্মায় তক্ষুণি শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।"

ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "আজকে রেডিওর খবর শুনেছেন! ব্রিটিশসৈন্য নার্ভিকে জার্মাণ সৈন্যদিগকে ঘেরাও করে—যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলা ছুঁড়ছে। জার্মাণরাও দৃঢ় প্রতিরোধ করছে, অন্যের রাজ্যে এসে যুদ্ধ করতে ওরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। নরওয়েবাসীদের শত্রু আর মিত্র দুদলই দুদলকে জলে ডুবিয়ে মারলেই তারা খুশী হবে সবচেয়ে বেশি।"

তাবরোভ্‌ বলল, "দুদলই নরওয়ের লোহার খনিগুলো দখল করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে, একমাত্র নিজেদের সুখসুবিধা ছাড়া আর কোন কিছুতেই তাদের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, প্রত্যেকেই নিজের নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত। এ অবস্থায় নিরাপত্তার কথা কি করে চলতে পারে?"

"নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য শুধু", পুনরাবৃত্তি করল ওল্‌গা, "একজন নরওয়ে-বাসী কেবলমাত্র নিজের সুখের কথাই ভাবতেন, তাঁর নাম পিয়ার গিণ্ট, নিজের কথা ভাবতেন, অবশ্য তিনি আত্মসচেতন ছিলেন না। আপনি ইবসেনের নাটক পড়েছেন?"

তাবরোভ্‌ জিজ্ঞেস করল, "আপনার আকর্ষণ বেশি কিসে? সাহিত্যে না রাজনীতিতে?"

তাবরোভ্‌ তাকে বিদ্রূপ করছে মনে করে ওল্‌গা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়াল। এই প্রথম তার গালগুলো লাল হয়ে উঠতে দেখল তাবরোভ্‌। তীব্রভাবে

বলল ওল্‌গা, 'আমাদের দেশে প্রত্যেকেই রাজনীতিতে আকৃষ্ট, এমনকি বাচ্চারাও। প্রত্যেকেই জানে ক্ষুদ্র 'আমি' টুকু সারাজীবন ধরে সমাজের সংগে বাঁধা ; আর সমাজ ত রাজনীতি ছাড়া টিঁকে থাকতেই পারে না !"

হাসল তাবরোভ্—"খুব সত্যি। কিন্তু সাহিত্য ! তার ব্যাপার ত বললেন না।"

এবার সত্যি সত্যি গম্ভীর হয়ে গেল ওল্‌গা, "এবার আমাদের ঝগড়া হয়ে যাবে।" ছেলেদের মতন কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিরে দাঁড়াল সে।

তাড়াতাড়ি বলল তাবরোভ্, "না ঝগড়া হবেনা। দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই, আমি শুধু দেখতে চাইছি কোন্ বিষয়ে আপনার ঝোঁক আছে।"

ওল্‌গা রাগত ভাবে নীচুগলায় গর্জন করে উঠল, "একমাত্র পাঠক হিসাবে যেটুকু দরকার তাছাড়া আমার সাহিত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। জীবনে আমি কোনদিন কবিতা লিখিনি। কোন দিকেই আমার কোন প্রতিভা নেই, গানে বলুন, অঙ্কনে বলুন—আর যা কিছু নাম করুন কিছুতেই নেই। আচ্ছা আপনিই বা আমাকে কোন পেশা ধরাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন বলুন ত ?"

"একমাত্র কারণ এই যে আপনি যে জীবনের এতগুলো বছর এমনি করে নষ্ট করেছেন—আর এখনও ভাবছেন আপনার করার কিছু নেই—এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। শিক্ষার এবং কর্মের অধিকার পাওয়াটাই বড় কথা নয়। এমন কি যথেষ্টও নয়, সে অধিকারটা ত আমাদের কাজে লাগাতে হবে ? বিয়ে করেছেন বলেই আপনি আপনার পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন কেন ? রূঢ়তা মার্জনা করবেন—কিন্তু আমি এমন অনেক মেয়েকে জানি যারা বিয়ের পর, এমন কি ছেলেমেয়ে হবার পর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে।"

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল ওল্‌গা, "আঃ এসব কথা বলে আর কি হবে এখন ?"

"কিরকম ভাবে আপনি সব ঝেড়ে ফেলছেন দেখুন একবার"—এত বিরক্ত-ভাবে মন্তব্য করল তাবরোভ্ যেন ওল্‌গা ওর ছোট বোনটি।

"আপনারা, মেয়েরা কি সহজে অতীতের আচার ব্যবহারের রীতি-নীতির পায়ে আত্মসমর্পণ করেন। কৃপণ যেমন করে সোনার টুক্‌রোটা আগলে থাকে তেমনি করে আপনারা ছোটখাট গৃহকর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন, বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করেন। যুগযুগান্তসঞ্চিত প্রথা আবার

প্রাণ পেয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।" বলতে বলতে তাবরোভ্ তাকাল ওল্গার মুখের দিকে—সেখানে এত ব্যথা জমে উঠেছে যে তাবরোভের কথাগুলো অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠেছে তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু নিজেকে সংযত করতে না পেরে সেই কঠোর স্বরেই শেষ করল এই বলে—"জানেন এই ১৯৪০ সালেই উজবেকিস্তানে মেয়েদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ করে আইন জারি হয়েছে!"

"তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?"

"উজবেকিস্তানের মেয়েরা যদি পুরুষের পাশে কাজ করতে এগিয়ে না আসত, তা হলে আরও বহু বৎসর ধরে এই আইন জারির প্রয়োজন হত না।"

৪

সারাদিন ধরে ওল্গা তাবরোভের উপর এমন রেগে রইল যে তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা সেই প্রথম কথা বলল।

"ভেবে দেখলাম, শ্রুতিমধুর চাটুবাক্যের থেকে অপ্রিয় সত্য শোনাটাই আমার পক্ষে লাভজনক।"

তাবরোভ্ জবাব দিবার আগেই এক চীৎকারে ওদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ডেকের পিছনে, যেখানটায় কাঠ আর বস্তা আর জিনিসপত্র গাদাগাদি করা আছে, তারও পিছনে নীল দিগন্ত যেখানে তালে তালে উঠছে পড়ছে—কালো ফুটকি-বহুল সাদা বরফের আস্তরণ ঝিকঝিক করছে সেখানে।

"বরফ"—ওল্গার স্বর কেঁপে উঠল—"বরফ আর সীলমাছ। ভেবেছিলাম আমাদের অভিযানের পালা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে!"

শীগগিরই ওরা শুনতে পেল জাহাজের সামনের দিকে বরফ এসে ধপাস্ করে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। বিরাট বিরাট চাঁইগুলো যেন ইচ্ছা করে ডান বাঁ সবদিক থেকেই এসে আক্রমণ করছে ওদের—ভাঙ্গছে চিড় ধরছে আবার খাড়া উঠছে অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে।

হতাশভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে ওল্গা বলল—"ওরাও যেন নির্দিষ্ট একটা পথ ধরে চলছে—আমাদের পৌঁছতে আবার দেরি হয়ে যাবে।"

তাবরোভ্ জবাব দিল, "বেশ কিছুদিনের মত আটকা পড়লাম আমরা। অবশ্য আর উপায়ও ছিল না—সমুদ্র এদিকটায় এরকমই। এই সমুদ্রের উত্তরদিকটা সারা শীতকাল ধরেই জমে থাকে, এই বরফের চাঁই সেই দিক থেকে ভেঙ্গে দখিনা-

স্রোতে গড়িয়ে এসেছে। আসার পথে ধীরে ধীরে গলে হাল্কা আর ভাঙ্গার মত নমনীয় হয়েছে সেটা আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে। তা সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হবে, খাড়া এটা ভেঙ্গে ত আর যাওয়া যাবেনা—থেমেও থাকতে পারব না—এমনিতেই ত যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে।"

সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহাজটা গতি পরিবর্তন করে এবার উত্তর-পূব কোণ ধরল—কিন্তু বরফের চাঁই চারিদিক থেকেই তার পিছনে ধাওয়া করল। সময় সময় যেন গোটা এক মাঠ বরফ ছুটল পিছনে। নীচে নামা নীল আকাশের তলায় চোখ ধাঁধাঁনো সে শুভ্রতায় দিনগুলো মনে হল উজ্জ্বলতর, রাত্রিও যেন আঁধারহীন। ওল্‌গার মনে হল সে এক নতুন জগতে প্রবেশ করছে। মোটামোটা সীলগুলো, নিরাবরণ জলের উপরে খেলা করছে দেখে ইভান ইভানোভিচের হাতদুটো নিশ্চয়ই বন্দুকের জন্য নিশপিস্ করে উঠত। সে বুঝতে পারল না যে সত্যিকারের শিকারীর কাছে এরকম শিকার লোভনীয় নয়। স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে ওল্‌গার মুখের চেহারা স্নিগ্ধ হয়ে এল, অনেক উপহার এনেছে তার জন্য ওল্‌গা, আজকাল সেগুলো খুলে সে কল্পনায় স্বামীর পাশে রাখছে, রাখতে রাখতে তার সঙ্গে আপনমনেই কথা বলছে।

তাবরোভ্ ওল্‌গার অভাবটা বেশ অনুভব করছে। সত্যি বলতে ওল্‌গা যেদিন ডেকে আসতনা, সেদিন সে কি করবে ভেবে না পেয়ে ওপর নীচে পায়চারী করত খালি। প্রথম প্রথম সে জোর করে কুঁড়েমি করে কাটিয়ে দিত। পড়তে চেষ্টা করত সে, কিন্তু নতুন কোন উপন্যাস অথবা সোনার খনি সম্বন্ধে নতুন কোন লেখায় কিছুতেই তার মন বসত না।

একদিন সকালবেলা জেগেই সে ডেকের উপর থেকে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে উপরে উঠল। কতলোকে সেখানে কাঠ কাটছে দেখা গেল। তাবরোভ্ সিদ্ধান্ত করল—"জ্বালানী তাহলে কমতি পড়েছে! পড়বেই ত! আমাদের নির্ধারিত সময় থেকে পাঁচদিন বেশি দেরি হয়েছে যে।"

হঠাৎ শ্রমিকদের মধ্যে দাঁড়ান ওল্‌গার উপর নজর পড়ল তার। সোয়েটারের হাতাদুটো গুটিয়ে রুমালে চুলগুলো বেঁধে দু'মুখো করাত চালাচ্ছে ওল্‌গা আর একপাশ ধরে রেখেছে সেই শক্তসমর্থ যুবকটি যার পেশা অনুমানের ভার নিয়েছিল ওল্‌গা সম্প্রতি। দুজনেই যেন বেশ সন্তুষ্ট মনে হল। অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ ওল্‌গা করাতটা বেশ শক্ত করে ধরে রেখেছে, দেহের প্রতিটি রেখা

ঝলমল করছে তার অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে, প্রতিটি গতি তার দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় সমুজ্জ্বল। তাব্রোভের দিকে নজর পড়তে বলে উঠল—"আসুন কুঁড়ের বাদশা মশাই, আমাদের সাহায্য করুন।"

পরের কাঠের গুঁড়িটা আনবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ওল্গা করাতটা নীচের দিকে রেখে একখানা সুন্দর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল।

কালো কালো সীল বোঝাই বরফের চাঁইগুলো তখনও ওদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। পাখনাগুলো ছড়িয়ে সীলগুলো স্থির হয়ে পড়ে আছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে ওল্গা বলল, "মনে হচ্ছে যেন বড় বেশি জমে গিয়েছে, মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় যেন সেই একই সীলের ঝাঁক, সেই একই বরফের চাঁই আমাদের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে। এতগুলো আসে কোত্থেকে বলুন ত? বোধহয় ওরা আমাদের করাতের শব্দের ভক্ত হয়ে পড়েছে।"

তাবরোভ্ একটু হেসে বলল, "আমারও তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

"আচ্ছা বিদেশী ভ্রমণকারীর মত মুখে এই আত্মসন্তুষ্ট ভাব রেখে পায়চারি না করে আমাদের কাজে আপনি সাহায্য করছেন না কেন বলুন ত?" রাগের ভাব দেখিয়ে বললেও ওল্গার দিকে তাকিয়ে মনে হয় নতুনশেখা কাজটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

তাবরোভ্ বলল, "আপনাকে কাজ করতে দেখতে আমার আরো মজা লাগছে কিনা তাই।"

ওল্গা চোখ টিপে বলল, "আহা, আপনি ভাবছেন এইবার ওল্গা তার পেশা খুঁজে পেয়েছে।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তাবরোভ্ বলল, "আপনার জিভে ত বেশ ধার দেখছি।"

ওল্গা হেসে উঠল।

"এরকম করে যাত্রা বিলম্বিত হলে কার না জিভে ধার আসে? মন চায় উড়ে যেতে, এদিকে কিনা চলেছি হামাগুড়ি দিয়ে। যখন ইচ্ছে করছে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাই, আর এ সময় কিনা আমি মালবাহী জাহাজের কাঠ চিরে মনটা বিষয়ান্তরে নিয়ে যেতে চাইছি! বাড়ি বানাবার বদলে কাঠ চিরে আমরা আগুন জ্বালাচ্ছি! ভাল কথা—আমার সঙ্গী কিন্তু জাহাজের কাপ্তেনও নয় ভূতত্ত্ববিদও নয়, সে হল খনিজ-সন্ধানী।" হঠাৎ নতুনআনা গুঁড়িটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই উদ্বিগ্নভাবে ওল্গা প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, যদি আমাদের সব কাঠ খরচা হয়ে যায় তাহলে কি হবে?"

"তাহলে নিকটবর্তী বন্দর থেকে জাহাজ এসে আমাদের টেনে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

৫

দিনটা ছিল মেঘলা, হঠাৎ দেখা গেল জলের ফোয়ারার মুখের মত বিরাট বিরাট সাদা স্তম্ভের স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে দূরে কুয়াশা ভেদ করে, নড়ছে না সেগুলো মোটেই। লোকের মনের উৎকণ্ঠা দূর করাব জন্যই কে যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল —'ডাঙ্গা!'

ফোয়ারাগুলো আর কিছুই নয় তীরের গা ঘেঁষে যে খাড়া বন্ধুর পাহাড়গুলো উঠে গিয়েছে তারই মাথায় ছড়ানো তুষার। যত তীরের কাছে এগোতে লাগল ততই যাত্রীরা বুঝতে লাগল কি আস্তেই না চলছে জাহাজটা।

ওল্‌গার অধীর উৎকণ্ঠাকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যই তাবরোভ্‌ বলল, "ঠিক আছে, আমরা ত প্রায় গ্লুবোকোয়ি পেঁাছেই গিয়েছি। শীগগিরই আমরা উপসাগরে পড়ে নোঙ্গর ফেলব। বেতার ঘোষণায় বলা হয়েছে উপসাগর এখনও বরফে আচ্ছন্ন, তাই আমাদের নামিয়ে নেবার জন্য নৌকা আসতে পারবে না।"

"আগে বলেনি কেন সেকথা?"

"ভেবেছিল এর মধ্যে উপসাগর পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু হঠাৎ শীতের আর একটা ঢেউ আসায় সব গোলমাল হয়ে গেল। আসুন, একহাত দাবা খেলা যাক। আজ রাত্রে আমরা পেঁাছে যাব।"

খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ওল্‌গা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল— "বাঁচা গেল।"

সেলুনে সব চুপচাপ। সকলেই বাইরে বেরিয়ে ডাঙ্গার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চারদিন নষ্ট হয়ে যাবার পর আজ বেতারেব আওয়াজটা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরদার মনে হচ্ছে। বেতারে খবর বলা হচ্ছে— "ম্যাজিনো লাইনে নবম ফরাসীবাহিনী পরাজিত হয়েছে।" দাবী ভুলে তাবরোভ্‌ গজ্‌গজ্‌ করে উঠলো—'চালাকি নাকি!" ঘোষক বলে চলেছে— "আমিয়েনে চরম আঘাত হানা হয়েছে। ক্যালে ঘিরে ফেলেছে···পাঁচলক্ষ সৈন্যের বেলজিয়ান-বাহিনীর আত্মসমর্পণ জার্মাণ-বাহিনীর ডানকার্কের দিকে অগ্রসর সম্ভব করে তুলেছে।"···

রেডিওটার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি ওল্‌গা বলল, "সেখানকার অবস্থাটা ভাবলে কি আশ্চর্যই না লাগে? পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য আছে যে ফ্রান্সের, সেই ফ্রান্স কিনা একটার পর একটা পরাজয় বরণ করে চলেছে? আর এত তাড়াতাড়ি! জার্মাণরা যদি আরও উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করত তাহলে কি হত ভাবলেও ভয় হয়। অন্ততঃ যুদ্ধ করে যাওয়াও ত উচিত ছিল! আমার মনে হচ্ছে ফরাসী নেতারা দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছে।"

"দেখেশুনে তাই মনে হচ্ছে বটে, শুনতে পাচ্ছেন না—সর্বাধিনায়ক ওয়েগাঁ বিপুলবিক্রমে প্রতিআক্রমণ করেন নি—তাঁর সৈন্য ছিল, ইচ্ছা করলে পারতেন।" ঘোষকের বক্তব্য শুনতে শুনতে তাবরোভ্‌ আবার নীরব হয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ হেসে বলল—

"কি ধরণের সাহিত্যের কথা মনে হয় এখন?"

অনেক রাত্রে জাহাজটাকে গ্লুবোকোয়ি উপসাগরে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। তীরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল জাহাজের উৎকট বাঁশি, মনে হচ্ছিল আহত পশুর আর্তনাদ যেন। প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকেই বাঁশি শুনতে পায়নি—ওল্‌গাও পায়নি। স্বামীকে তখন স্বপ্ন দেখছিল ওল্‌গা, বরফের উপর দিয়ে ওলগার কাছে আসবার জন্য তার কি চেষ্টা—স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ফোয়ারা উঠছে তার প্রতি পদক্ষেপের পিছনে।

ওল্‌গাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে সে বলল—"আমি কত ক্লান্ত!"

বাদামী তার চোখদুটো আনন্দে নেচে উঠছে—আর তার কালো চুল আগেরই মত খাড়া হয়ে রয়েছে। তার স্বামী—হাঁ তিনি-ই ত বটে, আনন্দে হৃৎপিণ্ড তার এত তাড়াতাড়ি স্পন্দিত হতে লাগল যে ওল্‌গার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাবল, "আমরা কি এখনও সমুদ্রেই আছি? তাও কি সম্ভব?"

তাড়াতাড়ি কিছুটা ভদ্রস্থভাবে জামাকাপড় পরে সে ডেকে চলে এল। সেখানে দাঁড়িয়ে তার প্রায় আনন্দে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছিল। নীল বরফের বিস্তৃতির ওপারে লক্ষ লক্ষ আলো জ্বলছে, উপসাগরের ধারে ধারে মলিন, নক্ষত্রহীন আকাশের গায়ে সে আলোর ছটা কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তীরের থেকে বেশ খানিকটা দূরে মনে হল সহরটা। তাড়াতাড়ি যদি সেখানে চলে যাওয়া যেত! শক্ত মাটির ওপর দাঁড়ানো একটি বাড়ির, একটি বিশেষ ঘরের কে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার মত আরাম আর কিছুতেই কি আছে!

"এসে গেছি আমরা!" খাড়া পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে ওল্‌গা ভাবল। কালো রং-এর পাহাড়গুলো উপসাগরের প্রবেশপথে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাড়া পাহাড়, এখানে সেখানে একটা-দুটো বড় গাছ ঝড়ে নুয়ে পড়েছে, উপরে উস্তুরে রাত সভ্যতার কোলাহলে আলোড়িত।

"এই তাহলে গ্রুবোকোয়ি"—এতক্ষণ পরে ওল্‌গার মনে পড়ল স্বামীর বাড়ি পৌঁছাবার আগে আরও অনেকখানি তাকে যেতে হবে তায়েগা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে; কিন্তু জল থেকে একবার উঠে এসেছে যখন, সবকিছুই এখন হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, আর কিছুতেই ওল্‌গার আপত্তি নেই।

রেলিং-এর কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ওল্‌গা জোরে জোরে বলে উঠল, "জাহাজ যদি যেতে না-ই পারে, আমরা না হয় বরফের উপর দিয়ে হেঁটে তীরে গিয়ে পৌঁছব।"

বরফের ভিতরের গর্ত থেকে সীলের মাথা উঁচু হয়ে উঠছে সময় সময়—কোথাও বা ঝাঁক বেঁধে গাছের গুঁড়ির মত পড়ে আছে তারা।

ওল্‌গার কনুইয়ের কাছ থেকে তাবরোভের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "না আমাদের হাঁটতে হবে না, বরফভাঙ্গা যন্ত্র আনতে পাঠান হয়েছে।"

চমকে উঠে ওল্‌গা বলল, "আপনি! কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলেন! এরকম করে লোকের ঘাড়ের উপর হঠাৎ এসে পড়া ভয়ানক অন্যায় কিন্তু!"

তাবরোভ্‌ বলল, 'না, আমি হঠাৎ এসে পড়িনি, হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এসেছি।' আবার স্বরে কৌতুকের আভাস এনে বলল, "এই যে এসে গিয়েছি।"

৬

স্নান সেরে ওল্‌গা খোঁজ নিল তায়েগার দিকের গাড়ি কখন পাওয়া যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলিফোনে ডাক এল ওর। তাবরোভ্‌ ডাকছে।

বলল, "ভেবেছিলাম আপনি এর মধ্যেই চলে গিয়েছেন। এখানেও দেখছি মস্কোর মত বেশ তাড়াতাড়ি কাজকর্ম চলে। আসুন না সমুদ্রের পারে বেড়াতে যাই! একবার শেষ দেখা দেখে আসি সমুদ্রের চেহারাটা! আপনার ত' তা দেখে অরুচি ধরে গেছে? কিন্তু গ্রুবোকোয়ির ডাঙ্গা থেকে সমুদ্রের চেহারা একেবারে অন্যরকম। বন্দরের মধ্যে দিয়ে হাঁটব আমরা।"

দেখা গেল—এই দূর পাণ্ডববর্জিত দেশে সীলের দল যেখানে মোহানার মুখে সাঁতার কেটে বেড়ায় সেখানেও কেবল যে সবরকম সুবিধাযুক্ত হোটেলই আছে তা নয়—বাস রাস্তাও আছে বেশ ভাল।

মাঝখানে পাহাড় থাকায় বন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল উকামচান সহর। কিন্তু তাতে কি হয়, বিরাট বিরাট সব পাথরের বাড়ির গর্বে তার বুক ভরা। ছ'তলা বাড়ি, এ্যাসফল্টের রাস্তা, জনমুখরিত ফুটপাথ, কি নেই! গত কয় বছরে এরকম কত সহর যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে পথিককে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে তার সীমা নেই। তার উপর আবার এখানে আছে পাহাড়—খাড়া পাথরের পাহাড়—এই মে মাসের শেষেও সে পাহাড়ের উত্তর দিকের ঢালু দিকটায় বরফ জমে আছে। পত্রহীন কচি শাখাগুলো মাথা নীচু করে মাটিতে পড়ে আছে। ওল্‌গা যেন গোগ্রাসে গিলছিল দৃশ্যগুলো, পৌঁছতে তার দেরী হয়ে গেল, তাবরোভ্‌কে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তার জন্য।

সূর্যের আলো বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে উত্তাপ বড় কম। বন্দরে কিরকম ভিজা ভিজা গরম—তারপরে এখানকার আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা লাগছে—অবশ্য শীতকাল নয় কারণ ন্যাড়া গাছের ডালে বসে কয়েকটি পাখী গান করছে।

ওল্‌গা বাসে উঠে জানলার পাশে বসতে বসতে বলল, "ভারী আশ্চর্য! এই পবিপাখীগুলো দেখে আমার ছোট বেলার একটা দৃশ্য মনে পড়ে যাচ্ছে। বোধ-হয় আমি সেটা স্বপ্নে দেখেছি—কিংবা কোন রূপকথার থেকে পেয়েছি। কাঠের একটা খয়েরী রংএর বাড়ি, ঢালু তার দরজা যেরকম রেলগাড়িতে থাকে, চারদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা, বাঁকাচোরা ডালপালা যেন ধূসর আকাশের গায়ে কালো বিদ্যুৎ। বাড়ির লোকজন সব বেশ লম্বা, আর সুন্দর দেখতে—তাদের বোধহয় আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম—গায়ের রং রৌদ্রোজ্জ্বল, প্রায় হলুদে। আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে এই বাড়ি আর তার লোকজন সত্যি সত্যি আছে। আজ মনে হচ্ছে তাদের এখানে দেখতে পাব।"

ওল্‌গার কল্পনাপ্রবণ চিত্ত আর কি গভীরভাবে কল্পনায় বিশ্বাস করে সে দেখে তাবরোভ্‌ মুগ্ধ হয়ে বলল, "ওল্‌গা-পাভ্‌লোভ্‌না, সত্যি আপনি কি স্বপ্ন-বিলাসী!"

বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ঝাঁকুনী দিয়ে বাস বড় রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করল। পাশ দিয়ে সরে সরে যেতে লাগল কুটির, বড় বড় প্রাসাদ, পার্কের গাছের সারি। একটা পাহাড়ের উপর উঠে উপসাগরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

ওল্‌গার মনে হল—অন্ধকার গোমড়ামুখো পাহাড়গুলোর মাঝখানে উপত্যকাটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তুষারপ্রান্তরে ছুটি জাহাজ তৈরি করেছে ছুটি পথ। একটি ত এইমাত্র ভিড়েছে এসে তীরে—ছুটিই এখন কালো মিনার-এর মত ধূসর পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—এই তুষারপ্রান্তরের পিছনে, জ্বলছে অনাবৃত সমুদ্র। দূরে তরঙ্গমালা জ্বলছে, নিঃশ্বাস ফেলছে। ওলগার মনে হল, ভারী সুন্দর দৃশ্য কিন্তু ঠাণ্ডা আর যেন অপরিচিত।

জোয়ার নেমে যাচ্ছে।

ওল্‌গা বলল, "দেখুন দেখুন, সমুদ্র কেমন শামুকের মত করে বরফের তলাকার জল টেনে গুটিয়ে নিচ্ছে।"

আবার ওল্‌গা তার নিজের ভাবনায়, অনুভূতিতে এমনি ডুবে গেল যে সঙ্গীর কথা আর মনে রইলনা তার। মাছধরার চওড়া চওড়া নৌকো টেনে আনছে জেলের দল তীরে আর ফোলা বরফের উপর চলে বেড়াচ্ছে তারা।

"আসুন, ওদের সঙ্গে আমরাও যাই, জোয়ার আর শীগগির আস্‌ছেনা"—রাস্তা থেকে বালির উপর নেমে পড়ে মন্তব্য করল ওল্‌গা। ছোট ছোট জুতোর ছাপ ফেলতে ফেলতে চলল বালির উপর পড়ে থাকা উইলোশাখার আর উল্টানো নৌকার ফাঁকে ফাঁকে।

ওল্‌গার সঙ্গে তাল রাখতে তাব্‌রোভের কষ্টই হচ্ছিল; কাছে গিয়ে বলল, "আপনার হাতে একটা বেত থাকা উচিত ছিল।"

সে জিজ্ঞেস করল, "কেন আমাকে কি পশু-শিকারীর মত দেখাচ্ছে নাকি?"

"প্রায়"—বলতে বলতে দুজনেই হেসে উঠল।

উকামচান সহরের মত বন্দরটাও বেশ বড় আর নূতন ঝকঝকে। জাহাজ-ঘাট তৈরি করার সময় বিরাট এক পাহাড়ের শিখর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়েছে, সে সময়কার এভানদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে চলতি বিশ্বাস ছিল যে এই উপসাগরটা এখানে ছিলনা, হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে এটার আবির্ভাব হয়। ডিনামাইটে আগুন দেবার আগে এখানকার অধিবাসীদের সাবধান করে জানলাদরজায় কাঁচের উপর কাগজ সাঁটতে বলা হয়। অধিবাসীরা ভয় পেয়েছিল, তাদের ধারণা ছিল যে এই পাহাড়চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও সমাধি হবে সাগরের অতল তলে। কিন্তু তাদের ভীতি যে অমূলক, তা তারা বুঝতে পারল যখন তাদের কোনই ক্ষতি হলনা এই ডিনামাইট ফাটার ফলে।

স্কুলপালানো দুষ্টু ছেলেদের মত হাত দুলিয়ে দুলিয়ে তাব্‌রোভ এইসব গল্প বলছিল ওলগাকে। কিরকম যেন অদ্ভুত স্বরে বলে চলল সে, "খুব বেশীদিনের কথা নয়, এই উপসাগরের তীরের কয়েকজন বাসিন্দা একটা বিরাট বাঁকান কাঠের গুঁড়ি নিয়ে আসে, সেটার সারা গায়ে শ্যাওলা জমেছে। তারপর যখন সেটাকে করাতে চিরতে নেওয়া হল, দেখা গেল সেটা একটা হাড়। ভাবুন একবার! প্রাগৈতিহাসিক কোন জীবের বিরাট অস্থি।" বালির উপর বেরিয়ে এসেছিল গাড়ির চাকার মত বড় একটুকরা মেরুদণ্ডের অস্থি, তাবরোভ্‌ নীচু হয়ে দু'হাত দিয়ে সেটাকে উল্টিয়ে ফেলে বলল, "এই যে আপনার জন্য এই অস্থিটা।"

"নিশ্চয়ই বিরাট কোন জন্তুর গায়ে ছিল এটা—" বলল ওলগা, রোদের দিক থেকে আড়াল দিতে দিতে। পাথরের আড়ালে জমা জলে রোদ পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছিল। আশেপাশে জন্মেছে অবিশ্বাস্য রকমের ভুতুড়ে সব গাছ, দেখতে তাদের জন্তুজানোয়ারের মত, আর জড় হয়েছে যত কীটপতঙ্গ, তাদের দেখায় গাছপালার মত। ছোট ছেলের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে শাঁখ, ঝিনুক, কাঁকড়া আর ক্ষুদে ক্ষুদে মাছের খোঁজে—যদি কোন মাছ বা কাঁকড়া সমুদ্রে জোয়ার আসার অপেক্ষায় লুকিয়ে থেকে থাকে বালির তলায়।

এবার তাবরোভ হাঁটছে বরফের দিকে আর ওল্‌গা যাচ্ছে তার পিছনে। পশ্চিম তীরে বালির নীচে বাসা করে আছে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার দল, তারা নড়েচড়ে বসল, সামুদ্রিক পোকারা গোল চওড়া মুখ থেকে নীল বুদ্‌বুদ ওড়াচ্ছে। এর মধ্যেই তীরের চক্‌চকে পালিশ নুড়িগুলো হাওয়ায় শুকিয়ে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেছে। বরফের মত সাদা পাখার ঝাপটা মেরে উড়ে যাচ্ছে গাংচিলের দল, রেশমের মত চিকমিকে পালক খসে পড়ছে দূরে সাগরজলে।

ওল্‌গা একটা লাঠি নিয়ে বালি খুঁড়তে লাগল—মরামাছকে উল্টিয়ে, জলজগাছকে ছিঁড়ে চলেছে একমনে। শান্ত আর স্থির হয়ে গিয়েছে সে।

তাবরোভ বলল, "কূলের দিকে কখনো কখনো গোলাপী রংয়ের গাঙচিল আর সাদা রংয়ের ভোদড় দেখতে পাওয়া যায়।" হঠাৎ একপাক ঘুরে গোপন বেদনায় লাল হয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকল, "ওল্‌গা পাভলোভনা!"

ওল্‌গা শুধু বলল, "কি ব্যাপার?" তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য তাবরোভের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল, সে দৃষ্টির সামনে তাবরোভের সমস্ত শক্তি আর কথা বলার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর বলল ওল্‌গা, "হ্যাঁ, গাঙচিলগুলো গোলাপী দেখায় সত্যি, তবে বোধহয় সূর্যের আলোর জন্য।"

সম্মোহিতের মত ওল্‌গার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে বলল তাবরোভ, "কিন্তু এরা আসলে সাধারণ গাঙচিল, আসল গোলাপী রংয়ের গাঙচিলও আছে।"

বরফের উপরে চড়ার জন্য কতগুলো কাঠের তক্তাপাতা ছিল—তারা উঠল সেগুলি বেয়ে। সদ্য জল থেকে টেনে তোলা একটা জাল শুকাচ্ছে বরফের মধ্যে একটা গর্তের উপর। একপাশে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে বুলহেড, নীল ডর্স মাছের দল, তার সঙ্গে আছে গভীর সমুদ্রের ফ্লাউণ্ডার মাছ, এত চ্যাপ্টা যে দুটো চোখই রয়েছে মাথার উপরের দিকে।

জুতোর ডগা দিয়ে একটা মাছ উল্টিয়ে দিয়ে ওলগা বলল, "লোকে বলে এই মাছগুলো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপখাওয়াবার জন্য ইচ্ছামত রং বদলাতে পারে। কতকাল পরে একটা সত্যিকারের জীবন্ত ফ্লাউণ্ডার মাছ দেখছি, নীচের দিকটা দেখুন কিরকম সাদা আর মসৃণ, যেন ঢেউয়ের ছাপমারা মেডেল একটি, এরকম অদ্ভুত কদাকার দৈত্যের মত মাছ এই সমুদ্রে আর কত আছে কে জানে? সমুদ্র তার প্রজাদের উপর যেন কুপ্রভাব বিস্তার করে, অবিশ্যি আশ্চর্যও নয় কিছু।" তাবরোভের দিকে একনজর তাকিয়ে সে বলে চলল, "হাজার হাজার বছর ধরে জলের কি দারুণ চাপই না ওদের চেপ্টে গুড়িয়ে দিচ্ছে; কিন্তু নদীর মাছ দেখুন কেমন সুন্দর মসৃণ হয়, পার্চ, পাইক আর ব্যাজ মাছের শরীর।"

তাবরোভ নিঃশ্বাস ফেলে তার কথার প্রতিধ্বনি করল—"না এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আপনার কথায় আমার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।"

"আবার আমার পেশা নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ"।

মুখে সে বলল 'হ্যাঁ', কিন্তু তাবরোভের অন্তরের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হচ্ছিল, "তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে কি ভালই যে লাগে ওগো স্বপ্নময়ী, তোমার কথা শুনে শুনে আশ যে আর মেটেনা! ঠিক যে মুহূর্তে আমাদের বিদায় নিতে হবে বলে আমি তোমার সামনে প্রায় প্রকাশ হয়ে পড়েছিলাম—তুমি আমাকে থামিয়ে দিয়ে কি উপকারই না করেছ আমার!"

৭

হোটেলে ফিরে ওল্‌গা জুতো খুলে ফেলল। তারপর কম্বল দিয়ে পা মুড়ে উইলোশাখা কয়টা জলে রাখবার জন্য উঠল। জানালাটা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপন ধরিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি জানালার তাকের উপরই বসে পড়ল সে। এখানে বসে দূরে তায়েগা অঞ্চলে বিলীন হয়ে যাওয়া রাস্তা, নদীর পাড়ের বাড়িঘর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। বরফের বিরাট বিরাট চাঁই এখনো তীরের দিকে ঢেউএর ধাক্কায় এসে চিকচিক করছে, মোটরের চাকার ঘষা লেগে রাস্তা থেকে ছিটকে বার হচ্ছে সাদা গুঁড়ো। সমুদ্রের পাড়ে এদিকটায় শীত বোধহয় শেষ হয়ে এলো, পাহাড়ের পাশের লার্চগাছগুলো লাল হলুদের ছোপ লেগে ঝলমল করছে, উইলো আর পপলারের শাখায় লেগেছে সোনার পরশ। পিছনে ফেলে আসা দেশে এখন বসন্ত শেষ। ফুলফোটার পালা শেষ হয়ে গাছে গাছে সবুজ পাতার সমারোহ শুরু হয়েছে। আর এখানে? পাহাড়ের আড়ালে যেন পপ্‌লার ঝোপের তলায় চাপাপড়া বসন্ত ভুলে গিয়েছে রংএর খেলা শুরু করতে। সমুদ্র থেকে এক ঝলক উষ্ণ হাওয়া এসে জাগিয়ে দিয়ে গেল ওলগাকে, ওলগার চোখেমুখে সে পরশ লেগে চুল-গুলো দুলে উঠল, রোদে ঝিকমিক করতে লাগল তারা। ক্লান্ত অবসন্ন ওল্‌গা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সেখানে। শীগগিরই তায়েগায় যার সঙ্গে দেখা হবে, তার কথা ভাবতে ভাবতে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁটে হাসি দেখা দিল।

ঠিক এমনি সময়ে কে যেন দরজায় ঘা দিল। ওলগা স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

হলে দাঁড়িয়ে আছে কালো, বিরাট-মাথা, সুদর্শন এক ভদ্রলোক। পাশে একটি তরুণী, পরণে তার দূরভ্রমণের পোশাক, মাথার টুপিটি বাচ্চাছেলের টুপির মত পিছন দিকে ওল্টানো।

উদাত্তস্বরে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "আপনি কি ডাক্তার আরঝানোভ্‌এর স্ত্রী?" আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই তিনি ঘরে এসে তাঁর চওড়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার নাম প্লাটন আরটিওমোভিচ্‌ লগুনোভ্‌, অক্টোবর খনির ইঞ্জিনিয়ার—আর ইনি পাভা রোমানোভ্‌না প্রিয়াখিনা, আমাদের প্রধান হিসাবরক্ষকের স্ত্রী। আমরা ইভান ইভানোভিচের কাছ

থেকে আসছি। তিনি কেবল আমাদের আপনাকে বলতে বলেছেন যে আপনার জন্য তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি আমাদের সঙ্গে করে আপনাকে নিয়ে যাব।"

পাভা রোমানোভ্‌নাও হাত বাড়িয়ে ওলগার করমর্দন করে বললেন, "আপনাকে খুঁজে বার করতে পারায় কি যে আনন্দ হচ্ছে!" সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালো চোখের দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিলেন ওলগার সর্বাঙ্গে।

মেরুশেয়ালের চামড়ার চাদরটা সরিয়ে নিতে বেরিয়ে পড়ল তার সাদা ধব্‌ধবে গলাটা, তারপর ধীরে মাথার থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে দুলিয়ে দিলেন সোনালী রংএর কেশগুচ্ছ, যেন সবখানি সৌন্দর্য একেবারে তুলে ধরছেন আগন্তুকের সামনে। তাঁর রূপ আছে বটে! গোলাপী রংএর ফোলা ফোলা গাল, হাসলে তাতে টোল খায়, ছোটখাট আকৃতি, সবকয়টিই মানুষকে আকৃষ্ট করে, একমাত্র কলঙ্ক তার ভারী চিবুক আর অতিরিক্ত মাত্রায় লিপষ্টিক।

চোখে একটু ঝিলিক খেলিয়ে বললেন তিনি আবার, "আপনাকে পেয়ে আমার ভারী আনন্দ লাগছে সত্যি! এখানে কৃষ্টিসম্পন্ন স্ত্রীলোক এত কম যে প্রায় গল্পকরার লোক নেই বললেই হয়। আপনি নাচতে পারেন? কিন্তু আপনাকে দেখে ত মনে হয় পারেন। আপনার চুলের কি পরিপাটি বাহার! আর গ্রীষ্মকালে সোনালী চুল রাখাই ত সত্যিকার ফ্যাশন্‌। আপনার কি মনে হয়?"

ওলগা লগুনোভের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, "আমার চুল সারা বছরই সোনালী থাকে।"

লগুনোভ বসেছিল টেবিলের পাশে—হাতে একটা উইলো ডাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বোঝা গেল মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রতি তার কোন দুর্বলতা নেই, সহযাত্রিণীর কথাবার্তায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

"তাহলে ইভান ইভানোভিচ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন?"

"সত্যি, সত্যি অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, হবেন না? সারাদিন খালি কাজ, কাজ আর কাজ। আমি ত কয়েকবার তাকে নেমন্তন্ন করেছি একটু হাসিতামাসা আমোদপ্রমোদ করার জন্য, কিন্তু আপনি যদি কিছু না মনে করেন ত বলি, ভদ্রলোক ভারী অসামাজিক। আপনি এত ছেলেমানুষ, আপনার পক্ষে তাকে নিয়ে চলা ভয়ানক কষ্টকর নিশ্চয়ই।"

ওলগা ভাবল, "ভদ্রমহিলা ত বেশী বিচক্ষণ নন! বোধহয় বুদ্ধি কিছু কম, না হয় সকলে মিলে প্রশংসা করে করে একেবারে ওর মাথাটি খেয়েছে।" প্রকাশ্যে বলল, "ইভানকে আপনারা অসামাজিক ভাবছেন দেখে আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে কিন্তু, তার স্বভাবটা ত ভারী হাসিখুশী ছিল, আমোদ আহ্লাদ ভালবাসে, আর লোকজন ছাড়া ত সে থাকতেই পারে না।"

তৎক্ষণাৎ পাভা রোমানোভ্না জবাব দিল, "তাহলে হয়ত আমাদের বাড়িতে তিনি লজ্জা পান।"

লগুনোভ্ বলল, "না তিনি অসামাজিক ত ননই, তাঁর অন্তঃকরণটা যেন সোনা দিয়ে তৈরী, লোকে যে কতদূর থেকে পর্যন্ত তাঁর কথা শুনতে আসে তার সীমাসংখ্যা নেই। শত শত মাইল দূর থেকে দুর্গম তায়েগা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে কত কষ্ট করে যে তার কাছে আসে সে কথা আর কি বলব!" বলতে বলতে লগুনোভের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হয়ত বা প্রিয় ডাক্তারের কথা মনে হওয়ায়—কিংবা হয়ত ওল্গার মুখের উপর কৃতজ্ঞতার ভাষা ফুটে উঠতে দেখে সে বলল, "আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ করতে এসেছি। কাল রাত্রি প্রভাতে দুটো গাড়ি করে আমরা রওনা হব। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন—বাসের চেয়ে আগেই পৌঁছে যাব আমরা।"

"নিশ্চয়ই যাব—শুধু ইভানকে যেন খবর দিয়ে বসবেন না, তাকে চমকে দেব আগে পৌঁছে গিয়ে"—দুষ্টুমি ভেসে উঠল ওল্গার চোখেমুখে।

৮

পরদিন ভোর না হতে লগুনোভ্ দরজায় এসে ঘা দিল। বাইরে দুটো মোটরগাড়ি অপেক্ষা করছে, একটাতে পিছনের সীটে বসল পাভা রোমানোভনা, সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশে বসে তার স্বামী—পাভারই মত লাল টুকটুকে; ঝকঝকে নূতন সামরিক পোশাক আঁটসাট করে পরা, কোমরে চওড়া চামড়ার কোমরবন্ধ, তার থেকে ঝুলছে ভ্রমণব্যাগ, আর ফ্লাস্ক। বেল্ট, ফ্লাস্ক, ব্যাগ সবই ঝকঝকে নূতন, এমন কি মনে হচ্ছে পরিষ্কার করে নিখুঁতভাবে কামান মুখখানাও যেন সদ্য পালিশ করে চকমকে করা হয়েছে।

ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গাড়ি থেকে নেমে হেলে দুলে এগিয়ে আসছিল দেখে ওলগা কৌতুকের সঙ্গে ভাবতে লাগল—একজন হিসাব-

রক্ষকের যে এরকম চেহারা হতে পারে তা আমি এই প্রথম দেখছি। এমন ভাবভঙ্গী করছে যেন বাচ্চা ছেলে সৈন্য সৈন্য খেলছে।

একগাল হেসে পাভা রোমানোভ্‌না বলল, "আপনি আমাদের গাড়িতে যাবেন, আপনার মালপত্রও আমরা সঙ্গে নিয়ে নেব কিংবা স্কোরোবোগাটোভ-এর গাড়িতে তুলে দিয়ে লগুনোভকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেব। নাহলে সে বেচারা একাএকা ও গাড়িতে বসে কি করে যাবে? আচ্ছা নিকানোর পেত্রোভিচ্, তোমার এতে কোন আপত্তি নেই নিশ্চয়!" নিকানোর যে গাড়িতে বসেছিল সে গাড়ির দিকে ওলগাকে ঠেলে দিয়ে পাভা রোমানোভ্‌না বলে চলল, "নিকানোর পেত্রোভিচ্ হল জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারী। এই যে আমাদের ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবে এসো।"

নিকানোর পেত্রোভিচ্ গাড়ির জানালার ভিতর দিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেক্রেটারীর বয়স চল্লিশের নীচে নয়। মাংসল মুখ, যেন ঝুলে পড়েছে। চোখের চারপাশটাও ফোলা ফোলা, বাদামী চোখের নিষ্পলক সে চাহনীর সামনে ওলগার যেন কেমন নিষ্প্রভ মনে হল নিজেকে। নিকানোরের প্রসারিত করমর্দন করতে করতে ওলগা ভাবল, "ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে আসার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে চান না।" ততক্ষণে ভদ্রলোক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে লেগে গিয়েছেন, আর ভাববার সময় ছিল না। পাভা রোমানোভ্‌না হাত ধরে টেনে সকলকে বসাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ওল্‌গা আর লগুনোভের মাঝখানে বসে পড়ে, অগুণতি বাক্স প্যাঁটরা এখানেসেখানে ঠেসে গুঁজেও যেন স্বস্তি পাচ্ছেনা, সারাক্ষণ ধরে এমন কি গাড়ি চলতে আরম্ভ করার পরেও সে কেবলি খুঁতখুঁত করতে লাগল। ক্রমাগত আদেশ পেতে পেতে বিরক্ত হয়ে প্রিয়াখিন বলল, "ঠিক আছে পাভা, কোনরকমে আমরা পেঁৗছে যাবই, যেমনি বসে আছি তাই যথেষ্ট।" আয়নায় তার মুখের চেহারা প্রতিফলিত হল, সে মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন।

ওল্‌গা বলল লগুনোভকে, "আমরা তাহলে কালকেই বাড়ি পেঁৗছে যাচ্ছি।"

"অন্ততঃ পেঁৗছা উচিত। এখানকার রাস্তাঘাট লেনিনগ্রাদের বড় রাস্তার মতই সুন্দর; আট বছর আগে এখানে ছিল খালি একটা পায়েচলা পথ, কাদা-প্যাচপ্যাচে। একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোন যানবাহন ছিল না, যেতে সময় লেগে যেত প্রায় একমাস। আর এখন?"

রুদ্ধশ্বাসে পাভা রোমানোভ্না বলে উঠল, "কি আশ্চর্য! বিশ্বাস করাও যায় না যে! এরকম একটা অনগ্রসর দেশের পক্ষে সোবিয়েৎ শক্তি কি আশীর্বাদই না বয়ে এনেছে। এরকম সব বাড়িঘর! এরকম সংস্কৃতির রূপান্তর!" বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে স্বামীকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান, ক্যামিলার জন্য সেই যে কেপ্টা কিনবার কথা ছিল তাতো ভুলে গিয়েছি!"

সে হেসে বলল, "যাও না, ফিরে গিয়ে নিয়ে এস না!" তীক্ষ্নস্বরে জবাব দিল পাভা, "তোমার ত হাসতে আর কোন ঝামেলা নেই, হাসলেই হ'ল। ছেলেমেয়েদের জন্য তোমার কত না দুশ্চিন্তা!"

বিরক্তির স্বরে বলল প্রিয়াখিন, "তোমার ব্যাগে যখন কিছু পয়সা উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে তখনই না তুমি শুধু ওদের জন্যে একেবারে গলে যাও! কেপ্! হুঁ— আজকাল আবার কেউ কেপ পরে না কি!" ওল্গার দিকে তাকাল প্রিয়াখিন যেন তার সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য। পাভাও তাকাল ওল্গার দিকে, "ওর কথা শুনবেন না, কি পাগলের মত কথা বলে তার ঠিক নেই! পুরুষমানুষ কি করে জানবে ছেলেমেয়েদের কি পরাতে হয় না হয়!"

ওল্গা জবাব দিল না। সে তখন ভাবছিল তার নিজের মেয়েটির কথা, তার নরম চুলের সুন্দর বিনুনীর ডগায় ফিতে বাঁধা, কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে কি তাড়াতাড়িই না সে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিল, এমনি সময়ে নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তার সব শিক্ষার টেনে দিল পরিসমাপ্তি।

এবার তায়েগাতে ঝর্ণাধারার পিছনে আস্তে আস্তে আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠেছে, গাছগুলো হয়েছে সবুজ, তখনও এখানে-সেখানে লেগে রয়েছে বরফের পরশ। কোথাও মাঠের পর মাঠই জমান রয়েছে বরফে, কোথাও গাছের মাথায় বেশ কয়েক মিটার উঁচু হয়ে জমেছে, তাদের মাঝখান থেকে উঁকি মারছে উইলো আর পপলারের দু'একটি পাতা।

শীগগিরই পাভা রোমানোভ্নার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এল, ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে প্রিয়াখিনও ঘুমিয়ে পড়ল, লাল ঠোঁট দুটো তার মজার ভঙ্গীতে হাঁ হয়ে রইল। এবার লগুনোভ নিশ্চিন্ত হয়ে এদিককার আবহাওয়ার কথা বলতে লাগল, এদিককার দুরন্ত শীতে জল বরফ হয়ে উঁচু হয়ে থাকে, তাকে বলে 'তরায়নি'। এই জমান 'তরায়নি' মাঝে মাঝে এত উঁচু হয়ে থাকে যে রাস্তাঘাট আটকে ফেলে গাছের গুঁড়ি ঢাকা পড়ে যায়, ঝড়ে পড়ে-

যাওয়া গাছটাছ সব ঢাকা পড়ে থাকে এমন ভাবে যে গ্রীষ্মকালের আগে আর তাদের চিহ্নও দেখা যায় না। বসন্তকালটাও বরফে আচ্ছন্ন থাকে তারা।

পাভা রোমানোভ্না ঘুমোতে ঘুমোতে লগুনোভ্ এর গায়ে এসে পড়েছে—আস্তে আস্তে তার উষ্ণ পরশ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সে আবার বলল, "সামনের এই পাহাড়চূড়াটার কাছে গেলেই দেখতে পাবেন আপনি নিজেই। নীচের ঐ পাহাড়গুলো ত এমনি করেই গড়ে উঠেছে, বছরের পর বছর। ফোয়ারার বা ঝরণার মুখগুলো যখন বরফে ঢাকা পড়ে যায় তখন ভিতর থেকে ঠেলে সে জলস্রোত বেরিয়ে আসতে চায়—আর উপরে এসেই জমে যায়। নদীতেও ঠিক এমনি ব্যাপার চলে, তবে নদী জমে শক্ত হয়ে যাওয়ার আগেই উপরে জল ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এমনি করে যখন বন্যার সৃষ্টি হয় এখানকার লোকে বলে, "নদী এবার টগ্‌বগ্ করে ফুটছে।" গত বছর ইভান ইভানোভিচ্ পড়ে গিয়েছিলেন এমনি এক বন্যার মধ্যে। রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন তিনি বল্গাহরিণের পিঠে চড়ে, সঙ্গে আর একজন ছিল, দুজনে প্রায় জমে মারা যেতে বসেছিলেন। আপনাকে কিছু লেখেন নি সে কথা? কি ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল তখন!"

"বল্গাহরিণটার কি হল?"

"বল্গাহরিণটা কোনরকমে তীরে পৌঁছেছিল; কিন্তু মালপত্র, ওষুধ যা কিছু সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কি ব্যাপার? আরে ভারী আশ্চর্য ত? আমি যদি জানতাম আপনি এত বিচলিত হয়ে পড়বেন তাহলে বলতাম না কক্ষণো!"

৯

পাতলা ফর্সা চেহারার একটি ইয়াকুট মেয়ে। একটি লাল টুকটুকে ব্লাউজে পরীর মত সেজেছে—একলাফে খানাটা পেরিয়ে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল।

লম্বা হাতলওয়ালা কোদালটা হাতে নিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "ইভান ইভানোভিচ্, আমি চা-টা খেয়ে নিয়েই আপনাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।"

বেড়ার ধারে কোদালটা নিতে এসে লম্বা আধাবয়সী এক ভদ্রলোক গম্ভীর গলার আওয়াজে বললেন, "বেশ ভারিয়া, চা খেয়ে তারপর এসো, ধন্যবাদ।"

ময়লা কাজের পোশাক পরনে। চমৎকার গোল মাথায় কালো কুচ্‌কুচে একরাশ সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা চুল। প্রশস্ত কাঁধের উপর মাথার

গড়ন, মুখের দৃঢ় রেখা, বাদামী চোখ, সবকিছু মিলিয়ে চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে সে চেহারায়। চোখ দুটি সব সময় সজাগ, আবার তাতে যেন দয়া আর তারই সঙ্গে মিশে আছে সরস ব্যঙ্গের ছায়া। মনে হয় এ মানুষটি হাসতে জানে প্রাণ খুলে, মনের মলিনতা সঙ্কীর্ণতা তাতে বাধা জন্মায় না। কোদালটা হাতে নিয়ে নতুন বেড়া দেওয়া জমির দিকে এগিয়ে গেল সে, জমিটায় এখনও হাত দেওয়া হয়নি। ভারভারা বেণী দোলাতে দোলাতে ছুটল বাড়ির দিকে।

"এবার তাহলে দেখা যাবে কে আগে শেষ করে! আমার সমান খুঁড়তে হলে তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর শিক্ষাপ্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার হলে কি হবে দেনিস আস্তনোভিচ্, তোমাকে গায়ের জোর সব নিঃশেষ করে দিতে হবে। কি করে মাটি খুঁড়তে হয় তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।" বলতে বলতে ইভান ইভানোভিচ জমির একমাথায় দাঁড়িয়ে কোদাল দিয়ে ঘাসের চাপড়া তুলতে লাগল। "তোমার সব লেটুস্ আর মুলো খেয়ে ফেলি বলে আর নালিশ করতে পারবেনা। আমি আর ওলগা পাভলোভ্না যা খাব তা সব আমি এখানে ফলিয়ে নেব। এমনি করে আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দেব আর বলতে পারবেনা যে তোমাকে আর তোমার ঐ চঞ্চল তিনটে সহকারীকে আমি খেয়ে খেয়ে ফতুর করে দিচ্ছি।"

যার সঙ্গে ইভান কথা বলছিল সে হেসে উঠল একথায়, টুপির নীচ থেকে লাল এক গোছা চুল বেরিয়ে পড়েছিল, এক ঝাঁকুনী দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিল সে। তারপর শুকনো ঘাস বাছতে লাগল নিবিষ্টমনে। অন্যূন ছেচল্লিশ বছর বয়স হবে তার, বেঁটেখাটো কিন্তু শক্তসমর্থ মানুষটি, মুখের হাঁ-টা বেশ বড়, চওড়া খাড়া নাক, শিশুর মত স্বচ্ছ আর সরল তার নীল চোখের তারকা।

ইভান ইভানোভিচ বলে চলল, 'হাসৃছ কি রকম? একে কি কাজ করা বলে নাকি? এই মাটির ডেলাগুলোকে এমনি করে সাজাচ্ছ কেন? এলেনা দেনিসোভ্না রুটির টুক্রো সাজায় থালায় এমনি করে। মাটির ডেলা ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলতে হয়।"

কোদালের বাঁটটা দিয়ে ডেলাগুলো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কিঝনিয়াক বলল, "বেশ গুঁড়ো করছি, কিন্তু এটা অনর্থক বাড়তি কাজ, বৃষ্টির জলে ত এগুলো ভেঙ্গে যাবেই। আরও একটুকরা জমি বাকী রয়েছে আমাদের। এই হতভাগা তায়েগা অঞ্চল—কিছুই কি ফলবে এক মুলো আর আলু ছাড়া। এর নাম জমি? এর নাম সুসভ্য আবহাওয়া? খালি শিকারের লোভে এখানে পড়ে

আছি, নাহলে কবে যে এখান থেকে পালিয়ে যেতাম তার আর ঠিক নেই। ধর না কেন, কুবানে, মানে আমাদের দেশে সকলের জন্য বাগান। কি আপেলের ক্ষেত! কি সব ফুল! বাড়িতে আর হাসপাতালে দু'জায়গায়ই আমি বাগান করতাম। কত ফুল যে ফোটাতাম! একবার ত পিওনী ফুলসুদ্ধ ফুটিয়ে ফেললাম।" বলতে বলতে, পুরনো স্মৃতি ভেসে উঠল দেনিস্ আন্তোনোভিচের মনে, চোখ দুটো হয়ে উঠল স্বপ্নালু, কোদালটার উপর ভর দিয়ে সে চেয়ে রইল সামনের দিকে, ঠোঁট দুটো তার স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল।

ইভান ইভানোভিচ্ চেঁচিয়ে উঠল, "কাজ কর হে, কাজ কর, তোমার ঐ সব আজগুবী পিওনীর গল্পে আমাদের মোটেই ঔৎসুক্য নেই। ঐ ভোঁতা কোদালটা দিয়ে যখন আমি মাটি কোপাবার কসরৎ করছিলাম তখনত মেলাই উপদেশ দিয়েছিলে আর এখন দেখছি সব আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছ।"

দেনিস্ আন্তনোভিচ্ মাটিতে কোদালটা বসাতে বসাতে বলল, "মোটেই আবোলতাবোল বকছিনা। জলবায়ুর কথা যদি বল ত এরকম হতচ্ছাড়া জলবায়ু দেখেছ কোথাও? পাখী পাবে একটাও এখানে? নাইটিঙ্গেল ত দূরের কথা একটা কাক যদি দেখতে পাও ত ঢের। কাল আমি একটা দেখেছিলাম। এই এলেনা দেনিসোভনার জন্যেই এমনটি হল! বিয়ের পরই ওকে বলেছিলাম, চল আমরা কুবানে চলে যাই, সেকথা ত ও কানেই তুলল না; তার বক্তব্য হল, সাইবেরিয়াই আমার ভাল লাগে। পাহাড়, মাছ আর মাংসের পিঠে, এরা না হলে আমার চলেনা। যেন কুবানে পাহাড় নেই, মাছ পাওয়া যায়না। আর মাংসের পিঠে কি সেখানে বানাতে পার না?" বলতে বলতে দেনিস্ আন্তনোভিচ্ মাটির ডেলাটাকে এমন জোরে ঘা দিল যে ধুলো উড়তে আরম্ভ করল।

চোখের কোণে দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল ইভান ইভানোভিচের—"এখন চলে যাওনা কেন?"

"এখন? এখন কি করে যাই বল? আমার কান টানা সাইবেরিয়াতে। চারটে বাচ্চা, তার উপর এক সাইবেরিয়ানী স্ত্রী! যেন চারটে শেকল দিয়ে গাছের সঙ্গে চার ফেরতা দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধা। কি করে যাই?"

"যাচ্ছি আমি, এলেনা দেনিসোভ্নাকে সব গিয়ে বলে দিচ্ছি। বুঝবে মজাটা।"

"যাওনা, বলনা গিয়ে, আমি যে একজন গোঁয়ার য়ুক্রেনিয়ান, তা তার বেশ জানা আছে। অমনি গোঁয়ারগোবিন্দ বলেই সে আমাকে ডাকে। যতই গোঁয়ারগোবিন্দ বলুক আমাকে, তার কাছে আমি বাঁধা পড়ে গিয়েছি, কাজেই এই হতভাগা দেশে সারাজীবন কাটাতে হবে এখন আমাকে। আর সবথেকে মজার ব্যাপার এই যে বছর তিনেক আগে আমি যখন কুবানে গিয়েছিলাম আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে, বললে বিশ্বাস করবেনা, ছুটি ফুরাবার আগেই আমি বাড়ি ফিরে এলাম; থাকতে পারলাম না। ভাবো একবার আমার বাড়ি কিনা সাইবেরিয়ায়, এলেনা আর আমি সে সময়টায় মারতায়েগা অঞ্চলে খনিতে কাজ করছিলাম, আত্মীয়স্বজনরা আর কদিন থাকবার জন্য কত অনুরোধ করল। শীগগিরই আপেল পাকবে, চেরী আর কুলের আর সীমাসংখ্যা থাকবেনা সব জেনেও আমার খালি একচিন্তা—কখন বাড়ি ফিরব।" দেনিস্ আন্তনোভিচ্ কোদালটা হাতে নিয়ে বলল, "তাদের বললাম—সাইবেরিয়াতে ইয়া বড় বড় মাছ পাওয়া যায় আর বিরাট বিরাট পাহাড় আছে। আর পিঠের কথা! বেশ এস কিছু বানানো যাক্। ওদেরও বানাতে শেখালাম, এমন কি ওদের শেখাবার জন্য আমি নিজহাতে মাংস পর্যন্ত মাখলাম। কিন্তু হলে কি হবে? এলেনার তৈরী পিঠের সঙ্গে তার তুলনা হয় নাকি? আমি আবার বললাম না সবই ত এক কিন্তু কি তফাৎ? পাহাড়ও তেমনটি নয় পিঠেরও সেই স্বাদ নয় যেন। আমার পক্ষে এখন সব থেকে ভাল হচ্ছে সাইবেরিয়ায় ফিরে যাওয়া। আর এলামও ফিরে।" তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে বলল, "একটি সৎ কশাকসন্তানের শেষপরিণতি ঘটল এমনি করে!"

১০

ভারভারা ফিরে এল শীগগিরই, কিন্তু এরি মধ্যে সে পোশাক বদ্‌লে এসেছে, ছাইরঙের ব্লাউজ, চওড়া মখমলের বেল্ট আর গাঢ়রঙের স্কার্ট, সাদাসিধা জুতোয় ওকে আরও অল্পবয়স, আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দেনিস্ আন্তনোভিচ্ তাকে ডেকে বলল, "ভারিয়া, আমি আর ইভান ইভানোভিচ্ একটু সিগারেট খেয়ে নিই, ততক্ষণে তুমি কাজ চালাও। বাড়ির কি খবর? আজ এলেনা আমাদের অবাক করে দেবার জন্য কি খাবার তৈরি করছেন?"

ইভান ইভানোভিচের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে ভারিয়া বলল, "আজকে তাঁর বরাদ্দ কাজের চেয়ে অনেক বেশী অবাক্ করার বন্দোবস্ত করেছেন।"

নীচের দিকে সরু হয়ে আসা তার সুন্দর মুখখানা একটু লাল হয়ে উঠল।

এলেনা নৈশভোজের ব্যবস্থা করে, উনুনে কেকগুলো চাপিয়ে রেখে হাসপাতালে গিয়েছেন, একটি গুরুপীড়িত গর্ভিনী এসেছে সেখানে।

দেনিস আস্তনোভিচ্ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে বলল, "ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল বুঝি।"

ভারভারা আরও একবার ইভান ইভানোভিচের দিকে কটাক্ষ করে বলল, "হ্যাঁ ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কেকগুলো তাহলে উনুনেই আছে?"

"তা আছে।"

"এতক্ষণে তাহলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।"

"না না পোড়েনি, এলেনা দেনিসোভ্না নূতন রাঁধুনী এনেছেন যে।"

"নূতন রাঁধুনী?"

"হ্যাঁ। মোটরবাস এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। আসামাত্রই কেক, নাতাশা আর উনুনের উপর দুধ, সবকিছু তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।" তারপর আস্তে আস্তে ভারভারা বলল, "ইভান ইভানোভিচ্, নূতন রাঁধুনীটি হল আপনার স্ত্রী।"

ইভান ইভানোভিচ্ অবিশ্বাস্য রকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "ভারিয়া!" একটু হাসল, তারপর একটু যেন লজ্জা পেল—হাত থেকে পাকানো তামাকের গুঁড়োগুলো পড়ে গিয়ে কাগজটা কোথায় উড়ে গেল, একলাফে বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দিল।

দেনিস আস্তনোভিচ্ কোদালিটা তুলে নিয়ে মাটি কোপাবার কয়েকটা ব্যর্থ চেষ্টা করল, তারপর বলল:

"তাঁকে কিরকম দেখতে? বেশ সুন্দর?

"ভালই, রাশিয়ানরা তাকে বোধহয় সুন্দরই বলে। আমাদের ইয়াকুট মেয়েরা ওরকম নয় দেখতে। নাতাশার মত ওর সোনালী চুল-চোখগুলো সব্জে।"

"সবুজে চোখ। বেশ, আচ্ছা সবুজ চোখ কি সুন্দর হয়?"

জবাব দেবার জন্যে ভারিয়ার খুব একটা আগ্রহ ছিল না, কিন্তু একটু থেমে সে দৃঢ়স্বরে বলল, "ইভান ইভানোভিচ্ যদি তাদের সুন্দর দেখেন তাহলে সবুজ চোখ নিশ্চয়ই সুন্দর।"

ইভান ইভানোভিচ্ দরজাটা এক টান মেরে খুলে ফেলতেই ওল্‌গাও এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেখানে এবং ইভানের বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ইভান তাকে তুলে চুমিয়ে নিয়ে গেল তার ঘরে।

"প্রিয়া, প্রিয়তমা!" ওল্‌গার আনন্দে উচ্ছল মুখখানি তার দুইহাতের মধ্যে চেপে ধরে চেয়ে থাকতে থাকতে কেবল এই একটি কথাই তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠতে লাগল। ওল্‌গার চোখের দিকে চেয়ে সে বলতে লাগল, "ওল্‌গা, ওল্‌গা, প্রিয়তমা আমার, সত্যি তুমি এসেছ?" আবার তাকে চুমো দিল হাতে, কাঁধে, গলায়; চুমিয়ে চুমিয়ে তাকে অস্থির করে তুলল। আনন্দ উত্তেজনা সে আর ধরে রাখতে পারছিল না। আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তোমার গালে এত ময়লা কেন?" তারপরই আবার লাল হয়ে বলে উঠল, "আঃ আমিই যে তোমাকে কাদা মাখিয়ে দিয়েছি! ক্ষমা কর প্রিয়া আমার। আমি আর দেনিস্ আন্তনোভিচ্ বাগানে মাটি খুঁড়ছিলাম কিনা। ও! ভগবান্— আজ আমি কি সুখী হয়েছি যে কি বলব, ছোট ছেলের মত আনন্দ হচ্ছে আমার!" আবার ইভান ইভানোভিচ্ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে খুশীর হাসি হাসল অপূর্ব সুখে।

দু'বছরের নাতাশা এই ফাঁকে তার খেলনাভরা বাক্সের বিছানা থেকে হামা-গুড়ি দিয়ে এসে দেখতে লাগল এই বড় বড় দুইজন লোক কি কাণ্ড করে চুমো খাচ্ছে আর হাসছে শুধু।

নাতাশার অবাক হয়ে যাওয়া চোখ আর মুখের দিকে তাকিয়ে ওল্‌গার চোখের কোণ দুটো জলে ভরে এল—স্বামীর কাঁধে মুখ লুকিয়ে অদম্য চেষ্টায় কান্না চাপতে লাগল ওল্‌গা।

ইভান ইভানোভিচ্ দুঃখিত হয়ে ওল্‌গাকে সান্ত্বনার সুরে বলল, "কেঁদো না লক্ষ্মীটি। কোন উপায় ত নেই, কেঁদে কি হবে। কেঁদো না, দেখ দেখি নাতাশাকেও কাঁদিয়ে দেবে যে এবার! ওই যাঃ—এই শুরু হল ওর কান্না। আমারও কান্না এসে যাচ্ছে যে।"

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল এক কৃষক রমণী—মুখটি বেশ বড়। খুশীভরা স্বরে সে বলে উঠল—"এই যে আমার সোনাধনকে কে কাঁদাচ্ছে শুনি ?"

বাইরে বসন্তের ঠাণ্ডা হাওয়া। গায়ে তার হাল্কা পোশাক। তা সত্ত্বেও তার গালগুলো রাঙা, চেহারায় তার স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। তার সামনে কাঁদা একরকম অসম্ভব। মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে ওল্‌গাকে সান্ত্বনা দিল, এমন কি পাভা রোমানোভ্‌নাকে নাতাশা কি বলেছে তা বলে ওল্‌গাকে হাসিয়েও দিল।

"মেরু-শেয়াল ত আর বাচ্চাটা কখনও দেখেনি—বিশেষতঃ হাত পা লেজ-ওয়ালা আস্ত শেয়াল। তাই পাভার কাঁধে ওই শেয়ালের লোমওয়ালা স্কার্ফটা দেখে পাভা রোমানোভ্‌নাকে বলল, 'জন্তুটাকে মাটিতে নামাও ত দেখি! ওটা কাঁধে চড়ে রয়েছে কেন ? ওর ত পা রয়েছে!' আমরা অবিশ্যি ওকে ভয় দেখিয়ে দিলাম ওটা কামড়াবে বলে!"

ইভান ইভানোভিচ্ একটু রাগের হাসি হেসে বলল, "বাচ্চাটাকে ভয় দেখালে কেন শুনি ?"

"ঘাবড়াবেন না ইভান ইভানোভিচ। ঐ মেয়েকে ভয় দেখানো অত সোজা নয়। বাচ্চাগুলোকে ওরকম করার জন্য আমাদের কিণ্ডারগার্টেনগুলোকে ধন্যবাদ জানাতে হয় বৈকি!" কৌতুকের সুরে জবাব দিলেন দেনিস আস্তনোভিচের স্ত্রী।

তার নিপুণ অঙ্গুলিপরশে রান্নার হাঁড়িকুড়ি যেন নেচে বেড়াতে লাগল আপনা আপনি। মুহূর্তের জন্যও কাজ না থামিয়ে সে সমস্ত খবরাখবর দিয়ে যেতে লাগল।

"একটা ছেলে জন্মাল, কি বড়সড়! আর মাকে কি জ্বালাতনটাই না করেছে জন্মাবার আগে। তারপর যখন ভূমিষ্ঠ হবার সময় হল তখন নিজেই প্রায় যায় আর কি ? যে ধাত্রীটি মা-টির কাছে ছিল সে ত প্রায় ভয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার আর দোষ কি, সে বেচারা বয়সে তরুণ আর অভিজ্ঞতাও নেই মোটে। আমি ত প্রায় বছর কুড়ি যাবৎ বাচ্চা জন্মানোর কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সেই আমারই ভয় করছিল—যে বাচ্চাটি ঠাণ্ডা হয়ে জন্মাবে। ওকে প্রথম নিশ্বাস নেওয়াবার জন্য কি পরিমাণ কসরৎই না করতে হয়েছে। তারপর যখন নিশ্বাস ফেলল তখনই শুরু করল কি চীৎকার। বাপ্‌রে বাপ্—তাতে আর কি আমি ঘাবড়াই! বললাম—'বাছা যত খুশী চেঁচাও! এখন আমাকে বাড়ি যেতে হবে। সেখানেও নূতন নূতন ব্যাপার ঘটছে যে!' "

স্যুটকেশ হাতে বারান্দা দিয়ে উঠছিল ইভান ইভানোভিচ্, বলল, "এদের সঙ্গে আমি খাই, কিন্তু থাকি বাড়ির এদিকটায়। এই খিঝনীয়াকরা কিন্তু বেশ লোক—দেনিস আর এলেনা দুইজনেই ভাল। তোমার সঙ্গে শীগগিরই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে ওল্‌গা দেখো, ওদের সঙ্গে একটি অল্পবয়সী মেয়ে থাকে তার নাম ভারভারা গ্রোমোভা।"

"অল্পবয়সী মেয়ে?" ওল্‌গা ফিরে তাকাল। খাবার ঘরের টেবিলের উপর বাক্সপ্যাঁটরা রাখছিল ওল্‌গা। আবার সে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে; তার বুকে মাথাটি চেপে ধরে বলল, "যে মেয়েটি তোমাকে আমার আসার খবর দিতে গেল?"

"হ্যাঁ। ও ছিল আমার রোগী। এ্যাপেনডিক্স অপারেশন করেছিলাম আমি ওর। এখন ও কম্পাউণ্ডার হবার জন্য পড়াশোনা করতে করতে হাসপাতালে কাজও করছে। সাত বছরের স্কুল ওর শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তায়েগায় প্রচুর স্কুল হয়েছে জানো—প্রথমে সে এত লাজুক ছিল যে একটা কথাও বলত না। এখন অবশ্য সে সব সেরে গিয়েছে, কি সুন্দর মেয়েটি।"

"ভালবাসায় পড়ে যাওনি নিশ্চয়।"

"কোনই আশা নেই আমার! সবগুলো ছেলেই লেগে আছে যে কোমর বেঁধে।"

সরে দাঁড়িয়ে আহত স্বরে প্রশ্ন করল ওল্‌গা, "তাহলে কেবলমাত্র এজন্যেই তুমি পার নি বল!"

কাছে টেনে নিতে নিতে হেসে বলল ইভান, "তুমি ত জান কেন পারি নি।"

১১

খাবার জন্য টেবিল তৈরী। দেনিস্ আস্তনোভিচ্ হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে কাজকরা য়ুক্রেনীয় জামা পরে তৈরী। বোধহয় বারপাঁচেক বারান্দায় গিয়ে সে শুনল প্রতিবেশীর দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। পরদা, পুতুল, সব টিকঠাক করে ভারভারা ছেলে দুটির সঙ্গে একটা বল সারাচ্ছিল। ইভান ইভানোভিচ্ আর তার স্ত্রীর দেখা নাই তখনও।

শেষ পর্যন্ত দেনিস বলল, "যাই, ওদের ডেকে নিয়ে আসি।" চোখ টিপে কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে এলেনা বলল, "তা আর যাবে না! তোমাকে দেখে তারা কি খুশীই না হবে!"

"কিন্তু দেরি হচ্ছে যে, খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" "ঠাণ্ডা যদি হয়েই যায়, আবার গরম করে নেব। একটা স্যাণ্ডউইচ আর খানিকটা জল খেয়ে নাও, তাহলে তোমার মেজাজটা ঠিক থাকবে অনেকক্ষণ। বেচারা—কি পরিশ্রমটাই না করছে সারাদিন!" বাচ্চা ছেলের মত ক্ষেপে গেল তার স্বামীটি—"করছি ত! কি রকম কাজ করছি বলত! ভুলে যেওনা সেই সকাল থেকে খাটছি।"

"সেই সকাল থেকে! আর ওরা যে একটা গোটা বছর ধরে অপেক্ষা করছে তার কি! ইভান ইভানোভিচের জন্য যদি আমাদের একটু দেরিই হয়—তার মহৎ কারণ আছে বলতে হবে।"

একটু ম্লানহাসি হেসে দেনিস আন্তনোভিচ্ বলল, "তা তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ। আমি কুবান থেকে যেদিন ফিরে এসেছিলাম সেদিনের কথা মনে পড়ে!"

"আ-হা!" এলেনা দেনিসোভনা সযত্নে বাচ্চাটার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল হাঁটুর উপর বসিয়ে, মায়ের মতই বাচ্চাটারও নীল চোখ, গোলগাল লাল গাল। উপরদিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতে নিতে সে বলল, "এই যে তার ফল।" নাতাসাকে চুমিয়ে দিয়ে আদর করতে লাগল, "কি সুন্দর, সোনামণি আমার।"

কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে লাল টুকটুকে ফিতে বেঁধে দিয়ে স্বামীর দিকে ফিরে আবার বলল এলেনা একটু হেসে, "দেখ, আমরা কিন্তু ভারি সাধারণভাবে ছেলেমেয়েদের নাম রেখেছি সেই পুরনো নাতাশা, আর মিখাইল, পাভেল আর বোরিস্। সম্ভ্রান্ত লোকে আজকাল ছেলেপুলের বেশ গালভারি আধুনিক নাম দেয় আলিক না হয় মিলোরিক। ধরনা কেন প্রিয়াখিনের স্ত্রীর কথা—সে সকলকে একেবারে হারিয়ে দিয়েছে, তার বাচ্চাগুলোর নাম দিয়েছে লাঞ্জেলি আর ক্যামিলা! দেখ দেখি! কি মিষ্টি সব নাম নয়! নিজের নামটাও সে প্লাভা করে নিয়েছে, যেন শুনতে বেশ বিদেশী-বিদেশী মনে হয়। পদবীটাও বদলাতে চেয়েছিল, নেহাৎই তার স্বামী রাজি হল না তাই!"

'এই যে!' দরজার পাশ থেকে প্লেটন আরতিওমোভিচ্ লগুনোভ্এর গলা ভেসে এল। হাতে তার মস্ত বড় একটা পোঁটলা। বলল, "কেমন চলছে হে সব মহৎ লোকদের।"

এলেনা দেনিসোভ্না বলল, "মহৎ লোকদের সব সময় ভালই চলে। ভেতরে এসো।"

রান্নাঘরে টেবিলের উপর পোঁটলাটা রাখতে রাখতে লগুনোভ্ বলল, "সকলের আগে আমার রান্নাঘরে যাবার দরকার।"

বিরাট ঘরটার প্রত্যেক কোণাই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এক কোণা হল রান্নাঘর আর এক কোণা যেখানে কোট ঝুলছে সেটা হল হলঘর, এক কোণে বড় দুই ছেলের শোবার ঘর আর শেষ কোণাটায় একটা টেবিল সাদা অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা—সেটা হল খাবার ঘর। একটা দরজা খুললেই দেনিস আর এলেনার শোবার ঘরে যাওয়া যায়—আর একটা দিয়ে ভারভারার শোবার ঘরে ঢোকার রাস্তা।"

এলেন দেনিসোভনা বলল, "তোমাকে আমাদের বসবার ঘরে নিয়ে যেতে পারলেই সবথেকে ভাল হত, কিন্তু মনে হচ্ছে এখন সেখানে তোমায় নিয়ে যাওয়া সঙ্গত নয়, কারণ আমাদের বসবার ঘর নেই, ছিলও না কোনকালে। এই ঘরটাকে পার্টিশন দিয়ে ভাগ করে নিলে অবশ্য চলে, কিন্তু আমি বিরাট ঘরের চারদিকে জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখে সবকিছু চোখের সামনে রাখতে খুব ভালবাসি। তুমি কি নিয়ে এসেছ শুনি ? আবার বুঝি টাকাপয়সা রাখবার জায়গা পাচ্ছনা ? একটা কথা জেনে রেখো, যতই তুমি আমাকে খুশি করার চেষ্টা করো না কেন, আমার এখানে তোমার দৈনিক খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে আমি পারব না। এমনিতেই ত পাগলের মত আমাকে ছোটাছুটি করতে হয়। আমার মোটেই সময় নেই, কাজেই তোমার পয়সাগুলো বাঁচিয়ে রাখলেই ভাল হয়।"

দেনিস সবে বলতে শুরু করেছিল, "বড় মিষ্টি স্বভাবের পাগল কিন্তু......" কিন্তু লগুনোভ তাকে থামিয়ে দিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল এলেনাকে, "আহা—মতটা বদলাতেও পার ত ?" "না বদলাব না। রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাও।"

লগুনোভের কাঁধের উপর দিয়ে দেনিসের লাল চুল, উল্টানো নাক চাড়া দিয়ে উঠল—"কিন্তু বাড়িতে খাওয়া আর রেস্তোরাঁয় খাওয়া ত আর এক নয়—বাড়িতে কত আরাম—আর তোমার রান্নার সঙ্গে রেস্তোরাঁর রাঁধিয়ের রান্নার তুলনা হয় নাকি ?"

"থাম বলছি, নিজের স্ত্রীর ঢাক বাজাতে তোমায় ডাকিনি আমি। আমার এই একপাল ছেলেপুলে, তার উপর চাকরী করে হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছি আর তুমি এখানে রেস্তোরাঁ খুলতে চাইছ। হবে না—আমি ত ভাবছি আমাদের খাবারটাও বাইরে গিয়ে খেয়ে এলে হয়।"

"একবার দেখ দেখি—কি নিয়ে এসেছে লগুনোভ—মাছ—মাখন—লেবু..."

"খুব ভাল করেছেন, আমাদের উপর তার অসীম দয়া। কিন্তু ওকে অতিথি হিসাবে কি করে গ্রহণ করি—আমি পেরে উঠি না একেবারে। প্লেটন আরোতিওমোভিচ্—সত্যি আমি পারছি না—আচ্ছা, সপ্তাহে একবার পারব হয়ত—রবিবারে।"

"শুধু রবিবারে হলেও আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

"যদি অবশ্য হাসপাতালে আমার ডিউটি না পড়ে।" "সে ত বলাই বাহুল্য। আর অন্যান্য দিন ভারভারা খাবার তৈরি করে দেবে।"

এলেনা দেনিসোভ্না মৃদু হাসল—"তা আর না!" লগুনোভ ওর দিকে এগিয়ে আসতে ভারভারা তার দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, "আমি ত ভাল রাঁধতে পারিনা এখনও।" ভারভারা সবেমাত্র বলটায় চামড়ার ফিতে পরান শেষ করেছে, হাতে ছুঁচটা রয়েছে তখনও। যন্ত্রচালিতের মত সুতোর শেষে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বলল, "এখানে আমরা সবাই পাচিকা মহাশয়াকে সাহায্য করি মাত্র, রেস্তোরাঁয় খাওয়া অবশ্য ভালই, তবে কিনা বাড়ির রান্না খেতে সুস্বাদু, রান্না করতে জানলে অবিশ্যি—"

এলেনা দেনিসোভনা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বটে রান্না জানা ভাল—একবার শিখেই দেখ না, তোমার স্বামীদেবতাটি তাহলে তোমার জীবনের বাকী দিনগুলো উনুনের ধারে সিদ্ধ করিয়েই কাটিয়ে দেবে।"

সতৃষ্ণনয়নে এলেনার মুখের দিকে তাকিয়ে ভারভারা জবাব দিল, "আমারটি কিন্তু পারবে না। কারণ আমার স্বামী হবেনা কোনদিন। কিন্তু দেখ দেখি লম্বা ছুঁচটাকে তুলে হাতের মুঠির উপর সজোরে বসিয়ে দিল, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে লাগল মুঠি বেয়ে, তার দিকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, "দেখ দেখি মোটেই লাগছেনা"। চকিতে সে পিছন ফিরে গেল অন্যদিকে। দৌড়ে চলে গেল তার ঘরে, এত তাড়াতাড়ি গেল যে ওর লম্বা বেণীর প্রান্তটা লগুনোভের গালে এসে লাগল। এলেনা দেনিসোভ্না বলে উঠল, "কি পাগল! কি হয়েছে ওর বল দেখি?"

এলেনা দেনিসোভ্না ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক। মনের ওঠাপড়ার ব্যাপারে তার চমৎকার জ্ঞান ছিল, পরিবারের সকলের আশানিরাশার খবরই তার নখদর্পণে ছিল। ভারভারাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আপন কন্যার মত। তাই এবার তার আকস্মিক ব্যথার প্রকাশে তিনি ব্যথিত হয়ে তার পিছনে শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন, ইচ্ছে হল তাকে জিজ্ঞেস করেন কোথায় তার ব্যথা, কিসের

দুঃখ! কিন্তু নারীমনের সহজাত বৃত্তি তাকে বলে দিল, এ সময় ভারভারাকে একা থাকতে দেওয়াই উচিত, সবুর করলে হয়ত ভারভারা নিজেই একদিন মনের কপাট খুলে দেবে তার কাছে। আস্তে দরজাটা তিনি ভেজিয়ে দিলেন।

লগুনোভের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "নিজেই কাটিয়ে উঠুক। কত কাজ যে করে মেয়েটা তার ঠিক নেই, কত যে বাড়তি কাজ স্বেচ্ছায় করে, তার উপর আবার ডাক্তারী স্কুলে ভর্তি হবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এত অত্যাচার সইবে কেন?"

১২

রসুইখানা থেকে খাবার টেবিলে জিনিষপত্র বয়ে আনতে আনতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে এসে পড়েছে ওরা! এবার তবে রাঁধুনী ঠাক্‌রুনের কেরামতি দেখাবার পালা।" বললেন আন্তনোভিচ্।

ওল্‌গার পিছনে আসতে আসতে ইভান ইভানোভিচ্ একটু বিস্মিত হয়ে বলল, "এরমধ্যে সবাই জড় হয়েছে? তারপর বাগান কতদূর?"

"মাত্র আরম্ভ করেছি। ছেলেরা পুরনো বাগানটা খুড়েছে, মাটি সেখানে আলগা। অনেক আগেই চারাগুলো পুতে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু এখনও এত ঠাণ্ডা যে কিছুই করা যাচ্ছে না।" দেনিস আন্তনোভিচ অতিথিদের শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন তার বাগান দেখাতে।

বাড়ির তৈরী কাগজের টবে বসান চারাগুলো হলঘরের জানালার তাকেও রাখা ছিল, কিন্তু শোবার ঘরের চারাগুলো ছিল বিভিন্ন ধরণের কুমড়ো আর শশা (এর মধ্যেই ফুল দিতে আরম্ভ করেছে) নেসটারসিয়াস, এস্টার আর গিলিফ্লাওয়ার।

দেনিস আন্তনোভিচ্ পরম আদরে চারাগুলো দেখাতে লাগলেন—একটা পাতা উল্টো ছিল, সেটা ঠিক করে দিল। একটা মরা পাতা ফেলে একটা ফুল নাড়িয়ে সস্নেহে বলল—রান্না ঘরে কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা, কিন্তু এখানে সবসময়েই একরকম তাপ। মহাগম্ভীর চালে দেনিস আন্তনোভিচ বলে ফেলল—"আমি তিনপুড ওজনের কুমড়ো ফলাব!" উনুনের পাশ থেকে ফোড়ন কাটল এলেনা—"তিন পুড না আরও কিছু! বল তিন পাউণ্ড! এখানে আবার কুমড়ো ফলে নাকি? শুধু শুধু এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করে সময় নষ্ট, আর ঐ সব

ছাইপাঁশ লাটিসোঁটা বসিয়ে জানলার সব আলো বন্ধ করে দেওয়া !" অতিথিদের টেবিলে বসাতে বসাতে সে নির্দোষ অভিযোগের ভঙ্গীতে বলে চলল "এদেশে মুলা, পেঁয়াজ, আলু বেশ জন্মায় কিন্তু তাতে ওর হবে না, কুমড়ো ফলাতে হবে ! ফলবেনা ত কখনো !" গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে বালতি খানেক সার ঢেলে আর এক বালতি দিয়ে চাপা দেব তারপর মাত্র দুটো ডাল রেখে বাকী সব লতা দেব কেটে, আর প্রত্যেকটা লতায় রাখ্‌ব মাত্র দুটো করে ফুল, তারপর সারগোলা জল দিয়ে রোজ মাটি ভেজাব—"

ওলগার দিকে এক নজর তাকিয়ে এলেনা বলে উঠল, "ফের সার নিয়ে আলোচনা ? আমরা যে খেতে বসেছি সে খেয়াল আছে ?"

বাধা দিয়ে বলল দেনিস আন্তনোভিচ্‌, "তাতে কি হয়েছে শুনি ! সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটিত সারের উপরই জন্মায় বলে কবি বলে গিয়েছেন !"

"তোমারই মত কবি আর কি ?"

ওল্‌গা প্রাণ ভরে হাসতে লাগল। অপরিচ্ছন্ন, চওড়া-কাঁধওয়ালা দেনিস আন্তনোভিচ্‌, তার হাস্যময়ী স্ত্রী এলেনা, বাপের মত নীলচোখ আর লালচুল ছেলেগুলো সবই তার বেশ লাগছিল, সবচেয়ে বেশী ভাল লাগছিল তার নাতাশাকে। গাছপালাভরা জানলাঘেরা এই বিরাট ঘরটায় যেন নিজেকে সে বেশ মানিয়ে নিয়েছে, বিদেশে এসেছে বলে মনেই হচ্ছেনা !

"কিন্তু ভারিয়াকে দেখছিনা যে ?"

"তার শরীরটা ভাল নেই"—শান্তকণ্ঠে বলল লগুনোভ্‌।

"তার শরীরটা বেশ ভাল আছে—"বলতে বলতে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করল ভারভারা।

টেবিলের কাছে এসে ওলগার দিকে বালিকাসুলভ লজ্জা আর দুর্বলতা মেশান হাসি হাসল ভারিয়া। ওর চোখের দৃষ্টিতে আর সুন্দর ঠোঁট দুটিতে কেমন যেন লজ্জার জড়িমা মাখানো। কি রূপ ! ওল্‌গা আর একবার সচেতন হয়ে উঠলো। বাঁকা ভুরু, লালটুকটুকে গাল, ঘনকৃষ্ণ পদ্মের পাপড়ির মত চোখে, দীর্ঘ আঁখিপল্লবে তারুণ্যের ঝলমলে আভা, সবমিলিয়ে ওল্‌গাকে মোহিত করে দিল। সবচেয়ে যা আকর্ষণ করে বেশী তা হল চোখে তার সরলতামাখানো বুদ্ধির দীপ্তি। ওলগাও সহজেই আকৃষ্ট হল তার প্রতি।

লগুনোভ্‌ আর তার পাশে ভারভারার জন্য জায়গা করতে করতে এলেনা ওল্‌গাকে বলল, "এই যে এটি আমার বড় মেয়ে।"

ভারভারার কাহিনী জানা ছিল ওলগার—তবুও এলেনা এত আন্তরিকতার সঙ্গে বলল যে ওলগার বিশ্বাস হল। নাতাশা আর এলেনা তার দিকে এত স্নেহভরে তাকাচ্ছিল যে, যদিও তায়েগা অঞ্চলে বেদেদের ঘরে হরিণের চামড়ায় জন্মেছিল ভারভারা, তথাপি এদের সঙ্গে তার আত্মীয়তার কাহিনী অস্বীকার করার কোন উপায় নেই আর আজ।

এলেনা দেনিসোভনা বলে চলল, "আমার দ্বিতীয় সন্তান হল ছেলে। সে মহাদেশে পড়াশোনা করতে গিয়েছে।"

লগুনোভ্ বলল, "বোরিস্ কিরকম চিঠিপত্র লেখে?" "বোরিস্!" ওল্গার চোখের সামনে ভেসে উঠল বিস্তীর্ণ জলধি। মুক্ত বায়ুর পরশ পেয়ে যেন জেগে উঠল সে, বোরিস্ তাবরোভের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনাও মনে পড়ল। ইভান ইভানোভিচের দিকে ফিরে তাকাল। সে তখন দেনিস আন্তনোভিচের দিকে তাকিয়ে খেতে খেতে চোখ দিয়ে হাসছে আর হাত দিয়ে কথা বলছে। বড় বড় হাত দুটো তার প্রশস্ত করতলে নৈপুণ্যের প্রকাশ। এই হাত দুটো যেন কোনদিন কাউকে ফেলে দেয়নি, কোনকিছু নষ্ট করে নি।

হাত বাড়িয়ে তার আঙ্গুলগুলো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ওল্গা ভাবলো—"কি চমৎকার মানুষ!"

ওর দিকে ফিরে ইভান বলল, "কি ব্যাপার ওল্গা?" একটু হেসে ওল্গা বলল—"কিছু না। হঠাৎ মনে পড়ল জাহাজে এক ভদ্রলোক সারাক্ষণ আমাকে বকতেন। বিনা কারণে নয় অবশ্য। কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে তোমাকে বকতে হলে তার পরিশ্রমটা বৃথাই যাবে। কোন খুঁতই তোমার বার করতে পারবেন না তিনি।"

সে রাত্রে ওল্গাকে ইভান তার বর্তমান জীবনের ঘটনাবলী বলার পর প্রশ্ন করল, "আচ্ছা জাহাজে লোকেরা তোমাকে বকত কেন?" "লোকে নয়, এক ভদ্রলোক—তাবরোভ নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। আমার মনে হয় সেসব লোক কাউকে চুপচাপ বসে থাকা দেখতে পারে না, এ হল তাদেরই একজন। কি না বলেছেন তিনি আমাকে?"

"কি ধরণের কথা বলত?"

ওল্গা একটু থেমে ভাবতে চেষ্টা করল, "বলত আমি একটা অপদার্থ। অত টাকা পয়সা খরচা হয়েছে আমার পেছনে, তবু যে আজ আমি ব্যর্থ হয়েছি একটা পেশা বেছে নিতে এ আমারই দোষ। আমার যে শুনতে খারাপ লাগছে তাতে

তার কিছুই আসে যায় না, ভ্রূক্ষেপও নেই। এমন কি প্রাচ্য দেশের যেসব নারী সদ্য বোরখা ফেলে দাঁড়িয়েছে তাদের সঙ্গে আমাকে তুলনা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি সে, তার মতে প্রাচ্যদেশীয় মেয়েদের থেকে আমার দোষ অনেক বেশী কারণ আমি তাদের থেকে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি।”

ইভান ওল্‌গার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে আদরের সুরে বলল, “বেচারী! তাই বলে এইসব যেন তুমি সত্যি বলে মনে করোনা, কোন কোন লোক আছে যারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, যারা কি বলছে চিন্তা না করেই তাড়াতাড়ি মতামত দিয়ে বসে।”

ওল্‌গা অস্থিরভাবে ইভানের কাঁধের উপর দুই হাত রেখে মুখের দিকে প্রেম পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, “কিন্তু আমি ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলে নিজেকে মনে করতে চাই না। আর মজা দেখ—তাবরোভ যখন আমাকে তিরস্কার করত, আমার নিজেকে মনে হত শক্তসমর্থ, আর তুমি যখন আমাকে সহানুভূতি দেখাতে আরম্ভ করলে অমনি নিজেকে আমার মনে হতে লাগল অসহায়, শিশুর মত।”

ইভান কৃত্রিম ভয় দেখাল, “তাহলে তোমার জন্তে আর আমি সহানুভূতি প্রকাশ করব না।“ বলে তাকে তুলে নিয়ে সারা ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল, পাছে ওল্‌গা হারিয়ে যায়, পাছে সুন্দর প্রিয় মুখখানা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়—তাকিয়ে রইল ওল্‌গার মুখের দিকে একদৃষ্টে। ওল্‌গাও খুশীভরা মনে হেসে, কেঁদে, ইভানের কানের কাছে গুণগুণ করে বলতে লাগল সেই সব কথা যা চিরকাল ধরে প্রেমিক-প্রেমিকারা বলে আসছে পরস্পরের কাছে। কতদিন কতরাত কেটেছে বিরহে, এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধান যদি দেহে মনে ছাপ রেখে যায়—তাহলে ত ইভানকে সে দোষ দিতে পারে না, এখন তার বাহু বন্ধনের মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়ে অনুভব করল ওল্‌গা তার কল্পনার ইভানের সঙ্গে এ ইভানের কত পার্থক্য, তবুও ওল্‌গা তাকে ভালবাসে। পরিবর্তন হয়েছে ইভানের—হোক না, পরিবর্তনই ত জগতের নিয়ম, তবুত সহস্র জনের মধ্যে থেকে সে ইভানকে বেছে নিতে পারবে—বহুর মধ্যেও সে পৃথক্, সে ওল্‌গার একান্ত আপনার!

নিদ্রার নিবিড় ক্রোড়ে ঢলে পড়তে পড়তে ওল্‌গা ভাবল, “মিলন কি মধুর!”

১৩

পরেরদিন ভোরবেলা, চোখ খুলবার আগেই ওল্‌গা টের পেল ইভান তার পাশে নেই। সে কি তাহলে কাজে চলে গিয়েছে নাকি? ওল্‌গা চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে ভাবল, "আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে এলাম তার সঙ্গে মিলব বলে, আর প্রথম দিনটাও আমার জন্যে বাড়ি থাকতে পারল না? আমার কাছে থাকার জন্য কদিন কি সে ছুটি নিতে পারল না!" ভাবতে ভাবতে ওল্‌গার মনটা হয়ে এল ব্যথাতুর।

ওল্‌গার চোখের সামনে ভেসে উঠল—অপারেশন টেবিলের সামনে ইভান দাঁড়িয়ে, সাদা পোশাক তার পরণে, বাইরে শান্তভাব, ভিতরে অতি সতর্কভাব—হেসে ফেলল ওল্‌গা, মনে পড়ল তার ইভান সর্বদাই এরকম—এমন কি বিয়ের প্রথম দিন থেকেই, কত পিক্‌নিক্‌—কত পারিবারিক আমোদ-আহ্লাদ যে সে ব্যর্থ করেছে, কত থিয়েটার দেখার কাটা টিকিট যে অব্যবহার্য রয়ে গিয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। উঠে বসতেই টেবিলের উপর রাখা একটা ছোট্ট চিঠির দিকে নজর পড়ল ওল্‌গার—

সেই চিরাচরিত চিঠির টুক্‌রো—

"প্রিয়া আমার,

তোমার সঙ্গে থাকার জন্য মনটা অস্থির—কিন্তু উপায় নেই, কাজের ডাক এসেছে। জরুরী অপারেশন করতে হবে—অত্যন্ত গুরুতর—বেলা দশটায় হবে।"

ভেবে চলল ওল্‌গা, হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে চলেছে কাগজের টুকরোটা—"জরুরী আর গুরুতর"—সেই চিরন্তনের পুনরাবৃত্তি আর কিছুই নয়। আমাকে না জাগিয়েই চলে গেল। এতদিনের জাহাজ ভ্রমণের ফলে আমি এত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি যে কোন শব্দই আমার কানে পেঁছয় নি, ও নিশ্চয় পা টিপে টিপে হাঁটছিল।

ইভান পা টিপে টিপে হাঁটছে দৃশ্যটা মনে হতেই ওল্‌গার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল কিন্তু বিস্মিত হল সঙ্গে সঙ্গেই অপরিচিত পদশব্দ শুনে।

পাভা রোমানোভ্‌নার গলা শোনা গেল, "এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি? কি ঘুমোতেই পারেন বাবা! উঠে পড়ুন, আমি কিন্তু ঢুকে পড়ছি ঘরে।" আর

সত্যি সত্যি ঢুকে পড়লও, গায়ে তার আঙ্গোরা শালটি সাদা ককেশীয় টুপির মত কাঁধের উপর কুঁচকে ঝুলছে।

"অরুণোদয়-প্রিয়া ওগো গোলাপী তরুণী"—আবৃত্তি করেই আবার ব্যাখ্যা করল পাভা রোমানোভ্‌না। "আমাদের একজন তরুণ যন্ত্রবিদ ইগর করোবিৎসিন্‌, কবিতা লেখে, তারই রচনা থেকে নেওয়া কবিতা। সে মন্দ লেখে না কিন্তু কিরকম যে অদ্ভুত জীব একটি, উদ্ভট সব সম্ভাবনার কল্পনায় কাটিয়ে দেয় সারারাত জেগেই। কাজ সে ভালই করে বলে সবাই, কিন্তু সকলেই কিছু আর ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করতে পারে না; তাহলেত আবিষ্কারের বন্যায় ভেসে যেতাম আমরা। বুঝতে পারছেন আমার কথা?"

হাত বাড়িয়ে জামাকাপড় আনতে আনতে ওল্‌গা বলল, "না বুঝলাম না ত।"

"আমার মনে হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এই ধরুণ ঈর্ষার মত দোষনীয়, নয় কি?"

অতিথিকে এরকম দার্শনিক তত্ত্বের অবতারনা করতে দেখে ওল্‌গার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় দুটো একেবারে দু জিনিস।" জামা-কাপড় পরতে পরতে মনে মনে বলল, "বুদ্ধি যদি ঘটে নাই থাকে, দেখাতে যাওয়া কেন?"

বিজয়ীর ভঙ্গীতে পাভা বলল, "আমি যদি বোকার মত কথা বলে থাকি বিরক্ত হবেন না বেশী আমার উপর, আমার বোধহয় মাথায় কিছু ঘিলুর অভাব আছে।" ওল্‌গার মনের ভাবটা পড়ে ফেলে চমৎকৃত করে দিল তাকে পাভা রোমানোভ্‌না। "আমার শিক্ষাদীক্ষাও খুব বেশী নয়। মাঝে মাঝে আমি ত এমন সব কথা বলি বেচারী প্রিয়াখিন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। কিন্তু নিজের বিদ্যে জাহির করবার সুযোগ নিতে আর কে না চায় বলুন?"

পাভার অকপট স্বীকারোক্তিতে একেবারে নিরস্ত্র ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এমনি করে শুরুতেই ধরা দিয়ে থাকেন?"

নিশ্বাস ফেলে পাভা বলল, "আর উপায়ই বা কি আছে বলুন!" হো হো করে হেসে উঠল দুজনেই।

ওল্‌গাকে মোজা পরতে দেখে কোন রকম ভূমিকা না করেই বলতে লাগল পাভা, "বিয়ের আগে আমি খুবই সুন্দরী ছিলাম। কিন্তু ছেলেপুলে হলে শরীরের কি চেহারা হয় জানেন তো? একেবারে যাচ্ছেতাই। তায় আবার আজকাল গর্ভপাত করানো ত আইনতঃ অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে—অবিচার

করা হয়েছে বলে মনে হয় না আপনার ?" ওল্‌গার খাটের পাশে টেবিলের উপর জোরে ঘুষি মেরে আবার বলে চলল পাভা বেশ উত্তেজিত হয়ে, "সুঠাম সুন্দর চেহারার জন্য না আমরা কত কথাই বলি ? যে মেয়েটি একের পর এক সন্তান প্রসব করে চলেছে সে কি করে তার দেহ সুন্দর রাখবে শুনি ? অবশ্য শিশুরাই যে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সম্পদ সে কথাও আমি জানি, প্রিয়াখিন ত সব সময় একথা বলে আমাকে।" একটু থেমে ওল্‌গার সুগন্ধিটা একটু শুঁকে নিয়ে বলল, "আমার নিজের দেহের প্রতি মনোযোগ দেবার সময় হয়েছে এখন, ত্রিশ বছর বয়সেই জীবন থেকে বিদায় নিতে চাইনা আমি। এত শীগগির বুড়ো হয়ে যাওয়া সহ্য হবে না আমার কিছুতেই।" বলতে বলতে ওল্‌গার টুপির উপরই মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে পাভা রোমানোভ্‌না চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ওল্‌গা বিছানা গুটিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ চাপাকান্নার আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়াল, পাভা কাঁদছে। ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় এত বিস্মিত হয়ে গেল ওল্‌গা যে হাতের বালিশটা ফেলে দিয়ে সে বিছানার উপরই ধপ করে বসে পড়ল। এ ভদ্রমহিলার ভাণ্ডারে না জানি আরও কি বিস্ময় সঞ্চিত আছে তার জন্য।

ভাবাবেগের আতিশয্যে ওল্‌গার পাশে বসে পড়ে পাভা বলল, "লক্ষ্মীটি ! আমার যে সন্তান নষ্ট করতেই হবে ! ইভান ইভানোভিচকে আমার হয়ে তুমি বল। তোমাকে সে এত ভালবাসে যে তোমার কথায় সে নিশ্চয়ই রাজী হবে। আমি তোমাকে অনুনয় করছি, এ কাজটা করে দাও, আমি নিজে তাকে বলেছিলাম, কিন্তু সে আপত্তি করেছে। আমার স্বামী প্রিয়াখিনও চমৎকার লোক, তাকে বলেছি এর চেয়ে আমার মরাও ছিল ভাল। যতই সে চমৎকার লোক হোক্, কি করে বলতে পারি যে আমার গর্ভের সন্তানটি তার নয়, অন্যের।"

ওল্‌গার মুখের সে ভীতিবিহ্বল রক্তিমাভা পাভা রোমানোভনার দৃষ্টি এড়ালো না। অপ্রতিভ হাসি হেসে সে ওল্‌গার তুষারধবল বিছানার চাদরের উপরটা সমান করতে লাগল হাত দিয়ে।

আর ওল্‌গাও হয়ে গেল অপ্রস্তুত। ভাবল, "কি ঘৃণার কথা ! অথচ এত সুখী, আমুদে আর দয়াময়ী মেয়েটি, আর কি আশ্চর্য সরলই না !'

পাভা রোমানোভনা তার যুক্তিকে আরও জোরদার করে বলতে লাগল, "আমি বিশেষ করে এরই জন্য গ্র্‌বোকোয়ী গিয়েছিলাম, পরিচিত যে ডাক্তার আছেন সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়াতেই এ বিপদ। এখন আমার একমাত্র ভরসা ইভান ইভানোভিচ।"

ওল্‌গা বলল, "সেই বা কি করবে! আইন অমান্য করবে না ত সে।"

চোখে জল গড়িয়ে এল পাভার, "এ রকম কথা বোলো না। কখনও কখনও আইন অমান্য ত করতেই হয়। আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ না? যা তোমরা বল তা-ই আমি করতে রাজী আছি, আমার সংসার আছে, পীড়িত মা আর দুটি ছেলেপুলে আছে, কি করে ইভান আমাকে ফিরিয়ে দেবে? একদিন হয়ত প্রিয়াখিনের সাহায্য ওর দরকার হবে—বলা ত যায় না, আমার স্বামীর অনেক চেনা-পরিচয় আছে, বড় বড় লোকের কাছে যাতায়াত আছে, কারোর না কারোর পরামর্শ বা সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে সে।"

ওল্‌গা একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল,—"আচ্ছা আমি বলব ইভানকে, কিন্তু কোন কাজ হবে যে তাতে আমার মনে হয় না"

১৪

কামেনুশকা নদীর উপরে ঢালু উপত্যকা বেয়ে নেমে গিয়েছে পপলার আর বার্চের সারি। নীচের দিকটায় পপলার বীথি আর নাম-না-জানা ঝোপঝাড় মিলে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ সৌন্দর্যময়ী এই পার্কটি। এদিকটায় সামান্য কয়েকটি কুঁড়েঘর বাদাম গাছের বেড়ায় ঘিরে সে সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। উপরের দিকেই বসতি অঞ্চল, ভাল বাড়িঘর আর কাঠের ব্যবসার জন্য ছায়াঢাকা বনানীতলে কাটা সব গুঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আরও উপরে আকাশের গায় বনের শেষ প্রান্তে ধূসর পাহাড়চূড়াগুলো শৈবালে ঘেরা, ভালুক আর ভূতাত্ত্বিকদের রাজ্য সেটা।

জানলায় দাঁড়িয়ে ওল্‌গা তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। এখানে তাকে অন্ততঃ দুটো বছর কাটাতে হবে।

ন্যাড়া পাহাড়টার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওল্‌গা বুঝতে পারল ধীরে ধীরে নিঃসংশয়ে এই পাহাড়টা ক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, একদিন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, উত্তর দেশের অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক স্তন্যপায়ী জীবদের মত। উপরের দিকে শুকিয়ে-যাওয়া বিশাল বটবৃক্ষের মত দেখাচ্ছিল পাহাড়টাকে। খনি অঞ্চলটা না থাকলে সত্যি জায়গাটা একেবারেই অসহনীয় হত।

এই বাগানগুলো তৈরি করতে কত না পরিশ্রম করতে হয়েছে! লোকে বলে সোনার খনি অঞ্চলে কখনও চাষ আবাদ করা হয় নি, তায়েগা অঞ্চল মনুষ্য-

বাসোপযোগীই মনে করত না কেউ। জমি যে শক্ত, বন্ধুর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু খুব উর্বর! এমন সুন্দর পাহাড় পর্বতই বা কোথায়! এমন নীলচে সবুজ লার্চ গাছের সারি, ধূসর কাণ্ডের গায়ে কচি কচি সূঁচের আবরণ, এমন সিডার গাছ পাহাড়ের গুহাগুলোকে করে তুলেছে আঁধারময়, কোথায় পাবে এদের? জোরে বলে উঠল ওল্‌গা, "সত্যি কি সুন্দর!" আরেকবার ঝাড়নটা তুলে নিয়ে সে এঘর ওঘর করে চেয়ার টেবিলের অদৃশ্য ধুলা ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

বাড়িটা বেশ চকচকে হয়ে উঠেছে। এমন কি অতি সাধারণ আসবাবপত্রও যেন গৃহস্বামিনীর রুচিসম্মত কায়দায় দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। খাবার ঘরের টেবিলে ধপধপে সাদা টেবিল ক্লথ। পাশের তাকে সোনালী আর নীল ফুলদানীতে শোভা পাচ্ছে চির সবুজ কিছু পাতার গোছা। বুনো ফুলেরা এখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি বরফের উপর—আর বাগানের ফুল এখানে পাওয়া যায় না, চাষ করে না কেউ। ওল্‌গার মায়ের হাতের তৈরী পর্দা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পৃথিবীর এ প্রান্তে আসবার কথা যখন স্থির হয়ে গেল, ওল্‌গার বাবা তার অতি প্রিয় এই জিনিসগুলো ওল্‌গাকে দিয়ে বলেছিলেন, "সেই বরফের দেশে থাকবার সময় তোমার মায়ের হাতের তৈরী এই জিনিসগুলো তোমার ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেবে।"

পিতার স্নেহের কথাগুলো মনে পড়ে ওল্‌গার। কি নীরবে এই পণ্ডিত লোকটি সংসারের যাবতীয় তুচ্ছ ঘটনার উর্ধ্বে থেকেই না আপনার সাধনায় মগ্ন হয়ে আছেন! পিতার স্নেহের উপহারে ওল্‌গার বাড়িটা সত্যিই যেন হাসছে।

মায়ের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে মস্কোর বাড়িটা কি অপূর্ব রূপই না ধারণ করেছিল, সারা সংসারে ত বটেই, বিশেষ করে তার পিতার জীবনে মায়ের প্রতিভা ছিল অপরিহার্য। এমন কি পৃথিবীর এ প্রান্তে এসেও ওল্‌গার মার উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে, ওল্‌গা এত ছোট থাকতে মা যদি মারা না যেতেন!

বাবা ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন প্রকৃতির। ছোটখাট প্রত্যেক কাজেই তাঁর সাহায্যের দরকার হত। মায়ের মৃত্যুর পর ওল্‌গার এক বুড়ী পিসিমা এসে তাদের পরিবারের ভার নিয়েছিলেন, তারপর ওল্‌গার দিদিরা একের পর এক বড় হয়ে উঠলে তারাই নিয়েছিল বাবার ভার।

সংসারে যদি তাকে সত্যিকারের প্রয়োজন হয় তাহলে কোন নারীই কখনও বিরক্ত হয়ে ওঠে না। যতদিন ওল্‌গার সন্তানটি বেঁচেছিল, ওল্‌গার অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু এখন ত আর সেদিন নেই! আজকের কথাই

ধরা যাক্ না, দিনটা কি আস্তেই না যাচ্ছে! আর কিছু করার নেই দেখে, সে তার স্বামীর পড়ার ঘরটাকে শোবার ঘর বানাতে লেগে গেল।

হাসপাতাল থেকে একটি ঝিকে আস্‌বাবপত্র সরাবার জন্য ডাকতে যাবে—এমন সময় হঠাৎ মাঝপথে থেমে পড়ে ওল্‌গা ভাবল, "মেয়ে হয়েছে বলে আমার ঐ যন্ত্র নির্মাণ কারখানা ছেড়ে চলে আসাটা মোটেই উচিত হয় নি। বিশেষতঃ আমি বেশ ভালভাবেই কাজ করে যাচ্ছিলাম, আমার কাজ করতে অনিচ্ছাই এতে বিশেষ করে প্রকাশ পাচ্ছে, ছেলে মানুষ করা আর কলেজের পড়া চালিয়ে যাওয়া দুটো কাজের ভার নিতে আমি সাহস পাচ্ছিলাম না। আর ইভান ত পা বাড়িয়েই ছিল। আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থার মেয়েরাও সন্তান জন্মাবার পরে পড়াশোনা চালিয়ে যায়, কি ভুলই না করেছি।"

পাভা রোমানোভনার সম্বন্ধে ইভানের সঙ্গে আলাপ করবে কথা দেওয়াতে ওল্‌গা আরও বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের উপর। সে জানে ইভান কখনই সন্তান নষ্ট করতে রাজী হবে না, আর ওল্‌গাও চায় না সত্যিই ইভান করুক, তাহলে কেনই বা সে পাভাকে কথা দিল?

"আমি ওকে বলবও না আর পাভাদের ওখানে যাবও না আমরা" বলতে বলতে ইভানকে আসতে দেখে তার দিকে দৌড় লাগাল ওল্‌গা।

ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলার সরু পথ ধরে ইভান আসছিল তাড়াতাড়ি হেঁটে, তা সত্ত্বেও দূর থেকে ওল্‌গা তার ঠোঁটের হাসিটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। সামনাসামনি হতেই দুজনে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল পরস্পরে দিকে তাকিয়ে—

"কে আগে যাবে?" ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল।

"তুমিই আগে যাবে। তোমার উপর থেকে আমি চোখ ফেরাতে চাইনা মুহূর্তের জন্যও।"

"না, তুমি আগে আগে গিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চল", বলতে বলতে ওল্‌গা পাশে দাঁড়িয়ে ইভানের হাতের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিল।

চলাটা এগোচ্ছিলনা, কিন্তু প্রীতি দায়ক। দুজনে চলতে চলতে হেসে উঠল— এলেনা দেনিসোভ্‌না এই সময় বারান্দায় এসেছিল সেও হেসে ফেলে চেঁচিয়ে বলল, "জলের ভারী পালিয়েছে তাই আমিই জল তুলতে যাচ্ছি।"

তার হাত থেকে খালি বালতিটা নিয়ে ওল্‌গা বলল, "আমি যাচ্ছি, দাও; আমি রাঁধতে জানিনা, চিরকালই আমাকে অন্যে রান্না করে খাইয়েছে কিন্তু অন্যান্য ছোটখাট কাজগুলো করে সাহায্য করতে পারি।"

উপত্যকার খানিকটা উপরের দিকে ছিল বাড়িটা। ওল্‌গা আর ইভান পাথরে কাটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। এখানটায় আগে নদী ছিল, এখন মাটি কেটে কেটে আর নদীরও গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার দরুণ কিছু খানা খন্দের সৃষ্টি হয়েছে—সে খানাখন্দের জল খনিঅঞ্চলে ব্যবহার করা হয়। বালির পাড়ের একদিক থেকে আর একদিকে চলে গিয়েছে একটা ছোটমতন ঝোলান সেতু, সেখানে আবার একটা ছোটখাট বাগান হয়েছে। ওল্‌গা আর ইভান চলেছে—আর দু'পাশের উইলোঝোপ থেকে সোনালী পত্রগুচ্ছ ঝরে পড়ছে তাদের উপর।

একটা লম্বা কুয়োর তলায় ঝরণার জলে চিকচিক করছে পপলার কুঞ্জে ঢাকা নীল আকাশের একটি টুকরো। পপলারের সদ্য ঝরাপাতার গন্ধে, ভিজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধে আকাশ বাতাস ভরপুর।

তরুণী ওল্‌গা বেশ সহজেই জলের বালতিটা ভরে ফেলল।

ইভান বালতির হাতলটা ধরে বলল, "এবার আমার পালা।"

ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে ওলগা বলল, "না তোমার পালা নয়, তুমি সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ। তোমার ত লজ্জাও নেই। এতদিন পরে স্ত্রী ফিরল ঘরে আর তুমি সারাদিনের মধ্যে একবার তাকে দেখতেও এলে না!"

তিরস্কারে যেন খুশী হয়েই বলল ইভান, "আমার যে একটা ভয়ানক শক্ত অপারেশন ছিল।"

"তারপর?"

"তারপর রক্ত সঞ্চালন, তারপর আরেকটা অপারেশন। আমাদের জেলাটা বেজায় বড়। কখনও কখনও এত কাজ হয় যে আমরা কুলিয়ে উঠতে পারিনা। চারদিক থেকে এমন কি আশে পাশের জেলা থেকে রোগী আসে আমাদের এখানে। এখন ত আমার প্রধান কাজ হল সার্জারী। আচ্ছা সারাদিন ধরে তুমি কি করছিলে শুনি?"

"আমি বাড়িটা সাজালাম, জিনিসপত্র একটু আধটু সরিয়ে রাখলাম। একমাত্র তোমার ডেস্কটাই যা ভদ্রলোকের চেহারা ছিল।"

রাস্তা দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে, গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে পায়েচলা পথ ধরে তারা আসছিল। ওরা ফিরে দেখতে পেল গোটা খিজনিয়াক পরিবারটা এসে বারান্দায় জড় হয়েছে।

দেনিস্‌ আন্তনোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "ইভান ইভানোভিচ—আসুনতো

একহাত 'গোরোদকি' খেলা যাক্, সময় আছে? লোকজন জড় হতে আরম্ভ হয়েছে।"

"আপত্তি নাই মোটেই! তবে কথাটা কি জান আমি আমার এই সভ্য দেশ থেকে আসা স্ত্রীটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি সেই সকাল থেকে। আমার বিশ্রাম সময়টা এখন থেকে অন্যভাবে চলবে।"

ওল্‌গা বলল, "কেন তা কেন? আমি ও ত খেলা ভালবাসি। সত্যি বলতে কি আমিও খেলতে ভালবাসি, অবশ্য গোরোদকি নয়, টেনিস কি ভলিবল। শুধু ভাবছি প্রিয়াখিনের স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি আজ রাত্রে আমরা তার বাড়ি যাব।"

ইভান মুখভঙ্গী করল।

একটু হেসে এলেনা বলল, "নাচে ওর দারুণ উৎসাহ। ওদের পার্টিতে যে যায় সবাই নিজের নিজের খাবার নিয়ে আসে। একমাত্র পাভা কিছুই আনে না কেবলমাত্র ন্যাকামি ছাড়া। একটা না একটা কিছু নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত। কি অভিনয়ই না করে! ক্লাবে এমন কোন অভিনয় হয়নি যাতে নাকি পাভা পার্ট নেয়নি।"

ওল্‌গা বলল, "আমার যেতে ইচ্ছা করছেনা তবে মনে হচ্ছে আমায় যেতে হবেই।"

এলেনা দেনিসোভ্‌না গম্ভীরভাবে বলল, "নিশ্চয়ই যেতে হবে। যাইহোক না কেন আমাদের ত একসঙ্গে বসবাস কাজকর্ম করতে হবে।"

১৫

স্বামীর মুখের চেহারা দেখে ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল "বুঝতে পারছনা ওর অবস্থাটা?"

টেবিলের ধারে বসেছিল ইভান, প্রশস্ত হাতদুটো সামনে প্রসারিত, দৃষ্টি জানলার বাইরে সুদূরে নিবদ্ধ, কপালে ভ্রূকুটির চিহ্ন।

অবশেষে, বলল, "আমি কেবল বুঝতে পারছি ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরা, আর এর মধ্যে আমি নেই। তার গোপনকথা বলে ফেলেছ বলে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি অনেক আগে থেকেই জানি। এখানে আমরা

কাঁচের বাড়িতে বাস করি, সকলেই সকলের সবকিছু জানে। ভেবোনা যে পাভা এরজন্ত খুব দুঃখ পাচ্ছে, ওর মত মেয়েরা সবকিছুই বেশ হাল্কাভাবে নেয়।"

পাভার আচরণ মনে পড়ে গেল ওল্‌গার, বলল, "কিন্তু ও সত্যি ভারী দুঃখিত হয়েছে। ওত মরতে চাইছিল বলল।"

"বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।"

ওল্‌গা নিজের বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার জন্য বলল, "সে কাঁদছিল।"

ইভান ইভানোভিচ্‌ শান্তভাবে বলল, "ওর মত নারীর চোখের জল বহু বর্ষের অভ্যাসে কার্যকারণ সম্বন্ধ হিসাবেই পড়ে থাকে। ওল্‌গা প্রিয়া আমার, পাভার ব্যাপারে তুমি যেন জড়িয়ে পড়োনা। আমাদের গুসেভ ত বেশ ভাল ডাক্তার—ও যদি সাহায্য চায় তার কাছে যাক্‌না।"

প্রিয়াখিনের ছোট বাড়িটার চারদিকে নীচু বেড়া দেওয়া। বালির রাস্তাটা বেড়ার সামনে থেকে বারান্দা পর্যন্ত এসেছে, রাস্তার উপর গাড়ির চাকার দাগ। রাস্তা দিয়ে ঘেরা অর্ধবৃত্তাকার জায়গাটা ঘাসে ঢাকা, এখানে সেখানে উঁকি মারছে গতবছরের ফুলের বেডগুলো। কচি লার্চগাছের ফাঁক দিয়ে নতুন গ্যারাজটা উঁকি মারছে। চারদিকে একটা নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা দেখে ওল্‌গার মনে পড়ল প্রিয়াখিনের কথা, সে নিজেও নিখুঁত পরিপাটি।

বারান্দায় ওল্‌গা আর ইভানের সঙ্গে পাভার দেখা হল। বলল, "তোমাদের দেখে কি যে খুশী হয়েছি কি বলব!" ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাদামী রংএর চুলওয়ালা সুন্দর মাথাটা নাচিয়ে বলল, "প্রিয়াখিনও ভারী খুশী হবে।" হাসতে হাসতে সদ্য বেরহয়ে আসা রঙীন প্রজাপতির মত খুশীতে ঝলমল পাভা ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। অশ্রু, দুঃখ অথবা অনুতাপের বিন্দু মাত্র চিহ্নও নেই তার মুখে।

"এই যে আসুন, আমাদের প্রিয় ইভান ইভানোভিচের স্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।" খাবার ঘরে একদল অতিথির সামনে বলল পাভা রোমানোভ্‌না। তাদের মধ্যে ওল্‌গার পরিচিত শুধু জিলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারী স্কোরোবোগাটভ আর প্রিয়াখিন, নিজের বাড়িতে প্রিয়াখিন কেমন আড়ষ্ট।

পুরুষরা সবাই একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে ওল্‌গার সামনে এল, আর গৃহকর্তা সমেত তিনজন ওল্‌গার হাতে চুম্বন করল।

সোজা হয়ে এদের মধ্যে একজন বলল, "আমার নাম ইগর কোরোবিৎ-সিন।" ওল্‌গার মনে পড়ল—সে একজন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী, আগ্রহের সঙ্গে তাকাল তার দিকে। হয়ত সেও ওর সঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়েছে। কি রকম যেন আদুরে ছেলের মত দেখতে—রোগা, বুকটা নীচু, দুর্বল দুর্বল। ম্লান মুখের উপর শান্ত দুটি গভীর চোখ আর ছোট্ট দুটি ঠোঁট সকলের আগে চোখে পড়ে। দক্ষ যন্ত্রশিল্পী থেকে যেন অখ্যাত কবি হলেই তাকে মানাত বেশী।

ওল্‌গার হাত ধরে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে যেতে পাভা বলল, "এসো তোমাকে আমার ছেলেপুলে দেখাই।"

শোবার ঘরে সুন্দর করে সাজানো বিছানা, বালিশগুলো স্তূপাকৃতি করে লেসের ঢাকা দেওয়া। খাটের খুঁটির সঙ্গে গোলাপী রিবন বাঁধা, গোলাপী শেডের তলায় জ্বলছে ম্লান আলো, এরই মাঝখানে হঠাৎ ওল্‌গার দিকে ফিরে উত্তেজনায় সাদা হওয়া মুখে জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে?"

"সে বলেছে—" পাভা রোমানোভ্‌নার পরিষ্কার কপালের দিকে চেয়ে কিরকম যেন চুপ করে গেল।

"আর যন্ত্রণা দিও না। ভগবানের দোহাই—কি বলেছে বল।"

"বলেছে, এ অসম্ভব!"

মুহূর্তে পাভা রোমানোভ্‌নার হাত দুটো শিথিল হয়ে এল, চোখে দেখা দিল অশ্রু। মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে যেন কোনরকমে কান্নার হাত থেকে বাঁচাতে চাইল, ভিজা গালের উপর হাত বুলিয়ে মাথাটা নীচু করে ফেলল।

অদম্য উচ্ছ্বাস কোনরকমে থামাবার চেষ্টা করে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—"তাহলে এখন আমি কি করব?"

ওল্‌গা ভাবল, "সত্যিই ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে ও। মনে হচ্ছে যেন একটি ছোট জন্তু ফাঁদে আটকা পড়েছে।"

সান্ত্বনার কথা কি ধরনের হলে ভাল শোনাবে ভাবতে ভাবতে ওল্‌গা শুনল কান্না থেমে গিয়েছে। একটা ছোট শাল টেনে নিয়ে হতভাগিনী চোখমুখ মুছে নিল, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে গালে পাউডার বুলাতে লাগল।

(ছেলেপুলে না দেখেই) তারা ফিরে এল খাবার ঘরে, আর পাভা রোমা-নোভ্‌না গান আরম্ভ করতে আদেশ দিল—ঘরের মাঝখানে গিয়ে বলল—"আমার নাচতে ইচ্ছা করছে, ইগর, ভিক্‌ট্রোলা বাজাও। এস ইগর, একপাক হোপাক নাচা যাক্।"

নাচতে আরম্ভ করল। বৃত্তাকারে ঘুরে খুশীর চীৎকারে মাঝে মাঝে হাত তুলিয়ে ঈষৎ হাসিতে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে নেচে চলল। দুঃখ দুর্ভাবনা সব বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়ে পাভা এমন খুশীর আবহাওয়া সৃষ্টি করল চারিদিকে যে ওল্‌গার মনে হল এমনটি সে আর কখনও দেখেনি।

নাচের ঠমকে বিস্মিত ওল্‌গা ভাবল, "কি অদ্ভুত মেয়ে রে বাবা! বুকে যার এতবড় আশঙ্কা, সে কি করে এমন উন্মত্তের মত ব্যবহার করতে পারে!"

একধারে সরে যেতে ওল্‌গার চোখে পড়ল একজন বৃদ্ধা মহিলা বেশ মোটা-সোটা, গাঢ় রংয়ের পোশাক পরে কাঁধের উপর কাল একটা শাল ফেলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। পাভা রোমানোভ্‌নার সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখে ওল্‌গা একেবারে অবাক্ হয়ে গেল, যেন পাভাই হঠাৎ কোন দৈববলে বৃদ্ধা হয়ে এসে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধা আপন মনেই হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বলে যাচ্ছে, কি লজ্জার কথা, কি কেলেঙ্কারি, কিন্তু চোখে তার ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে শঠতার হাসি।

ওল্‌গা মনে মনে বলল, "মনে হচ্ছে তোমার যৌবনে তুমিও বড় কম যাওনি বাপু।" নাচিয়েদের দিকে পিছন ফিরে ইভান ইভানোভিচের দিকে তাকাল সে।

ইভান একটা কৌচে গা এলিয়ে দিয়ে ভুরু দুটো কুঁচকে চরকিপাক খাওয়া ঘাগরাগুলো দেখছিল, মুখে তার অটুট গাম্ভীর্য আর অস্বস্তির ভাব। ওল্‌গার মনে হল সে নিশ্চয় ভাবছে, "এ রকম অপরাধী বিবেক নিয়ে একটি নারী কি করে এরকম ব্যবহার করতে পারে?"

স্কোরোবোগাটভও নাচ দেখছিল, কিন্তু তার মুখে কেমন যেন আত্মম্ভরিতার ভাব। যেন বলতে চায় "নাচতে চাও নাচো, তাতে আর আপত্তির কি আছে। এতে কোন ক্ষতি হবেনা নিশ্চয়ই—তবে ভালও হবে না কিছু।"

স্কোরোবোগাটভ মদ খায় না, তাস খেলেনা, মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে না তার ফলে সে নিজেকে পবিত্রতার একেবারে চরম মাপকাঠি বলে মনে করে। অন্যেরা তাকে যে সম্মান দেয় এটা ত তার প্রাপ্য বলেই মনে করে সে। এখানকার সবাই জানে স্কোরোবোগাটভ যে কাজ করে তার দাম যথেষ্ট আর সে জন্যেই তাকে "অর্ডার অব দি রেড ব্যানার" দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে তাকে জনপ্রিয় করতে পারে নি তা বলে।

ওল্‌গার দৃষ্টি যেন বলল ইভানকে, "ক্লান্তি লাগছে নাকি?"

ইভান ভুরু কুঁচকে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

ওল্‌গা স্থির করেছিল সে রোজ সকালবেলা উঠে কফি তৈরি করবে। কখনও কখনও পিঠে, খাবার এসবও করত সে। রান্নাবান্না করায় অভ্যস্ত না থাকায় প্রত্যেকটা ব্যাপারই তাকে গভীরভাবে নাড়া দিত।

প্রাতর্ভোজের সময়টাই ছিল তার সব চেয়ে সুখের সময়।

বিদায় দেবার সময় ইভান ইভানোভিচকে বলত, "তোমাকে বিদায় দিতে আমার ভারী খারাপ লাগে।"

একবার সে বলেছিল, "কোন একটা কাজ খুঁজে নাও।"

"কি কাজই বা করব? আমি যে কিছুই জানি না।"

"ইংরেজী পড়াও না কেন?"

"আমি যে কোর্স শেষ করিনি। আমার নিজেরই যে শেখা দরকার।"

ওল্‌গার বেদনার্ত মুখখানির দিকে তাকাল ইভান। কেন যে কোর্সটা শেষ হয়নি সেটা ওর থেকে কে আর বেশি জানে? স্নেহপূর্ণ স্বরে সে বলল, "তাহলে এখন কিছুই করার দরকার নেই, বিশ্রাম নাও কিছুদিন। তোমাকে বিশ্রাম দিতে পারছি বলে আমার বেশ গর্বও হচ্ছে, যদি আমাকে সন্তান দিতে পারতে একটি···আর সারাদিন বাড়ি বসে থাকতে থাকতে বিরক্তিও লাগে।"

রেগে উঠল ওল্‌গা, "ভুল করছ তুমি, বিরক্তির থেকে আমার লজ্জাই লাগে বেশি। তুমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত বলে যত না হোক তার চেয়ে বেশি লাগে সারাদিন কুঁড়েমি করে বসে থাকাটা এবং তাই আমার মন খারাপ করে দেয়। কি সব কাজ আমি করি?—আলু ছাড়ানো, বাড়িঘর ঝাড়পোঁছ করা! তোমার সঙ্গে আমার কাজের তফাৎটা একবার দেখ দেখি, বিশ্রাম নিতে বলছ আমাকে? কেন? কি আমি করেছি যে বিশ্রাম নিতে হবে আমার। এখানে এসে যখন দেখলাম—কত সব নতুন নতুন জিনিস তৈরি করেছ তোমরা আমি বিস্ময়ে একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। বিরাট বিরাট বাড়িঘর, ফ্যাক্টরী, ভাল ভাল রাস্তা সব আছে এখানে! এ যে একেবারে আধুনিক সহর একটা! লগুনোভ্ আমাকে বলেছিল বটে, আর আমি নিজেও ত দেখতে পাচ্ছি! আনন্দ হল আমার দেখে, কিন্তু হিংসাও হতে লাগল এই ভেবে যে আমার ত কোন দান নেই এতে! আমার ভাগের কাজটা নিশ্চয়ই আমাকে করতে হবে। কিন্তু

কি সে কাজ, কি করে করব তুমি দেখিয়ে দাও লক্ষ্মীটি, তুমি সব পার। তুমি নিশ্চয়ই জান”—রাস্তার মধ্যে থেমে পড়ে ওল্‌গা স্বামীর কনুইটি জড়িয়ে ধরল।

অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক ইভান ইভানোভিচের চোখদুটি ছিল অদূরে হাসপাতালের দিকে। সে এই বিরাট আধুনিক হাসপাতালের হর্তাকর্তা। কিন্তু তার স্ত্রী—তার কাছে দাঁড়িয়ে যে প্রশ্নের জবাব চাইছে তা কি এত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায়? কিন্তু তাকে সে ভালবাসে তাই তার দিকে একবার ফিরে মৃদু হাসির সঙ্গে বলল, “সব সময়ই কোন না কোন অতি উৎসাহের ঢেউয়ের তালে তোমার চিন্তাধারা ভেসে চলে ওল্‌গা। প্রাণশক্তিকে এরকম করে নষ্ট করো না। ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেছিলে—তাই কেন আবার আরম্ভ করে শেষ করে নাও না, চিঠিপত্রের সাহায্যেও শিখতে পার। আর যদি কিছু হাতে-কলমে কাজ চাও, আমার কাছে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে আমি সেটা অনুবাদ করতে পারি না—এটা করে দাও না?”

মাত্র কয়েকদিন আগে অপারেশন হয়েছিল একটা ছোট ইয়াকুট ছেলের। তার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল ইভান।

ছেলেটার নাম য়ুরি। এখানকার বসতি অঞ্চলে একজন শিক্ষিকার ছেলে। বয়স তার মোটে সাড়ে পাঁচ বছর—কিন্তু এরকম গম্ভীর চালে সে থাকত, আর মাঝে মাঝে এমন বিজ্ঞের মত ভাণ করে কথাবার্তা বলত যে ইভান সময় সময় তাকে বড়মানুষের মত য়ুরি গাভ্রিলোভিচ্ বলে ডাকত।

ঘামে ভেজা য়ুরির হাতখানা তুলে নিয়ে ইভান জিজ্ঞেস করল, “এখন কেমন আছ য়ুরি?”

বাচ্চাটা বেশ ভাল রুশভাষা বলতে পারে—ধীরে ধীরে বলল, “অনেকটা ভাল। আমার পায়ের আঙ্গুলগুলো ত এখনই নাড়াতে পারছি।”

“বেশ, বেশ য়ুরি।” বিছানার পাশে একটা টুলের উপর বসে পড়ে তাকালো ডিউটিরত কম্পাউণ্ডার দেনিস আন্তনোভিচের দিকে। তারপর য়ুরির গায়ের চাদরটা সরিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে বাঁকাচোরা তার পাদুটো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, “য়ুরি মনে হচ্ছে বেশ ভালভাবেই সব চলছে।”

দেনিস আন্তনোভিচের দিকে তাকিয়ে বলল, “পরিষ্কার উন্নতি দেখা যাচ্ছে। কোমরের দিকে অবস্থা কি রকম!”

"খুব সামান্য, কিন্তু গাঁটগুলো নরম হয়ে এসেছে। পায়ের আঙুলগুলোর কথা যদি বল—বাচ্চাটা আর সেগুলোকে বিশ্রাম দেয় না মোটে। যত পারে খাটাতে আমিও বলেছি আর সেও তাই করছে। বাহাদুর ছেলে বটে য়ুরি! যেন পাথরের টুক্‌রো একটা!"

কম্পাউণ্ডারের নীল চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল মৃদু হাসির রেখা, পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে গিয়ে দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল য়ুরির কাল চোখের উপর, য়ুরি আবার যেন সেই পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটি!

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ইভানের মনে পড়ে গেল নিজের হারানো সন্তানের কথা—কোমলস্বরে বলল, "তোমাকে আমরা শীগগিরই বসাতে পারব য়ুরি।" —তার মেয়েটির অসুখটা ছিল অবশ্য একেবারেই অন্য, কিন্তু তাহলেই বা কি বিছানায় যখন শুয়ে থাকত তখন তাকে নিশ্চয়ই এ রকম অসহায় ও বিষণ্ণ দেখাত। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়লে যেন তাদের বয়স বেড়ে যায়। এ বাচ্চাটা ত তিন বছর বয়স থেকেই ভুগছে।

"নিজে নিজে সোজা হতে চেষ্টা কর দেখি"—বলতে বলতেই ইভান দেখলে য়ুরি নিতান্ত বাধ্য ছেলেটির মত পা নাড়ার চেষ্টা করছে, ব্যথা যে পাচ্ছে তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সহানুভূতিতে ইভান হয়ে গেল মূক।

ব্যথা আর পরিশ্রমে য়ুরির কপালে জমে উঠল স্বেদবিন্দু, চোখে দেখা দিল ব্যর্থ প্রয়াসের প্রকাশ, যেন চোখদুটো দিয়েও সে নাড়াবার চেষ্টা করছে।

একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেনিস আন্তনোভিচ্ বলল, "বলেছি না য়ুরিট একেবারে পাথর কেটে তৈরী।"

ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেনটিনোভিচ্ এইমাত্র এসে ঢুকল ঘরে—সে আর দেনিস দুই জনেই এই অপারেশনটার ফলাফল জানতে খুব উৎসুক ছিল। ভ্যালেরিয়ানের চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধা চশমা, নাকে সোনালী রংএর ছুলির দাগ, মাথায় পাতলা সোনালী চুল, তার দু'একগোছা এসে পড়েছে এদিক ওদিক। সেও যেমন ছেলেপুলে ভালবাসে, তারাও তেমনি তার ব্যবহারে তার দিকে আকৃষ্ট হয়।

ছেলেটা গর্বভরে তাকালো ডাক্তারদের মুখের দিকে, "দেখেছ আমি কত-খানি নাড়াতে পারছি?" ডাক্তাররাও তার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ইভান বলল, "আজ তোমাকে কিছু ব্যায়াম করতে দেব। দেনিস্ দেখিয়ে দেবে

কি করে করতে হয়। প্রথমে ব্যাঙের মত পায় ঝাঁকুনি দেবে আর তারপর হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করবে।"

গভীর আগ্রহে ছেলেটা বলল—"সত্যি করব?"

বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে য়ুরি—হাঁটতে পারার জন্য সে যত কষ্টই হোক্ না কেন স্বীকার করতে রাজী আছে। গোটা একটা বছর ধরে প্লাষ্টারে দেহের নীচের দিকটা মুড়ে সে শুয়ে আছে।

ইভান ইভানোভিচের আসবার আগে এই হাসপাতালের কর্তা ছিল সার্জন গুসেভ, সে য়ুরির রোগটা টিউবারকিলোসিস্ (মেরুদণ্ডের ক্ষয়) সাব্যস্ত করে নিতান্ত উদ্ধতভাবে তার নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে চলেছিল। একমাত্র যখন ছেলেটির অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল তখনই সে স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে সম্মত হয়ে তাদের এবং ইভানকে ডাকল। ইভান তখন স্নায়ুঘটিত অস্ত্রোপচারে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

মাস দেড়েক নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করে ইভান তার উপর অস্ত্রোপচার করল। মেরুদণ্ডের উপর একটি টিউমার হয়ে বেচারা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল। ক্ষয়রোগের কোন চিহ্নই নেই তার দেহে।

অপারেশন ঘর ছেড়ে যাবার সময় স্নায়ুতত্ত্ববিদ বললেন ইভানকে, "কি চমৎকার ছেলেটা। আশা করতে পারি যে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না, ও এবার ধীরে ধীরে হাঁটতে পারবে।"

১৭

ইভানকে নাতাশার সঙ্গে খেলতে দেখে এলেনা দেনিসোভ্‌না বলল, "তোমার নিজের গোটা পাঁচছয় ছেলেমেয়ে হওয়া দরকার।"

কখনও কখনও ইভান ইভানোভিচ তোলোহাঁড়ির মত মুখ করে বাড়ি আসে, চিন্তাকুল চেহারা দেখে ওল্‌গা বুঝত শক্ত কোন অপারেশন করে এসেছে ইভান। কারোর সঙ্গে কথা না বলার মানেই হল এখনও রোগীর কথাই ভাবছে সে। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে তার মানে আশঙ্কা এখনও দূর হয় নি, রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কিন্তু সাধারণতঃ ইভান বেশ হাসিখুসী হয়েই বাড়ি ফেরে, ওল্‌গার সঙ্গে তামাসা করে, খিজনিয়াক বাচ্চাদের সংগে দুষ্টুমি করে—এলেনার মতে বাড়িটাকে একেবারে ওলট্‌পালট্ করে দেয়।

আজকেও এমনি একটি দিন। নাতাশা ছোট ছোট মুঠি দিয়ে কিল দিয়ে চুল টেনে ইভানকে শাসন করছে আবার পরমুহূর্তেই হেসে চেঁচিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ইভান তাকে শূন্যে লুফে নিয়ে হাতের তলা দিয়ে এনে নাচাচ্ছে আর সে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে।

অশ্রুভেজা চোখে ওল্‌গা তাকিয়েছিল তাদের দিকে। বলল, "ওরকম করে বাচ্চাটাকে যন্ত্রণা দিও না, থাম দেখি, যেন বেড়ালে ইঁদুর নিয়ে খেলছে!"

"কিন্তু নাতাশার কেমন মজা লাগছে বল দেখি!" বলেই আবার তাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "বাস্‌ আজকের মত ঢের হয়েছে।" কিন্তু নাতাশা ছাড়া পেয়েও যখন তাকে আঁকড়ে ধরে রইল তখন বিজয়গর্বে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "দেখলে, ও যাবে না। এই সব ও বেশ পছন্দ করে। কি দুরন্ত মেয়ে রে বাবা! বোধ হয় বড় হয়ে এরোপ্লেনের পাইলট হবে।"

ইভানের আনন্দ দেখে ওল্‌গার মনে হল, আমাদের একটা বাচ্চা হলে ভালই হবে, তাহলে আমাদের দুঃখ ভোলা সহজ হবে।

যেন ওল্‌গার চিন্তাধারা অনুসরণ করেই এলেনা বলল, "তোমাদের একগাদা বাচ্চা হওয়া দরকার। কি সুন্দর বাচ্চাই না হবে তোমাদের!"

মাঝে মাঝে তারা যখন তাস খেলত, নাতাশা বসে থাকত মায়ের কোলে। মায়ের হাতের তাসগুলো কেমন হাওয়ায় ওড়ে, ইভানের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কতক্ষণে খেলা নিয়ে চেঁচামেচি শুরু হবে ভাবত নাতাশা। ইভানের প্রিয় খেলা ছিল "ওল্ড মেড" আর তার চেয়েও বেশি সে ভালবাসত প্রাণখুলে হাসতে তাই প্রায় সব সময় চুরি করত সে খেলায়, নিজে অবশ্য প্রাণপণে হাসত। কিন্তু এলেনা দেনিসোভ্‌না ভয়ানক রেগে উঠত, "তোমার সঙ্গে আর খেলব না, কবে তুমি বড় হয়ে উঠবে বল দেখি!" বলতে বলতে অয়েল-ক্লথের নীচ থেকে লুকান তাস বার করে দেখাত ইভানকে।

নিরীহস্বরে ইভান বলল, "সত্যি বলছি, আমি ওগুলো দেখিনি! কি করে ওগুলো ওখানে গেল বল দেখি?" কিন্তু গলার স্বরে আর চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে ওঠা হাসিতে ধরে ফেলত সবাই।

ওর খেলার অংশীদার দেনিস আন্তনোভিচ্‌ তাস ফেলবার সময় ইভান হয়ত চোখের ইসারা, কিংবা ভুরু কুঁচকিয়ে বলে দিত কোন তাসটা ফেলতে হবে, আর ফলে জিতে যেত ওরা। একবার ধরা পড়ে ত চেঁচামেচি করে অস্থির ইভান।

বলে, "আরে তাস খেলায় আবার সততার প্রশ্ন আছে নাকি ! ও ত বুর্জোয়া কুসংস্কার !"

রেগেমেগে এলেনা বলত, "কি চোট্টারে বাবা ! ঢের হয়েছে—মাথার গোলমাল করে দিল একেবারে !"

আরও জোরসে হেসে ইভান বলল, "আরে তাস খেলার মানেই ত তাই ! হাতের কসরৎ দেখানো ; না হলে মজাটা জমবে কেন ?

১৮

ইভান ইভানোভিচ্‌কে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে রোজ ওল্‌গা ইংরেজী পড়তে বসত। ডিক্সনারী নিয়ে পড়াশোনাও করত প্রচুর আর ঐ ইংলিশ ডাক্তারের প্রবন্ধটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে অনুবাদ করতে চেষ্টা করত। কিন্তু বাড়িটার নিস্তব্ধতা ওল্‌গাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিত। আজকাল ওল্‌গার কেমন একটা সন্দেহ হয়েছে যে ইভান ঐ প্রবন্ধটা সত্যিকরে তার প্রয়োজন হয়েছে বলেই দেয়নি আসলে ওল্‌গার সময় কাটাবার উপকরণ হিসাবেই দিয়েছে।

"আমার ওপর অনুগ্রহ দেখান হয়েছে" ভাবতেই ওল্‌গা কেমন যেন আহত হল, কাজটার উপর তার আর আকর্ষণ রইলনা। যদি প্রয়োজনই না হয় তাহলে শুধু শুধু কতগুলো অর্থহীন শব্দের প্রতি ঝোঁক দেবার দরকার নেইত !

রৌদ্রোজ্জ্বল এক দিনে ওল্‌গা খনি পেরিয়ে অনেক দূর চলে গেল হেঁটে। চলতে চলতে তার নজরে পড়ল খনির মুখের কাছে বিরাট একটা যন্ত্র, দেখতে অনেকটা স্টীমবোট এর মত। ধাতুনির্মিত অংশটা একবার চকিতে দেখা দিচ্ছে আর পরক্ষণেই কাদার উপর দেখা যাচ্ছে গভীর গর্ত। মাটিগুলো ঢুকে যাচ্ছে যন্ত্রটার বিরাট পেটের ভিতর। কখনও সখনও এক আধটা ঝোপঝাড় বা গাছ পড়ছে যন্ত্রটার মুখে কিন্তু চালক ভিতরে বসে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে সেটা টেনে বার করে নিচ্ছে। এই কাজগুলো চলছে ক্রমাগত, সোনামেশান জলে ভিজা মাটি কানায় কানায় ভরা গর্তের ধার দিয়ে ঘুরে গিয়ে খনিমুখের ভিতরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখতে দেখতে বেশ আকৃষ্ট হয়ে ওল্‌গা দাঁড়িয়ে পড়ল। উপত্যকার অপর পারে ঘন নীল দিক চক্রবালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের চূড়াগুলো। উপর দিকের জমিতে কেবল শৈবাল, ক্ষুদে বার্চ আর লিচেন

চারার সমারোহ। আর নীচের দিকে দুর্ভেদ্য তায়েগা অঞ্চল, লার্চ অরণ্যে ছাওয়া সে তায়েগায় এখানে সেখানে অডার আর সিভার এনে দিয়েছে কিছু বৈচিত্র্য। বন্য প্রকৃতি আর তার মধ্যে হঠাৎ ফুঁড়ে ওঠা এই আধুনিক যন্ত্রদানব, এরকম জায়গায় একে আমদানী করার কল্পনাটাও ত অভিনব!

যন্ত্রটার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওল্‌গা ভাবল "আমি যদি শিল্পবিদ্যালয় না ছেড়ে দিতাম তাহলে হয়ত আমি দক্ষ যন্ত্রবিদ্‌ হয়ে উঠতে পারতাম। আমার ত মনে হয় ইগর করোবিৎসিনের মতই নিপুণ আমি। এখন ত আমাকে যন্ত্র জড় করা ছাড়া আর কোনো কাজে ডাকবেনা; আমার পেশাও গেল, বাচ্চাও মারা গেল। ভগবানই জানে কবে আমার ইংরেজী ভাষায় দখল হবে, সময় এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে যে আমি নাগাল পাচ্ছিনা।"

খনিমুখের কাছে যন্ত্রটার ভিতর থেকে একটা তক্তা ফেলে রাখা হয়েছিল। সেখানে দাঁড়ান একটি মেয়েকে কৌতুহলের সঙ্গে দেখে ওল্‌গা বলল তাকে, "এখানে আপনারা কি করছেন আমাকে দেখান না, আমার ভারী কৌতুহল হচ্ছে।"

বিকালবেলা ওল্‌গা ক্লান্ত এবং চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরল। এলেনা দেনিসোভ্‌না তখন সবেমাত্র কাজ থেকে ফিরেছে, তাকে রান্নার কাজে সাহায্য করে, কাঠ, জল এনে দিয়ে ঘরে গেল সে।

"আর একটা দিন কাটল।" মনে মনে বলল ওল্‌গা। কাঠের কুচো ঢুকেছিল একটা আঙুলে, সেটা চুষ্‌তে চুষ্‌তে বিরক্ত মুখে আবার বলে বসল—"আরও একটা দিন গেল।" ওল্‌গার শক্ত হাত আর সরু হাতের চেটো সাধারণ শক্তকাজ করতে পিছপা হোতোনা। সেলাই এর বাক্সের জিনিসপত্র টেবিলের উপর উপুড় করে ঢেলে ফেলে ওল্‌গা একটা স্থঁচ খুজতে লাগল।

ঠিক সেইমুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল পাভা রোমানোভ্‌না। "সেলাই নিয়ে বসেছো বুঝি?"

"না। হাতে বাঁশের চোঁচ ফুটেছে।"

"প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যাপার!" স্তূপীকৃত জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, "কি চমৎকার লেস! এরকম সুন্দর জিনিস আমি আর কখনও দেখিনি।"

"তোমার যদি এতই পছন্দ ত নিয়ে নাও না !"

"না, না। তোমার কি দরকার হবে না ?"

"হতে পারে কখন সখন ! তাতে কিছু আসে যায়না, তুমি নিয়ে নাও"—একটু চুপ করে থেকে ওল্গা বিরক্তস্বরে বলল, "আচ্ছা তোমার কখনও মনে হয়েছে যে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকলে কিরকম তুচ্ছসব মেয়েলী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয় ?"

লেসের টুকরোটা বুকে জড়িয়ে ধরে পাভা রোমানোভ্না নিরীহ ভাবে বলল, "আমি ত সারাদিন বাড়ি থাকিনা। আমি এ লেসটা নতুন জামাটায় লাগাব। পার্টিতে পরবার জন্য তাহলে আর নতুন জামা করার দরকার হবেনা। দেখ দেখি আমি কি রকম মোটা হয়ে উঠছি ক্রমশঃ, সব তোমার ঐ ইভান ইভানোভিচের দোষ !

হেসে ফেলল ওল্গা। "ইভানের আবার দোষটা হল কোথায় ?"

"আমার জন্য কাজটা করলে ত পারত ! গুসেভ এর মতন ত আর ওর অমন ভীতিপ্রদ চেহারা নয়।" আয়নার সামনে আর একপাক ঘুরে বলল আবার, "আমাকে কিন্তু গর্ভবতী হলেও বিশ্রী দেখায়না, কি বল ! একটু গোলগাল হয়েছি মাত্র। তবে অবশ্য কুমারী মেয়ের অভিনয় আমি আর করতে পারি না। আমাদের অভিনয় সঙ্ঘের কি দুরবস্থা বল দেখি ! তুমি যদি আমার জায়গায় আস তাহলে কিন্তু বেশ হয়।"

"অভিনয় করা আমার আসেনা।"

"তাতে কিছু আসে যায়না। করার ইচ্ছা থাকলেই হল। তবে হ্যাঁ ইভান ইভানোভিচ হয়ত রাজী হবেনা তোমাকে অভিনয় করতে দিতে। আর হ্যাঁ ভাল কথা আজকের ব্যাপারটা শুনেছ ?" সযত্নে লেসটা ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে পুরতে পুরতে বলল পাভা, "হায় ভগবান, তুমি শোন নি বুঝি ? কি ভয়ানক ব্যাপারই না ঘটেছে।"

ওল্গার হৃৎপিণ্ড যেন সঙ্কুচিত হয়ে এল, "কি ব্যাপার।"

"সাংঘাতিক অপরাধ ! একটি স্ত্রীলোককে টিউমার হয়েছে বলে অপারেশন করেছে ইভান ইভানোভিচ যখন আসলে তার পেটে চার মাসের বাচ্চা রয়েছে।"

চীৎকার করে উঠল ওল্গা—"না, না।"

বিদ্বেষের হাসিটা চাপতে পারল না পাভা, "হ্যাঁ হ্যাঁ করেছে। নিজের সম্বন্ধে

এত বেশি নিশ্চিত যে সবসময় ভাল করে পরীক্ষা করে না পর্যন্ত। গুসেভকে এরকম করতে কখনও দেখা যায় না।"

গুসেভ এখন ইভান ইভানোভিচের সহকারী। আসবার ছুদিন পর প্রিয়াখিনের বাড়িতে তার সঙ্গে ওল্‌গার দেখা হয়েছিল। তার চেহারাটা দেখলেই ওল্‌গার মনে পড়ত 'চেখভের' এক নায়কের কথা। গুসেভ লম্বা হাল্কা, একটু বেঁকে গিয়েছে, বড় নাক, বাঁকানো আঙুল। চোখে সবসময় কেমন একটা উন্নাসিক দৃষ্টি, যাকে পায় তাকেই যেন নিচু চোখে দেখে।

ওল্‌গার প্রথম পরিচয়ের স্থত্র ধরে কথা বলার সময় ইভান ইভানোভিচ বলেছিল "ওর সঙ্গে আমার বনেনা। অভিজ্ঞ ডাক্তার কিন্তু অতিসাবধানী, একটুও ঝুঁকি নিতে চায়না। অস্ত্রচিকিৎসক এর ত আর এরকম করলে চলেনা—সাধারণ ডাক্তারেরই চলে না।"

ওল্‌গা শোধরাবার ভঙ্গীতে বলল, "কিন্তু তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে ত বনাতে হবে!"

ইভান ইভানোভিচ ভুরু কুঁচকে বলল, "কি করে এমন একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি যে নাকি সাহায্য করার বদলে খালি নাক গলায় সব ব্যাপারে। যেই আমরা স্নায়ুবিষয়ক কোন আলোচনা আরম্ভ করি অমনি তার যেন শূলের ব্যথা শুরু হয়।"

এবার গুসেভ স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটা কথাও বললনা—অপারেশন টেবিলের ধারে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশ্য তার বলার অধিকার ছিল, অপারেশনে সে ত আর কিছু করেনি, কেবলমাত্র দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিল সে। কিন্তু ইভান ইভানোভিচের ত আর সে অজুহাত নেই—যথানিয়মে সে তলপেটটা চিরে ফেলতেই ফোলা জরায়ু আর রক্তবাহী শিরার স্ফীতি নজরে পড়ল। ইভানের মুখ লাল হয়ে গেল, যেন কেউ তাকে সজোরে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে।

উত্তেজনার মুহূর্তে ইভান ছুরি ফেলে দিয়ে একছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল, অন্যান্যবারের মত গজরাল ও না। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই জ্ঞান ফিরে এল তার, বিস্ময়াহত সহকারীর কাছে এল সে ফিরে। তারপর রোগীর পেটটা আবার সেলাই করতে লাগল।

পেশাদার পিয়ানোবাদকের মত আঙুলগুলো তার কাজ করে গেল ঠিকই কিন্তু মনে মনে সে রেগে গেল ভয়ানক, রাগটা অবশ্য তার নিজেরই উপর। রোগীর

ডাক্তারের উপর নির্ভর না করে তার নিজেরই রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত ছিল।

শেষ কোঁড়টা দিয়ে সে চলে গেল পাশের ঘরে, মুখোশটা টান মেরে খুলে ফেলল, ছুঁড়ে ফেলে দিল রবারের দস্তানাদুটো, দালান দিয়ে পায়চারী করতে লাগল। কোটটা উড়ছে; নিরাময় হয়ে আসা আরোগ্যকামী রোগীর দল তার ঋজুদেহ দেখা মাত্র হুড়দাড় করে যে যার ঘরে পলায়ন করল। প্রবেশপথে ইভানের দেখা হল একটি নার্সের সঙ্গে, একগাদা ময়লা নিয়ে চলেছিল সে। দৃশ্যটা দেখামাত্র যেন তার স্মৃতি ফিরে এল, থেমে পড়ল ইভান। সে মুহূর্তে হাসপাতাল নিয়মাবলীর বহির্ভূত যে কোন কাজই তাকে বারুদের স্তূপে আগুন দেওয়ার মত করে জ্বালিয়ে দিতে পারত। তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল সে, "রেখে দাও জঞ্জালের পাত্রটা। আমাদের সহকারী, ঝি, এসব আছে জঞ্জাল বয়ে নেবার জন্য।"

সহকারী কথাটা বলামাত্র তার মনে পড়ে গেল, এইমাত্র আর একটি সহকারীর উপর সে অস্ত্রোপচার করে এসেছে। বেদনায় ভুরু কুঁচকে গেল তার; ফিরে গেল সে আবার।

জুনমাসের রৌদ্রোজ্জ্বল দিন তার অপরাধের তীব্রতাই যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে, এরকম মারাত্মক ভুল করার জন্য নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনা। মেয়েটিকে যে ডাক্তার দেখছিলেন তিনি রোগটা টিউমার বলে সন্দেহ করেছেন আর মেয়েটাও কোন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে অস্বীকার করল, অবশ্য দরকারও মনে করেনি কেউ। এত ভালমানুষের মত তার চালচলন, এত বোকা বোকা তার ধরন যে গর্ভবতী বলে তাকে কেউ মনেই করে নি, ইভান ইভানোভিচ ত নয়ই।

হাসপাতালের দিকে মুখ করে যে বাড়ির ভাগটা সে দিকটার দিকে দু'পা এগিয়ে যেতে যেতে রাগতভাবে উচ্চারণ করল, "গোল্লায় যাক্, আমার চোখে এমনি করে ধুলো দিতে গেল কেন?"

অফিসে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে, টেবিলটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লাথি মেরে, টুলটা সরিয়ে ফেলে তার উপর বসে পড়ল।

রাগের মাত্রা ক্রমাগতই চড়ছিল তার, আবার বলল, "ভগবান তাকে শাস্তি দিন, কুমারীই বটে!" তবু তার মনে পড়ল কি নিরীহ চেহারাই না সহকারীটির,

চওড়া হাত দুটি, শান্ত কঠোর পরিশ্রমী মেয়ে। গোটা ডাক্তার সমাজটার প্রশংসা পেয়ে এসেছে মেয়েটি এজন্য, কত শক্ত শক্ত রোগী তার হাতে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে ইভান। তার একটা চোখে ছানি অপারেশন করেছিল ইভান, আর আজ কিনা সেই এরকম একটা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে ফেলল তাকে।

"হায়রে দুর্ভাগিনী! কি করেই বা সে টিউমার হয়েছে বলে লোককে বলত যখন সে জানে সে গর্ভবতী? কিন্তু কেনই বা এরকম করল, লোকে কি বলবে বলে? লোকে তাকে সাহায্যই করত! তার বদলে কিনা এরকম খেলা খেলতে গেল?" ভাবতে ভাবতে ইভান আবার নিজেকে সম্বোধন করে বলল, "বেশ হয়েছে ইভান। তোমার উচিত শাস্তিই হয়েছে। এরপর থেকে আরও ভাল করে পরীক্ষা করে নেবে।"

বিকালবেলা জিলা পার্টি কমিটি থেকে ডাক এল তার। কোট আর টুপিটা গুছিয়ে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বার হতেই দরজায় ওল্‌গার সঙ্গে দেখা। ব্যথিত ওল্‌গা কোমল দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে—

"তোমাকে দেখতে এলাম। বাড়ি যাচ্ছ?"

"না। জেলাকমিটিতে!" ওল্‌গার চোখের দিকে তাকালনা ইভান।

ইভানের কনুইয়ে ভর দিয়ে ওলগা বলল, "আমি যাব তোমার সঙ্গে?"

"বেশ, এসো।" ইভানের দৃষ্টিতে ব্যথার আভাস ওল্‌গার দৃষ্টি এড়াল না।

তার হাতে চাপ দিয়ে বলল, "ভেবোনা ইভান, সব সেরে যাবে।"

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ইভানের, "সেরে যাবে নিশ্চয়ই ওল্‌গা। কিন্তু এরকম ভুল ক্ষমার অযোগ্য। আর একটি কথা আমি না ভেবে পারছিনা, কি করে মেয়েটা আমার সঙ্গে এমন প্রতারণা করতে সাহস পেল? ডাক্তারের ছুরির সামনে বুকটা পেতে দিল কি দুর্বুদ্ধিতে! আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যাচ্ছে ভাবতে।"

কেন যে এরকম সময়, বিশেষ করে এরকম একটা দুর্ঘটনার পরে তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে সে সম্বন্ধে ইভানের কোন ধারণাই ছিল না। হয়ত স্কোরোবোগাটোভ এব্যাপারে কিছু বলতে চায় তাকে। ইভান সংশয়াকুল চিত্তে জেলাকমিটির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হল।

অপ্রত্যাশিত সম্বর্ধনা স্কোরোবোগাটোভের কণ্ঠে! ইভানের কপালে বিরক্তির রেখা দেখা দিল, মনে মনে ভাবল, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে সে বেশ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে দেখছি।"

স্বভাবসিদ্ধ তিক্ততা থাকে ক্ষমতালোভীদের কার্যে। সেটা লুকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বলল, "কম্পাউণ্ডারী পাঠ্যসূচীর সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই আপনার সঙ্গে ইভান ইভানোভিচ। আপনি আর লগুনোভ্ যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন তার সঙ্গে পার্টির পদ্ধতি মিলছেনা !"

সেক্রেটারীর তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে নড়ে চড়ে বসল, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, আপনার মনের কথা কি পরিষ্কার করে বলুন।"

"আসলে কথা হচ্ছে, আপনারা যে সব রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছেন তা আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে থাকছেনা, জনসাধারণ সকলেই তাতে যোগদান করছে। আর সেগুলো বক্তৃতাঘরে না হয়ে ক্লাবঘরেই হচ্ছে আজকাল। আপনাদের সময় নির্ঘণ্ট, বা স্থানপাত্র কিছুই পার্টির অনুমোদিত তালিকায় পড়ে না।"

"আমি ভেবেছিলাম লগুনোভকে যখন পার্টি থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে কাজেই আপনারা"—বলে একটু ইতস্তত: করল ইভান, তারপর গোঁয়ারের মত বলেই ফেলল, "কাজেই আপনারা জানেন সে কি বিষয় বক্তৃতা দিচ্ছে। সে বক্তৃতা দেয় ভাল, ছাত্রেরা ত ভারী খুসী। মাঝে মাঝে আমরা ক্লাবঘরে আসি সত্যি, কিন্তু তা নাহলে যে সব লোক আসে বক্তৃতা শুনতে তাদের যে ফিরিয়ে দিতে হয়। ছোট ক্লাশঘরে এত লোককে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়।"

পাতলা ঠোঁটদুটো দৃঢ় করে স্কোরোবোগাটোভ বলল, "এরকম করা আপনাদের উচিত নয়। আপনারা দুজনেই পার্টি সদস্য, আপনাদের ব্যবহারে, পার্টি সম্পাদকহিসাবে আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়। আমি যখন পার্কের ময়দানে সভা করে একটা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করছি দেখা যায় আপনারা ঠিক সে সময় একই বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করছেন ক্লাবঘরে।"

ইভান ইভানোভিচ কিছু বলল না। আর সত্যি বলবার ছিলও না কিছু, এরকম ব্যাপার যে সত্যি ঘটেছে, তাতে যে স্কোরোবোগাটোভের অস্বস্তি হবে এত জানা কথা। লোকে জেলাকমিটির সম্পাদকের বক্তৃতা ছেড়ে তাদের বক্তৃতা শুনতে যায় এর জবাব দেবার ছিলই বা কি।

ডাক্তারের নীরবতায় মনে হল স্কোরোবোগাটোভ কিছুটা প্রসন্ন হয়েছে, দৃষ্টি তার কোমল হয়ে এল। ডেস্কের উপর চাপা দেওয়া একটুকরো কাগজ ছিল সেটা নিয়ে বলল, "আর এই যে একটা নালিশ পেয়েছি আমি আপনার অস্ত্রচিকিৎসা-

বিভাগের নার্স বেলটোভার কাছ থেকে ; তার পদচ্যুতিতে সে আপত্তি জানিয়েছে।"

অবাধ্য ছেলের মত খাড়া হয়ে উঠল ইভান ইভানোভিচ, "যতখুশি নালিশ করুক না কেন, ফল হবে না কিছু !"

"জেলা কমিটির সেক্রেটারী যখন আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করছেন তখন কিছু একটা সুরাহা হতে পারে বৈকি। আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই এমন লোক সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করব কি ? একটা কথা হল তার প্রয়োজনটা বড় বেশি, আমি নিজে তার বাড়ির অবস্থা দেখে এসেছি।"

"এতই যদি তার প্রয়োজন, তাহলে কাজটা সম্বন্ধে মোটেই গুরুত্ব দেয় নি কেন ?"

"তার উপর সে পার্টির সদস্যা, বেশ কাজকর্ম করে।" তাড়াতাড়ি ইভান আপত্তি জানাল, "তার কোন পার্টিকার্ড নেই।

"সে যে জাহাজে আসছিল সে জাহাজডুবির সময় কার্ডটা হারিয়ে গিয়েছে।"

"আপনি সে সম্বন্ধে ঠিক জানেন ?"

স্কোরোবোগাটোভ এর কালো মুখ আরও কালো হয়ে উঠল, "কবে থেকে আপনি এত অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন ? আপনার সহকারীকে পরীক্ষা করেছিল যে ডাক্তার তার কথা আপনি ত বেশ বিশ্বাস করেছিলেন দেখছি।"

ইভান ইভানোভিচ জ্বলে উঠল—এর থেকে অপমানজনক কথা সেক্রেটারী আর এ মুহূর্তে বলতে পারত না।

"আমি ভুল করেছি, তার জন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবনা; ছলছুতোও খুঁজবনা।"

"করা উচিত ও হবে না আপনার। কেবলমাত্র অসাবধানতাই ত নয়, আইনতঃ দণ্ডনীয় ঘোরতর অপরাধ।"

"আমি অস্বীকার করছিনা। তার জন্যে আমার সঙ্গে ওরকম সুরে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের বক্তৃতাগুলোর জন্য আপনি বিপর্যস্ত বোধ করছেন বুঝি ? ঠিক তাই, আর ঐ অসাড়-মস্তিষ্ক, কর্তব্যে অবহেলাকারী নার্সটিকে বিদায় দিয়ে আমি কি ঠিক করিনি ? নিশ্চয়ই করেছি ! আমি যা ঠিক ভাবি তাই করি।"

স্কোরোবোগাটোভ ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে বলল, "তাহলে পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছেন আপনি ?"

"না পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ নয়...জেহাদ আপনার কুসংস্কারমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে। আপনি ত কেবলমাত্র জেলাপার্টির সেক্রেটারী—বিরাট ভূমিখণ্ডের ক্ষুদ্র একটু বিন্দুমাত্র।"

"আমি? বিন্দু মাত্র ?"

"হ্যাঁ, সারা পার্টির সঙ্গে তুলনায় আপনি বিন্দু মাত্র।"

২০

উদ্বিগ্নমুখে অপেক্ষমানা ওল্‌গা জিজ্ঞাসা করল, "কি বললেন তিনি ?"

স্বামীর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠা মুখ, চকচকে চোখ, কাঁপা ঠোঁট দেখে ভয় পেল ওল্‌গা। তার বাহুতে ভর দিয়ে গতি শ্লথ করে আবার বলল, "কি বললেন তিনি, তুমি কি অনুচিত জবাব কিছু দিয়ে এসেছ নাকি ?"

"তা বলেছি বৈকি।" ইভান রাস্তায় থেমে পড়ল, রহস্যপূর্ণ কঠোর হাসি হেসে বলল, "অনেক কথাই বলে এসেছি তাকে। এখন সে রাগে ফুলছে।"

"তার মানে তুমি যা করেছ তা এত মারাত্মক নয় ! তাহলে তার জন্য তুমি ভয় পাওনি ?"

"ভয় পাব কেন ? তার মানে এই নয় যে আমি ঠিকপথে চলেছি বলে সেক্রেটারীর সঙ্গে ঝগড়া করেছি ? মোটেই নয়, আমি জানি আমি ভুল করেছি। তা হলেও কোনও লোক যখন তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুলের সুযোগ নিয়ে তোমাকে দিয়ে তার খুশীমত কাজ করাতে চায় তখন কি রকম দুঃখ হয় বল দেখি, সে কি সহ্য করা যায় !"

ওল্‌গা বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, "তাই সে করতে চেয়েছিল নাকি ?"

"তা চেয়েছিল, তবে তুমি ভয় পেয়োনা লক্ষ্মীটি। আমার নিজের ব্যাপার নিয়ে আমি বেশ ভালই যুঝতে পারব। তা ছাড়া একবার ভুল করেছি বলে—সে ভুল আমাকে আর একটা ভুলে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবে না।"

ওল্‌গার দুঃখিত মুখে মৃদুহাসি দেখা দিল, ভাবল, "ইভান বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দেখছি।" তারপর জোরে জোরে বলল, "ইভান কেন তুমি এ পাণ্ডববর্জিত দেশে এলে ?"

"ঠিকই ত করেছি ওল্‌গা। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কি করতাম জান? প্রত্যেক বিশেষজ্ঞকে কিছুদিনের জন্য কোন একটা পাণ্ডববর্জিত দেশে কাজ করতে দিতাম। সদ্য ডিগ্রী নেওয়ার পর নয়, যখন নাকি খ্যাতির চরমশিখরে তখনই তাকে পাঠাতাম বাইরে। বাইরে ডাক্তারি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সহরে এসে সেগুলো আমরা কাজে লাগাই। সত্যি বলতে কি সহরেই ত আমরা সবরকম সুবিধা পেয়ে অভিজ্ঞ হতে পারি। তাতে কিন্তু মফঃস্বলের উপর সুবিচার করা হয় না। আমি এখানে কিছুদিন কাজ করে তারপর যখন আমার বিবেক বন্ধনমুক্ত হবে তখনই মস্কো স্নায়ুঘটিত অস্ত্রোপচার বিদ্যালয়ে দরখাস্ত করব।"

"তারপর?"

"উচ্চতর বৈজ্ঞানিক উপাধি নিয়ে কোনও গবেষণার ক্ষেত্র বেছে নিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করব।"

"সেটা হয়ে গেলে পর?"

"সেটা হয়ে গেলে নতুন কিছু হয়ত দেখা দেবে চোখের সামনে। জীবনের চাকা চিরকাল ধরে ঘুরে চলেছে। আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যে যদি আমাদের এই উকামচান সহরে একটি চিকিৎসাবিদ্যালয় গড়ে উঠে তাহলে কি অদ্ভুত কাণ্ডই না হবে!"

"আর তুমি এখানে কাজ করতে আসবে তখন?"

"নিশ্চয়ই আসব।" বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই বলল ইভান ইভানোভিচ। "কিছুদিন এখানে বাস করে দেখো তোমার নাড়ীর সঙ্গে এর কেমন যোগাযোগ ঘটে যায়। যেখানে থাকনা কেন জীবনে উত্তেজনার খোরাক প্রচুর; তাহলে ও যেখানে জীবনযাত্রা যত বেশি জটিল, আকর্ষণও সেখানে তত বেশি। দেখ না দেনিস আন্তনোভিচের কাণ্ডটা একবার। ও ত এখানে এই উত্তুরে দেশে কুমড়োর ফুল পর্যন্ত ফুটিয়ে ছেড়েছে। তিন পুড ওজনের কুমড়ো নাকি সে ফলাবে, এর কমে তার কিছুতেই চলবেনা।" হঠাৎ মনে পড়ে গেল ইভানের— "ভাল কথা, আজ না আমাদের গাছে জল দেবার কথা। আমিও বাগান করতে বেশ ভালবাসি। ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ, নতুন গজান চারার মনোমুগ্ধকর রূপ, কোপান মাটি হাতে তুলে ঝুরঝুর করে ঝরিয়ে দেওয়া আমার বড় ভাল লাগে এসব। কোথায় যেন একটা কবিতা পড়েছিলাম—"নিঃশব্দ বিস্ফোরণে বেরিয়ে আসে মটরদানা সূর্যের আলোয়"—কি সুন্দর' "নিঃশব্দ

বিস্ফোরণ বটে !" ইভান পাঁচটা আঙ্গুল একত্র করে হঠাৎ খুলে ফেলল তাদের, "দেখ এই যে এমনি করে - ঘটে বিস্ফোরণ, এমনি নিঃশব্দে ফেটে যায় আলগা মাটির মাথা, আর উঁকি মারে বীজের অঙ্কুর, ভারি মিষ্টি কবিতাটা কিন্তু।" মিষ্টি হাসি দেখা দিল ইভানের মুখে, যেন এইমাত্র কবিতার এই লাইনটা সে নিজেই আবিষ্কার করল।

ওল্‌গা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "প্রিয়, প্রিয়তম আমার—কি ভয়ানক গোলমালের মধ্যেই না তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, আর এই তুমি বিচরণ করছ আনন্দের সপ্তম স্বর্গে।"

কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে পিছন থেকে ডাকল প্রিয়াখিন, "কি ব্যাপার, কাজের সময়ে বেড়াতে বেরিয়েছ যে ?"

সংযত হয়ে গেল ইভান—জবাব দিল, "কাজের সময় পার হয়ে গিয়েছে, এখন খাবার সময়।"

"বেশ বেশ। খাবারটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেও। আমাদের কপালে আজ আর মধ্যাহ্নভোজন নেই। আমাদের ট্রাস্টের কর্তা আর খনিঅঞ্চলের নতুন ডিরেক্টর তরুণ ইঞ্জিনিয়ার তাবরোভ্ বোরিস আন্দ্রিয়েভিচ্ আসছেন আজ।"

খুশীর স্বরে বলল ওল্‌গা, "জবর খবর কিন্তু। ইভান এ বোধহয় সেই যে আমার সঙ্গে আসছিল সেই তাবরোভ্। তোমাকে তার কথা বলেছি মনে আছে কি ?"

প্রিয়াখিন চলে যেতে আবার বলল ওল্‌গা, "কি সমালোচনাটাই না করত আমার ! অবিশ্যি আমিও অস্বীকার করিনা যে আমার দোষ আছে, সমালোচনা তার ঠিকই হয়েছিল।"

ইভান ইভানোভিচ হেসে ফেলল, "ভুল একবার বুঝতে পারলে আবার নিজেকে গড়ে তোলার আশা আছে তোমার।"

'গোরোদ্‌কি' খেলার মাঠে সেদিন কি হৈচৈ। অন্যান্য সব খেলার মাঠ থেকে দর্শকরা চলে এল এই চমৎকার খেলা দেখতে। ইভান ছিল দেনিস আস্তনোভিচের দলে, তারা বিপক্ষ দলকে একেবারে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ইভানের কোটটা খুলে উড়ে যাচ্ছে, হাতদুটো গুটিয়ে কনুইয়ের কাছে উঠে গিয়েছে, সে এক দেখবার জিনিস। গোরোদকি খেলার সময় ইভান একেবারে অত্যুৎসাহী। চোট্টামি মোটেই করে না, একেবারে মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে সে। হাতটা একবার ঘুরিয়ে ইভান হাতের লাঠিটা গোরোদকি (গাদা করা লাঠির বোঝার)

দিকে ছুঁড়তেই ঠিক ওদের মাঝখানে পড়ে কিছু লাঠিকে নিয়ে ফেলল সীমানার বাইরে। বিপক্ষদলের শুক্‌নো মুখের দিকে চেয়ে ইভানের উল্লাস দেখে কে? সশব্দে হেসে উঠল। কিন্তু তারপর যেই দেনিস আন্তনোভিচের লাঠিটা গোরোদকির মাঝখানে না পড়ে একটু দূরে কিছু ধুলো ছিটিয়ে পড়ে রইল, কি রাগ ইভানের। চেঁচিয়ে উঠল—"এর নাম খেলা নাকি? তুমি বরং বাসন-মাজার কাজে যাও।"

ওল্‌গা একটু দূরে ভলিবল খেলার শেষে বিশ্রাম করছিল; ইভানের রাগ দেখে ভারী মজা লাগল তার।

কিন্তু বিপক্ষদল খেলায় নামতেই ইভানের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে এল। ওল্‌গার মনে হল যেন ইভান নিজের অজ্ঞাতসারেই হাত ছুঁড়ে দিয়ে বিপক্ষ দলের লাঠি আটকে ফেলবে। অবশ্য আটকে ফেললে আবার সে লজ্জায় মরে যাবে।

এলেনা দেনিসোভ্‌না ঠিক সেমুহূর্তে নাতাশাকে কোলে করে এসে ওল্‌গার পাশে বসে পড়ল। বলল, "কি সব ছেলেমানুষের মত চেঁচাচ্ছে আর ঝগড়া করছে, আমার বাচ্চাদের তা হলে দোষ কি বল! আমি যদি গোরোদকি খেলতে পারতাম, তাহলে ইভানের সঙ্গে খেলায় নেমে একবার দেখিয়ে দিতাম মজাটা। আমাদের তাস খেলার সময় চুরি করার শোধ তুলতাম। কি করে আমাকে রাগায় সে তাস খেলায়, আমিও হারিয়ে দিয়ে রাগিয়ে দিতাম ইভানকে।"

নাতাশার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ওল্‌গা জবাব দিল এলেনাকে। "কিন্তু এ খেলায় ইভানকে হারিয়ে দিতে তোমাকে ভারী কষ্ট করতে হত এলেনা!" নাতাশার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আবার বলল ওল্‌গা, "কি সুন্দর বাচ্চাটা! খালি চটকাতে ইচ্ছে করে আমার!"

এলেনা কোমল সুরে বলল, "তাই বুঝি! দেখ না এই যে আহ্লাদী, এরি মধ্যে প্রণয়ী জুটিয়ে ফেলেছেন। সত্যি বলছি! য়ুরি নামে একটা ছোট ছেলে।" —য়ুরির নাম শোনামাত্র নাতাশার কাণ খাড়া হয়ে উঠল। সেদিকে ইসারা করে এলেনা বলল, "নাতাশার বাবা য়ুরিকে ব্যায়াম করায়, আর বাড়ি এসে তার গল্প বলে। বেচারা য়ুরি এত পরিশ্রম করে, তাড়াতাড়ি ভাল হবার জন্য যা তার উচিত তার দ্বিগুণ ব্যায়াম করে একদিনে। ওর কথা শুনতে শুনতে নাতাশা এত আকৃষ্ট হয়ে গেল যে খালি বলত "আমি য়ুরিকে দেখব, আমি য়ুরিকে দেখব"—আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলল একেবারে। সুতরাং তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হ'ল।"

"সেই যে মেয়েটি—যাকে ইভান আজ অস্ত্রোপচার করল সে কেমন আছে ?"

বিরক্তমুখে ঠোঁট কামড়ে ধরে দেনিসোভনা জবাব দিল, "সে বেশ ভালই আছে, সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। অন্য সকলের মত স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চা হবে তার। আজ আমি তাকে দেখতে গিয়ে ভেবেছিলাম দিই কিছু শুনিয়ে, কিন্তু বেচারার অবস্থা দেখে আর পারলাম না। তবে ভেবো না, ভাল হয়ে উঠুকনা তখন দেখাব মজাটা—নিরীহ জীব হবার ফলটা একবার দেখুক।"

ওল্‌গা জবাব দিল না, তাকেও ত কেউ কেউ নিরীহ বলে মনে করে। হঠাৎ মনে পড়ল ওল্‌গার—কাল বোরিস তাবরোভ্‌ এসে পৌঁছাবে। কিন্তু এ অঞ্চলে এত খনি থাকতে ঠিক এখানেই সে আসছে কেন, কি অদ্ভুত যোগাযোগ ! কেমন যেন ভয় এসে গেল ওল্‌গার মনে।

এলেনা বলে চলেছে, "মেয়েটা একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার উপর আবার ইভান ইভানোভিচের সঙ্গে কি চালাকীই না খেলল। আমার ত এত অভিজ্ঞতা আছে এবিষয়ে তবু আমিও ভেবেছিলাম তার সত্যি টিউমার হয়েছে। কতকাল ধরে সাহায্যকারিণী হিসাবে আমাদের সঙ্গে ওর পরিচয়। চিরকুমারী বলেই ওকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম ! কি বোকাই না বানাল আমাদের !" আক্রোশভরা কণ্ঠে বলল আবার, "ভেবোনা সে গর্ভবতী হয়েছে বলে আমার আপত্তি ! তা কেন করব ! সেও ত রক্তমাংসের মানুষ ! কিন্তু এরকম করে বাচ্চাটার জীবন নিয়ে খেলবার কি মানে ? বাচ্চাটা কি তার পথের কাঁটা নাকি ? বরং তার জীবনের অবলম্বন হবে সে ? একটি পঙ্গু মেয়ের কথা জানি—একটাই মাত্র হাত ছিল তার। তার উপর বাপ মা কেউ ছিল না। পঙ্গুদের পরিচালিত দোকানে সে কাজ করত, তাকে বিয়ে করবে কেউ সে আশা ছিল দুরাশামাত্র। কিন্তু একদিন সে মাতৃমঙ্গল বিভাগে হাজির। আমিই সাহায্য করলাম তাকে, একটা মেয়ে হল তার আমার নাতাশারই মত অনেকটা। চারিদিকে নার্স'রা কানাকানি করতে লাগল, "দেখ ভগবান কি অমূল্য রত্নই না পাঠিয়েছেন ওকে, কিন্তু কি করবে বাচ্চা নিয়ে ও। বাচ্চাটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল সে, দেখে আমার গলার কাছটা ব্যথায় আটকে গেল যেন।" একটু থামল এলেনা তারপর আবার বলল, "সত্যি সারা দেহে ওর চোখদুটোই ছিল একমাত্র সুন্দর। কিন্তু সে দুটো তখন মাতৃত্বের মহিমায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বছর পাঁচেক পর আর একটা ছেলে হলো তার। আমি এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, তার বাড়ি

গেলাম বাচ্চাটার জন্য একটা খেলনা হাতে নিয়ে। গিয়ে কি দেখলাম জান? মেয়েটি ইতিমধ্যেই বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের দোলনায় আস্তে আস্তে দোল দিয়ে মাকে সাহায্য করছে সে। বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে মেয়েটি। বাড়িতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই, তবে যা আছে তা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুতুল খেলনাও আছে। আমি অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা বাচ্চাদের পৃথিবীতে আনতে তোমার ভয় করে না?" সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন প্রশ্নটা আমি বোকার মত করছি। পরে জবাব দিল, "বুঝতে পারছনা আগে আমি ছিলাম একটি শুধুমাত্র পঙ্গু স্ত্রীলোক আর এখন আমি হলাম মা—পৃথিবীর অন্য যে কোন মেয়ের সঙ্গে আমি সমান।' কি আশ্চর্য ঘটনা, ভাব দেখি একবার। স্ত্রীলোকটি এখনও কাজ করে চলেছে সেই দোকানে। বাচ্চাদুটো নার্শারীতে পড়াশোনা করছে। কি করে তুমি এরপর তাকে দোষারোপ করবে বল দেখি?"

২১

কম্পাউণ্ডারী ক্লাসটা, ইভান ইভানোভিচ আর স্কোরোবোগাটোভ এর পূর্ববর্তী জেলা কমিটির সেক্রেটারী ওজারোভ মিলে সুদূর অনুন্নত অঞ্চলসমূহে সফর করার পরে, বছর দেড়েক হ'ল আরম্ভ হয়েছে। ওজারোভ আর ইভানের মনে হয়েছিল যে অসুস্থদের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যরক্ষার পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইভান যখন রোগী দেখত, ওজারোভ তখন স্থানীয় কো-অপারেটিভ আর আঞ্চলিক সোবিয়েৎএর সভাপতি, সাম্যবাদী সংস্থা, তরুণ সংঘ এদের সভ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাত। স্থানীয় তরুণদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে কম্পাউণ্ডার হিসাবে শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে এ খবরটা সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। পরিকল্পনাটা কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি পাবার আগেই দলে দলে তরুণ তরুণীরা ক্রমে শিক্ষিত হবার জন্য কামেনস্কএ এসে নাম লেখাতে লাগল।

রোদে পোড়া আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী এই তরুণের দল সঙ্গে করে নিয়ে এল শিবির বহ্নির গন্ধ, যেখানে সেখানে বল্গাহরিণ আর স্লেজগাড়ির মায়া কাটিয়ে ফার এ সেজে ডাক্তার-এর বাড়িতে এসে ইভান ইভানোভিচের খোঁজে পাগল হয়ে উঠল।

ইভান ইভানোভিচ তাদের বলল অপেক্ষা করতে, কাউকে বা পাঠাল ওজারোভের কাছে, কাউকে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কাছে—কারোকে বা মেসের কর্তার কাছে। কিন্তু সকলেই খানিকক্ষণ এদিকসেদিক ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে এল ইভানের কাছে। ইয়াকুবরা তাকে বরফে জমানো দই, বার্লি কেক, বল্গা-হরিণের যকৃৎ খেতে দিল। ইভেনুকজাতের ছেলেরা শুকনো মাছ, বল্গাহরিণের মাংস এইসব দিয়ে তাকে খুশী করতে লেগে গেল। ইভান শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির একটা অংশ ছেড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে সন্ধি করল। ত্রিশটি ছাত্র নেবার কথা হয়েছিল পঞ্চাশটির বেশি এসে উপস্থিত। তারা সবাই ভর্তি হবে, দামী উপহার নিয়ে এসেছে যেন ওদের কাছে উপহার আশা করে কেউ। যাদের নেওয়া হল না তাদের জন্য ওজারোভ খনিতে কাজ জোগাড় করে দিল। সকলেই মোটামুটি খুশী হল। পড়াশোনা আরম্ভ হল, ছাত্রদের মধ্যে ভারভারা গ্রমোভা ছিল একজন।

ওজারোভের কথা বলতে গিয়ে ইভান ইভানোভিচ কতবার বলেছে, "কি সুন্দর লোক এই ওজারোভ। লোকের সঙ্গে কি করে চলতে হয় তা সে বেশ ভালই জানে, গোলমাল ত কত সময়ই হয়েছে, কিন্তু স্কোরোবোগাটোভ্-এর মত কোনদিনই করেনি। সে ত খালি লোককে ভয় দেখাতেই জানে।"

বক্তৃতা দেবার সময় ইভান ইভানোভিচ যথাসম্ভব সরল ভাষা ব্যবহার করত। বক্তব্য বিষয় বোঝাবার জন্য বোর্ডে ছবি আর নক্সা এঁকে দেখাত। ইভেনক আর ইয়াকুটরা ইভানের কথাগুলো এমন ভাবে গিলত যেন গল্প শুনছে। যা ছিল রহস্যের অন্তরালে তা আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে এ কথা ভেবে তারা অবাক হয়ে যেত। নতুন জ্ঞানের উদ্দীপনায় তাদের মুখ হয়ে উঠত উদ্ভাসিত। তাদের একান্ত আগ্রহ আর মনোযোগ দেখে ইভানও উৎসাহিত হয়ে উঠত। বাছা বাছা কথা আর বেরোত না তার মুখ দিয়ে। তাতেও তার বক্তৃতার অঙ্গহানি ঘটত না, কারণ কাজের প্রতি ছিল তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

একদিন ভারভারা ইভানকে জিজ্ঞেস করল সে পরিশ্রান্ত হয়েছে কিনা। উত্তরে ইভান বলল, "তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমার পরিশ্রম হয় না, সত্যি কথা বলতে গেলে এটাই আমার বিশ্রাম। তোমাদের দিকে চেয়ে আমার মনে হয় এই তরুণের দল নিয়ে আসবে সভ্যতার ফসল, যে মহান্ নবজীবনের পথে রুশ-জনগণ চলেছে সেই পথের পথিক হবে এরা। তোমরা যে প্রথম শ্রেণীর

কম্পাউণ্ডার হয়ে বেরিয়ে যাবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই ভারভারা।”

আগ্রহভরে জবাব দিল ভারভারা “নিশ্চয়ই, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনাকে খুশী করার জন্য যথাসাধ্য করব।”

বিরক্ত হয়ে উঠল ইভান ইভানোভিচ, “কি আবোলতাবোল বকছ, আমার জন্য চেষ্টা করবে কি? তোমরা কাজ করতে ভালবাস বলে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।”

“আমরা আপনার মত হতে চাই কারণ আপনি হলেন আদর্শ চিকিৎসক।” একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল ভারভারা, “সেই যে চোখে ছানি পড়েছিল দুটি ইয়াকুট স্ত্রীলোকের যাদের চোখ অপারেশন করেছিলেন আপনি, তারা আপনার সম্বন্ধে গান বেঁধেছে একটা।”, হাতটা বাড়িয়ে পাতাটা উল্টিয়ে চোখ দুটোর দৃষ্টি সিলিংএর উপর নিবদ্ধ রেখে ভারভারা গানের সুরে আবৃত্তি করে বলল—

হরিৎ তৃণরাজি আর অন্ধকারে নিমজ্জিত বৃক্ষ ঘোর
কর্ণে পশিছে মৃদু গুঞ্জন, আর নাসিকায় ঘন সুবাস ভোর
কৃষ্ণবায়ু ছিন্ন করিছে কৃষ্ণতর পরিবাস মোর
হেমন্তের কৃষ্ণ শীতলতা ছুঁয়ে যায় সখি নয়ন তোর।

আর এর পরে আপনার সম্বন্ধে কয়েকটা লাইন আছে, কি আশ্চর্য সে লাইন কটা।”

একটু অপ্রতিভ হয়ে ইভান ইভানোভিচ বলল, “কেন আমার সম্বন্ধে ওরকম লিখবে কেন? এমন কিছু শক্ত কাজ ত আমি করিনি, যা করেছি তা নিতান্তই সাধারণ অপারেশন।’ বলল বটে, কিন্তু সন্তোষের একটা আভা দেখা দিল তার চোখেমুখে।

তীব্রস্বরে বলল ভারভারা, “ওকথা বলবেন না। আপনার কাছে ব্যাপারটা খুব সোজা, কারণ আপনি এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। স্ত্রীলোকদুটি গানটা রচনা করে ঠিক কাজই করেছে। এখন ওদের দেখবার জন্য লোকে তায়েগায় যাবে, ওরা নিজের চোখেই দেখবে স্ত্রীলোকদুটি ভাল হয়ে গিয়েছে। তাদের কাছ থেকে ওরা গানটাও শুনবে, তারা আবার নিজের নিজের খেয়ালখুশী মত পরিবর্তিত করে নেবে কথাগুলো। তাহলেও আনন্দ দেবে সবাইকে, বুঝতে পারছেন না?”

"না পারছি না।" বলেই আবার ভারভারার মুখে নৈরাশ্যের ছাপ দেখে তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়, "হ্যাঁ বুঝেছি। গানটা রচনা করে ঠিকই করেছে ওরা।"

"স্নায়বিক অস্ত্রোপচারের ফলে এমন কতকগুলো সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে যা নাকি পনের, এমন কি দশ বছর আগেও অসম্ভব ছিল।" পড়ার ঘরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে ইভান বলছিল ওল্‌গাকে। উত্তেজনার মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছিল যে ওল্‌গা অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী নয়। ক্রমবর্ধমান উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল সে, "কেবলমাত্র ভিতরের আর উপরের স্নায়ুমণ্ডলীর অপারেশনই করছি না আমরা, ক্রমবর্ধমান স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতরেও প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছি আমরা। এরাই শরীরের ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলো চালু রাখতে সাহায্য করে। কতকিছু যে আমরা আবিষ্কার করছি! এই ধর না কেন স্বতস্ফূর্ত পচন (গ্যাংগ্রীন)। খনির ভিতরে আগুন যেমন গ্যাংগ্রীনও তেমনি। পায়ের আঙুলের যদি রং বদলে যায়, তাহলে কোমর থেকে গোটা পা'টাই কেটে বাদ দিতে হবে, তা নাহলে আবার অপারেশন করতে হবে। এ ব্যাপারে স্নায়বিক অস্ত্রোপচার কি কাজে লাগবে জান? মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগান যে সহানুভূতিসূচক শিরাটা আছে তার খানিকটা কেটে ফেলে কোমরের আর দুটো শিরা ফেলে দিলেই বাস্, এমন কি অপারেশন টেবিল থেকে রোগী নামাবার আগেই পায়ে আবার জীবনস্পন্দন শুরু হয়ে যাবে। সময় সময় এমন কি পরের দিনই পায়ের স্বাভাবিক রং ফিরে আসে, নীলচে ভাবটা কেটে যায়। হয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত শিরাটা শুকনো ঘায়ের চামড়ার মত পড়ে গিয়ে রোগ নির্মূল হয়ে যায়। গুরুতর আর গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ ক্ষত, যা নাকি বছরের পর বছর ধরে সারছে না কিছুতেই, এসব অবস্থায় আমরা এরকম অপারেশন চালিয়ে থাকি। অবশ্য অনেক কিছুই এখনও আবিষ্কার করার বাকী। কিন্তু আমি যখন স্নায়বিক অস্ত্রোপচারের ভবিষ্যৎ ভাবি, আমি নিজে এ বিষয়ে প্রায় কিছুই করিনি মনে হলে কি ভীষণ যে দুঃখ হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কিছু কোন দিনই আমি দিতে পারব না মনে হয়। আর এরকম সময় আমার চোখের সামনে দিনরাত কেবলই ভেসে ওঠে, মস্কোর স্নায়বিক অস্ত্রোপচার ভবন, আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত গবেষণাকেন্দ্র, প্রখ্যাত স্নায়বিক অস্ত্রবিদ আর বিজ্ঞান গবেষণা সভার অধিবেশন।"

ওল্‌গা মনে করিয়ে দিল তাকে, "কিন্তু তুমি ত প্রচুর কাজ করছ, তাতে কি তোমার সন্তুষ্টি আসে না ?"

"প্রচুর কাজ করছি ? তা অবশ্য করছি, কিন্তু অন্য দিকে। আমার সাধারণ অস্ত্রোপচার নিয়ে কারবার। তাতেও অবশ্য অনেক তৃপ্তি পাই আমি, কাজের ফলটা সঙ্গে সঙ্গেই পেলে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। যে কোন অপারেশনের কথাই ধর না কেন—এপেণ্ডিসাইটিস্, অন্ত্রের ঘা, কিংবা যে কোন শক্ত ক্ষত যা-ই অপারেশন কর না কেন, রোগী ডাক্তারের চোখের সামনে সেরে ওঠে। কিন্তু এতে বেশী কিছু ভাববার নেই, দেখবারও নেই, চোখের সামনে সব পরিষ্কার, স্পষ্ট। আমি গবেষণার যে ক্ষেত্র বেছে নিয়েছি তাতে প্রচুর পড়াশোনা, চিকিৎসকের প্রচুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুলে যাবে তার চোখের সামনে। স্থানীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও স্নায়বিক চিকিৎসকের অনেক কাজ করতে হবে সে কথা সত্যি, কারণ স্নায়ুর পীড়ায় ভুগছে অনেকে, কিন্তু আমি চাই স্নায়বিক অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে আমার জীবন উৎসর্গ করতে।" উত্তেজিত ইভান ইভানোভিচ ওল্‌গার দিকে দু' এক পা অগ্রসর হয়ে তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছ ওল্‌গা ?"

"একবার উচ্চতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এক মহিলার কাছে শুনেছিলাম যে চল্লিশ বছর বয়সের পর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হয় না আর।

"তার মতবাদও নিশ্চয় পাভা রোমানোভ্‌নার মতবাদের মতই উচ্চতর।"

"হয়ত যারা এবয়স পর্যন্ত কোন কাজে পারদর্শিতা লাভ করেনি তাদের পক্ষে তার মতবাদ সত্য। কিন্তু আমি তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি তুমি ছত্রিশ বছর বয়সে যে রকম তরুণ রয়েছ আমি মাত্র আঠাশ বছর বয়সে তার চেয়ে বেশী বুড়িয়ে গিয়েছি।"

"কারণ আমার যে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকার মত সময় নেই, আর তাই হল 'বসে পড়া'র সব থেকে বড় ওষুধ। 'কাজ' অবশ্য তোমার কাছ থেকে অনেকখানিই নিয়ে নেয়, কিন্তু ফিরিয়েও যা দেয় তার দামও কম নয়। কাজ করি যখন তখনই আমি সত্যিকার বেঁচে থাকি। যদি কেউ কোনদিন আমাকে কাজ থেকে বঞ্চিত করে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস থেকেই বঞ্চিত হব, এমন কি মনুষ্যত্বই ছেড়ে যাবে আমাকে। কিন্তু এখন

আমি পরিপূর্ণ সুখী, এমন কি দ্বিগুণ সুখী, তোমাকে নিয়ে সুখী, আমার কাজ নিয়ে সুখী।"

ওল্‌গা বলল, "শুনে খুশী হলাম। কিন্তু আমার কি হবে? ভবিষ্যতের গর্ভে ত আমার জন্য কিছুই লেখা নেই।"

সোফার উপরে গাদাকরা একগাদা বইখাতার দিকে তাকিয়ে বলল, ইভান ইভানোভিচ "কিন্তু তুমি ত এখনও পড়াশোনা করছ।"

ম্লান হাসি হেসে বলল ওল্‌গা, "এখনও পড়াশোনা করছি। কিন্তু আমার সত্যিকার পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার পর এই চতুর্থবার আমি পড়া আরম্ভ করলাম। আশা করি ভুলে যাওনি কলেজে আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। এখনও ঠিক পথ বেছে নিয়েছি বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

অনিচ্ছাকৃত হাসি হাসল ইভান, "তার মানে আবার নতুন কিছু ভাবতে শুরু করেছ বুঝি?"

ইভানের গলার সুরে বিরক্ত হয়ে ওল্‌গা বলল, "আমি কি বোকা নাকি যে আমার সঙ্গে তুমি এরকম ভাবে কথা বলছ? একি খেলনা পছন্দ করার কথা হচ্ছে? একটা মানুষের জীবনমরণের প্রশ্ন। তুমি ভাগ্যক্রমে নিজের পছন্দমত পেশা বেছে নিয়েছ, তোমার নিজের জীবনের সঙ্গে পেশা একহয়ে মিশে গিয়েছে। আমি তোমার মত অত বুদ্ধিমতী নই, অত ক্ষমতাও আমার নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমার মত না হোক, খানিকটা সুখী হতে চাই।"

গম্ভীর হয়ে ইভান বলল, "কে তোমাকে বারণ করছে?"

"কেউনা। কিন্তু কেউ সাহায্যও করছেনা তা বলে। ডাক্তারীস্কুলে একটা বছর নষ্ট করলাম কেন? কেন আমি আবার বুক-কিপিং এর ক্লাসে ভর্তি হলাম? তার মানে হাতের কাছে যা পেলাম তাতেই ঢুকে পড়লাম। মানুষ যা খুশী তাই শিখতে পারে কিন্তু ভাল না লাগলে সে শেখার কোন মানে নেই।" হঠাৎ ওল্‌গার মনে পড়ল যে সে তাবরোভ্‌ এর কথার পুনরাবৃত্তি করছে কিন্তু আর থামতে পারলনা বলে ফেলল, "পেশাকে ভাঁড়াতে চেয়ে লাভ নেই, সারাজীবনের সঙ্গী সে।"

এই তিরস্কারে আহত হয়ে ইভান বলল, "তাহলে তোমার এ অসাফল্যের জন্যে আমিই দায়ী বলতে চাও ত?"

"হ্যাঁ। অবশ্য আমি জানি তুমি ভয়ানক ব্যস্ত। আর সেজন্যই বাচ্চা হওয়ার পরে আমি যখন স্কুল ছেড়ে দিলাম তোমার ঔৎসুক্য না থাকার অর্থ

বুঝতে পারি। কিন্তু আমি যখন ডাক্তারীপড়া ছাড়লাম তুমি নিষেধ করলে না কেন?"

"তুমিত চাওনি পড়তে?"

"তা জানি। কিন্তু আমার তখন মোটে কুড়ি বছর বয়স। আমি ভাবতাম সারাটা জীবনই ত পড়ে আছে সামনে। যখন হোক পড়লেই চলবে। তুমিত আমার চেয়ে অনেক বড় আর অভিজ্ঞ ছিলে তুমি কি একটু সময় করে আমার সঙ্গে বসে আলোচনা করে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারতেনা? তোমার ছোট বোন যদি পড়াশোনা ছেড়ে দিযে বসে থাকত তুমি কি তাতে আপত্তি করতে না? অফিসে যারা পিছিয়ে পড়ে তাদের তুমি সাহায্য কর। কিন্তু বাড়িতে তাদের কে সাহায্য করবে?"

২৩

কলম আর নোটবইটা নামিয়ে রেখে ওল্গা ভাবতে লাগল। ইভানের দেওয়া সেই প্রবন্ধটা অনুবাদ করতে গিয়ে নূতন নূতন শব্দ নোটবইয়ে লিখে নিয়েছে, কাজও বেশ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ইভান একবারও প্রবন্ধটার খোঁজ করেনি।

ওল্গা ভাবল, "সত্যি যদি আমাকে কাজ দেবার জন্যই ইভান এই প্রবন্ধটা দিয়ে থাকত তাহলে অন্ততঃ একবার জিজ্ঞেস করে আমার ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে ত পারত। আসল কথা হচ্ছে যে এ প্রবন্ধটা না থাকায়ও ইভানের নিজের কাজকর্মের কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। আর আছেই বা কি এই প্রবন্ধে! এই ভদ্রলোকের লেখায় খালি নিজের ঢাক পেটানো ছাড়া আর কিছু নেই বিশেষ। যেন তিনি এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার আগে স্নায়বিক অস্ত্রচিকিৎসার জগতে আর কেউ ছিল না। আমি নিজে অবশ্যই চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে খুব কম জানি, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কি যেন একটা ভুল হয়েছে এখানে। এটা কি হতে পারে?" ওল্গা ঠোঁট কামড়ে ধরে মনোযোগ দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুরেফিরে ওল্গার মনে পড়তে লাগল প্লাটন লগুনোভ্-এর বাদামী মুখ, হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দেবার চেহারাটা। আজকাল রাজনৈতিক সব বক্তৃতাই শুনতে যায় ওল্গা। জোর করে মনটাকে ফিরিয়ে এনে ওল্গা বলল, "কি আশ্চর্য, আমি লগুনোভের কথা ভেবে চলেছি কেন?" লগুনোভের

কথায় তার মনে পড়ে গেল তার আবোলতাবোল পড়াশোনার কথা। কিন্তু এককালে সেত বেশ ভালই পড়াশোনা করত। ভাল ছাত্রী বলে নাম ছিল ওল্গার।

একবার অঙ্কের দিদিমণি ওল্গার খাতার উপর ঝুঁকে দেখতে দেখতে তার মাথায় আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি ভাবছি এর মাথাটার ভিতর না জানি কি আছে?" "কিছুই না।" ওলগা হাসল, খুশী হল এবং বিব্রত বোধ করল।

তিক্তস্বরে বলল ওল্গা, "কিছুই নেই সত্যি, কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারি এই ইংলিশ প্রফেসার ভুল করছেন। এই ভদ্রলোক মানুষের মস্তিষ্কটাকে কেবল মানবদেহের যন্ত্রপাতিকে শাসন করে এরকম কতগুলি শিরাউপশিরার কেন্দ্র বলে ধরে নিয়েছেন। আশ্চর্য জটিল একটা সংস্থা, চিন্তা করতে সক্ষম পদার্থ বলে মনে করেননি মোটেই। আমাদের সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী ত এরকম নয়। এরকমই বলেছিল বটে ইভান। এই প্রবন্ধটা না পাওয়ায় ক্ষতি হয়নি কিছুই। কিন্তু আমাকে এমনি করে অবহেলা করতে সে পারেনা। আমাদের মেয়েটি যখন একটু বড় হল এমনি কথায় কথায় সে আমাকে ডাক্তারী স্কুলে ভর্তি হতে বলে দিল, আমাদের ও অঞ্চলে আর কোনরকম স্কুল ছিলনা তাই। একবার ত আমরা ভেবে দেখলাম না যে ডাক্তারী আমার চরিত্রে খাপ খাবে কিনা।"

ভাবনার রাশ ছেড়ে দিল ওল্গা। কেন সে পেশা বেছে নিলনা? কে তাকে পেশা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল?

যুগান্তসঞ্চিত কুসংস্কারের বোঝা নিয়ে অভিশপ্ত অতীত তো পার হয়ে গিয়েছে। সেদিন না হয় সোভিয়েতের মেয়েরা পারিপার্শ্বিকের এবং পরিবারের দাস হয়ে থাকত। সে বন্ধন ত আর নেই, সোবিয়েতের মেয়েরা তাদের ছিঁড়ে ফেলেছে টেনে। তাহলে একমাত্র ওলগা আরঝানোভাই কেন যুগের পিছনে পড়ে রইল?

মাতৃত্বের মহিমাময় দিনগুলিতেই ওল্গা প্রথম ভুল করেছিল কলেজ ছেড়ে দিয়ে। লাখটাকার সম্পত্তি খুকুসোনা তাকে নিয়ে এল বাইরের জগৎথেকে বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু ওল্গা এতই জড়িয়ে পড়েছিল, তাকে নিয়ে এতই মত্ত হয়েছিল যে এটা তার নজরেই পড়েনি। কিন্তু ইভান ইভানোভিচ ত তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারত যে এমন একদিন আসবে যখন অন্যান্য সোবিয়েত নারীর মত

ওল্‌গাও বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করে দেশের উন্নতিতে সাহায্য করেনি বলে আফশোষ করে মরবে, কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি বলে পঙ্গু মনে করবে নিজেকে।।

হঠাৎ ওল্‌গার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। অন্য কাউকে কাজ করাতে হবে কেন তাকে? অন্যান্য সোবিয়েত মেয়েরা কি নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করেনি? তারপরই মনের বর্তমান অবস্থায় জন্য কারোর উপর দোষটা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইল সে। ভাবল, "তাহলে মানুষ আর পরিবারের গণ্ডীতে বাস করে কেন? যদি আমি ভুল পথে চলি, চলতে চলতে যদি আমার পা ফস্কে যায় তাহলে কে আমাকে হাত ধরে তুলবে? কে দেবে উপদেশ? কে শোনাবে সান্ত্বনার বাণী?"

কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে ইভানের টাইপরাইটার এর উপর রাখতে রাখতে বলল ওল্‌গা, "হয়ত ইভান আমাকে তার সহকারীরূপেই চায়। আমার যদি মনোমত হয় কাজটা তাহলে কিন্তু বেশ হয়।"

বাচ্চাটা বেঁচে থাকতে কিন্তু ভালবাসার পাত্রকে নিয়ে এরকম সমালোচনা করতনা কখনও ওল্‌গা, সময়ই বা কোথায়? শিশুই যে তার সমস্ত সময়টা জুড়ে ছিল। ওর যখন অসুখ করল কতদিন কতরাত কি কষ্টেই না কেটেছে ওল্‌গার!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ওল্‌গা। বসতিঅঞ্চলের পিছন দিক দিয়ে ধুসর রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের গায়ে। উপত্যকার বাতাস নির্মল, অস্তগামী সূর্যের আভায় উদ্ভাসিত অরণ্যপথ!

চির-পরিচিত পথ ধরে ওল্‌গা নেমে এল খিজনিয়াকদের বাড়িতে। ওদের সেই বিরাট ঘরটায়ও এসে পড়েছে অস্তরবির রাঙাকিরণ। জানলার তাক থেকে গাছগুলো নামিয়ে নেওয়ায় সেগুলো হাঁ করে খোলা। এলেনা একটা প্রকাণ্ড হাঁস নিয়ে তার পালক ছাড়াচ্ছে। হাঁসটার তলায় কালির দাগ দেখে বোঝা যায় যে জায়গাটা এলেনার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করে। এলেনার সাদা হাত দুটো কনুই পর্যন্ত অনাবৃত, হাঁসের পালকে হাত, মাথা, মুখ মাখামাখি।

ওল্‌গা তিরস্কারের সুরে বলল, "আমাকে ডেকে পাঠালেনা কেন?"

পেরেকে টাঙ্গান এপ্রনটা নামিয়ে পোশাকের উপর জড়িয়ে নিল ওল্‌গা। তারপর সবথেকে বড় হাঁসটা বেছে নিয়ে পালক ছাড়াতে বসে গেল।

এমনি সময় ঘরে প্রবেশ করল ইভান আর দেনিস, "কি রকম শিকার হল বল দেখি?" ভোরবেলা তারা দুজন বেরিয়ে গিয়ে গ্রীষ্মের প্রথমে উড়ে বেড়ানো সঙ্গীহীন হংসকুল বধে মনোযোগ দিয়েছিল।

হাতে একটা বেশ বড় হাঁস নিয়ে ওজনটা বুঝতে বুঝতে বলল, "বেশ সুন্দর পাখীগুলো, একেবারে ঘরে পোষা হাঁসের মতই মোটাসোটা।"

সারাদিনের পরিশ্রমে আনন্দিত স্বামীর দিকে হাত বাড়াল ওল্‌গা, "এই যে ছোট আর একটা।"

"আরে ওটা ত তিতির।" বলতে বলতে ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেল ইভান। দেখতে পেল এলেনা দেনিসোভ্‌না তাস ফেলে ভবিষ্যৎ গণণা করছিল, জিজ্ঞেস করল, "এলেনা দেনিসোভ্‌না, বলত আমি কে?"

সস্‌প্যান আনতে আনতে বলল এলেনা, "দেবদূত।"

"তা নয়, তোমার তাসের খেলায় আমি কে?"

"চিড়িতনের রাজা।"

"চিড়িতনের? বোঝ একবার! রাজার কাছে কিছু আবেদন নেই তোমার?"

গম্ভীরভাবে বলে দিল এলেনা, "আপাততঃ নেই কিছু একমাত্র একবালতি জল আনা ছাড়া।"

২৪

ইভান ইভানোভিচ আর ওল্‌গা একসঙ্গে গেল কূয়ো থেকে জল আনতে। নীচু পাড়ে ভর দিয়ে কূয়োর উপর ঝুঁকে পড়ল ওল্‌গা। একগোছা চুল খুলে পড়ে কুঁকড়ে রইল মুখের উপর। দড়ি ঘুরিয়ে বালতিটা ভরে এত তাড়াতাড়ি টান মারল যে হাত ফস্‌কে পড়ে গেল সেটা।

ঝপাৎ শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইভান জিজ্ঞাস করল, "কি ব্যাপার ওল্‌গা?"

হেসে জল নাড়াতে নাড়াতে বলল ওল্‌গা, "বালতিটা ফেলে দিয়েছি।" পাড়ের উপর বসে পড়ে লম্বা একটা কূয়োর কাঁটা দিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করল সবুজ বনানীঘেরা গোলাপী আকাশের ছায়া পড়েছিল কূয়োর তলায় আর কাঁচের বেড়ার ধারে জলের উপর নেচে বেড়াচ্ছিল সাদা পোশাক, সোনালী চুলের গোছ আর অনাবৃত শুভ্র একটি অনুসন্ধানরত বাহু।

অতীতের ভাবনায় মুখর ওল্‌গা বলে চলল, "এমনি করে একবার এক ডোবায় মাছ ধরছিলাম মনে পড়ে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল আর আমি খালি-পায়ে ছপ্‌ ছপ্‌ করতে করতে ডোবার ধারে চলে এসেছিলাম। কি মজা যে লাগছিল! কিন্তু তারপরই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাসন করা হল, আমার জীবনের সেই প্রথম শাসন, আর আমার সে কী কান্না! বকুনির জন্য নয়, মজাটা নষ্ট হয়ে গেল বলে। এখন ভাবলেও হাসি পায়।"

চুপচাপ বসে ওল্‌গা বিলীন হয়ে আসা দিবসের অস্পষ্ট কলরব শুনতে লাগল, মুখে লেগে রইল তার স্মৃতিরোমন্থনের দীপ্তি। মনের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল, "ভালবাসা কি মধুর! এমনি প্রেমপূর্ণ জীবন কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে কত আনন্দ। আরও কতকগুলো সম্ভাবনাপূর্ণ দিন আসছে সামনে।"

কোন তাড়া নেই পিছনে, কোন ভাবনা নেই ভাববার, আর সেইজন্যই ওল্‌গার এত ভাল লাগছে, এত নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

ইভান ইভানোভিচ জিজ্ঞেস করল, "বালতিটা তুলেছ নাকি? আমি বরং সাহায্য করি এসো।"

"না আমি নিজেই পারব" বলল ওল্‌গা। কিন্তু উঠবার কোন লক্ষণ দেখাল না, যেন এ মোহ থেকে মুক্তি পায়নি সে এখনও। অবশেষে মোহময় দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমাকে কি যে ভালবাসি। আমাদের যখন আর একটি বাচ্চা হবে, আমার আধডজন হলেও আপত্তি নেই—তখন আমি আরও ভয়ানক সুখী হব।"

ইভানের অন্তর স্পর্শ করল ওল্‌গার এই সরলতায়, বসে পড়ল সে ওল্‌গার পাশে। তাকিয়ে রইল গভীর দৃষ্টিতে সেই দুটি চোখের দিকে। যেন আগে কখনও এই গভীর দুটি চোখ, নমনীয় এই প্রিয় তনুলতা, জলেভেজা এই অপরূপ মোহময়ীকে কোনদিন দেখেনি সে। ধীরে ধীরে বলল, "সোনা বউ আমার, সারা পৃথিবী খুঁজলেও এমনটি আর পেতামনা কখনও।"

আবেশে বলল ওল্‌গা, "নিশ্চয়ই পেতে না।" বলতে বলতে একটু সরে বসল, কে যেন এদিকে আসছে উইলোঝোপের পাশ দিয়ে।

একটা চক্কর দিয়ে কাঁটাটা ঘোরাতেই বালতিটা আটকে গেল তাতে। ইভান ও এসে যোগ দিল। বালতিটা দুজনে মিলে টেনে তুলতে তুলতে ইভান বলল, "কি বুদ্ধি আমাদের দেখ দেখি!"

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখা হয়ে গেল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ওদের দেখেই সে ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিল।

ওল্‌গা বলে উঠল, "এই যে, ইনি বোরিস তাবরোভ., ইভান।"

"নমস্কার। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আপনার কথা অনেক শুনেছি।" বলল ইভান।

ওল্‌গার দিকে প্রায় না তাকিয়েই বলল তাবরোভ্, "কি চমৎকার দৃশ্য আপনাদের এখানে!" ইভান ইভানোভিচের দিকে হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে রাঙামুখে বলল, "পাশের জিলায় কাজ করার সময় আপনার কথা ও আমি অনেক শুনেছি, আর তার চেয়েও বেশী শুনেছি আসবার সময় জাহাজে আপনার স্ত্রীর কাছে।" ওল্‌গার দিকে ফিরল, কিন্তু কেন যেন তার আচরণ বড় দূরত্বজ্ঞাপক।

ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে ইভান ইভানোভিচ তাকে দেখছিল। বলল, "আজ আমাদের হাঁসের মাংস রোষ্ট খাওয়া হবে আর এক আধ বোতল কনিয়াক মদও হয়ত পাওয়া যেতে পারে। আসুন না আমাদের সঙ্গে খাবেন আজ। আমরা এখানে সরল সাদাসিধা জীবন যাপন করি, আপনার ভালই লাগবে বোধহয়।"

২৫

ওল্‌গা এবার গৃহকর্মে মন দিল। একদিন সে ইভানকে বলল, "এবার থেকে আমি নিজেই রান্নাবাড়া করব। সত্যি কি অন্যায়, এমনি করে এলেনা দেনিসোভ্‌নার সকল কাজের উপর, তার উপর আমরা জুলুম করছি। সুপ তৈরি করা আর মাংস রান্না করা এমন কি আর শক্ত কাজ যে আমি পারব না?"

একটু ইতস্ততঃ করে ইভান ইভানোভিচ বলল, "তার চেয়ে আমরা দুজনে রেস্টুরেণ্টে খেলে ভাল হয় না? তুমি ত শেষকালে এই কাজগুলো আমার ঘাড়ে চাপাবে।"

ওল্‌গা রাগতভাবে বলল, "আঃ চুপ কর ত!"

পরেরদিন সকালবেলা মিনিটখানেকের জন্য এসে পাভা রোমানোভ্‌না দেখে বিরাট ব্যাপার! রান্নাঘর ঝক্‌ঝক করছে, উনুনে গর্জন করে আগুন জ্বলছে, টেবিলের উপর যত রাজ্যের বাসন পত্র জড় করা, সাদা এপ্রন পরে ওল্‌গা,

মাথার চুলগুলো জড় করে একপাশে ফিতে দিয়ে বাঁধা, পাক্‌প্রণালীর পাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে।

যেন এইমাত্র কোন গবেষণাগারে প্রবেশ করেছে এমনি ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠল, "কি ব্যাপার! অতিথি আসছে নাকি?"

ওল্‌গা বলল, "না। আমি নিজেই রান্নাবাড়া করে নেব ঠিক করেছি।"

গলার সুরে বিজয়ীয় ভঙ্গী, হেসে ফেলল পাভা রোমানোভ্‌না। খুশীভরা মুখে বলল, "কিছু প্রয়োজন নেই, গোটা সাতেক ছেলেপুলে যদি থাকত তা হলেও না হয় একটা কথা ছিল। সারাদিন বান্নাঘরে কাটাবে কেন শুধু শুধু, এ ত আধুনিক মনোভাবের পরিচয় নয়।"

বইয়ের পাতায় একটা কাগজ আটকে রাখতে রাখতে বলল ওল্‌গা, "আমি আর সারাদিন রান্নাঘরে কাটাতে চাই না। শুধু অবসর সময়টা কাটাবার একটা পথ খুঁজছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ইভান ম্যাকারুণি খেতে বেশ ভালবাসে। তাকে তাহলে রান্না করে খাওয়ালে বেশ হয় না?"

পাভা বেশ গম্ভীরচালে বলল, "জান কি করে ম্যাকারুণি রাঁধতে হয়? আর পুরুষমানুষকে যত কম আস্কারা দেবে ততই মঙ্গল।"

ওল্‌গা ব্যস্তভাবে পড়ে চলল, "চিনি, ময়দা, মাখন···"

স্থপ তৈরি হয়ে গিয়েছে, উনুনের ভিতর মাংস রোষ্ট হচ্ছে। এলেনা দেনিসোভ্‌নার উপদেশ ব্যর্থ হয়নি তাহলে।

ওল্‌গা এত উৎসাহের সঙ্গে কাজে মন দিল যে পাভাও বসে পড়ল বাদাম ছাড়াতে। "তোমার ম্যাকারুণি চাখ্‌তে পারবনা বলে দুঃখিত—আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।"

দিন চলল গড়িয়ে। সপ্তাহান্তে ওল্‌গা বলল, "পাচিকাবৃত্তির পরীক্ষায় পাশ হয়েছি বলে মনে হচ্ছে, কখন ও সখন ও হয়ত স্থপে নুন বেশী দিয়ে ফেলি, মাংসটা এক আধটু বেশী ভাজা হয়ে যায়, তা হলে ও নেহাৎ মন্দ রাঁধিনা আমি।"

কাজের শেষে লগুনোভ্‌ আর তাবরোভ্‌ এসেছিল ওদের বাড়ি। লগুনোভ্‌ কৌতুক করে বলল, "পরীক্ষা পাশ করেছে ত ইভান ইভানোভিচ।"

একটু বিচলিত হয়ে বলল ওল্‌গা, "একদিন খাবার নেমন্তন্ন চাই বলে মনে হচ্ছে; আচ্ছা, তাতে আমি ভয় পাইনা।"

চুলগুলো কান ও গলার উপর থেকে সরিয়ে টেনে মাথার পিছনে ঝুঁটি করে

বাঁধা ওল্‌গার ফর্সা গলার আর ঘাড়ের লাবণ্যটুকু তুলে ধরেছে স্পষ্ট করে। যেন ওল্‌গার প্রতিটি পদক্ষেপ বলতে চাইছে "এত যে রূপলাবণ্য আমার, সে কি আমার দোষ ?"

লগুনোভ্ সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে তার দিকে তাকাল, ইভান ইভানোভিচ্ কোমল দৃষ্টিতে আর তাবরোভ্ দুঃখ ভরা ভাবে দেখছিল ওল্‌গাকে। ভদ্রলোকেরা সব তীব্র বাকবিতণ্ডা নিয়ে মেতে রইলেন। অবশেষে ওল্‌গা স্মরণ করিয়ে দিল বেলা অনেক হয়েছে।

তুষারশুভ্র টেবিলক্লথটার উপর কাঁটাচামচে ও ডিসপ্লেট সাজাচ্ছিল ওল্‌গা। তার দিকে চেয়ে লগুনোভ্ বলল, "তাহলে আপনি এবার গৃহধর্মে মনোযোগ দেওয়াই স্থির করেছেন ?"

"কতকটা তাই। রান্নাবাড়াটা ভেবেছিলাম পার্শ্বচরিত্র হিসাবে রাখব—ঘটনাক্রমে সেটাই হয়ে পড়েছে নায়কের চরিত্র। আর রান্নাঘরের তদারক করার পর একটুখানি পড়াশোনা করার সময়ও পাই না। তবে মজার ব্যাপার এই যে বেশ আনন্দ পাচ্ছি আমি এই ছোটখাট ঘরসংসারের কাজে। যেমন ধরুন—বাজার করতে আমার কি ভালই যে লাগে !"

ইভান ইভানোভিচের দিকে অসম্মতিসূচক ভঙ্গীতে তাকিয়ে লগুনোভ্ ভাবল, "স্বামীরাই যত নষ্টের মূল।" তারপরেই আবার মনে পড়ে গেল ভারভারা যদি ওর জন্য এমনি করে খাবারদাবার তৈরি করে, যত্ন করে কি ভাল লাগবে তার, "আমাদের জন্য কেউ বসে থাকুক, আমাদের হুকুম তামিল করুক এগুলো আমরা এত পছন্দ করি যে সময় সময় আমাদের ভালবাসার পাত্রীর জীবনটা একেবারে নষ্ট করে ফেলি।"

লগুনোভের চিন্তাধারা যেন পড়ে ফেলল ইভান, তার জবাবে বলল, "ওল্‌গাকে এত বলছি যে রান্নাঘরে এমনি করে সময়ের অপচয় করো না, তা সে শুনবেই না। কিন্তু রবিবারে আর কিছুতেই আমি তাকে রান্নঘরে বসে হাঁড়িকুড়ি নাড়তে দেব না।"

চোখ মটকে বলল লগুনোভ্, "তাহলে রবিবারে কি হবে ? একাদশী নাকি ?"

"না রেস্টুরেণ্ট থেকে খেয়ে আসব, আর না হলে বাসী কিছু গরম করে নেব।"

লগুনোভ্ ওল্‌গাকে বলল, "এইজন্যই আমি এসেছি এখানে, আপনাকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যেতে। এসব বন্ধ করুন। আপনারা মেয়েরা

আপনাদের শক্তিকে এমনি করে বিরক্তিজনক কাজে ক্ষয় করে ফেলুন তা আমরা কেউ চাই না। আমরা একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষার সাহিত্যচক্র খুলেছি। এখানে বয়স্করাই সব সভ্য। কেউ কেউ আবার আরম্ভ করতে চায় কোন বিদেশী ভাষা। জার্মানভাষা শেখাবে সেরগুতোভ্, সে বেশ ভাল জানে ভাষাটা। কিন্তু ইংরাজী শেখাবার কেউ নেই। এখানকার স্কুলে ইংরাজীর শিক্ষিকা আসতে পারবেন না, তার স্বাস্থ্য বেশী ভাল নয়, তাছাড়া আমরা টাকা পয়সা দিতেও পারব না। আপনার বোধহয় আপত্তি নেই আসতে? কিছু সামাজিক কাজকর্ম আর কি? তা ছাড়া অভ্যাসও থাকবে আপনার। না হলে কত তাড়াতাড়ি ভাষা ভুলে যায় লোকে দেখছেন ত?"

চকিতের মত তাকাল ইভানের দিকে ওল্‌গা, তাদের সাম্প্রতিক আলোচনার ফল নাকি? বলল, "বেশ কথা, আপত্তি করার কোন অধিকারই নেই মনে হচ্ছে আমার। আপনার কি মত বোরিস্ আন্দ্রিয়েভিচ্?"

এতক্ষণ ধরে তাব্‌রোভ্ একটি কথা বলেনি, এই প্রশ্নে কেমন যেন নিস্প্রাণ হাসি হাসল, "আমার মতামত ত আগে অনেকবারই বলেছি আপনাকে। আপনার ইচ্ছে হলে তা আর একবার বলতে পারি, কিন্তু আমার মনে হয় তাতে আপনি খুশী হবেন না।"

"'আমার মতামত?' 'যদি আপনার ইচ্ছা হয়!' 'আপনার পছন্দ হবে না!'" বিদ্রূপ করে উঠল লগুনোভ্। "আমি সেচ্ছাসেবিকা চাইতে এলাম আর আমাদের বন্ধুর সাহায্য করার ভঙ্গীটা একবার দেখ!"

দুঃখিত স্বরে ওল্‌গা বলল, "আপনারা সবাই আমার বিপক্ষে, এমন কি পাভা রোমানোভ্‌নাও, আপনারা সবাই আমার চেয়ে অনেক বেশী চালাক।"

২৬

পাঠচক্রের প্রথম অধিবেশন "প্রথম পিঠে"র মত ব্যর্থ হল। বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ ওল্‌গা গুম হয়ে রইল।

উনুন ধরাতে ধরাতে সে বলল, "এর পরের বার অন্য রকম করে পড়িয়ে দেখি কি হয়"—কাঠের গুঁড়িগুলো জ্বলে উঠছে—শিখাগুলো কেমন নীল আলো বিতরণ করছে, হাত দিয়ে তাপ অনুভব করতে করতে ওল্‌গা ভাবতে লাগল নানা কথা—

বুড়োরা আর বাচ্চারা উনুনের ধারে বসে আগুন পোহাতে ভালবাসে। পৃথিবীতে যদি স্কার্লেট ফিভার নামক অসুখটা না থাকত তাহলে লীনা এতদিনে সাত বছরেরটি হত।

কি সুন্দর ছিল বাচ্চাটা। ছোট ছোট হাত দুটি খুলে অসহায় ভাবে তার দিকে তাকাত, তবুও কি মমতা আর ভালবাসা ভরা ছিল সে ছোট্ট হৃদয়টি। মা হবার আগে ওল্‌গা কতবার কল্পনা করার চেষ্টা করেছে মা হলে কেমন লাগবে। ব্যর্থ চেষ্টা! মা হবার আগে কি আর লোকে বুঝতে পারে মা হওয়ার কি আনন্দ আর বেদনা! সারাদিন ওল্‌গার মনটা পড়ে থাকত বাড়িতে, সারাক্ষণ একটা দুর্ভাবনা আর বন্ধন যেন তাকে পেয়ে থাকত। মনে মনে বলল ওল্‌গা, "কিন্তু কি আনন্দই ছিল তখন!" একবার খুকু দোলনায় শুয়ে ঘুমাবার আগে তার চুষিকাঠিটা মার দিকে বাড়িয়ে দিল, ভাবখানা যেন, "তুমিও এবার চুষিকাঠি মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

উনুন জ্বলে গিয়েছে এতক্ষণে, ওল্‌গার যেন সম্বিত ফিরে এল। খাবার গরম করতে হবে, তারপর জল গরম করতে হবে। এরপর চলল ওল্‌গার প্রতীক্ষা। মিনিট কেটে ঘণ্টায় এগোল, ঘণ্টাও প্রায় যায় যায়, ইভানের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। টেলিফোন করল ওল্‌গা, ইভান ভয়ানক ব্যস্ত। হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করল কতক্ষণ ওল্‌গা, বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করল কিছুক্ষণ, আবার ফোন করল, তারপর ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে রান্নাঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে হাঁসপাতালের দিকে রওনা দিল।

ডাক্তারের সাদা টুপি আর গাউন দেওয়া হল তাকে পরতে। আয়নায় দাঁড়িয়ে সেগুলো পরতে পরতে ওল্‌গা ভাবল, "ঠিক একেবারে সত্যিকার রাঁধুনীর মত, রান্নাঘরের পোশাক হয়েছে।" দৃঢ়, দ্রুত পদক্ষেপে ওল্‌গা হাসপাতালের বারান্দায় পা বাড়াল।

যে কোন অঞ্চলে এরকম একটি হাসপাতাল গৌরবের বস্তু। ওল্‌গা অবশ্য এই প্রথম এখানে আসছে না, এর আগে সে এখানকার জলনিরাময় স্নানের ব্যবস্থা, এক্সরে ব্যবস্থা সব দেখে গিয়েছে। টার্কিশ বাথ বসাবার ব্যবস্থা চলছে। কাজেই ইভান ইভানোভিচ একেবারে না জেনে এখানে কাজে লাগেনি।

ওল্‌গা সোজা ইভানের অফিসে গেল, তারপর ডাক্তারদের ঘরে, তারপর অপারেশন ঘরে কিন্তু সে কোথাও নেই। দেনিস আন্তনোভিচ্ বলল, "ইভান

বাড়ি যাবার সময় পায়নি। এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। য়ুরি বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছে, রোগে ভুগে ভুগে বেচারার হাড়গুলো এত ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছে। ইভান এখন তাকে প্লাষ্টার করছে। দুজনেই ভারী দুঃখিত হয়েছে য়ুরি পড়ে যাওয়ায়। আমরাও সবাই হয়েছি। এখন বোধ হয় দুজনে হাতধরাধরি করে বসে আছে।"

ওল্‌গাকে ওয়ার্ডের দিকে নিয়ে গেল দেনিস্, দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা গলিয়ে একবার দেখে নিল তারপর ওলগাকে ইসারা করল আসতে। ওল্‌গা পায় পায় এসে দরজার কাঁচে চোখ লাগিয়ে ভিতরে তাকাল। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসা ইভান ইভানোভিচের চওড়া দেহটা য়ুরির আধখানা ঢেকে ফেলেছে। শুধু একটা ছোট ছেলের চড়া গলা নিতান্ত দুর্বল কণ্ঠে একটি বয়স্ক পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে শোনা গেল।

"বল ত সোনা—হাঁটতে শেখার আগেই কি করে তোমার পা ভাঙ্গল ?"

"আমি সরে যাচ্ছিলাম—আবার সরলাম···"

"বিছানায় থেকেই ?"

"হাঁ, বিছানায় থেকেই।"

"আচ্ছা, তারপর ?"

একটু এগিয়ে এসে ওল্‌গা এবার বালিশে মাথা দেওয়া মোটা নাকওয়ালা, লজ্জিত রাঙা একখানি মুখ দেখতে পেল।

"তারপর আমি আর একটু সরে এলাম, আর একটু, আর তারপর পাটা ভেঙ্গে গেল।"

একটু ম্লান সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ইভান ইভানোভিচ বলল, "কি সাংঘাতিক চালাক তুমি য়ুরি। তোমাকে নিশ্চয়ই কেউ পড়ে যেতে সাহায্য করেছে। আচ্ছা যাক্‌গে, তুমি যদি তার নাম বলতে না চাও আমরা তোমার উপর আর জুলুম করব না।"

মুহূর্তখানেক সব চুপচাপ। বাচ্চাটা এবার জিজ্ঞাসা করল, "আবার আমাকে অনেকদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে ?"

"দু' তিন সপ্তাহ মাত্র।"

"বাবারে, আরও কতদিন !"

"ভেবো না। তোমার ভাল হবার দিন ত এগিয়ে এল। মনে কর বছর-ভোর হেঁটে হেঁটে তুমি বাড়ি আসছ, বাড়ি তোমার চোখের সামনে এসে গিয়েছে,

এই যে তুমি উঠানে পা দিয়েছ—কিন্তু তখন হঠাৎ তোমার এত তাড়া লাগল যে তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে। ব্যথা লাগল তোমার, উঠতে পারলে না। কিন্তু না উঠতে পারলে ত কি হয়েছে, বাড়ি ত তুমি পেঁাছেই গিয়েছ। এখানেও তাই, দরজাটা ত হাতের কাছেই, শুধু তুমি উঠে ঢুকতে পারছ না তার ভিতর।"

"সত্যি, আমার বড় তাড়া ছিল।"

সাবধানে ওল্‌গা সরে পড়ল। ঈর্ষ্যার মত কি যেন একটা তার বুকে ঠেলে উঠতে চাইল। এই হল ইভানের সত্যিকার বাড়ি। অন্যের ছেলেকে পিতৃস্নেহ দিতে কার্পণ্য করছে না ইভান, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ভুলে গিয়েছে সে। রান্নাঘরে হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসে থাক না সে, অপেক্ষা করুক যত খুশী। বাড়ি যেতে পারবেনা বলে একটা টেলিফোন করে খবর দিতেও পারলে না। গত রাত্রে একটি অপারেশনের রোগীর অবস্থা খারাপ ছিল বলে তাকে হাসপাতাল থেকে ডেকে পাঠান হয়। ফলে সারা সকালবেলা তার সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

"আমরা ওকে সারিয়ে তুলছি।" ওল্‌গার পাশে পাশে চলছিল দেনিস আন্তনোভিচ্, বলতে লাগল, "দিন তিনেক আগে সেই যে খনির খোদাইকরকে অপারেশন করে মাথার ভিতর থেকে টিউমার বার করেছিল ইভান, তার কথাই ধরুন না। সব বেশ ঠিকঠাক চলছিল, হঠাৎ জ্বর বেড়ে উঠল, অবস্থা হয়ে উঠল সাংঘাতিক। ইভান ইভানোভিচ সর্বদাই নার্স আর সহকারীদের বলতেন, 'দেখ হে খারাপ রোগীগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিও। আমার কাজ হল অপারেশন করা, আর তোমাদের কাজ হল পরে তাদের সারিয়ে তোলা।' তা আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ত করছি। তিনি আমাদের সম্বন্ধে ও ভাবেন, রোগীদের কথাও ভাবেন। দেখুন না ঐ খোদাইকর এর বেলায়—অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে তিনিই তার ব্যবস্থা করেন। কতসব কিছু যে ভাবেন—ঠিক করছি না না ভুল করছি, কিছু বাদ পড়ে নি ত।"

তার সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ওল্‌গা তীক্ষ্নস্বরে বলে বসল, "কিন্তু দেনিস আন্তনোভিচ্—তার যত্ন করবে কে? বক্তৃতা, পরামর্শ, সবই ত বুঝলাম, কিন্তু এদিকে ত সে সারাদিন খেতে আসবারও সময় পায়নি। এমনি করে কি চলবে নাকি?"

"জানি। কিন্তু আজ ত বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। এই যে আমি তাকে

ডেকে দিচ্ছি। আমাদের একটি সহকারী আছে, একেবারে যাকে বলে হীরের টুকরো। কিন্তু সে ত এখন অপারেশন করা রোগীদের ওয়ার্ডে আছে, তাদের একেবারে সগু জন্মান বাচ্চাদের মত দেখাশোনা করতে হয়।"

২৭

পাভা রোমানোভ্না ওল্গাকে কয়েকটা ডিজাইন আঁকতে দিয়েছিল স্টেজ সাজাবার জন্য, উঁকি মেরে দেখে তাবরোভ্ বলল, "মনে হচ্ছে বাঁকা হয়েছে।"

সংযতস্বরে ওল্গা বলল, "আমার যা ক্ষমতায় কুলায় তাই করেছি।"

"যন্ত্রতৈরী কারখানায় আপনাকে নক্সা আঁকতে শেখায়নি ?"

বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণোদ্যত ওল্গা ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু তাব্রোভের বাদামী মুখে আর নীল চোখে এমনি নিরীহ ভাব ফুটে রয়েছে যে বিনাবাক্যবয়ে ওল্গা ফিরে বসল, একটি কথাও বললনা।

ওল্গার চেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ে পাভা রোমানোভ্না বলে দিল, "ইচ্ছে থাকলে সে ভাল নক্সাবিদ হতে পারত।"

একটা বাঁকা নক্সা মুছে ফেলতে ফেলতে ওল্গা আস্তে আস্তে বলল, "ইচ্ছে থাকলে ! হাতদুটো যখন এত অবাধ্যভাবে চলে তখন ভাল অক্ষর লেখার চেষ্টা মনে হয় জবরদস্তি।" বলতে বলতে ওল্গা তাকাল পাভা রোমানোভনার মুখের দিকে।

"কি চঞ্চলমতি মেয়ে বাবা ! কি যে চাই তুমি নিজেই জান না।" ওল্গার মাথাটা ধরে নেড়ে দিল পাভা, আবার তাবরোভের দিকে তাকিয়ে হাসলও।

এই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারটি পাভার বিশেষ প্রিয়, তাবরোভ্ প্রশংসা করতে জানেনা, যতবার পাভা হাত বাড়িয়ে দেয় চুমো দেবার জন্য ততবারই তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার পড়াশোনা প্রচুর, সুতার্কিক সে, আর নিজের অধীত বিষয় সম্বন্ধে কথাবলার সময় বিশেষ জোর দিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে। পাভা তার চারদিকে এমনিসব অ-সাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

এদিকে তাব্রোভ ভাবছে, "এই দুজনে কি করে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল ? একজন ত একেবারে গবেট, মাথাটা অন্তঃসারশূন্য, আর একটি—আচ্ছা আর একটি কি ? সে বেশ চালাক, ব্যক্তিত্বও আছে বেশ। কি করে দুজনে বন্ধুত্ব হতে পারে ?"

তাব্‌রোভের হাতে দাবার ছকটা দেখে পাভা রোমানোভনা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "আবার দাবা ? সত্যি বলছি এবার এই দাবার বোর্ডটা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।"

পাভার আপত্তি সত্ত্বেও ওল্‌গা বলল, "আসুন একহাত খেলা যাক্‌।"

তা হলেও খেললনা সেদিন ওলগা। কাগজ দিয়ে হাতের পেন্সিলের দাগ মুছতে মুছতে ওল্‌গা বলল, "আজ আমার মেজাজটা ভাল নেই, কিছু করতে ইচ্ছা করছেনা, বাড়ি যাই।"

তাবরোভ্‌ চেয়ে দেখতে লাগল ওল্‌গা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, অসহিষ্ণুভাবে ধাক্কা দিয়ে সদরটা খুলে ফেলল। কখনও ওল্‌গা তাবরোভ্‌কে বাড়ি পৌঁছে দিতে দিতনা।

এরপর তাবরোভ্‌ও বলল, "আমিও যাই, লগুনোভ্‌ আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।"

ইভান ইভানোভিচ সেদিন নিজের চিন্তা নিয়ে বিব্রত থাকায় অসতর্ক মুহূর্তে ওল্‌গাকে আঘাত দিয়েছে গভীরভাবে।

সহকারীর অস্ত্রোপচার নিয়ে হাঙ্গামাটা ক্রমশঃ সবাই ভুলে গেল। হাসপাতালে নানা জিনিসপত্র আসতে লাগল। ইভানের বিশেষ যত্নে আর চেষ্টায় ডায়াথারমি মেসিন আর একটি বৈদ্যুতিক পাম্প এসেছে। সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছে ইভান নূতন একজন চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে।

বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ চেহারার মধ্যবয়স্ক এক ডাক্তারকে ওল্‌গার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে ইভান বলল, "এই যে আমাদের নূতন চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ ইভান নেফিওদোভিচ শিরোকোভ। আমাদের দুজনের প্রথম নামটা ত একই, কিন্তু তার চেয়ে ও বড় কথা এই যে ডাক্তারীশাস্ত্রে আমাদের মতবাদ দুজনেরই একরকম। আর এঁর মত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আমার, মস্তিষ্কের রোগ আর আঘাতসম্বন্ধে গবেষণায়।"

ওল্‌গার করমর্দন করতে করতে কৌতুকের স্বরে বলল—ইভান নেফিওদোভিচ, "হ্যাঁ আমরা দুজনেই স্নায়ু-অপারেশন বিভাগের পরিচালকমণ্ডলী। নিকোলাই নিলোভিচ বুর্দেঙ্কো হাতেকলমে কাজ করে দেখিয়ে গিয়েছেন যে স্নায়বিক বিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন। আচ্ছা আপনি কি মনে করেন ? আপনি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে ?"

রাজধানী থেকে সদ্য আগত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনার আনন্দে ইভান আপত্তিকর ভঙ্গীসহকারে বলে ফেলল, "ও পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। ডাক্তারী পড়েছিল কিছুদিন, সুযোগ পাওয়ামাত্রই পালালো সেখান থেকে।"

"পালিয়ে আসিনি আমি, আমার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেলনা তাই।"

ইভান নেফিওদোভিচ্ ছিল নিজের পেশার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট, জিজ্ঞেস করল, "কেন, খাপ খেলনা কেন? চিকিৎসাবিজ্ঞান এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে প্রায় প্রত্যেকেই কোননা কোন রকমে স্থান করে নিতে পারে। আপনার যদি ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে, দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ থাকে, আঙ্গুলগুলো থাকে বাধ্য, শল্যবিদ্যায় হাত লাগান। পর্যবেক্ষণশক্তি প্রখর হলে স্নায়বিকক্ষেত্র বেছে নিন। আপনার যদি সৌন্দর্য্যবোধ থাকে তাহলে খেলোয়াড়দের সুন্দর দেহগঠন শিক্ষা দেবার ক্ষেত্র বেছে নিন। এর যদি কোনটাই আপনার পছন্দ না হয়, শিশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে যান, সেখানে মানবিক প্রবৃত্তির সবগুলোই প্রকাশ করতে পারে চিকিৎসক। তারপর সাধারণ চিকিৎসক ও হওয়া চলে, নরদেহের গোটা যন্ত্রটা সমন্ধে বিশেষ জ্ঞান নিয়ে রোগ নির্ণয় করার মধ্যে কি যে আনন্দ! চলাটাই হল সবচেয়ে বড় কথা—গতির বেগে মানুষকে জাগিয়ে, সেবা দিযে ভরিয়ে মানবজাতির প্রতি কর্তব্য করাই ত মানুষের ধর্ম। তার উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা ত এখনও আলোচনাই করিনি।"

"আপনার নিজের গবেষণার কথাও ত করেন নি?"

"আমার নিজের কথা? যে কবি আমাদের মহান পেশার গুণগান করবে সে ত এখনও জন্মায় নি। 'মনের কপাট হল নয়ন' এই ত আমরা এতকাল জেনেছি শুধু, কিন্তু সেই নয়নমণিটি যে কি পদার্থ সে সম্বন্ধে কিছু জানেন কি? জানেন একটা বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে চাবির ফোকরের মধ্য দিয়ে যেমন ঘরের সব দেখা যায়, তেমনি করে ভিতরের সবকিছু দেখতে পারি?"

"কি দেখতে পাওয়া যায়?"

"চোখের সামনে একটি মসৃণ লালক্ষেত্র ঠিক কেন্দ্রে হাল্কা রংএর গোলাকার রিংএর মত—এই হল অক্ষিস্নায়ুর উন্নত স্থান—এখানেই সংযোগ হয় অক্ষি-গোলকের সঙ্গে। একমাত্র এই জায়গাটাই অপারেশন না করে দেখা যায়। ঝিল্লীসমেত অক্ষিস্নায়ুর গঠন প্রণালী প্রায় মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর মত, এজন্যেই অনেক সময় মস্তিষ্কের কোন গোলযোগ ঘটলে অক্ষিকোটরে তা ধরা পড়ে।

মাথার খুলির ভিতরে বিশেষ ধরণের চাপ পড়লে তা ধরা পড়ে এর সাহায্যে। কারণ দূরের ও কাছের অক্ষিস্নায়ুর সাময়িক অসাড়তাই এর প্রকাশ।"

"রক্তপূর্ণ প্যাপিলা"—অন্যমনস্কভাবে উচ্চারণ করল ওল্‌গা। স্বামীর ভৎ‍‍র্সনার কথা তাকে দমাতে পারল না।

আনন্দের সঙ্গে বলল ইভান নেফিওদোভিচ, "ঠিক তাই, এইখানে এসেই আমি স্নায়ুঅস্ত্রবিদের পরামর্শ গ্রহণ করি।" ইভান ইভানোভিচের দিকে ফিরে বলল, "বেশ ত বুঝতে পারেন দেখছি।"

২৮

খনি অফিসের মধ্যবয়স্কা পাতলা চেহারার মহিলা টাইপিষ্ট গত বসন্তকাল থেকেই মাথা ধরায় ভুগছিল। সম্প্রতি তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর আচরণ কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে পড়েছে।

হাসপাতালে ডাক্তারের সামনে বসে তার দশ বছরের মেয়ে লিউবা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি স্কুল থেকে বাড়ি এসে মার কাছে রুটির পয়সা চাইলাম, মা যেন বুঝতেই পারল না। বাজারের থলে কাকে বলে তা মা জানে না, বসে বসে কি রকম হয়ে রইল, কোন দিকেই যেন তাকাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম মা গো তুমি অমন করছ কেন? আমাকে শুধু শুধু ক্ষেপাচ্ছ বুঝি? আমাকে ত মা চিনতেই পারল না, কি সব আবোল তাবোল বকতে লাগল, আমি বুঝতেই পারলাম না। তারপর কি সব যেন দেখতে শুনতে লাগল। বলল, 'কি মিষ্টি গান হচ্ছে!' কোথায় গান, রেডিওটা ত বন্ধ! তারপরই লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে ঐ কুকুরটা টেবিলের তলায় কি করছে?'"

মহিলাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেল বাঁ কাণের ভিতরে সামনের (নীচের ভাগ) লোবএ টিউমার হয়েছে। অপারেশন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু করাই সাব্যস্ত হল। ইভান ইভানোভিচ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে রোগের নানারকম লক্ষণ, ডাক্তারদের মতামত, রক্ত ইত্যাদি বিশ্লেষণের রিপোর্ট পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে অপারেশনের কলাকৌশল সম্বন্ধে নিজের মনে মনে আলোচনা করল।

অপারেশন টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ইভানের মনে পড়ল রোগিণীর ছোট্ট মেয়ে লিউবার কথা, রোগিণীর বৃদ্ধা জননী বাস করেন উরালে

তার কথা। সার্জেনএর নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করছে এই দুটি শিশু ও বৃদ্ধার ভাগ্য। গুসেভ প্রধান সহকারী হিসাবে কাজ করছে দেখে ইভানের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। কিন্তু আর ভাববার সময় নেই, টেবিলের উপর রোগিণী, ইভানের সামনে তার পরিষ্কার করে কামান মাথার উপরিভাগ আইয়োডিনে রঞ্জিত হয়ে পড়ে আছে—চারদিকে ভাল করে জীবাণু-মুক্ত ব্যাণ্ডেজ এবং তুলো দিয়ে ঘেরা। হলদে স্বচ্ছ দস্তানায় মোড়া হাতের স্পর্শকাতর আঙুলগুলো দিয়ে জায়গাটা স্পর্শ করল ইভান, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল নার্সের দিকে। ভারভারা তার হাতে দিল নোভোকেনএর সিরিঞ্জ। অপারেশন আরম্ভ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন এর মন থেকে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেল। তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গ্রাম একাগ্র হয়ে জুড়ে রইল হাতের কাজের উপর, যতক্ষণ না অপারেশন শেষ হচ্ছে ততক্ষণ থাকবেই, তা সে তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টা, হোক্ না সে সাত ঘণ্টা! দাঁড়িয়েই সে অপারেশন করছিল, দুটো হাতই চলছিল সমানে, বাঁ হাতে ডান হাতের সাহায্য চলছিল, ডান হাতে বাঁ হাতের কাজ হচ্ছিল। দুটো হাতই ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছে, কাটাছেঁড়ার কাজ করছে, সমান নিপুণ ভাবে সুতো সেলাই করছে। একমাত্র দীর্ঘ এবং গভীর শিক্ষার ফলেই এরকম কাজ করতে পারে কেউ। পেট কাটার অথবা এ্যাপেণ্ডিকস বাদ দেওয়ার তুলনায় মস্তিষ্কের অপারেশন অনেক কঠিন। ওসব অপারেশনে সামান্য এক ইঞ্চির এক ভগ্নাংশ কমবেশী কাটাছেঁড়ায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। অনেকখানি জায়গা নিয়ে কাজ করা যায়। এখানে, মস্তিষ্কের ভিতরে ছুরি চালাবার জায়গাই কম, কোন মতে মাথার খুলিতে ঘোড়ার পায়েরনালের মত জায়গা উন্মুক্ত হয়, মস্তিষ্কের কাছাকাছি পৌঁছামাত্র সার্জেনকে অতি সাবধানে সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার পাশ দিয়ে অস্ত্র চালাতে হয়। বাঁকানো ছুরির ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত সামান্য আলোতে গভীর অভ্যন্তরে হয়ত হঠাৎ দেখা গেল যে পথ দিয়ে ছুরি চলেছে তার চেয়েও অনেক বড় একটি টিউমার; অতি যত্নে, অত্যন্ত নিপুণ হাতে টুকরা টুকরা করে তাকে কেটে বার করে আনতে হবে।

এই যে পাওয়া গেছে জায়গাটা, কিন্তু কোথায় টিউমার! ইভান ইভানোভিচ ভাবল, "যা ভেবেছিলাম তাই, তালুর ভিতরে হয়েছে, এখন সাংঘাতিক রকম না হলেই হয়।"

একটি দৃঢ় আঘাতে মস্তিষ্কের বহিরাবরণ সরিয়ে ফেলল ইভান। চেহারার অনুপাতে ইভানের আঙুল কি নমনীয়! ডাক্তারের দেহের জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা

না করে তারা কাজ আরম্ভ করতে লাগল যেন তারাই বিচারশীল জীবিত প্রাণী। মাথাটা কখনও বা এদিকে ওদিকে ঈষৎ হেলে পড়ছে, নির্দেশ দেওয়ার জন্য ঠোঁটগুলো নড়ছে কিন্তু চোখ দুটোর দৃষ্টি নিবদ্ধ উন্মুক্ত মস্তিষ্কের দিকে, আঙ্গুলগুলো রইল তাদের যথাযথ কাজে নিরত।

কি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে রক্তবাহী শিরাগুলো রূপার ক্লিপ দিয়ে আটকান হল। এক মিটারের শত ভাগের এক ভাগ করে ডাক্তারের ছুরি এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই দু'ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সহকারী ডাক্তার গুসেভ্‌এর মুহূর্তের অসাবধানতায় ইলেক্ট্রিক পাম্পে কি গোলযোগ ঘটল, ক্ষত-মুখ থেকে ক্ষীণ রক্তস্রোত উত্থিত হয়ে ডাক্তার আর সহকারীদের মুখে পড়তে লাগল, অপারেশনের জায়গাটা ভেসে গেল রক্তে।

গুসেভ্‌ হাত ছেড়ে দিল। ক্রুদ্ধস্বরে গর্জন করে উঠল, "বলেছিলাম যে এরকম অপারেশন আমরা করতে পারব না।"

কঠোর স্বরে ইভান জবাব দিলে, "যাও এখান থেকে।" ভারভারা আর সারগুটোভের সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ করল।

কয়েকটি উদ্বেগাকুল মুহূর্ত কেটে গেল—রক্তস্রাবী স্নায়ুগুলি বন্ধ করা হল। ইলেক্ট্রিক পাম্প আর ছিপির সাহায্যে অপারেশন এর জায়গাটা শুকিয়ে নিয়ে আবার কাজ আরম্ভ হল। অস্ত্র চলল করোটির গভীর থেকে গভীরতর স্তরে, অতি সংগোপনে সমস্ত অনুভূতিকে কেন্দ্রীভূত করে সন্ধান চলল সে গোপন রিপুর। অস্ত্রের প্রতিটি গতি কি সতর্ক, কি অনুভূতিপ্রবণ!

অবশেষে কোন গোপন কন্দরে লুকান বেগুনী রংএর স্তূপাকৃতি টিউমার দেখতে পেয়ে বলে উঠল ইভান ইভানোভিচ্‌, "এই যে পেয়েছি!" এই সর্বপ্রথম তার পিঠটা সরল হল, কাঁধ ঝাঁকুনি দিল তৃপ্তিতে। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আমার ভয় হচ্ছে সাংঘাতিক ধরণের ব্যাপারই দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত, টিউমারটা বিষাক্ত।"

বিদ্যুৎগতিতে ডাক্তার কয়েকটি টুকরা কেটে নিয়ে ভারভারাকে বলল সংক্ষেপে, "এক্ষুনি বিশ্লেষণ করিয়ে আন।" তরুণ সহকারী সারগুটোভ্‌এর দিকে ফিরে বলল, "দেখেছ কি রকম মোটা সোটা শিরাগুলো এর বৃদ্ধি ঘটিয়েছে? একেবারে ঘিরে ফেলেছে শিরা উপশিরায়! এই রে আবার রক্তপাত শুরু হল।" আবার ক্ষতমুখ থেকে অজস্র পরিমাণে রক্তস্রাব হয়ে অপারেশন টেবিল ভাসিয়ে দিতে লাগল। স্বনিয়ন্ত্রিত আলোকে ক্ষতমুখ আলোকিত ছিল।

"ইলেক্ট্রিক পাম্প! পাম্প! আলো! কি ব্যাপার!"

"তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।" কম্পাউণ্ডারী শিক্ষারত ছাত্র নিকিতা বুৎসেভ জবাব দিল, "আলো সব নিভে গিয়েছে!"

"কি বলছ আবোলতাবোল! নিভে গিয়েছে!" ইভান ইভানোভিচ বড় আলোর দিকে তাকাল, মাথার আলোটায় ঝাঁকুনি দিল—কিন্তু বৃথা—কোথা থেকেও আলো এল না! "গোল্লায় যাক্ সব। বিদ্যুৎমিস্ত্রীকে ডেকে পাঠাও, অপারেশন চালাতে পারছিনা যে।"

"পেরক্সাইড সহ ছিপি একটা দাও।" চীৎকার করে ভারভারাকে বলল এবং এ অবস্থায় যা সম্ভব তাই করল।

রুদ্ধনিশ্বাসে শিরোকোভ্ ঘরে ঢুকল, তার সঙ্গের সহকারীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল ইভান, "কি খবর?"

দুজনেই রুদ্ধশ্বাসে একসঙ্গে বলল, "সর্ট সার্কিট, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেরে দিচ্ছি।"

অধৈর্যবশতঃ রাগে সার্জনের দেহটা কেঁপে উঠল একবার—"পাঁচ মিনিট, পাঁচ শতাব্দী!" বলতেই সামনে রোগীর কথা মনে পড়ে গেল, কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি না ঘটতে পারে।"

সারগুটোভের মুখে নেমে এল আতঙ্কের ছায়া। বলল, "মস্তিষ্ক শক্ত হয়ে উঠছে যে, মনে হচ্ছে ফুলছে।"

নিরুপায়ের স্বরে জবাব দিল ডাক্তার, "দেখতে পাচ্ছি আমিও, কিন্তু বিদ্যুৎ কোথায়?" সে মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল। ইলেক্ট্রিক পাম্পটা গরগর করে চলতে লাগল। কিন্তু রোগিনী মৃগীরোগজনিক মূর্চ্ছায় অজ্ঞান হয়ে রইল দু'মিনিট।

"মার্কুসল! একশ গ্রাম গ্লুকোজ সলিউশান শিরায় ইন্‌জেকসন করে দাও।" ইভান ইভানোভিচ নিকিতা বুৎসেভকে বলে উঠল। শিরোকোভ আর সে রোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করছিল। "রক্তপাত বন্ধ করতে হবে এক্ষুণি।"

অপারেশনের জায়গাটুকু শুকিয়ে ফেলা গেল,—কিন্তু যে পথ দিয়ে টিউমারে পৌঁছা গিয়েছিল সেটা মস্তিষ্ক ফুলে গিয়ে এত সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে যে সেদিকে যাওয়া গেলনা।

"রক্তের চাপ?"

"দু'শ। অজ্ঞান।"

"এঁটে দাও। হাড়ের পেটি সরাও। এখনও হয়ত একে বাঁচাতে পারব।"

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ইভান ইভানোভিচের হাতদুটো কাজ করে চলেছে, কিন্তু গোটাকয়েক সেলাইয়ের ফোঁড় দিতে না দিতেই রোগিনীর আবার ফিট হল। ফিট সারতে সারতে রক্তের চাপ নেমে গেল পঞ্চাশে, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছেনা, নিঃশ্বাস হয়ে গেল ক্ষীণ।

"ক্যাম্ফর! কার্বনডাইঅক্সাইড! অক্সিজেন? তুমি সেলাই কর সারগুটোভ্। আমি রোগিনীকে দেখছি।" ইভানের হৃৎপিণ্ড জমে যেতে লাগল ভয়ে, টেবিলের উল্টা দিকে গিয়ে দাঁড়াল সে। নীচু হয়ে রোগিনীর রক্তের চাপ গুণতে গুণতে হঠাৎ সমস্ত ঔৎসুক্য তার থেমে গেল—পাগলের মত হাতের দস্তানাদুটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে অপারেশন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইভান, সহকারীরা সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

২৯

ভিতরের ঘরে বসে টিউমার বিশ্লেষণের রিপোর্ট পড়ছিল গুসেভ—বলল, "এ রোগিনী এমনিতেই ত মারা যেত, যে বিষাক্ত টিউমার দ্রুতবেগে বাড়ছিল।"

এবার যেন গুসেভের নিজের উপর বিশেষ আস্থা ছিলনা, তাই ইভান ইভানোভিচের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল সে।

কিন্তু স্কোরোবোগাটোভ নিজের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয়ে উঠল। স্থানীয় ট্রেডইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান দেনিস আন্তনোভিচ্ তার সঙ্গে একমত হয়নি; কিন্তু কি যায় আসে কম্পাউণ্ডার খিজনিয়াকের মতামতে? তাই চেয়ারম্যানের ডাকে যখন ইভান ইভানোভিচ জেলাকমিটিতে এসে পৌঁছল স্কোরোবোগাটোভ ঘোষণা করল, "আপনাকে ভবিষ্যতে এরকম ধরণের অপারেশনে হাতে দিতে নিষেধ করা হচ্ছে। গুসেভ্ ঠিকই বলেছে, এটা পরীক্ষা করার জায়গা নয়।"

ইভান অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। দৃঢ়স্বরে সে জবাব দিল, "এ সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে পারিনা। স্নায়ু অপারেশনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার আমার হাতে অতি নগণ্য। এই বিশেষ রোগিনীর মস্তিষ্কের স্ফীতির ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। আপনি যদি এমনি করে আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন, তাহলে আঞ্চলিক পার্টিকমিটির কাছে আপীল করব আমরা।"

স্কোরোবোগাটোভ্ জিজ্ঞেস করল, "আমরাটা কারা?"

"সারগুটোভ্, চক্ষুবিশেষজ্ঞ শিরোকোভ্, আমাদের স্নায়ুবিশেষজ্ঞ, স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নকমিটির সভাপতি খিজনিয়াক আর আমি। যদি আপনার না জানা থাকে, তাহলে এটাও আপনাকে জানাতে পারি যে আমাদের অপারেশনের ফলাফল আমরা রের্কড করে রাখি, আর তাতে নিরাময় করা রোগীর সংখ্যাও আমরা লিখে রাখি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইভান ইভানোভিচ স্নায়ুঅপারেশন সংক্রান্ত পড়াশোনায় ডুবিয়ে দিল নিজেকে। সাম্প্রতিক নানা পত্রপত্রিকা, ডাক্তারদের মতামত, মস্তিষ্কের স্ফীতিসম্বন্ধে নানা মন্তব্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয় বারে বারে পড়ে নিজের মনেই আলোচনা করতে লাগল—কোথাও কোন ভুল হয়েছে কি না। মস্কো স্নায়ুঅপারেশন বিদ্যালয়ে যখন পড়াশোনা করত সেদিনের কথা মনে পড়ায় ভাবল এ অবস্থায় ডাক্তার নিকোলাই নিলোভিচ বুর্দেঙ্কো কি করতেন?

এই বুর্দেঙ্কো-ই একদিন বলেছিলেন, "যে ডাক্তার নাকি মস্তিষ্কের স্ফীতিকে বাধা দিতে পারবে সে-ই স্নায়ুঅপারেশন জগতের সম্রাট উপাধি পাবে।" নিঃসন্দেহে আজ এটাই সবথেকে বড় সমস্যা। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন শল্যবিদকে রক্তপাতজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। তারপর, অজ্ঞান করার ব্যাপারে এনেস্থিসিয়ার প্রশ্ন? তারপর সংক্রামক রোগের সমস্যা, রোগজীবাণু ও জীবাণু ধ্বংসের আবিষ্কার।

অবশেষে ইভান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে কোন কিছু গাফিলতির দরুণ নয়, এক অতি হতভাগা দুর্ঘটনার ফলেই রোগিনীর মৃত্যু ঘটেছে।

ওল্গাও এ ব্যাপারে বেশ মুষড়ে পড়েছিল বলল, "আরও সাবধান হওয়া হয়ত উচিত ছিল তোমার।"

দীর্ঘ পদক্ষেপে ইভান ঘরে পায়চারী করছিল, ওল্গার কথা শুনে হঠাৎ থেমে গেল, যেন সামনে হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়ে উঠেছে তার। মুহূর্তখানেক ওল্গার দিকে তাকিয়ে থেকে চাপা ক্রোধে গর্জন করে উঠল, "তুমিও একথা বলছ? তুমি আর তোমার ঐ পাভা রোমানোভ্না বাসনমাজার কাজই কর। যা জাননা তার মধ্যে নাক গলাতে এসনা।"

চোখের জল চাপতে চাপতে ওল্গা বলল, "বাসনমাজা ছাড়া আমার কি আর করবার নেই কিছু?"

"আর কি আছে? সস্প্যান, ভাজার কড়াই? কি উঁচুদরের পেশা!"

নিজেকে সামলানো এবার—ওল্গার সাধ্যের অতীত হয়ে উঠল। অজস্র

ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ওল্‌গার দু'গাল বেয়ে যেন ইভান ইভানোভিচের কুৎসিৎ তিরস্কারের নগ্নতা ধুয়ে মুছে দিতে চাইল তারা।

মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইল ইভান হতভম্বের মত। তারপরই লজ্জায় আর অনুশোচনায় ভরে গেল তার হৃদয়—

"ক্ষমা কর, প্রিয়া আমার, মাপ কর আমাকে। তোমার সম্বন্ধে সত্যিই আমি এরকম ভাবিনা। জান ত কিরকম দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছি আমি, তোমাকেই সামনে পেলাম প্রথম, আর তোমারই উপর তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল ক্ষোভ—"

এই ঘটনার স্মৃতিই তাকে পীড়া দিত সবসময়। প্রিয়াখিনের বাড়ি থেকে ফেরার সময় ভাবতে লাগল, "কুকুরের মত লাথি মারে সে আমায়, আর সত্যিই ত তার সঙ্গে তুলনায় আমি কি ?"

সে দিন বৃষ্টি ছিলনা, কিন্তু মেঘলা দিনে ঝড়ের নৃত্য চলছিল। মেঘের ছায়া পড়ছে ঘনঘাসের উপর পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপারে। পাহাড়ের উপর দিয়ে সংক্ষেপ রাস্তা ধরে কূয়াব দিকে যেতে হঠাৎ তাব্‌রোভের নজরে পড়ে গেল ওল্‌গাকে। তাবরোভের দিকে পিছন ফিরে, স্কার্ট আর চুলগুলো সামলে তাকিয়ে আছে নীচে উপত্যকার দিকে যেন সে এই প্রথম দেখছে নীচের বাড়িঘর, বসতভূমি।

পিছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ওল্‌গা। তাব্‌রোভকে চিনতে পেরেও তার মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না।

ঠাট্টা করল তাবরোভ্, "সমুদ্রের অবস্থা কেমন আজ ?"

"উপরেও তেমন শান্ত নয়—তলায় বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড ঝড়।"

"কেন ? কি হয়েছে ?

মৃদুহাসির সঙ্গে ওল্‌গা বলল, "বিশেষ কিছুই নয়। চায়ের পেয়ালায় তুফান বলা চলে। তেমন কিছুই নয় সত্যি।"

একটা পাথরের উপর বসে পড়ে ওল্‌গা কথা বলছিল কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ছিল নিচু, কোনকিছু যেন চিন্তা করছিল গভীর ভাবে।

তাবরোভ্ ধৈর্যধরে অপেক্ষা করছিল।

"বসুন।" যেন এইমাত্র দেখেছে সে তাব্‌বোভকে, "বসুন। ধরুন না কেন আপনি আমার অতিথি, না না, আমি আপনার অতিথি আজ। এই পর্বতভূমি আপনার রাজ্য। আমাদের রাজ্য ওপাশের পাহাড় যেখানে হাসপাতাল সে দিকটা আমি চড়েছি। কিন্তু এখানটা মনে হয় ভারী সুন্দর এর থেকে

দূরে থাকা যায় না। একমুহূর্ত সময় পেলেও আমি এখানে এই রূপসুধা পান করার জন্য ছুটে আসি। পাহাড় চড়তে আমার কেমন যেন নেশা লাগে, মনে হয় স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে উঠেছি। বিনাবাধায় পাহাড় চড়ার আনন্দে মনে হয় তারুণ্যের শক্তি সামর্থ্য আমাকে আবার করে তুলেছে মহীয়সী। এই জায়গার মিষ্টি সুবাস যতই প্রাণ ভরে নিই না কেন আশা আর মেটে না! কিন্তু মাঝে মাঝে একটু ভয় করে।”

মৃদুস্বরে তাব্রোভ বলল, “ঝোপেঝাড়ে ভালুক দেখলে।”

“বাবা! মাঝে মাঝে কি ভয়ই না পেয়েছি। কয়েকবার অবশ্য শুধুই আমার কল্পনা, কিন্তু একবার সত্যি বাঘ পড়ল পালে। ভালুকটা অনেক দূর দিয়েই চলে গেল। আমাকে তাড়া করার জন্য তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। কিন্তু এতে আমার ভ্রমণটা ব্যর্থ হয়ে যায় নি।”

“তাহলে?”

থামল ওল্গা মুহূর্তের জন্য। হৃদয়ের গোপন কোণে যেন দেখা দিল সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

“ছুটি পাবার মত কোন কাজ করিনি ভাবতে কিরকম যে অস্বস্তি লাগে!”

“কিন্তু ছুটি আপনি অর্জন করেন নি ভাবছেন কেন? শুনলাম শীগগিরই আপনি নিপুণা পাচিকাহিসাবে ডিপ্লোমা পাচ্ছেন।”

ওল্গার মুখ থেকে যেন শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে নিয়ে গেল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল, চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। একজনের নির্দোষ আমোদের মূল্য আর একজনকে কি ভাবে দিতে হয় জানতে পেল না তাব্রোভ।

যেন উপস্থিত কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে চলল ওল্গা, “এ পেশার যে কোন দাম নেই তা আমি জানি। কিন্তু যদি জানতেন, কোন সত্যিকার পেশা না নেওয়ার জন্য কি অনুতাপ হয় আজ। অতীতে যে ভয়ানক ভুল করেছি তার মর্ম আজ বুঝতে পারছি। ডাক্তার, ভূতাত্ত্বিক, যন্ত্রবিদ্ যে কেউ হতে পারতাম আমি—আর হয়েছি কি না ‘কিছু না’।”

তাবরোভ বলল, “আপনি কথা বলছেন এমন ভাবে যেন আপনার জীবন শেষ হয়ে গেছে। যদি সত্যিকার ইচ্ছা থাকে তাহলে এখনও ত কত কিছু করতে পারেন। আপনি বেড়াতে ভালবাসেন, আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রখর, বর্ণনা শক্তিও আছে আপনার বেশ, জিনিসের সত্যিকার সার্থকতা আপনার কাছে ধরা পড়ে। কতবার আপনার কল্পনার জালে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছেন আপনি।

আর কি চাই? আপনার ভিতরে এমন কোন শক্তি আছে যা স্থির থাকতে দেয় না আপনাকে আর তাই রান্না বা ঘরকন্নার মত অন্তঃসারশূন্য কাজে আপনি কোন তৃপ্তি পান না। একের পর এক পেশা গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দিয়ে চলেছেন। তাই স্বাধীনভাবে জীবন নির্বাহ করার আনন্দ আপনার জানা নেই। খবরের কাগজে লেখেন না কেন? কয়েকটা ছোটখাট প্রবন্ধ লিখে দেখুন।"

সাবধানে ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "কাগজের রিপোর্টার হব?"

"কেন হবেন না?" ওল্‌গার কণ্ঠে যেন অবজ্ঞার সুর লক্ষ্য করল তাব্‌রোভ, একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল, "অবশ্য যদি উপন্যাস লিখতে চান ত স্বতন্ত্র কথা।"

"কোনদিন ত ভাবিও নি একথা! অবশ্য এটা সত্যি যে এখানে এসে এখানকার দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। এও ভেবেছি যে কেউ কেন কখনও এর সম্বন্ধে কিছু লেখেনি। কিন্তু আমি লিখব একথা ভাবতেও ভয় করে যে।"

সাগ্রহে তাবরোভ্ বলল, "আপনি বই লিখুন সে কথা ত আর আমি বলছি না। কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনি প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হতে পারেন ত? রীতিমত শক্ত, প্রয়োজনীয় কাজ এটা। লক্ষ লক্ষ লোককে সংবাদ সরবরাহ করা হল সংবাদপত্রের কাজ। ইংরেজী পড়া চালিয়ে যান, রান্নার কাজেও কামাই দেবেন না, পাঠচক্রে পড়ানোর কাজও চলতে থাকুক কিন্তু সকলের চেয়ে আগে কাগজে লিখুন। এতে লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বাড়বে, উদ্দেশ্যমূলক কাজ পাবেন একটা।"

"আপনি তামাসা করছেন।" বলল ওল্‌গা কিন্তু গভীর চিন্তার ভ্রূকুটি লেগে রইল তার কপালে।

"তামাসার কথা কেন? আমি ত জানি আপনার কিসের এত দুশ্চিন্তা। আপনার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়, ব্যর্থতার ভয়। স্থানীয় কাগজে না লিখে আঞ্চলিক কাগজে লিখুন। এমন কি ছদ্মনাম না হয় নিন। আপনার ইচ্ছে হলে প্রথম বিষয়টা আমিই নির্বাচন করে দিতে পারি। উকামচান সহরে থাকার সময় সম্পাদকের সঙ্গে আমার এ নিয়ে কথা হয়। তারা খনি অঞ্চলে নূতন পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে বেশ উৎসাহী। আমাদের খনি নিয়েই লিখুন।

"কিন্তু আমিত ওদের পদ্ধতি জানি না।"

"আসুন আমার সঙ্গে। লগুনোভ্ আজ আমার অপেক্ষায় আছে। ওর সঙ্গে আমার কিছু ব্যবসায়িক কথাবার্তা আছে। আপনি বলবেন আপনি শুধু দেখতে এসেছেন।"

৩০

লগুনোভ্‌কে অফিসে পাওয়া গেল না, তাব্‌রোভের জন্য একটা পুরো ঘণ্টা 'নষ্ট করে' লগুনোভ খনির ডানদিকে এক নতুন গড়ার জায়গা দেখতে গিয়েছে।

কাল দাড়ি, ঘন ভ্রূ, মধ্যবয়স্ক এক ফোরম্যান তাব্‌রোভকে বলল, "আমরা কিছু বেশী খোঁড়াখুড়ি করছি, বায়ু চলাচলের পথ আর উপরে উঠার দরজা চাই একটা। দুটো বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারলে খনিজ পদার্থ এক প্রবেশমুখেই আমরা পাঠিয়ে দিতে পারব। আপনাদের কারখানায় আমরা খনিজ পদার্থের জোগান দিই, কাজেই কি পরিমাণ আপনারা নিতে পারবেন, আর কি পরিমাণ আমরা দিতেই বা পারব তার একটা বোঝাপড়া করতে হবে ত? সেই কথাই প্লাটন আরতিওমোভিচ্‌ এর সঙ্গে আলাপ করে নিতে হবে আপনার।"

আগ্রহসহকারে তাব্‌রোভ শুনছিল ; বলল, "হ্যাঁ বুঝতে পারছি, দুটো খনিতে ত আর একসঙ্গে কাজ করতে পারা যাবে না! কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছেন মনে হয়?"

"প্রত্যেকটায় পাঁচশ মিটার।"

ফোরম্যান এর নাম হল পিওত্‌র মার্তেমিয়ানভ। খনির পার্টি সেক্রেটারীও সে। তরুণের দল তাকে দাদু বলে ডাকে। তাতে মার্তেমিয়ানভ এর আপত্তি নেই, ওরা যদি তার মধ্যে ঠাকুর্দাসুলভ গুণাবলী আবিষ্কার করে থাকে ডাকুকনা তাকে দাদু বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে দাদুর চোখেমুখে এমন দুষ্টুমি খেলে যায়, তারুণ্যের এমন প্রকাশ পাওয়া যায় তার কাজে কর্মে যে যুবকের দল অবাক হয়ে ভাবে 'তাহলে দাদু নামটা বদলাতে হবে দেখছি। কোন না কোন বিষয় নিয়ে দাদু সবসময়ই আলোচনা করে যাচ্ছেন। বাহিনীর কর্মক্ষমতা কি করে বাড়াতে হবে, শক্ত ফিটকিরি দিয়ে কি কাজ হতে পারে, ভারতের কংগ্রেস ইংল্যাণ্ডকে যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে গান্ধীজীর আপত্তির কারণ কি, হিটলার আর ফরাসীবাহিনীর সন্ধির সর্তগুলো কি কি সবই তার জানা। অত্যন্ত গোপনীয় পারিবারিক ব্যাপার ও লোকে তার সঙ্গে আলোচনা করে। এই ত মার্তিমিয়ানভ, অফিসঘর বা তার ডাকঘর যাই বল—সেখানে বসে তাব্‌রোভের সঙ্গে কথা বলছে, এরমধ্যে

অন্ততঃ পাঁচজন এল তার পরামর্শ চাইতে। কাউকে কখনও বসিয়ে রাখেনা, —চট্‌পট্‌ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, লোকের সঙ্গে ব্যবহারটাও বেশ অমায়িক আর গাম্ভীর্যপূর্ণ, ওল্‌গার দৃষ্টি পড়ল প্রথমেই তার উপর। তাই ওলগা তাব্‌রোভের উপর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল যখন সে বলল মার্তিমিয়ানভকে, "আপনি ওল্‌গা পাভলোভনাকে খনির ভিতরটা দেখিয়ে দিন না একটু। কখনও নীচে নামেননি ওল্‌গা, কি করে সোনা তোলা হয় জানতে তাঁর বেশ আগ্রহ আছে। আমি আপনার কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ থাকব। আপনি এঁকে নিয়ে যান, ততক্ষণ আমি গিয়ে লগুনোভ্‌কে ধরে ফেলি।"

লাল পতাকাটার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে মার্তিমিয়ানোভ সগর্বে বলল—"এইবছর আমরা পেয়েছি ওটা, এখন এখানে একজন লোক যাতে কয়েকটা মেসিন চালাতে পারে তারই আন্দোলন চলছে। তার মানে একজন লোক চার পাঁচটা যন্ত্র চালাবে একসঙ্গে, তারও উপর দুইদফা কাজ সারার পরিকল্পনাও চলছে, একই লোক ড্রিলিং আর বিস্ফোরণ দুইএর কাজই করতে পারছে।"

অফিস থেকে বার হবার সময় ওল্‌গা তার কোটের বেল্টটা আঁটতে আঁটতে বলল, "যে সব শ্রমিকরা এই নূতন ব্যবস্থায় অবসর পায় তাদের পরে কি হয়?"

"তাদের কি হয়? তারা খনিতে কাজ করে। আমরা দুটো শাখাকে একত্র করছি, তার জন্যও শ্রমিক চাই, তার উপর আমরা আবার নূতন রাস্তাঘাটও বানাচ্ছি।"

খাঁচায় করে নিচে নামতে হয়। সেই কপিকলের কাছে দাঁড়িয়ে ওল্‌গা আবার জিজ্ঞেস করল, "খনিতে বুঝি অনেক লোক কাজ করে?"

"অনেক, অনেক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আবার টাকাপয়সার ব্যাপারে বেশ একটু কৃপণ, মোটেই খরচ করতে চাননা। আমাদের স্কোরোবোগাটোভ ত বিশেষ করে।" নীচে থেকে লণ্ঠন এর আলো এসে পড়ছিল ওল্‌গার চোখেমুখে। সেদিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে গেল মার্তিমিয়ানোভ্‌, তারপর আবার বলল, "তা যাক্‌ আমাদের খরচাপত্র আমাদেরই পুষিয়ে নিতে হবে আর কি! এই যেমন ধরুন, ঝরনা স্নান আর ঘর শুকাবার সরঞ্জাম কেনা, এসব কি আমাদের সাধ্যে কুলায়? আবার ধরুন নর্দমাগুলো ঢেলে গাঁথতে হবে। আমাদের খনির চারটে স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরে আলাদা আলাদা নর্দমা। তা না হয়ে হওয়া উচিত ছিল, একটা মূল নর্দমা আর বাকীগুলোর যোগাযোগ। আবার তৃতীয়

দফায় দেখুন পুরনো যন্ত্রপাতির বদলে উন্নতধরণের যন্ত্রপাতির বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু টাকা কোথায় ?"

মাথা নাড়ল ওল্‌গা। মার্তিমিয়ানোভ যেরকম সহজভাবে তাবরোভের অনুরোধ মেনে নিয়ে তাকে সবকিছু দেখাচ্ছে, সব গোপনীয় খবর বলছে তাতে ওল্‌গার ভারী ভালো লাগছিল। কাকে বলে শাখা, কার নামই বা স্তর, কিসের যন্ত্রপাতি কিছুই সে বুঝতে পারেনি. তবুও ফোরম্যানের আলোচনার ধারায় সে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

খনির মুখে খাঁচা এসে লাগল। ওল্‌গাকে ডিঙিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে মার্তিমিয়ানোভ ডাকল "আসুন যাওয়া যাক্।" ওল্‌গাও ঢুকল, পরমুহূর্তেই বিদ্যুদ্বেগে নেমে যেতে লাগল তারা নিচে অন্ধকার খনিগর্ভে।

হাতের মোমটা জ্বালিয়ে চিমনির ভিতরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল মার্তিমিয়ানোভ "ভয় পেলেন নাকি ?" অন্ধকারে বাতি জ্বললনা, এত গতিবেগে আলো নিভে যেতে লাগল বারে বারেই। তাই সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলল, "থাক্‌গে, শীগগিরই নেমে যাব আমরা।" আর বলতে না বলতেই খাঁচা এসে মাটিতে লাগল।

উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত খনিগর্ভ, তবুও ওল্‌গার হাতে দেওয়া হল আর একটা লণ্ঠন, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "লণ্ঠন লাগবে কিসে ?"

"সবগুলো গ্যালারীতে কিছু বৈদ্যুতিক আলো যায় নি, মোমবাতি আমরা ব্যবহার করি। সোনার খনিতে গ্যাস হয় না। কয়লার খনির মত বিস্ফোরণও হয় না এখানে। তাই এবছর থেকে কার্বাইড আলো আনবার ব্যবস্থা করছি, ওতে অনেক সুবিধা।"

মার্তিমিয়ানোভ্ ওল্‌গাকে নিয়ে চলল যেখানে বিকট শব্দে যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে। সাদা গুঁড়োয়-ঢাকা শ্রমিকদের দেখাচ্ছে ময়দাকলের শ্রমিকদের মত। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওল্‌গার। পাহাড়ের গায়ে সারি সারি গর্ত খুঁড়ে তারা বিস্ফোরণ করার জায়গা তৈরি করছিল। ওল্‌গা চারদিকে তাকিয়ে দেখছে আর মার্তিমিয়ানোভ্ দুর্বল জায়গাগুলো দেখে পরীক্ষা করছে। জমাট বাতাস বইবার পাইপগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে নিল, মালকাটাদের জিজ্ঞাসা করল হাওয়া ঠিকমত আসছে কিনা! নূতন বাড়িতে উঠে গিয়েছে একজন; তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আর একজনকে শিল্পবিভাগে ভর্তি করার কথা জানিয়ে মার্তিমিয়ানোভ কাজ করেই চলেছে।

একটি কর্মরত শ্রমিকের শক্ত মাংসপেশীর দিকে তাকিয়ে ওল্‌গা মনে মনে ভাবল, "এই বিরাট যন্ত্রটা চালাতে নিশ্চয়ই ভয়ানক শক্তির দরকার হয়, আর এই লোকটি তিন চারটে যন্ত্র চালাচ্ছে একসঙ্গে। আচ্ছা কি করে সে ভাবল যে চারটে একসঙ্গে সে চালাতে পারবে। রাতারাতি কিছু আর তার আরও তিন-জোড়া হাত গজায়নি, তাহলে নিশ্চয়ই সে আরও শক্তিশালী, আরও সাহসী হয়ে উঠে বদলে গিয়েছে। বোধহয় এরি মধ্যে তার সম্বন্ধে কাগজে লেখালেখি হয়ে গিয়েছে।" হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তাব্‌রোভের উপদেশ ; ভাবল, "আমি কি নিয়ে লিখব ?"

৩১

মার্তিমিয়ানোভএর কাছে ওল্‌গাকে ছেড়ে দিয়ে তাব্‌রোভ গেল লগুনোভ্‌-এর সন্ধানে। সার্ভেয়ারের সঙ্গে বসে আলাপ করতে করতে স্কুলের ছেলেদের মত ধূমপান করছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলছিল লগুনোভ্‌এর নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সোৎসাহ আলোচনা।

নিরীহ স্বরে একটু তামাসা মিশিয়ে, তাব্‌রোভের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে লগুনোভ্‌ বলল, "আমাদের উৎপাদন সভা ত শেষ হয়ে গেল। তোমার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা ভেবেছিলে ?"

"হ্যাঁ, আমি একটু আটকে পড়েছিলাম।" কেন আটকে পড়েছিল ভাবতে গিয়ে একটু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে।

আলোচনা চলতে লাগল, কিন্তু বারেবারেই তাব্‌রোভের মনে কি এক সুখকর অনুভূতি খেলা করে বেড়াতে লাগল। যতবারই কাজের কথা বলছে ওরা, ফাঁকে ফাঁকে কাজের চেয়ে ওল্‌গার চেহারাই ভাসছে ওর চোখে। ওল্‌গার সেই চকিত দৃষ্টি, পকেটে কাগজগুলো রাখবার সময় তার আঙুলের গতি, ওর মন দখল করে রইল। ওল্‌গার প্রতি তার অনাবিল প্রেম, এক সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাকে। হঠাৎ শুনল লগুনোভ বলছে, "কি ব্যাপার বলত ? স্বপ্ন দেখছ মনে হচ্ছে ?"

"সত্যি নাকি ?" বলে তাবরোভ্‌ হেসে ফেলল। নিতান্ত ব্যক্তিগত চর্চায় তার রাগ হল না মোটেই। তবে অবশ্য এরকম জরুরী আলোচনার সময় অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য খুব লজ্জিত হল। লগুনোভ্‌ উঠে দাঁড়িয়ে একদিকে হাত

বাড়িয়ে দেখাল, "এই যে এখানে আমাদের নতুন শাখার কাজ আরম্ভ হবে।" লগুনোভের কণ্ঠে চাপা উৎসাহের সুর লক্ষ্য করল তাবরোভ্, মনে পড়ল তার ওল্‌গা বলেছিল—দয়া আর ঔদার্য তার দৃঢ় চরিত্রের সঙ্গে কেমন মিশে রয়েছে। সহকর্মীর বক্তব্য ছাপিয়ে তার কণ্ঠস্বরই তাব্‌রোভ্‌কে সচকিত করে তুলল। ভাবল তাবরোভ্—ওল্‌গা ঠিক কথাই বলেছে, সদাহাস্যময় হওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্র দৃঢ়। আমার মনোভাব যদি এই মুহূর্তে সে জানতে পারত তাহলে কি ভাবত সে আমার সম্বন্ধে, সহানুভূতি দেখাত, না আমাকে বাধা দিত!

লগুনোভের ভাবভঙ্গী দেখে ওল্‌গার কথা মনে পড়ে গেল তার। এতক্ষণে ওল্‌গা মাটির তলায় সুড়ঙ্গপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি চমৎকার সঙ্গী সে। একটি নারীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, আর তাকে মাটির তিনশ' ফিট তলায় অন্ধকারে অপরিচিত একজনের সঙ্গে ঘুরতে দিয়ে সে ভাবছে যে ভারী উপকার করেছে তার! বেচারা ওল্‌গা হয়ত এদিকে ভয়ে কাঁপছে, মাটির তলায় ত কোনদিন নাবেনি এর আগে! লজ্জায় ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল—বলল, "চল আমরা খনিতে নামি।"

ওল্‌গা তাব্‌রোভের দেওয়া কাগজ পেন্সিল হাতড়াতে লাগল কোটের পকেটে। ঐ যে ছেলেটা সকল আলোচনার কেন্দ্রস্থল, ঐ যে দুঃসাহসী কর্মী কতগুলো মেসিন চালিয়ে যাচ্ছে সামরিক কায়দায়, তার নামধামটা অন্ততঃ লিখে নিতে চায়।

কিন্তু সাহসে কুলাল না। খালি ড্রিলিং মেসিনএর ঘড়ঘড় শব্দের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে নিতান্ত দুর্বোধ্য একটা দুটো কথা জেনে নিচ্ছিল। মার্তিমিয়ানোভ্ ওল্‌গাকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথের গোলকধাধায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, পচা কাঠ, নতুন কাঠের টাট্‌কা রেসিনের গন্ধ লাগতে লাগল ওল্‌গার নাকে এসে। মাঝে মাঝে কাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, কখনও সিলিংএ মাথা ঠুকে যাচ্ছে, আড়াআড়ি ঠেকানো কাঠে ব্যাহত হচ্ছে গতি। এত ব্যস্ত আর বিব্রত ওল্‌গা যে মার্তিমিয়ানোভ তাকে বিজ্ঞজনসুলভ পরীক্ষা করছে কিনা তাও ভাববার সময় নেই তার। মার্তিমিয়ানোভ তার কাজে এমনই মত্ত যে একবার একটা বিশেষ জায়গায় এসে বিশদ ব্যাখ্যা করতে লেগে গেল। উৎসাহের চোটে ভুলে গেল সে যে ওল্‌গা বয়সে তরুণ হলেও এখানে তার থেকে তাড়াতাড়িই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ফলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর গলিপথে, দূর থেকে দূরতম কোণে, বৃষ্টিভেজা সুড়ঙ্গে নিয়ে চলল ওল্‌গাকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওল্‌গার ময়লা চেহারা, লাল গাল, ঘর্মাক্ত কপাল দেখে মার্তিমিয়ানোভ লজ্জিত হয়ে পড়ল। বলল, "আপনাকে ভারী পরিশ্রান্ত করে ফেলেছি, মাপ করবেন, অন্যায় হয়ে গিয়েছে। একটা কি দুটো স্তর দেখালেই চলে যেত।"

নতুন জানার আনন্দে উদ্ভাসিতমুখে ওল্‌গা চেঁচিয়ে উঠল, "না না, চলত না। আমি লিখতে চাই, তার মানে খবরের কাগজের জন্য প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করছি আর কি!"

কালো দাড়ির ভিতর থেকে মার্তিমিয়ানোভ্‌এর শুভ্র দন্তপংক্তি বিকশিত হয়ে উঠলো।

"লিখুন, লিখুন। আমাদের কর্মীদের একটু প্রচার হওয়া দরকার। তারা সব খাঁটি সোনা। খালি আমাকে বাদ দেবেন এর থেকে।"

"কেন, বাদ দেব কেন?"

পিঠে যেন কেউ বালি ঢেলে দিয়েছে একবস্তা, এমনি ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল মার্তিমিয়ানোভ্‌, "এমনি আর কি? কি যে সব বোকা বোকা কথা লেখে মাঝে মাঝে। একজন ত আমাকে একেবারে বীর বানিয়ে ফেলল। আমি এই সব পরিকল্পনা করেছি, আমার মাথার চুল লাল, চোখ নীল এসব লিখে ফেলল। আর তার পরে বন্ধুদের কাছে আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন। অথচ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাথার চুলও লাল নয়, চোখও নীল নয়।"

"অন্যের সম্বন্ধে এসব লিখলে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?"

লজ্জিত হয়ে পড়ল মার্তিমিয়ানোভ্‌, "আছে। তবে আপনি লিখবেন বলে ত আমার মনে হয় না। আপনি ত আমাদের এলাকায়ই বাস করেন, তাই আপনি এর চেয়ে ভাল লিখবেন। আর আমার কথা লিখতে বারণ করেছি কেন, নিজের সম্বন্ধে লেখা পড়তে পারি না আমি। আর ঐ মূল নর্দমার ব্যাপার-টার কথাও লিখবেন না যেন, ব্যাপারটার আরও একটা দিক রয়ে গিয়েছে কিনা ভাববার।"

লগুনোভ্‌ আর সার্ভেয়ারের সঙ্গে তাব্‌রোভ যখন খনির মুখে এসে দাঁড়াল, মালকাটার পোশাক আর বহিরাবরণে সজ্জিত ওল্‌গাকে চিনতেই পারল না। তাকে সজীব ও সতেজ দেখে বলল, "আপনাদের দিকেই গিয়েছিলাম কিন্তু ধরতে পারিনি আপনাদের।"

লগুনোভের দিকে মাথা নেড়ে সংক্ষেপে জবাব দিল ওল্‌গা, "আমরা সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি, এত চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমার ধারণাই ছিল না।"

লগুনোভের কর্মক্ষেত্রটা ছিল কিঞ্চিৎ নিরানন্দময়, তা সত্ত্বেও কারোকে আনন্দ দিতে পারে দেখে সে সানন্দে বলে উঠল, "তাহলে আপনার ভাল লেগেছে বলুন ?"

"ভয়ানক ভাল লেগেছে। প্রথমে ত মনে হল যেন রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি। বিরাট দরজা, লম্বা কাঠের বেড়া দেওয়া পাহাড়ের সারি। মাথা নীচু হয়ে এঁকে বেঁকে চলতে লাগলাম—হঠাৎ যত কালো যেন এক সঙ্গে আলো হয়ে উঠল, বিরাট, অসীম নীল আকাশ তারায় ভরা, পরীর দেশের যেন দরজা খুলে দিল। একটু পরেই বোঝা গেল যেটা আকাশ মনে করেছিলাম, সেটা আসলে বিরাট পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, আমরা ভূগর্ভে স্বর্ণখনির অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আছি। আর একটু এগিয়ে প্রশস্ত রাজপথ। উপর নীচে যাওয়া আসা করছে খনিজপদার্থ বোঝাই গাড়ী, এত শিল্পসার্থক, এত ব্যবসাসুলভ চেহারা সে জায়গার। যেখানে মালকাটারা খোদাই করছে সেখানে আসার সময় বুক টিপটিপ করছিল। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি, যন্ত্রপাতিগুলো যুদ্ধক্ষেত্রের মত বিকট শব্দ করে চলেছে, দূরে শোনা যাচ্ছে বিস্ফোরণের শব্দ। আর সত্যি যখন দেখা যায় যে আসল যুদ্ধ এখানেই, মানুষের জীবনকে সুন্দরতর করার যুদ্ধ, তখন যেন শিরদাঁড়া বেয়ে কাঁপন উঠতে থাকে।"

ওল্‌গার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে লগুনোভ্ বলল, "তা সত্যি, আমাদের ওঠানো সোনা জাতি পুনর্গঠনের কাজে একটা বিরাট অবদান।"

ওল্‌গা বলেই চলল, "আর কি সুন্দর লোক সব কাজ করে এখানে। এত উৎসাহী, যেন সূর্যের এক এক টুকরো ছিটকে এসে পড়েছে তাদের বুকে। বোধ হয় মাটির নীচে কাজ করার সময় এই প্রাণচাঞ্চল্য দরকার হয় ?"

তাব্‌রোভ সম্মতি জানাল, "হাঁ তা হয়।" অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রেমের যে ক্ষীণ শিখা জ্বলছিল তার, তা যেন ইন্ধন পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "আমার নির্বাচনে ভুল হয়নি, জীবনে উন্নতি সে করবেই, কি চমৎকার বর্ণনাভঙ্গী, কি গভীর অনুভূতি !"

৩২

বাড়ি পেঁাছে ওল্‌গা চুল আঁচড়ে, জামাকাপড় বদলে লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে বসল।

ইভান বাড়ি এসেছিল: ফ্লাস্কটা খোলা পড়ে আছে, একগাদা নোংরা বাসন উনুনের পাশে উপুড় হয়ে আছে। বোঝা গেল বাড়ি ফিরে খেয়ে আবার বক্তৃতার ক্লাশে বেরিয়ে গিয়েছে। এই প্রথম ওল্‌গা ইভান বাড়ি না থাকায় বেশ তৃপ্তি পেল। এখন সে তার অনুভূতি আর কথাগুলোকে কাগজে কলমে রূপ দিতে চায়। সেগুলো কি দাঁড়াবে, খবরের কাগজের প্রবন্ধ না গল্প না উপন্যাস সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নাই। কিন্তু মার্তিমিয়ানোভ যে বলেছে, 'আপনি বেশ ভালই পারবেন' সেকথা তার মনে পড়ল। স্কুলে থাকতে কত প্রবন্ধ ত লিখেছে তখন অবশ্য কেউ তাকে বলেনি সে সাহিত্যিক হবে বড় হয়ে। তার পর আরও কত বছর কেটে গিয়েছে, লেখার অভ্যাস মোটেই নাই; তা নাই বা থাকল, এই সব লোকের সঙ্গে সে বাস করছে, উঠছে, বসছে, আর তাদের কাজের কথা দুটো লিখতে পারবে না? ওল্‌গা দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখতে গেল, কিন্তু প্রথম লাইনটা লেখার আগে আরও কতবার যে কলমে কালি শুকিয়ে গেল!

লোকে বলে খনির ভিতরে অন্ধকার, ভিজা স্যাঁতসেঁতে। হাঁ মাঝে মাঝে ভিজা জায়গাও আছে বটে তবে ওল্‌গার ভয় করেনি। ভাবতে ভাবতে ওল্‌গা মাথার ফোলা জায়গাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। কেউ যদি একলা নামে নীচে, আর ঐ গোলকধাঁধায় পড়ে যায় তাহলেই ত ভয় পাবার কথা। ওল্‌গার পাশে ছিল মার্তিমিয়ানোভ্‌ আর শ্রমিকের দল, অনেক কিছু দেখেছে ওল্‌গা, বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখেছে।

ওল্‌গার চোখের সামনে ভেসে উঠল খনির ভিতরের দৃশ্য। পাতালপুরীতে যন্ত্রদানবের মাথার আলো, আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসা খনিজ পদার্থ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে খনির মুখে, প্রচণ্ড বিক্রমে পাহাড় গুঁড়া করতে রত ড্রিলিং মেসিন। তার উপর সেই যে ড্রিলার যে নাকি বিস্ফোরণ করার কাজেও হাত লাগিয়েছে, তার চেহারা, সব দেখতে পেল ওল্‌গা মানসচক্ষে। "সৃষ্টির আদিকাল থেকে যা ছিল সুপ্ত তাকেই মানুষ পর্বতাভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বার করে আনছে।" লিখে

চলল ওল্‌গা, "কিন্তু এ স্বর্ণ মানুষের নিজের তুষ্টিতে নিয়োজিত হবে না, হবে না মালিকের খেয়াল পরিতৃপ্ত করতে ; পৃথিবীর সর্বত্র এখানে সেখানে তৈরী হবে ফুলবাগান, গড়ে উঠবে রাস্তাঘাট, ক্ষুধিত মানব পাবে খাদ্য, পাবে আনন্দ। ঐ যে চারটা মেসিন চালাচ্ছে ড্রিলার, সেও জানে তার পরিশ্রম জোগাবে ভাবী-কালের রসদ। মাথার আলোটা জ্বালাবার সময় এ কথা ভেবে কি তার হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না ?

"গলিপথের নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে গুণে চলেছে—

"এক—দুই—তিন—চার—

"সশব্দে ফেটে পড়ল বিস্ফোরক, খনিজ পদার্থ সজোরে উৎক্ষিপ্ত হল শূন্যে, টুকরা টুকরা হয়ে ধূলিমুষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বিস্ফোরণের আওয়াজ যেন ড্রিলার এর বিরাট সাফল্যের অভিনন্দন। প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে গেল স্তর থেকে স্তরে, খনিমুখে।

"এক—দুই—তিন

"আর একটি শাখায় অপর একটি শ্রমিক ঘটাচ্ছে বিস্ফোরণ।

"এমনি চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। অবশ্য শ্রমিকরা কাজ করে মোটে ছয় ঘণ্টা, তাদের ও পৃথিবীর উপরে বাস করার সুযোগ দিতে হবে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সম্পদ ত সেজন্যই প্রয়োজন।"

মাত্র এই কৃত্রিম বর্ণনা শেষ করে এনেছে সে, বাইরে পদশব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তেই ওল্‌গার কাঁধের উপর ইভান ইভানোভিচের করস্পর্শ। চমকে ওল্‌গা উজ্জ্বল চোখে তাকাল স্বামীর চোখের দিকে, মুহূর্তের জন্য যেন সুখস্বপ্নের রেশ চলছে তখনও তার। শিশুটির জন্মের পর ছাড়া আর কখনও ওল্‌গার এমন ভাব ইভান দেখেনি।

ওল্‌গাকে চুম্বন করে জিজ্ঞাসা করল ইভান, "কি করছ গো ? বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার প্রতীক্ষায় কেউ বসে নেই। কার কাছে চিঠি লিখছ ?"

ইভান কাগজগুলো পড়ার উপক্রম করতেই ওল্‌গা লজ্জায় দুহাত চাপা দিল তার উপরে, আবার ইভানের আগ্রহ দেখে সরিয়ে নিল। ইভানের কাঁধের উপর হাত দুটি জড়িয়ে ইভানের চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত মৃদুস্বরে বলল, "তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না, আমি খবরের কাগজের প্রবন্ধ লিখছি, আমি সাংবাদিকের কাজ নেব।"

বিস্ময়ে ইভান চোখগুলো বড় বড় করে ফেলল, "নতুন উন্মাদনা বুঝি ?" তারপর ওল্‌গার কপালের ক্ষতটায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "এটা কি ? কে মারল ?"

"আমি নিজেই।"

ক্ষেপাবার সুরে বলল, "তাহলেই দেখ, প্রথম প্রবন্ধটা শেষ হবার আগেই লাঠি পড়েছে মাথায় ! খবরের কাগজে লেখা খুব সহজ ব্যাপার বলে মনে কর নাকি ?"

আহত হয়ে ওল্‌গা ভাবল, "সব সময় এমন করে কেন কথা বলে, আমি কি ছেলেমানুষ ?" তারপর জোরে বলল, "সহজ ব্যাপার ত আর আমি খুঁজছি না !"

ওল্‌গার কথা যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে বলে চলল ইভান, "লিখতে হলে শুধু প্রতিভাই নয় তার সঙ্গে চাই কঠোর পরিশ্রম করার প্রচণ্ড ক্ষমতা, তা না হলেই বোহেমীয় জীবনযাত্রা এসে পড়ে, আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক লোক আছে যারা রাজনীতির ধার বড় ধারে না। গুসেভের কথাই ধর না কেন ! আঞ্চলিক কমিটিতে সেই চিঠিটা পাঠাতে সে অস্বীকার করেছে, এতে নাকি মনে হবে আমরা সবাই মিলে জেলাকমিটির বিরুদ্ধে যাচ্ছি।"

বিরক্ত হয়ে ওল্‌গা ভাবল, "এবার ওর কথাই সাতকাহণ হয়ে উঠবে।" বলল, "আমি ত আর লেখিকা হতে চাই না, আমি চাই পেশা আর যদি মনে হয় এবার আমি ঠিক পেশাটি খুঁজে পেয়েছি, তাহলে দিন রাত খাটব তার পিছনে।"

ইভান ইভানোভিচ বলল, "সেটাই ত আসল কথা, ঠিক পেশাটি পেয়েছ কিনা ! সাধারণ মানুষ যদি পেশা নির্বাচন করতে ভুল করে তেমন কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু সাহিত্য বা ললিতকলার ক্ষেত্রে কত অনধিকারচর্চা যে চলেছে তার হিসাব রাখে কে ? নিজেকে এবং অপরকে ধোঁকা দেওয়া এখানে খুব সোজা। আমার কথা শুনে রাগ কোরো না ওল্‌গা, আমি তোমারই জন্য বলছি। শোনাও দেখি এবার কি লিখেছ ?"

কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে রইল ইভান শোনার জন্য। এত সন্দেহ সত্ত্বেও সে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। এত সমালোচনার পরে নিজের প্রথম লেখা ইভানের সামনে পড়া ওল্‌গার পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু নিজেরও অজ্ঞাতে লেখক-সুলভ গরিমা ওল্‌গাকে দুঃসাহসী করে তুলল, ইভানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে

ফেলল—সমালোচনা ও প্রশংসা শোনার জন্য লেখকদের যেমনটি হয়ে থাকে। ইতস্ততঃ করে বলল, "এখনও ঠিক শেষ হয়নি লেখাটা, আর নকল করাও হয়নি।" তবুও সে পড়তে আরম্ভ করল।

মনোযোগ দিয়ে শুনল ইভান, শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে এল তার মুখ।

ঠিক তখনই তার মন্তব্য দিল না ইভান। ওল্‌গা এক টুক্‌রো কাগজ মুড়তে মুড়তে দুরুদুরু বক্ষে নতনেত্রে অপেক্ষা করছিল। প্রশংসা শোনার জন্য যে এত অধীর হয়ে উঠবে তা ওল্‌গা আগে ভাবতে পারে নি। ওল্‌গাকে ব্যথা দেবার ভয়ে ইভান দেরী করতে লাগল, ওলগার অশান্তি তাকেও নাড়া দিয়েছে, আর পেশা নির্বাচনের জন্য ওল্‌গার তীব্র অস্বস্তির কথাও তার অজানা নেই। যে কারণেই হোক এত তাড়াতাড়ি ওল্‌গাকে নিরুৎসাহ করতে যেন মন চাইলনা। অবশেষে চেষ্টা করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, "মন্দ নয়, এমনি করে লিখতে লিখতে একদিন সত্যিকার লেখিকা হয়ে উঠবে তুমি।"

ওল্‌গা বলল, "সত্যি কথা বল ইভান, আমি তোমার প্রশংসা শুনতে চাই না।"

ভীরুতা এসে গ্রাস করল ইভানকে আবার, বলল, "মন্দ হয়নি ওল্‌গা।" অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল দুজনের মাঝখানে।

ভালমন্দ কিছুই না বলে "মোটেই মন্দ হয়নি" বলতে পেরে ইভান খুশী হয়ে উঠল কিন্তু ওল্‌গার ব্যথিত চেহারা দেখে পরমুহূর্তেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ভাবাবেগে সে স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে ফেলল, "রাগ কোরোনা ওল্‌গা কিন্তু আমার ভাল লাগেনি। তোমার বক্তব্যগুলো বড় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। 'নগদেবতার হৃদয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পথ তৈরি করা' 'সাফল্যের শিরে জয়মাল্য অর্পণ',—এমনি করে ত আমরা কথা বলিনা। বড় বেশী কবিত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। না ওল্‌গা, আমার মতে এরকম কাজে হাত দেওয়া তোমার উচিত হবে না।"

৩৩

পরদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওল্‌গার ঘুম ভাঙ্গল। জীবনের প্রথম হয়ত বা শেষ প্রবন্ধ রচনা করার সময় যে আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল ওল্‌গার তা ঘুচে গিয়েছে, এখন রয়েছে শুধু ব্যথার স্মৃতি। স্বামীর সমালোচনা আর মার্তিমিয়ানোভএর কাছে তার খনিসম্বন্ধে লেখার প্রতিশ্রুতি দু'য়ে মিলে সে স্মৃতিকে আরও ব্যথাতুর করে তুলল।

আর ঘুমাবার ইচ্ছা ছিল না তার তবুও দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল সে। মনে মনে বলল—"লিখেছিলাম তো।" ইতিমধ্যেই ইভান উঠে কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ওল্‌গা নড়ল না চড়ল না এমন কি ইভান যখন তাকে নীচু হয়ে বিদায়চুম্বন দিল তখনো সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

সারাটা সকাল ওল্‌গা মনমরা হয়ে রইল। খাবার সময় হতেই বাইরে বেরিয়ে যেতে মনস্থ করল। কাল দুজনের কথাবার্তায় যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা ভুলতেই হবে তাকে। ইভানের পক্ষে ভোলা সহজ কারণ তার ত কতকিছু করার রয়েছে। যদি সে আজ আবার সে প্রসঙ্গ তোলে, চাই কি তামাসা করেও বলে তাহলে?

টেবিল গোছাতে গোছাতে বলল, "না, তা কিছুতেই হবে না, ও আজ একলাই খেয়ে নিক না কেন।"

ইভানের প্লেটের উপর একটুকরা কাগজ রেখে দিল ওল্‌গা—সে যেন তার জন্য অপেক্ষা না করে খেয়ে নেয়—তারপর ঝড়ের সময় পড়ার জুতোজোড়া পরে দরজার দিকে এগোল। হঠাৎ কি মনে করে আবার ফিরে এসে লেখা কাগজগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলল। লার্চ আর সিডার ঘেরা পথে শৈবালের উপর দিয়ে চলতে চলতে ওল্‌গা ভাবল—"আর একবার পড়েই ছিঁড়ে ফেলব ওগুলো।"

সিডানের শাখায় শাখায় দোল দিয়ে যাচ্ছে অশান্ত বায়ু, সূচীবহুল শাখা-প্রশাখায় শোনা যাচ্ছে মর্মর ধ্বনি। দিনটা ভারী গরম, কেমন গুমট। আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘের রাশি ভেসে বেড়াচ্ছে, নীরব আকাশ যেন নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে প্রচণ্ড তাণ্ডবের।

শীগগিরই ঝড় উঠবে ভাবল ওল্‌গা। "এখানে কখনও ঝড় দেখিনি। যতই ভয় দেখাকনা প্রকৃতি ঝড় কখনও হয় না।"

একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে উঠে চলল ওল্‌গা, কি নিথর নীরবতা। বন্যপ্রকৃতি চারদিকে মায়াজাল বিস্তার করে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, দূরে পাহাড়চূড়া মিশে গিয়েছে নীলাভ দিগন্তে পার্বত্য অঞ্চলের বন্ধুর উপত্যকায়। পশুর পায়ে চলা সরুপথ চলে গিয়েছে মাইলের পর মাইল। একটা সরু পাথরের ফালির উপর বসে পড়ে ওল্‌গা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ঝড় থেমে গিয়েছে, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে টিলার পিছনে নীচেকার তায়েগা অঞ্চল।

প্রকৃতির সে মৌনতা ভঙ্গ করে উঠল ওল্‌গার দীর্ঘশ্বাস, "কি করে করতে হয় তা ত জানি না। অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখেছি বলে আমারও মনে হয় কিন্তু কি করে উন্নতি করব লেখার তাও ত বলে দিলনা সে।"

কাগজগুলো খুলে জোরে পড়তে লাগল সে। পড়তে পড়তে ওল্‌গার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল উত্তেজনায়। ব্যর্থতার বেদনাই হয়ত তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে কাগজটা দলা পাকাতে লাগল। সেই শব্দে চমকে উঠে ভাবল এই যে পড়ে আছে ছিন্ন পক্ষ বিহঙ্গের মত তার নূতন ও প্রথম প্রচেষ্টা কি আর আসে যায় তাতে? এ ত মাত্র প্রথম? যাক না ব্যর্থ হয়ে। যতক্ষণ না সাফল্য আসে সে লিখেই চলবে। আর একবার খনির ভিতরে গিয়ে দেখেশুনে আবার নতুন করে নতুনরকমে লিখবে সে। আস্তে দুমড়ানো কাগজগুলো আবার খুলে পালিশ করে পকেটে ভরে রাখল। আকাশের নিবিড় নীলিমা নেমে এল তার চোখে, সূর্যালোকের প্রসন্নতা দেখা দিল মুখে। চোখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন।

প্রিয়াখিনের বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতেই ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে এল। বাজ পড়ল না মোটেই, হাল্কা মেঘের দল উপত্যকা ঘিরে নাচানাচি করতে করতে হঠাৎ যেন বিদ্যুদ্বেগে নিঃশেষ করে দিল নিজেদের। গোটা অঞ্চলটা ভিজে গেল তাদের খেয়ালের দাবী মিটাতে, পথিক ছুটল আশ্রয়ের সন্ধানে। সিক্ত উন্মুক্ত-মস্তক ওল্‌গাও দিল ছুট।

মুহূর্তকয়েক ওল্‌গা প্রিয়াখিনদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিধৌত পথঘাট, বাড়ির ছাদ, ঝোপঝাড়, তৃণভূমির সবুজ সরসতা নিরীক্ষণ করতে লাগল।

হঠাৎ শুনল ধাক্কা দিয়ে জানালাটা খুলে গেল। পাভা রোমানোভ্‌নার গলা পাওয়া গেল, "কি হাওয়া? বিশুদ্ধ ওজোন, এদিকে বাজ পড়ে না যদিও, একপক্ষে ভালই, বিদ্যুৎ দেখলে আমার বড় ভয় করে। আপনার ভয় করে না?"

তাবরোভ্ বলছে, "না। শুধু কারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে ভয় পাই আমি।"

নিশ্বাস ফেলে পাভা রোমানোভ্না বলল, "কি বাস্তববাদী পুরুষের মত কথা!"

"তাহলে কি আমাকে আপনার মত দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের কোণে বসে থাকতে বলেন নাকি? তাতে কার কি উপকার হবে?"

নিরীহ সুরে পাভা বলল, "অন্ততঃ ঝড়ের সময়টা কেটে যাবে সুখসঙ্গে।"

একটু হেসে ভাবল ওল্‌গা, "কি ডাইনীরে বাবা।" যাবার জন্য পা বাড়াল সে।

তাবরোভ্ বলল, "নির্জন গৃহকোণের জন্য আমাব আকাঙ্ক্ষা নেই।"

"মোটেই ভদ্রজনোচিত জবাব হলনা।" হাল্কা ভাবে কথাটা বলে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল ওল্‌গা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কলরব করে উঠল, "আরে তুমি কি করে এখানে এলে? এসো এসো ভেতরে এসো।"

তাবরোভের সঙ্গে খনিভ্রমণ আর তাবরোভের কথাবার্তা মনে পড়ায় ওল্‌গা পাভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। সে কিছুই করছেনা একথা যেন তাবরোভ না ভাবতে পারে। তাবরোভের সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ের পরই ওল্‌গা বলে ফেলল, "আমি প্রবন্ধটা লিখেছিলাম, আমার ভয়ানক ভাল লেগেছিল ব্যাপারটা। কিন্তু লেখাটা ভাল হল না।"

তাবরোভের নিবিড় চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ওল্‌গার উপর, "কি দেখে ভাবলেন যে লেখাটা উৎরায় নি।"

"কারণ"···বলতে বলতে থেমে গেল ওলগা—ইভান ইভানোভিচ যে বলেছে একথা বলতে তার সঙ্কোচ হতে লাগল—"আমার মনে হল উৎরায়নি।"

কৌতূহলী পাভা জিজ্ঞেস করল, "কি লিখেছ, কাকে লিখেছ?"

তাবরোভের দিকে উদ্বেগাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাতর স্বরে বলল ওল্‌গা—"খবরের কাগজে পাঠাব বলে লিখছিলাম।" ততক্ষণে তাবরোভ লেখাটা পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

কলকল করে চলল পাভা, "লেখকদের উপর আমার ভয়ানক হিংসা, যে কোন শিল্পীর উপরই ঈর্ষ্যা হয়। যখন ইচ্ছা তখনই কাজ করতে পারে, কি যশই না পায়! আর যা খুশী একটা নাম নিলেই হল।"

বিরক্তি আর লজ্জায় ওল্‌গা যেন মরমে মরে গেল। কে যেন তাকে নিয়ে কুৎসিৎ ব্যঙ্গ করে চলেছে—ভাবল—"কেন এখানে এলাম আমি।"

একবাক্স চকোলেট নিয়ে পাভা একবোঝা বালিশ জড় করা চেয়ারের এক পাশটায় গিয়ে বসল—ডাকল ওল্‌গাকে, "এদিকে এস, দেখ দেখি কি সুন্দর দৃশ্য ! দরজার মধ্যে একটা পুঁতির পর্দা ঝোলাব ভাবছিলাম, কি সুন্দর দেখতে সেগুলো ! অবশ্য পর্দার ভিতর দিয়ে সবই দেখা যায় কিন্তু জায়গাটার কেমন কদর বেড়ে যায় বল দেখি ? রঙীন পুঁতি দিয়ে বেশ চিত্রবিচিত্র করা থাকবে, ওর দিকে যেতে যেতে মনে হবে যেন গাছপালায় তৈরী প্রাকৃতিক দেয়াল, কিন্তু যেতে যেতে পর্দার ভিতর দিয়ে চলে গেলেও ফুললতাপাতা সরে যাবেনা, ঝুলতে থাকবে আশেপাশে।"

অন্যমনস্কভাবে ওল্‌গা বলল, "তা সত্যি।" হঠাৎ তার যেন হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিরকম যেন দুর্বল হয়ে গেল সে, জোরে জোরে হাতদুটো ঘষতে ঘষতে বলল, "সূর্য বেরিয়ে এসেছে।' পাভার বক্তব্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিলনা তার—"সূর্য উঠেছে—বৃষ্টি পড়ছিল কিনা—তাই সূর্যের কিরণে যেন সব ঝলমল করছে।"

বিস্মিতকণ্ঠে তাবরোভ্‌ বলল, "কিন্তু এ ত খারাপ হয়নি মোটেই !"

নারীদুটিই একযোগে ফিরে দাঁড়াল, একজন গভীর উৎকণ্ঠায় আর একজন সাগ্রহ কৌতূহলে। ওল্‌গার উৎকণ্ঠাকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে পাভা জবাব দিল, "তাবরোভের কথার উপর আস্থা স্থাপন করতে পার, খামোকা কিছু মেয়েদের প্রশংসা করার পাত্রই নয় সে। নিজের সম্বন্ধে কেউ কি ভাবল না ভাবল তাতে তার কিছু আসে যায়না।"

তাবরোভ লাল হয়ে উঠল, "আরে থামুন থামুন, সবই পাত্রাপাত্রের উপর নির্ভর করে।"

চেঁচিয়ে উঠল পাভা, "দেখলে ? কি বলেছি তোমায় ? তোমার ঐ ইভান ইভানোভিচের মত একবার যদি হাঁ কি না বলল—বিশ্বসংসার রসাতলে গেলেও সে মত আর বদলায় না।"

"কেন বদলাব শুনি ? আপনি আপত্তি করতে পারেন এমন কোন কথা ত আমি এপর্যন্ত বলিনি।" ওল্‌গার মুখের উপর নেমে আসা কৃষ্ণছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল তাবরোভ, "আমি বলেছি প্রবন্ধটা আমার ভাল লেগেছে, অবশ্য লেখিকার মন্তব্য ভয়ানক বেশী দেওয়া হয়েছে এতে। কাগজের প্রবন্ধ যত বেশী বাস্তব ঘেঁষা হয় ততই ভাল।"

ওল্‌গা আবৃত্তি করল, "বাস্তবঘেঁষা! তাহলে প্রবন্ধটা ভাল লাগল কিসে?"

"আপনার লেখার কায়দাটা বেশ ঝরঝরে। কিন্তু খনিতে আমাকে যা বলেছিলেন সে বক্তব্যটা এর চেয়ে ভাল ছিল, এর চেয়ে সরল, এর চেয়ে আন্তরিক। আপনি যেমন করে কথা বল্লেন তেমনি করে লেখেন না কেন? তাহলে আপনি যেমন এর আগে কখনও খনিতে নামেননি এমন আরও ত লোক আছে, তারা এটা পড়ে খনি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বেশ ভালই বলতে হবে, কিন্তু আবার লিখুন।"

"কি করে লিখব?"

"আরও খবর দিন। ছোটখাট, নীরস, একঘেয়ে খবর নয়, সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা নিয়ে আপনার সরস অনুভূতি তার সঙ্গে মিশিয়ে বর্ণনা করুন।"

হেসে ফেলল ওল্‌গা, "কায়মনোবাক্যে?"

"নিশ্চয়ই। মার্তিমিয়ানোভএর সঙ্গে আর একবার দেখা করুন, দরকার হলে তৃতীয়বার যান। প্রয়োজনীয় সংখ্যাতত্ত্ব, নাম সব দিতে বলুন। ঐ যে আপনার অনামী বীর—তাকে আমি চিনতে পেরেছি। তার জীবনের কাহিনী কিন্তু বড় বিচিত্র। আজারবাইজানে জন্মেছিল, এই উত্তরদেশে এসেও কিন্তু তার মোটেই অসুবিধা হয়নি। সাইবেরীয়দের গড়া রেকর্ড ভেঙ্গে চলেছে সে প্রতি মাসেই। ওর বিরাট পরিবার, তারাও বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এদেশে। ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন, তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলে খনিজীবি হিসাবে তার সম্বন্ধে লেখাটা আপনার সহজ হয়ে উঠবে।"

৩৪

নিজে নিজেই আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিল ইয়াকোভ ফিরসোভ, তাকে কয়েকটি ইয়াকুট ছেলে মিলে ধরাধরি করে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় নিয়ে এল হাসপাতালে। সর্বাঙ্গ ফুলে গিয়েছে, সারা গায়ে কালশিরের দাগ। রক্তবাহী শিরাগুলো ফুলে উঠেছে চামড়ার উপর বুকে, কাঁধে, হাতে কালো কালো দাগ ফুটে উঠছে ক্রমাগত। কি চওড়া বুক ছেলেটার—হাসপাতালের জামায় যেন ধরছেনা তাকে।

বিছানার পাশে বসে চিরকালের অভ্যাসমত হাতটা বাড়িয়ে ছেলেটার মণিবন্ধ ধরল ইভান ইভানোভিচ। কি সুন্দর, হারকিউলিসের মত স্বাস্থ্য—ভাবছিল

ইভান। স্কার্ভিতে ভোগা রোগীর দেহ ভারী নমনীয় হয়ে যায়—ফোলা মণিবন্ধে নিজের আঙ্গুলের চাপে গড়ে ওঠা দাগ লক্ষ্য করতে করতে গম্ভীর হয়ে গেল ইভানের মুখ।

কৃষ্ণ-অভিশাপ এই স্কার্ভি! ১৯২০ সালে যে অভিযাত্রীদল চাজ্‌মা থেকে স্বর্ণখনি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় বেরিয়েছিল তাদের কথা মনে পড়ে গেল ইভানের। স্কার্ভির হাত থেকে সেবছর রেহাই পায়নি কেউই তাদের—যারা বা এই দুরন্ত উত্তুরে শীতের হাত থেকে কোনরকমে বেঁচেছিল তারা শেষে হামাগুড়ি দিয়ে বসন্তের শুরুতে সবুজ ফল আর তরকারীর সন্ধানে ঘুরতে লাগল পার্বত্য ভল্লুকের মত।

ইভানের মনে পড়ল—"ঐ সময় না ছিল ভাল রাস্তা, না ছিল মেসিন, না ছিল বাগান। চাজমা দেশটাকে ত স্কার্ভির দেশ বলেই প্রায় ধরা হ'ত। এখন হেমন্তকালে এমন কি শীতকালেও টাটকা সব্জী জন্মায় এখানে। খাবারদাবার বেশ উন্নতধরণের তবুও বসন্তকালে মাঝেমাঝে স্কার্ভিরোগ দেখা যায়, বিশেষ করে যারা নাকি দূর খনিঅঞ্চলে বাস করে তাদের ত কথাই নেই।"

রোগীর ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ভাবনায় হারিয়ে ফেলল নিজেকে। ফোলা চোখ, রক্তমাখা ঠোঁট কিছুই তার নজরে পড়ছেনা। শুধু ছেলেটির অসীম বেদনা আর একাকীত্ব, মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ দেখতে দেখতে তীব্র প্রতিবাদ ঘনিয়ে এল ডাক্তারের অন্তঃকরণে, এমনি করে বিনাযুদ্ধে অজানামৃত্যুর কোলে তাকে আত্মসমর্পণ করতে সে কিছুতেই দেবেনা, দিতে পারে না।

টেবিলের উপর রোগীর জন্য প্রচুর ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ছিল, অতিরিক্ত মাখনমেশানো পরিজ, কাটা সব্জী, দুধ।

"সবই ত বেশ ভাল দেখছি কিন্তু রোগীর জিভের সামান্য নড়াচড়ায় যখন দাঁতগুলো নড়ে মাড়ির থেকে রক্ত পড়ে—তখন ত এরকম খাবার মুখে দিলে মটরশুঁটির মত ছিটকে পড়বে।" সাদা রুটির টুক্‌রোটা তখনও রোগীর ঠোঁটের পাশে পড়েছিল, "এরকম করে ত চলবেনা, অন্য কোন উপায় বার করতে হবে। পুরোন প্রথায় আর চলবেনা। রোগ যখন হয়েছে, তার প্রতীকারও নিশ্চয়ই আছে।"

ফিরসোভ এর গায়ে চাদরটা টেনে দিয়ে ইভান ইভানোভিচ উঠল—ফিটের ব্যথায় তার হাতদুটো কুঁকড়ে যাচ্ছিল, ইভান চুপিচুপি দরজার দিকে এগিয়ে

গেল। একপাল সাদা হাঁসের মত ইভানের পিছনে পিছনে এল ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্সের দল।

চক্ষুবিশেষজ্ঞ শিরোকভ এল পিছন পিছন, "আঞ্চলিক কমিটি থেকে আমাদের চিঠির কোন জবাব আসেনি, না?"

"না, এখনও আসেনি।"

"তাতে যেন ঘাবড়াবেন না, আমরা ঠিকই করেছি।"

দেনিস আন্তনোভিচ বলল, "আজ যে চিঠিটা উকামচান খনি বিদ্যালয়ের ছাত্র পেত্রভ এর কাছ থেকে এসেছে তা যদি দেখতে! লিখেছে শেষ বছরের ক্লাস করছে, চমৎকার সব নম্বর পেয়েছে ও।"

"সেই যার টিউমার আমরা অপারেশন করে দিয়েছিলাম, সেই ছোক্‌রা ত? সে তাহলে এখন পড়াশোনা করছে?"

"কমিটিকে সে অনুরোধ করেছে তার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ডাক্তার আরঝানভকে জানাবার জন্য। কি রকম অবস্থায় সে এখানে এসেছিল মনে আছে ত? লিখতে পড়তে পর্যন্ত পারত না।"

"মনে আছে। রোগীকে আমি কখনও ভুলিনা, অপারেশন করার দশ বছর পরেও না, তবে মাঝে মাঝে তাদের নাম ভুলে যাই বটে।"

তরুণ শিক্ষানবীশ সারগুটভ বলল, "ইভান ইভানোভিচের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই দ্বিতীয়বার সে থিয়েটারের টিকিটের কথা ভুলে গিয়েছে। অফিসে টেবিলের উপর সেগুলো এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।"

"থিয়েটারের জন্য আমার কত সময় পড়ে রয়েছে!" বলতে বলতে মুখটা আবার গোমড়া হয়ে এল, সেক্রেটারীর কথা, স্কোরোবোগাটোভের কথা মনে পড়ে গেল তার। শিরোকোভ লক্ষ্য করে বলল, "মাথা উঁচু করে থেকো বন্ধু। ঐ চিঠিটা আমাকে দাও দেখি, আমি ঐ ছোকরাকে টেলিগ্রাম করে আমাদের আঞ্চলিক পার্টি কমিটি আর আঞ্চলিক স্বাস্থ্যদপ্তরে দেখা করতে বলি, প্রত্যক্ষ প্রমাণে কাজ হয় বেশী।"

আধা পরিহাসের সুরে সারগুটভ বলল, "হবে বলে অন্ততঃ আশা করা যাক্।" প্যাঁচার মত মুখখানা করে গম্ভীরভাবে বলল আবার, "আজকাল গুসেভ বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, তাকে নাকি আবার হাসপাতালের কর্তা করা হবে, তাহলে আমাদের একেবারে হয়ে গেল, নূতন শিক্ষার্থী আমরা, ও ত আর আমাদের কোন পাত্তাই দেবে না।"

হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পায়চারী করতে করতে ইভান ইভানোভিচ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বর্তমানে স্কোরোবোগাটোভএর ভাবনা ছাড়াও আরও দুটো ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। একটা হলো স্কাভি, আর একটা হলো ওল্‌গা।

কে ওর মাথায় কাগজে লিখবার মতলবটা ঢোকাল? সেদিন যখন ওল্‌গার লেখা পড়ে ওকে কলমনবিশ বলে ঠাট্টা করে তখন তার সে কি রাগ? ইভানকে আত্মকেন্দ্রিক আরও কত কি বলে বসল। আজকাল ত লাইব্রেরী থেকে প্রচুর বইপত্র এনে পড়তে, লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছে, যেখানে সেখানে যাচ্ছে। মার্তিমিয়ানোভের সঙ্গে খনিতে নেমেছিল সে খবরও পেয়েছে ইভান, অবশ্য ইভানকে আর বলে না তার গতিবিধির কথা, আগে কিন্তু ওল্‌গা এ রকম ছিলনা। কয়েকদিন আগে ত ঘোষণা করেই বসল যে চার চারটে প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়েছে সে।

এতে টিকে থাকলে হত! হয়ত এও আর একটা হুজুগ মাত্র—আর এ কথাই বলতে গিয়েছিল ওল্‌গাকে—কি রাগ ওল্‌গার যেন ইভানই তার উন্নতির পথের বাধা! লিখুক না! ছেলেমানুষদের ত কোন একটা আনন্দের খোরাক চাই! তার জন্য এত হৈ চৈ করার দরকারটা কি? আবার কালই হয়ত গ্রহনক্ষত্র নিয়ে শুরু করবে হৈ হৈ! আমি এই স্কাভির ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত, আর ওর সঙ্গে আমাকেও নাচতে হবে।

মাত্র হপ্তা দুয়েক আগে মাথার খুলিতে আঘাত পাওয়া একজন শ্রমিকের দিকে ফিরে বলল, "নিয়ম ভেঙ্গেছ বুঝি?"

হাতের দু' আঙ্গুল দিয়ে পরিমাণটা দেখিয়ে দিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল লোকটি, "এই একটুখানি খেয়েছি মাত্র!"

লোকটার মোটাসোটা আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে বলল ইভান, "একটুখানি খেলেও যে কতখানি অনিষ্ট হয় বোঝ না ত! তোমাকে অপারেশন টেবিল থেকে জ্যান্ত নামাতে আমাকে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে! তাতেও যথেষ্ট হয়নি। না তোমার না আমার! সুস্থ হয়ে ওঠার ইচ্ছা নেই নাকি?" ওকে ছেড়ে পাশে আর একটি সদ্য অপারেশন করা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা খনিজীবীর কাছে গেল। তার সঙ্গে যখন কথা বলছে এমন সময় যেন দেনিস আন্তনোভিচ, ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেনটিনোভিচকে চুপিচুপি কি বলল। স্নায়ুতত্ত্ব বিশারদও মৃদু হেসে দেনিসএর কানে কানে তেমনি করে বলল

"যথেষ্ট হবে।" দেনিস জবাবে "ধন্যবাদ" বলে এমন জোরে তার হাত টিপে দিল যে সে বেচারা প্রায় চীৎকার করে উঠল। "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, কমিটির পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ। এবার আমরা লিউবাকে উরালে তার দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারব।"

ইভান তার ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করল, "স্কার্ভির কি প্রতিষেধক ওষুধ তোমরা ব্যবহার কর?" খনিজীবিদের জিজ্ঞাসা করল খনিজীবিরা আগে কি ধরণের ওষুধ ব্যবহার করত?

ইয়াকুব আর ইভেনকরা জবাব দিল, "কাঁচা হরিণের যকৃৎ বেশ ভাল।"

কেউ বলল রশুন আর জিবা খাওয়া দরকার।

বার কয়েক স্কার্ভিতে ভোগা কাঠুরিয়া বলল, "এ্যালকোহলই হল সব থেকে ভাল।"

শ্রমিক সংঘের বৃদ্ধা মহিলাটি জবাব দিল, "সিডার কাঁটার প্রলেপের মত ভাল আর কিছুই নয়।"

চিন্তাকুল হয়ে উঠল ইভান। মেরু অভিযানে, জেলখানায় অথবা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় অথবা যুদ্ধবিদ্ধস্ত নগরে স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বেশী কেন?

সত্যি বলতে শল্যচিকিৎসক ইভানের এক্তিয়ারে পড়ে না এই স্কার্ভির ব্যাপারটা। কিন্তু তার ধারণা বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগই তার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তার এ অনুসন্ধিৎসা। উত্তরদেশের এই স্কার্ভিরোগ ইভানের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার নিজের স্পর্শকাতর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। 'স্কার্ভিদেশ' কথাটার মানে কি? ভল্‌গা অঞ্চলেও কি এ রোগের প্রাদুর্ভাব হবে? সেখানে ত কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষের সময় দেখা দেয় এ রোগ আর এখানে যারা পেট ভরে খেতে পায় তাদেরই এ রোগ হয়।

নিজের কৈশোরের কথা মনে পড়ল ইভানের। কালি-ধোঁয়া-বহুল এক রেলওয়ে কলোনীতে কেটেছে তার কৈশোর। আর "ভিটামিন?" বিদ্রূপের হাসি হেসে গেল তার ঠোঁটে, চোখের সামনে ভেসে উঠল ময়লা ছেঁড়াখোড়া জামা-কাপড় পরা এক ছোকরা রেলওয়ে ষ্টেশনের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে সিগারেটের টুকরা আর রুটির টুকরা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হয়ত গার্ডের হাত থেকে পিছলিয়ে পড়ে বালসুলভ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"বাঁচাও, বাঁচাও, আমাদের মারছে।" কোন রকমে বাড়ি পৌঁছলেই কিছু আর মায়ের চুমো আর মাখন মাখান কেক জুটত না অদৃষ্টে। মায়ের কর্কশ হাতে যা সামান্য খুদকুঁড়ো উঠত তাতে ইভানের আপত্তির কোন কারণ ছিল না। বৃহৎ পরিবারের একজন ছেলে

সে। দুঃখ সহ্য করতে অভ্যস্ত, যা পেত তাই ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিত নির্বিবাদে। বিরাট পরিবার বলে গর্ব ছিল তাদের। ফলে সবাইকে কাটাতে হত উপবাসে। ভিটামিনের কথা ছিল স্বপ্নমাত্র, কিন্তু কই তাতেও ত স্কার্ভিতে ভোগেনি তারা। ভানিয়া আর তার ভাইকে স্কুলে পাঠাতে গিয়ে গোটা পরিবারটাকে মাসখানেক প্রায় উপবাসে কাটাতে হয়েছিল। বড় ভাইয়ের শিক্ষা লাভ করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ইভান এমন দৃঢ়ভাবে পড়ার জন্য দাবী জানাতে লাগলো যে ইভানের বাবা তার জেদের দাম দিলেন। এমনিতে অবশ্য তিনি সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, ডাণ্ডা দিয়ে ছেলেপুলেকে দাবিয়ে রাখাই ছিল তার রীতি। যাহোক্ কেবলমাত্র বিপ্লবের পরেই সুযোগ এল ইভানের—প্রথমে শ্রমিক-বিদ্যালয়, তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল সে। বৃত্তি যা পেত তার উপর কিছু কাজকর্ম করে খানিকটা টাকা বাবাকে পাঠিয়ে দিত। এতগুলি পোষ্য সামলাতে তিনি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। ভিটামিনের কথা ভাববার তার সময় ছিলনা। কিন্তু তাতে ত স্কার্ভি হয়নি তাদের! তাহলে এখানে কেন এত সুলভ এই রোগ! বার করতে হবে খুঁজে তাকে।

৩৫

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে ইভান দেখল ওল্‌গা চুপচাপ হাতের মধ্যে মাথা রেখে বসে আছে—সামনে কাগজপত্র কিছুই নেই। অবশ্য কাগজপত্র সবই ড্রয়ারে রাখে আজকাল সে। তবুও ইভান যে এসেছে তাতেও সে মাথা ফেরাল না, শুধুমাত্র কাঁধের একটু নড়াচড়ায় ইভান বুঝল যে ওল্‌গা বুঝতে পেরেছে ইভানের আগমন।

"ব্যথা পেয়েছ ওল্‌গা"—ওল্‌গার পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুলে হাত বুলতে বুলতে কোমল স্বরে বলল ইভান, "কি হয়েছে ওল্‌গা?"

ওল্‌গা মাথা তুলল। চোখ দুটো জলে ভরা। "কি হয়েছে, ওল্‌গা?" বলা মাত্র তার চোখের জল আর বাধা মানল না—চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এবার ভয় পেয়ে গেল ইভান, "কি ব্যাপার বলত?"

অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলল ওল্‌গা, "ওরা ছাপায় নি······কেবলমাত্র ড্রিলারদের সম্বন্ধে লেখাটা কেটেছেটে ছাপিয়েছে······নিছক ঘটনাবলী······আমার এত বড় লেখাটার মাত্র কয়েক লাইন রেখেছে ওরা—"

ওল্‌গার হতাশা নিবিড়ভাবে অভিভূত করল ইভানকে, "কি বলেছিলাম আমি! একমাত্র অবসর যাপন হিসাবে লেখার চর্চা করতে পার। আমিও ত লিখি কাগজে, আমার ফেল্ডশার পড়া সম্বন্ধে, আমার হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে, এমনকি পুস্তিকাও লিখে থাকি আমার আবিষ্কারের ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু পেশাদার লেখক হতে চাইনা আমি। জীবনে কখনও না কখনও মানুষ লেখার চর্চা করেই থাকে তা সে লেখা স্কুলের দেয়াল-পত্রিকায়ও হতে পারে।"

ইভানের কথা শুনতে শুনতে ওলগার চোখের জল শুকিয়ে গেল। সে খাড়া হয়ে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে যতক্ষণ না ইভান তার ক্রুদ্ধ চেহারা দেখতে পেল। করুণস্বরে সে বলল, "আবার রাগ করেছ?"

নৈর্ব্যক্তিকস্বরে জবাব দিল ওল্‌গা, "তুমি যা বুঝবেনা তা নিয়ে রাগ করে লাভ নেই, তুমিও কাগজে লেখ সবাই লেখে বটে। তুমি লেখ তোমার প্রিয় পেশার খুঁটিনাটি নিয়ে। তাই এটা তোমার কাছে অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র, কিন্তু আমার ত সে অজুহাত নেই। আমার কি করে পার্শ্বচরিত্র হবে লেখা? আমার আর আছে কি? কিছুই না। জীবনে নিজের পথ করে নিতে চাই আমি, তাই ব্যর্থতার বেদনা আমাকে পীড়া দেয়। তবে আমি থামবনা এখানেই, তারা নাইবা ছাপল, আমি লিখেই যাব, দেখি তারা কতবার না ছাপিয়ে পারে, তারা দশ-বিশবার ফেরৎ দিলে আমি বিশ-ত্রিশবার লিখব।"

পাভা রোমানোভনার অতিথিপরায়ণ ঘরটিতে বসে তাব্‌রোভ বলছিল ওল্‌গাকে, "এতো অত্যন্ত স্বাভাবিক"—তবে আপনার কথাও ঠিক। সফল হওয়ার একমাত্র উপায় হল বারে বারে কঠোর থেকে কঠোরতর পরিশ্রম করা।"

তাব্‌রোভ যে ওল্‌গার প্রতি আসক্ত হয়েছে সে বিষয় পাভা রোমানোভ্‌না স্থির নিশ্চয় হয়েছে। পুরুষ যখন কোন নারীর নাম শোনামাত্র লাল হয়ে পরে, সাদা হয়ে যায় তখন আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না—কিন্তু যতই চেষ্টা করুক পাভা কখনও ওদের অন্তরঙ্গ হতে দেখতে পায়নি। একসঙ্গে গল্প করছে তারা, থিয়েটারের কথা, রাজনীতির কথা, প্রবন্ধের কথা, দাবা খেলে পর্যন্ত একসঙ্গে কিন্তু বন্ধুত্বের গ্রন্থি একটু বিপথে শিথিল হয় না। এ বয়সে কি করে এমন নির্মল বন্ধুত্ব সম্ভব হয় ভাবতে পাভার অবাক লাগে। নিতান্ত প্রেমের খেলার চেয়ে এ যেন অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। কোন্ মন্ত্রবলে যে তোমাকে ভালবাসে

তাকে কেবলমাত্র বন্ধুত্বের মধ্যে বেঁধে রাখতে পার, সে বন্ধন যৌবনের ধর্ম প্রেমের চেয়েও কঠোরতর, কিছুতেই কোন কারণেই সে সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়না," একথা পাভার বুদ্ধির অগোচর।

এই আজকেই যখন ওল্গা এরকম বিপর্যস্ত অবস্থায় এসে হাজির, বয়স্ক কমরেড এর মত তাব্রোভ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ওল্গার প্রবন্ধ ছাপতে অস্বীকার করে যে চিঠি এসেছে তার দিকে তাকিয়ে পাভা বলল, "এতে দুঃখ পেয়োনা ভাই, ওরা যত মূর্খের আর হিংসুকের দল তারা তোমার লেখার মর্ম বুঝল না, আমি যদি তোমার মত লিখতে পারতাম নিজের আনন্দেই লিখে যেতাম, ওদের কথায় নয়।"

একথা শুনে চকিতের জন্য অপরাধীর দৃষ্টিতে ওল্গা তাকাল তাব্রোভের দিকে, কিন্তু পাভার প্রতি অনুকম্পাবশেই যেন সে নির্বিকারচিত্তে চুপ করে রইল। পাভার বেড়ালটা এতক্ষণ সোফার উপর তাব্রোভের কাছে শুয়েছিল, পিঠের উপর তাব রোভের মৃদু চাপড়ানির প্রশ্রয় পেয়ে ঘরঘর করে আরাম জানাল। অন্যমনস্কের মত তাব্রোভ বলতে লাগল, "শুধু মূর্খ আর হিংসুকের দলের উপর দোষ দিয়ে লাভ নেই। খবরের কাগজের লোক যে লেখা সত্যি ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাকে আমল দিতে চায়না। আর সত্যি বলতে ওল্গা পাভলোভনা এখনও লিখতে শেখেননি। আপনাকে কি করতে হবে জানেন?" শেষের কথা কয়টা বলল ওল্গা পাভ লোভনার দিকে ফিরে।

তাব্রোভের অতি নিকটে বসেছিল ওল্গা, তার চোখদুটি তুলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তাব্রোভের চোখের দিকে। মুহূর্তের জন্য আত্মহারা হয়ে গেল সে। কিন্তু না, সে চোখে বিশ্বাস আর নির্ভরতা ছাড়া আর কিছু নেই। আত্মস্থ হবার সাধনায় কুঞ্চিত হয়ে এল তাব্রোভের ভ্রূযুগল, যেন সে চেষ্টায়ই বিড়ালটার পিঠের উপর হাত রেখে বলল, "ঠিক আপনি যা ভেবেছেন তাই, কাজ করে যান আরও সময় দিন লেখায়, পরিদর্শনে, খনিতে, কারখানায়।"

মৃদু হেসে ওল্গা বলল, "নিজের আনন্দের জন্য নাকি? এটা সত্যি যে আমার ধৈর্য নেই বেশী, কাজ প্রায় আরম্ভ করেই আমি তার সুফল পেতে চাই। তবে এবার আর আমি হার মানছিনা কিছুতেই। দক্ষ যন্ত্রশিল্পী হতে লাগে পুরো পাঁচটি বছর। খবরের কাগজের কাজই বা এর চেয়ে সহজ হবে কেন? লেগে থাকব আমি উঠে পড়ে।"

"তাহলে আপনার জয়ও সুনিশ্চিত। এখানে এই উত্তর দেশের মেয়েরা ত মাত্র কয়েকবছর হল মুক্তি পেয়েছে, তাদের কথা নিয়েই একটা প্রবন্ধ লিখুন। পড়ে যদি আপনার নিজের পছন্দ হয় তাহলে আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমাদের চাজমাকে নিয়েও রচনা করতে পারেন সাহিত্য।"

৩৬

যে বাচ্চাটার মা মারা গিয়েছিল অপারেশন টেবিলে তার দিকে চেয়ে অস্বস্তির সুরে বলল ইভান ইভানোভিচ, "কেঁদোনা লক্ষ্মীসোনা।" দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে সে। গায়ে বাদামী রং-এর জামা, সাদা শক্ত কলারটা তার গলা ঘিরে খাড়া হয়ে আছে, চুলগুলো দুটো বিনুনী করা। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে। ডান হাতে ধরা ব্যাগ, সেই মুঠির উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে বিচলিত ইভানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে এসেছি। আপনি যা করেছেন, টাকা পয়সা দিয়ে সব কিছুর জন্য।"

উদাসভাবে অনাথ শিশুটির বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইভান জবাব দিল, "ঠিক আছে বাছা, আমাকে তোমায় ধন্যবাদ দিতে হবে না, যদি দিতেই হয় দেনিস আন্তনোভিচকে দাও, আর সত্যি বলতে আমরা কিই বা করেছি তোমার জন্য, আরও কতকিছু করা উচিত ছিল।"

আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল লিউবা, "কি ভয়ানক কষ্টই না পেয়েছে মা। আপনার দোষ কি? মা মাথার যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে যেত ঠোঁট চেপে ধরে যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে রক্ত বার করে ফেলত। বেঁচে থাকলে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত।"—শেষ কথাটা নিঃসন্দেহে সে বড়দের কাছ থেকে ধার করেছে।

গতবছর তার বাবা মারা গিয়েছে চাজমা নদীতে ডুবে। এবার সে একেবারে অনাথ হয়ে পড়ল। হাসপাতালের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, "সার্জেণ্ট হওয়ার বড় বিপদ। দেখ দেখি রোগীর ব্যথাটাও ভুগতে হয় আবার তারপর রোগীর আত্মীয়স্বজনদের কথাটাও একেবারে ফেলনা নয়।"

এলেনা দেনিসোভনাও সেদিকে এসে পড়েছিল, বলল "ওকে দেশে পৌঁছে দেবার জন্য ওদিককার যাত্রী পাওয়ায় বেশ সুবিধাই হয়েছে। ভারী সুন্দর বাচ্চাটা। ওকে পুষ্যি নিতে পারলে খুব খুশী হতাম।"

লাফিয়ে উঠল দেনিস আন্তনোভিচ, "তাহলে একথাটা আগে বলনি কেন ?"

স্বামীর দিকে দরদভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল এলেনা "তুমি বলনি কেন ? আমিত বলেইছিলাম। আরঝানভদের কোন বাচ্চাকাচ্চা নেই, ওদের পক্ষেই সবথেকে সুবিধা হত। ওল্‌গাও কথা বলেছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সে রাজী হলনা। সে তার ঠাকুরমার কাছেই ফিরে যাবে।"

দেনিসের নীল চোখে মেঘ দেখা দিল। "বেচারা! যাহোক্ তাকে দেখাশোনা করার ব্যবস্থা ভালই হবে। রাষ্ট্র থেকে পয়সাকড়ি দেওয়া হবে ভরণপোষণের জন্য। কিন্তু কত যে অনাথ ছেলেমেয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে আজকাল ; ইংল্যাণ্ডে, জার্মানীতে···যে সব ফর্সা জামা কাপড় পরা ভদ্রলোকের দল যুদ্ধ বাধায়, গোল্লায় যাক্ তারা।"

ইভান ইভানোভিচের পাশে চলতে চলতে ওল্‌গা বলল, "লিউবাকে দেখতে অনেকটা আমাদের লেনার মত, খালি লিউবার বয়স দশ বছর আর যেন বয়সের তুলনায় বেশী ভারিক্কী। বিপদ-আপদে মানুষকে কি বুড়িয়েই না দেয়।" সাম্প্রতিক ঝগড়ার কথা মনে পড়ায় ওল্‌গা একটু চোরা চাহনি ফেলল ইভানের মুখের দিকে। কিন্তু ওল্‌গার শেষ কথাগুলো ইভান শুনতেই পায় নি। সামনে আসছিল খনিযান্ত্রিক ইগর কোরোবিৎসিন, তার দিকে নজর পড়েছিল তার। তার কারণও ছিল—ইগরের পরণে খাটো চৌখুপী প্যাণ্ট, ক্রেপসোল জুতা, গায়ে ইউক্রানীয় কাজ করা ব্লাউজ, গলায় গোলাপী রং-এর ফিতে। সেদিকে তাকিয়ে ইভান হাসি চাপতে পারলনা।

"কি সুন্দর দিন করেছে"—বিবাট এক অতি আধুনিক টুপির তলায় চাপা পড়ে মুখের চেহারা তার ক্লিষ্ট।

"কি বলেন ইভান ইভানোভিচ, ওলগা পাভ্‌লোভ্‌না পাহাড়ে গিয়ে পিক্‌নিক্ করলে হয় না! আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে নেব। পাভা-রোমানোভ্‌না ত নিশ্চয়ই আসবেন।"

ইভান আপত্তি করতে গিয়েও ওল্‌গার দিকে ফিরে কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করল—

"যাব নাকি ওলগা?"

"তোমার ইচ্ছে হলে যাওয়া যাক্।"

"যাব আমরা।" জবাব পেয়ে ইগরের চলে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল ইভান, "এর আগে এমন করে পিকনিকে যেতে চাইনি আমি জীবনে। কি চেহারাই না বানিয়েছে। কাজেকর্মে মন বেশ, কিন্তু সাজপোশাক দেখলে মনে হবে যেন সার্কাসের ক্লাউন। ওকে দেখে আর একটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম। সেই যে "আনা কারেনিনা' বইতে লেভিনকে দেখতে এসেছিল লোকটি কি যেন তার নাম? তার মতন দেখতে একদম। লেভিন বার করে দিয়েছিল তাকে।"

ওল্‌গা বলে দিল, "ভাসেনকা ভেসলোভ্‌স্কি"—কিন্তু সে ত ইগরের মত মোটেই নয়। ভাসেন্‌কা মোটাসোটা গোলগাল আর তার ফিতেটা থাকত তার টুপির উপর।"

"না মাথায় ছিল না। কিন্তু ফিতেটা আসল কথা নয়। একদিন আমিও ইগরকে বার করে দিব—আজকাল সে তোমার প্রতি বেশী নজর দিতে আরম্ভ করেছে," অকস্মাৎ মন্তব্য করল ইভান।

ওল্‌গা বলল, "কোরোবিৎসিন ত সবার সঙ্গেই ওরকম ব্যবহার করে। এত কঠোর হয়োনা ওর উপর।"

৩৭

পাভা রোমানোভ্‌না ঘোষণা করল, "প্রত্যেকেই হেঁটে যাবে, সাইকেলে করে কিছু পাহাড়ে ওঠা যায় না। অবশ্য কেউ যদি স্বার্থপরের মত পিচের ঘোরান রাস্তা দিয়ে গিয়ে আগে উপস্থিত হতে চাও সে স্বতন্ত্র কথা।"

"পায়ে হেঁটে, কেবল পায়ে হেঁটে, হে স্বার্থপরের দল, নেমে পড়।" বলতে বলতে কোরোবিৎসিন নিজের সাইকেলটাকে রাস্তা দিয়ে চালিয়ে পাশে চালায় নিয়ে গেল।

তাবরোভ্‌ বলল, "দেশে অনেকেই মনে করে সোনার খনি অঞ্চলে ভালুক আর প্রসপেক্টর ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এখানে আমরা রাজপথ তৈরি করছি, বাইসাইকেল আমদানী করেছি আর স্নায়ুতত্ত্ববিশারদও এনেছি।" পরম গম্ভীরভাবে তাবরোভ্‌ কথা শেষ করতে ইভান ইভানোভিচ ও সমানতালে জবাব দিল, "তা অবশ্য সত্যি কিন্তু স্কার্ভিরোগও আছে এখানে।" ওল্‌গার দিকে তাকাল ইভান, পাভা রোমানোভ্‌নার নতুন আদেশে বড় নিরাশ হয়েছে ওল্‌গা।

প্রথম যেদিন ওল্‌গার সঙ্গে দেখা হয় সেদিনের কথা মনে হল ইভানের। কাজ থেকে ফিরছিল ইভান। রাস্তার দুপাশের তরুবীথিকা বৃষ্টিধারায় সদ্যস্নাত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি খেলছে, নরম মাটির উপর তাদের কচি পায়ের ছাপ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ইভান ফুস্‌ফুস্‌ ভরে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করছে এমন সময় সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে তাকিয়ে দেখল একটি তরুণীর রৌদ্রদগ্ধ চেহারা। বাদামী হাতদুটো দিয়ে শক্ত করে সাইকেলের হাতল ধরা। সুগঠিত পা দুখানি হাতেরই মত বাদামী রং ধরেছে রৌদ্রে। চলে যেতে যেতে একবার চারদিকে তাকাল সে, একগোছা চুল এসে পড়ল কাঁধের উপর হাওয়ায় উড়ে, কাঁধদুটো তার আঁটসাঁট খেলার পোশাকে আবৃত!

স্মৃতিরোমন্থনে ইভানের মুখে দেখা দিল স্মিতহাস্য। তাব্‌রোভের দিকে এগিয়ে হাঁক দিল, 'এগিয়ে চলুন'—সবাই রওয়ানা দিল, কারো পিঠে রসদ বোঝাই ব্যাগ, কারো হাতে খাবারের ঝুড়ি।

হঠাৎ ইভান দেখল ভারভারা চলেছে লগুনোভের পাশে প্রস্তাব দিল "ওদেরও ডাকা যাক" তারপর নিজেই হাঁকডাক শুরু করে দিল—"প্লাটন আরতিও-মোভিচ্‌! ভারিয়া! আমাদের সঙ্গে চলে এস।"

লগুলোভ দুঃখিতস্বরে জবাব দিল, "আজ আসতে পারছিনা, একেবারেই অসম্ভব।"

ভারিয়া বলল, "সত্যি অসম্ভব নাকি? কাল অবশ্য আমিও নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করিনি, কারণ সারা সপ্তাহ ধরে এত কাজ করেছি যে আরও কিছু কাজ আজকের জন্যে জমা হয়েছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আজ বিশ্রাম না নিলে আর পারব না। আর দিনটাও কি চমৎকার! তোমার কি মত প্লাটন?"

তাব্‌রোভের দিকে চোরা চাহনি মেলে বলল লগুনোভ্‌, "আমি ত পারব না ভারিয়া, আর তোমার মতের কোন স্থিরতা নেই, আজ না তুমি আমার সঙ্গে পড়াশোনা করবে আর ডিনারের পর টেনিস খেলবে কথা ছিল?"

মাথাটা নাচিয়ে বেণী দুলিয়ে ভারিয়া জবাব দিল, "সারাক্ষণ কি আর মতের স্থির রাখা যায়? গত কদিন ধরে এত কাজ করেছি যে আমার একেবারে ক্লান্তি লাগছে। তাছাড়া পড়াশোনা করতে হলে ত মাথাটা পরিষ্কার রাখা চাই! পাহাড়ের উপর এখন ভারী চমৎকার লাগছে—হাওয়ায় যত মশামাছি দূর হয়েছে, ভালুক, বুনো ছাগল, হরিণের দলশুদ্ধ চলেছে উপত্যকা ছেড়ে পাহাড়ের দিকে।" বলতে বলতে ভারিয়া বনভোজনের দলে যোগ দিল।

একটু পরে একটা পাথরে লঘুপায়ে লাফাতে লাফাতে ভারিয়া বলল ইভানকে, "সে না আসায় ভারী খারাপ লাগছে, ভারী সুন্দর লোক আমার লগুনোভ, আপনার কি মনে হয় ?"

"নিশ্চয়ই ভাল লোক—কিন্তু তুমি আমার লগুনোভ বলছ কেন। তাকে বিয়ে করবে বুঝি ?"

"এখনও ঠিক করিনি কিছু, বোধহয় করব না, তবে ও আমাকে ভালবাসে আর তাতে আমার বেশ আনন্দও হয়।"

প্রাণখোলা হাসিতে জবাব দিল ইভান, "তার মানে তুমিও তাকে ভালবাস।"

ভারভারা পথের পাশের একটা সিডারের ডাল ভেঙ্গে দাঁতের ফাঁকে চিবাতে চিবাতে বলল, "হাসবেন না। আপনার পক্ষে অবশ্য ব্যাপারটা বেশ হাসির, কিন্তু আমার যে জীবন-মরণের প্রশ্ন।"

ইভানের রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে চলছিল ওল্‌গা। তার দিকে ফিরে ইভান বলল, "এক্কেবারে ছাগল, দেখ না একটা ঝোপও আর বাদ দিচ্ছে না, সব কিছুই চেখে [illegible]খছে।" লজ্জা পেলেও ভারভারা জবাব দিল, "আমার মত আপনিও চিবিয়ে দেখুন না, স্কার্ভিতে ভুগবেন না কখনও।"

"স্কার্ভিতে ভুগবেন না কখনও," অন্যমনস্কের মত পুনরাবৃত্তি করল ইভান, ভারভারার ফেলে দেওয়া সিডার ডালটা তুলে ধরে দেখতে লাগল। "কি আশ্চর্য জীবনীশক্তি! পায়ে দলে গেলেও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। পাইনগাছ নেই, স্প্রুস নেই—শুধু আছে এই সিডার, তার বিরাট মহীরুহের বদলে পরিণত হয়েছে ঝোপঝাড়ে। কেন যে এতদিন আমার এদিকে নজর পড়ে নি জানি না, কি সুন্দর দেখতে দেখ ওল্‌গা! পাহাড়ের উপরে, নদীর কিনারে কোথায় না জন্মায় ? আর আস্বাদটাও বেশ, একবার চেখে দেখ ওল্‌গা।" সিডার কাঁটার রসাস্বাদন করে ওল্‌গার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

সংক্ষেপে ওল্‌গা জবাব দিল, "আমি ভারভারা নই।"

সে তিরস্কারে কান না দিয়ে সোৎসাহে বলতে লাগল ইভান, "দেখ দেখি কি সুন্দর আশওয়ালা ফারের মত দেখাচ্ছে, লোকে বলে সিডার কাঁটার পুলটিশ দিলে স্কার্ভি রোগ সেরে যায়, তাহলে যে দেশে এত সিডার সেদেশে এত স্কার্ভি হয় কেন ?"

কোন একটা স্বল্পপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তার স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণের দৃষ্টান্তের সহিত ওল্‌গা পরিচিত ছিল। আর যতক্ষণ না সেটার সমাধান বার হয়, ততক্ষণ তার অস্থিরতার কথাও তার অজানা নয়। তাই জবাব দিল, "চিন্তা করে দেখ না।"

আত্মসমাহিত ইভান জবাব দিল, "শুধুমাত্র দেশের শোভা বাড়ানই ত নয়, আরও অনেক গভীরে এর সৌন্দর্য। এই উত্তুরে দেশের জিরোর থেকে ষাট ডিগ্রী নামতে থাকে তাপমাত্রা, তখনও এই জমাট বরফের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে হিমানীভূষিত সবুজ ঝোপগুলি সতেজে।"

বাধা দিল ওল্‌গা, "ওই যে সামনে একটা সমতল জায়গা দেখা যাচ্ছে, চল যাই, আমরাই সবার আগে গিয়ে পড়ব।"

ভারভারা বলল, "আমি যাব আগে।"

ওল্‌গাকে টানতে টানতে ইভান বলল, "দেখাই যাক্‌।"

টেবিলের মত সমতল জায়গাটায় তিনজনে গিয়ে প্রায় একই সঙ্গে পেঁছিল। শেওলাঢাকা পাথুরে জমিতে ঘন সিডার ঝোপ জন্মেছে প্রচুর—কাঁটার ভিতর দিয়ে শিষ্‌ দিয়ে যাচ্ছে বায়ু।

ভারভারা বলল, "কত বাদামই না হবে হেমন্তকালে!"

সূর্যালোক থেকে চোখটা কুঁচকে ওল্‌গা মৃদুস্বরে বলল, "এই গোটা জায়গাটা যদি খনি অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া যেত, কি সুন্দর পার্কই না তৈরী হত! এইসব ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পায়চারী করতে কি যে মজা! দক্ষিণদেশের কথাই মনে করিয়ে দেয়।"

হাঁফাতে হাঁফাতে থেমে পড়ে পাভা রোমানোভ্‌না হাঁক দিল, "এখানে আমরা থামি এসো।" চেহারা তার এরি মধ্যে ভারী হয়ে উঠেছে, মুখখানা পরিশ্রমে লাল। ছোট্ট কোমল হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বলল, "একটু আধটু এরকম পরিশ্রম আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় ভালই।"

চকিতে তার দিকে তাকাল ইভান, মনে মনে বলল, "হে তরুণী, তাড়াতাড়ি কিছু কাজকর্মে নেমে পড়ে খানিকটা চর্বি কমিয়ে নাও," তবে ভাবী মায়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে খানিকটা মুগ্ধ না হয়েও পারল না।

অন্যেরা বনভোজনের জিনিসপত্র সাজাতে লাগল, আর পাভা আবার বলল, "কি সুন্দর জায়গাটা সব কিছুরই উপযোগী।" ইভান ইভানোভিচ পকেট থেকে পেন্সিলকাটা ছুরিটা বার করে খানিকটা সিডার ডাল কেটে

নিচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে পাভা রোমানোভ্না জিজ্ঞেস করল, "তোমার স্বামী কি করছে ওটা?"

"রোগীদের সিডার কাঁটার রস খাইয়ে একবার পরীক্ষা করতে মনস্থ করেছে সে।"

৩৮

তাবরোভ জিজ্ঞেস করল, "আপনি কাজ করছেন ত?"

ওল্‌গা জবাব দিল, "হাঁ। প্রায় প্রত্যেকদিনই আমি খোঁজ খবর নিতে বেরিয়ে যাই, অনেক নোট নিই, বাড়ি ফিরে এসে সেগুলোর সঙ্গে খানিকক্ষণ কুস্তি করি টেবিলে বসে। বড় বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, কিন্তু হাল ছাড়ি না আমি—আর ছাড়বও না। যদিও লেখাগুলো আমার পছন্দ হয় না মোটেই। এত চেষ্টা করি ঠিক কথাটি বলতে, সেই ঠিক কথাটিই বার হয়না কিছুতেই। তবে আমার নিজের ধারণা, আগের থেকে ভাল হচ্ছে আমার লেখা, ঠিক কথাটি যেন ধরতে আরম্ভ করেছি। লেখা শক্ত, কিন্তু লেখা আমার ভাল লাগছে।"

সস্নেহে সহানুভূতি নিয়ে ওল্‌গার দিকে তাকাল তাব্‌রোভ, ওকে মনোমত পেশা বাছার কাজে সহায়তা করতে পেরে খুসী হয়েছে সে।

কাছাকাছি কোথা থেকে যেন ভেসে এল ইগর কে.রোবিৎসিনের গলা। "শোন দেখি, কি সুন্দর কথাগুলো :—

একদিন সাঁঝে মোর স্বপনচারিণী,
এসেছিল দ্বারে মোর প্রেয়সীরূপে
শ্যামল প্রিয়ার নয়নে হৈমন্তী প্রশান্তি
হৃদয়ে পাইনি তার হৃদয়ের অনুরণন।
নয়নে সে নিশীথ নীরবতা
ব্যথায় হয়েছিল ব্যাকুল।

উপসংহার টানল ইগর, "ঠিক ভারিয়ার মতো। ভারিয়া তুমিই আমার স্বপনচারিণী।"

পাভা রোমানোভ্নার ক্ষিপ্র মন্তব্য শোনা গেল, "না কখনোই না। ভারিয়া তোমার গানের নায়িকার মত শান্ত স্বভাবের নয় মোটেই, প্রাণশক্তির অপূর্ব

বিকাশ তার সর্বাঙ্গে। তোমার স্বপনচারিণী বোকা বোকা ধরণের, তাই তুমি তাকে গ্রহণ করতে পারনি।"

সকলেই হেসে উঠল।

আবার সবাই পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। গরু, ছাগল, ভেড়ার খুরে খুরে তৈরি এ সরু পথটি চলে গিয়েছে একেবারে পাহাড়চূড়ার কাছাকাছি। কখনও বা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে, কখনও বা নিচু সমতল শৈবালাচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে এরা যেন ফিরে পেয়েছে হারানো শৈশব। খুশীর সুরে চেঁচাচ্ছে, গান করছে, ঢালু সাদা শেওলাঢাকা জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে নামছে, পাহাড়চূড়া থেকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঢিল মারছে। একমাত্র গুসেভই আপনার গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। এই সব নেহাৎ ছেলেছোকরার ব্যবহাবে বিরক্ত হয়েই যেন সে তার কোটের ধুলো ঝাড়তে লাগল।

মস্থণ কাঁধদুটি ঝাঁকিয়ে ভারভারা বলল, "ও এল কেন আমাদের সঙ্গে, বাড়ি বসে ব্রিজ খেললেই ত পারত !"

ওল্‌গা ছুটির আনন্দে আত্মহারা। সেও ঢিল ছুঁড়ছে—ডোরাকাটা কাঠ-বিড়ালীটা শিস্‌ দিয়ে ওদের জ্বালাতন করছিল, তার পিছনে ধাওয়া করল এবার। কাঠবিড়ালিটা গিয়ে একটা গাছের মগডালে উঠে বসল। ওল্‌গা ভাব্‌রোভকে বলল, "ওকে ঝেড়ে ফেলে দিন ত ?"

দুজনে মিলে গাছটাকে নাড়া দিতে লাগল। শুক্‌নো পাতা, গাছের টুকরো ছাল ঝরে পড়ল উপর দিকে তাকানো ওদের মুখে, ওল্‌গার বাদামী বাহুতে, সোনালী চুলে। ওল্‌গার হাসিমুখের এত নিকটে এর আগে কোনদিন আসে নি তাবরোভ। যেন দৈব বশে দুজনের হাত এসে মিলল এক জায়গায়, সঙ্গে সঙ্গে ওল্‌গার চেহারা বদলে গেল, হাতটা সরিয়ে নিয়ে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

ওল্‌গার এই আকস্মিক বিরূপতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল তাবরোভ্‌। "কেমন শিক্ষা হয়েছে ত ! তোমার কাছে সে শুধু সহানুভূতি আর পরামর্শ চায়, আর তুমি কিনা তার সঙ্গে গিয়েছ প্রেম করতে।" এত দুঃখ পেল এই ব্যাপারে তাব্‌রোভ যে ওল্‌গাকে খোলাখুলি না বলে পারল না সে—তাড়াতাড়ি বলল,

"রাগ কোরো না, ক্ষমা করো আমাকে। আমার একমাত্র অপরাধ, আমি তোমাকে ভালবাসি, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছু নেই।"

ওল্‌গা বলল, "এরকম কথা কখনো বলবেন না। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আপনি আমার সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, কিন্তু আমি চাই না—ইভান ইভানোভিচের কাছে ফিরে যাবার অধিকার হারাতে চাই না আমি।"

তাব্‌রোভ চলে গেল। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওল্‌গাকে দেখতে গিয়ে দেখল দূরে পাহাড়চূড়ায় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওল্‌গা—ভাবল, "ওক গাছের শাখা টেনে ছেঁড়া যেমন শক্ত তার চেয়েও শক্ত ওল্‌গাকে ওই লোকটির হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা।"

৩৯

ইভান ইভানোভিচের হাত ধরে ওর কাঁধে নিজের কাঁধের চাপ দিয়ে ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি ক্লান্তি লাগছে?"

ওল্‌গার আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছিল ইভানেরও মনে। ওল্‌গার সংযত ভাবাবেগ প্রকাশে খুশী হয়ে সে বলল, "না ক্লান্তি ত লাগছেই না বরং এখানে আসতে পেরে ভারী আনন্দ লাগছে। শুধু ভাবছি এই সিডার থেকে ওষুধ বার করতে পারতাম যদি!"

"তাহলে ভারভারার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে!"

"ওর কথায় আমার মাথায় পরিকল্পনাটা এসেছে। কারণ সময় সময় সাধারণ লোকের ব্যবহার করা প্রতিষেধক থেকেই বিরাট আবিষ্কার সম্ভব হয়। ক্যানসার আর যক্ষার কোন প্রতিষেধক যখন বার হবে—তখন হয়ত দেখতে পাব কত সহজই না ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু তুমি আমায় যেন কি বলবে?" ওল্‌গার চোখে অন্যমনস্কতার ছায়া তার চোখে ধরা পড়ল।

"বলতে চেয়েছিলাম……" অসহায় শিশুর মত ওল্‌গা আঁকড়ে ধরল স্বামীকে।

হলদে বন্ধুর পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়েছিল ওরা দুজন, এখানে সিডার ঝোপগুলি তাঁবুর মত দাঁড়িয়ে থেকে আড়াল করে রেখেছে ওদের।

"দেখ দেখি কি সুন্দর পাহাড়চূড়া! কি আশ্চর্য সুন্দর…।"

"কি সুন্দর ওল্‌গা!"

"পাহাড় ভেঙ্গে কেমন করে পাথর হয়েছে। গোটা পর্বতটাই যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে···। কিন্তু তা বলতে তোমাকে ডাকিনি আমি, তোমার সঙ্গে একটু একলা থাকতে চাই।"

খুশী হয়ে বলল ইভান, "আমিও ঠিক তাই চাইছিলাম ওল্‌গা, আজকাল তুমি যেন বড় দূরে সরে গিয়েছ।"

বিরক্তির স্বরে পাভা বলল, "কোথায় যে গেল? এমনি করে চলে যাওয়াটা মোটেই ভাল নয়। দশের সঙ্গে এলে সকলের কথাই ভাবতে হয়। এখন আমরা বসে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করি আর কি! কি স্বার্থপরের মত কাজ।"

ইভান ইভানোভিচ অধৈর্যস্বরে বলল, "আ', এত কঠোর হবেন না ওর প্রতি, বেচারাকে আনন্দ করতে দিন।"

ওল্‌গা ভাবল, "লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।" তাব্‌রোভের সঙ্গে বন্ধুত্বটা এমন পরিণতি নিল দেখে সে দুঃখিত হল। তাব্‌রোভের বন্ধুত্ব ওল্‌গার জীবনে মূল্যবান সম্পত্তি। অনেকদিন আগেই তার প্রতি তাব্‌রোভের দুর্বলতা ধরা পড়েছে ওল্‌গার কাছে। কিন্তু নতুন কাজে ওল্‌গা এত মগ্ন হয়ে গিয়েছিল আর তাবরোভের প্রতি সে এত কৃতজ্ঞ ছিল যে ভেবেছিল এমনি বন্ধুত্বের সম্পর্কই চিরকাল থাকবে তাদের। আজ বড় দুঃখিত হয়ে সে ভাবল কেন এমনি করেই চলল না চিরকাল। সে কি আমাকে স্তুতি দিয়ে আরও সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল?"

ভারভারা চেঁচিয়ে উঠল, "শুনতে পাচ্ছ গুলির আওয়াজ, ঐ যে আর একটা।"

ইভান ইভানোভিচ বলল, "মনে হচ্ছে ওদিক থেকে আসছে, তাব্‌রোভ শিকার করছে বোধ হয়। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি জানতে পারলে সে আমাদের ধরে ফেলতে পারবে নিশ্চয়।"

ইগর ভারভারার দিকে ফিরে বলল, "এস হে আমার স্বপনচারিণী! এস তোমাকে আমার পক্ষপুটে ঢেকে নিই।"

আপত্তি করল পাভা রোমানোভ্‌না, "না তা হবে না—তাহলে আমার প্রেমিক হবে কে শুনি? ভারভারা দিব্যি শক্তসামর্থ চঞ্চল মেয়ে তোমাকে তার খবরদারী করতে হবে না। তোমার পক্ষপুট তার প্রয়োজন হবে না।"

হেসে ফেলল ইগর। পাভা রোমানোভ্না, ভারভারা প্রভৃতি জগতের যত সুন্দরী মেয়েদের প্রতিই তার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তিরিশ বছর বয়সেও সে মনঃস্থির করতে পারেনি ঠিক কোন জনকে তার চাই। প্রকৃত ভালবাসা, ব্যথা ও বেদনার জন্য সে ছিল লালায়িত। বলত, "বেদনা থেকেই ত আমি মহাকাব্য লেখার প্রেরণা পাব। অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন কবির হৃদয় যখন ভাঙ্গে, তার থেকেই উৎসারিত হয় কাব্যপ্রবাহ।"

কিন্তু ইগরের হৃদয় ভাঙ্গতে চায় না। সারারাত ধরে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে যা লেখে ভোররাত্রে তা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে বিছানার উপর ঢলে পড়ে সে।

পাভা জিজ্ঞেস করল, "তোমার চোখের কোলে কালি পড়েছে, রাত জেগে কাব্যি করছিলে বুঝি? কি সুখ পাও এমনি করে নিজের উপর অত্যাচার করে?"

"আমি সৌন্দর্য আর সৃষ্টির জগতে বাস করতে চাই যে।"

অশিষ্ট মন্তব্য করল পাভা রোমানোভ্না, "তোমার আসল চাওয়া হল এখন 'বিয়ে করা'। তাহলেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকার কাজ পাবে তুমি।"

"হ্যাঁ, স্ত্রী আর সন্তান, খিচুড়ি আর রঙ্গীন শাড়ী—না এ সবে আমার রুচি নেই। হয় প্রকৃত প্রেম—না হয় কিছু নয়। কবিদের জাগতিক জীবনের সাধারণ ব্যাপার নিয়ে মত্ত থাকলে চলেনা।"

"কিন্তু তুমি ত আর কবি নও, তুমি যে যন্ত্রবিদ্।"

"কি অল্পই না তোমার বোঝার ক্ষমতা! তার কল্পনা যখন স্বচ্ছ হাওয়ায় ডানা মেলে বেড়ায় তখন যন্ত্রবিদও কবিতে রূপান্তরিত হয়। চাকরীতে কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করাটা কি ক্লান্তিকর!"

"আমাকে দেখ দেখি! আমি ত চাকরী করি না, কিন্তু আমি কখনও বিরক্ত হই না।"

"তোমার কথা আলাদা।"

"আলাদা?" বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে চোখদুটো বিস্ফারিত করে পাভা জবাব দিল, "আমি না হয়, ইভান ইভানোভিচের কথাই ধর না। ইভান ইভানোভিচ আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?"

"আমি? আমি কখনও ক্লান্ত হই না। চারদিকে এতসব চিত্তাকর্ষক জিনিস থাকতে একঘেয়ে লাগবেই বা কেন?"

"কি রকম চিত্তাকর্ষক ? আপনার চারদিকে ত খালি রোগীর আর মুমূর্ষুর আর্তনাদ আর চীৎকার !"

"মুমূর্ষু খুব বেশী নয়। আর রোগীর বেদনাকে সুস্থ মানুষের হাসিতে পরিণত করাই ত আমার জীবনের ব্রত। আমি বৃদ্ধ হব যখন তখন আমার হাতে রোগমুক্ত শতসহস্র নরনারী বেদনা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কাজকর্মে লেগে থাকবে। বিরাট এক সুস্থ সেনাবাহিনীর স্রষ্টা আমি, কিসের আমার অবসাদ !"

"তার মানে আপনি জীবনে পরিতৃপ্ত ?"

"আমি পরিতৃপ্ত হয়ে থাকলে উন্নতি করতে পারতাম না। আর তাহলেই আসত অবসাদ। যে কর্মী, যে কাজ ভালবাসে সে কোনদিন পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায় না—কারণ সর্বদাই তার এগিয়ে যাবার আকাঙ্খা তাকে ঘিরে থাকে। আমিও আমার কাজকে ভালবাসি। এই ত এখনই একগোছা সিডার শাখা সংগ্রহ করতে যাচ্ছি আমি।" খুশীর সুরে বলল ওল্‌গাকে।

"তাড়া নেই কিছু।"

"সত্যিই বলছি। কাল সন্ধ্যাবেলা লেকচার হলে যাব না—তার বদলে রান্নাঘরে তোমার এপ্রনটা পরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাব। সিডার চা, উইলো মদ, চিরহরিৎ গুল্মের সব্জি, নানারকম খাবার তৈরি করে—খুঁজে বার করব—"

পাভা রোমানোভ্‌না শুধু শেষ কথাকয়টা শুনেছিল, বাধা দিয়ে বলল— "আপনি কি মনে করেন তাঁকে আমাদের খুঁজে বার করা উচিত ?"

পিছন ফিরে ইভান ইভানোভিচ গোটা দলটাকেই আসতে দেখতে পেল—

"কাকে খুঁজতে যাব ? ভাব্‌রোভ্‌কে ? এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। আমি সম্পূর্ণ অন্যকথা আলোচনা করছিলাম।"

স্বামীর দিকে চকিতদৃষ্টি হেনে ওল্‌গা ভাবল—"এমনি করেই কাজকে ভালবাসতে হয়।"

আট বৎসর আগের কথা মনে পড়ে গেল ওল্‌গার। ইভান কি অক্লান্ত পরিশ্রমেই না কাজ করে যেত কলেজে। শল্যচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হয়ে সে স্নায়ুতত্ত্ববিভাগে যোগ দিল আর অমানুষিক পরিশ্রম করে তিন বছরেই গবেষণা-পত্র দাখিল করল। জার্মাণভাষা জানলে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুবিধা হয় বলে সে দৈনন্দিন কাজকর্মের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আয়ত্ব করে ফেলল সে ভাষাটা। এমনি তার অবিচল নিষ্ঠা ! স্নায়ুঅপারেশন ? মনে মনে আবৃত্তি করল ওল্‌গা

—"ওকে আমি শ্রদ্ধা করি—ও আমার কত গর্বের বস্তু। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন প্রকৃত যোগাযোগ নেই। সে বাস করে তার জগতে—জীবনের গতি তার অনেক দ্রুত, আমি পিছিয়ে পড়ে কেবলই তাকে ধরার চেষ্টায় আরও পিছিয়ে পড়ছি। আর সে যদি পিছন ফিরে তাকায় একবারও তাহলে সস্নেহ হাসি হাসে শুধু। ওর সঙ্গে তাল রাখা আমার যে কি কষ্ট তা যদি বুঝত!"

এদিকে ইভান বলে চলেছে, "তোমার ভাইএর সঙ্গে পচামাছ নিয়ে যে ঝগড়া করেছিলাম মনে আছে তোমার ওল্‌গা? মাছটা লুকিয়ে আমার ধরা একঝুড়ি কাঁকড়া সরিয়ে ফেলে কি জ্বালাতনই না করেছিল দুষ্টুটা!" ওল্‌গার চিন্তাটা ছিল সুদূর অতীত ঘিরে—ইভানের শেষ কথাটা শুনতে পেয়ে বুঝল ইভান বেশ খোশমেজাজেই আছে।

৪০

পরদিন ভোরবেলা মিলের সাইরেনের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙ্গল ওল্‌গার। ঘুমকাতুরে চোখ মেলে ভীত হয়ে সে স্বামীর দিকে তাকাল একবার। সেও জেগে গিয়েছে—

"কি ব্যাপার?"

দূরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

ওল্‌গা একলাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে রাত্রিবাস পরা অবস্থাতেই খালিপায়ে জানলার কাছে গেল। পাল্লাটা খুলতেই একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল ঘরে, সারারাত ঝরে ঝরে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ঘনকুয়াশায় চারদিক ঘিরে রয়েছে এখনও। আবার ইভান জিজ্ঞেস করল—

"কি ঘটতে পারে?"

ওল্‌গা জবাব দিল না। জানলা দিয়ে এলেনা দেনিসোভনাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "সাইরেন বাজছে কেন?"

এলেনার কোলে ছিল নাতাশা, তাকে ভাল করে চাপাচুপি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ওল্‌গার দিকে ফিরে জবাব দিল—

"তাব রোভ হারিয়ে গিয়েছে, কাল রাতে সে বাড়ি ফেরেনি। নাতাশাকে নার্সারীতে নিয়ে যাবার সময় আমি সাইরেন শুনতে পেয়ে ভেবেছিলাম—আগুন বুঝি। পথে একজন ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা, সে বলল তাব্‌রোভ

পাহাড়ে হারিয়ে গিয়েছে। সকলে ওকে খুঁজতে গিয়েছে, তাই সাইরেন বাজছে।”

তাড়াতাড়ি জুতার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে ইভান ইভানোভিচ জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে? কি বলল?”

এলেনার চলে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে ওল্‌গা চেঁচিয়ে জবাব দিল—“তাব্‌রোভ হারিয়ে গিয়েছে, কাল রাত্রে সে বাড়ি ফেরে নি। তাই সাইরেন বাজছে।”

“চমৎকার ব্যাপার! বিদেশী আগন্তুক আমাদের দেশে এসে পাহাড়ে হারিয়ে গেল, পাহাড়পর্বতের পথঘাট তার জানা নেই, কেনইবা গেল একলা অমন করে ওদিকে?” ইভানের কণ্ঠে তীব্র উৎকণ্ঠার সুর।

অপরাধীর মন নিয়ে ওল্‌গা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ইতস্ততঃ করে জবাব দিল, “মনে হয় কিছুক্ষণ ঘোরার পর বাড়ি এসে যাবে।”

বিরক্তস্বরে ইভান জবাব দিল, “অত সোজা নয়। এ তোমার তায়েগা অঞ্চল নয়। এ যদি তাব্‌রোভ না হয়ে তোমাদের কবি হত তাহলে তুমি আর তোমার পাভা রোমানোভনা তুমুল কাণ্ড করে ছাড়তে বোধহয়।”

জবাব দিল ওল্‌গা, “সত্যি নাকি?”

সারাদিন ধরে ওল্‌গা অন্যমনস্ক হয়ে রইল। একগাদা বইপত্র, ইতিহাস, কাগজ পেন্সিল সামনে খোলা রেখে সে হাতের উপর মাথাটি রেখে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। থেকে থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা যেতে লাগল, সন্ধ্যায় ইভান ইভানোভিচ চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে এলে একটু স্বস্তি পেল ওল্‌গা। খাওয়া, বাসন ধোওয়া হয়ে গেলে উনুনে আগুন জ্বালিয়ে ইভান ইভানোভিচের বেসিন আর সসপ্যান নিয়ে রান্নাবাড়া দেখতে লাগল।

সারারাত ধরে সাইরেন বেজে চলল। জেগেই ওলগা দৌড়ে জানালার কাছে গেল। জামাকাপড় পরতে পরতে ইভান জিজ্ঞেস করল, “আজ আকাশটা কি রকম?”

“একরকমই”—বলল ওলগা।

ইভান কাজে বেরিয়ে গেলে পাভা রোমনোভনা এল। পকেট হাতড়ে কি যেন বার করতে করতে বলল, “আমি সুখবর নিয়ে এসেছি। কি যে খুশী হয়েছি আমি তা তুমি ধারণাই করতে পারবে না।” দুষ্টুমিভরা চাহনিতে

সে ওলগার কম্পিত হাত দুটো দেখতে দেখতে পকেট থেকে খবরের কাগজটা বার করল।

"খনিজ আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে তোমার লেখা প্রবন্ধটা গত সপ্তাহের কাগজেই বার হয়েছে আমরা জানতাম না। প্রিয়াখিন বলেছে অনেক সময় বাতিল হয়ে যাওয়া লেখা অন্য কর্তা ব্যক্তি কারোর হাতে পড়লে আবার ছাপা হয়। হয়ত তোমার লেখাটা সম্পাদকের নিজের হাতে পড়েছিল, তার পড়ে ভাল লাগায় ছাপিয়ে দিয়েছে। তোমার পুরা নাম ঠিকানা দাওনি কেন ওতে?"

পাভার বকবকানি কানেই ঢুকছিল না ওলগার। দুর্বল হাতে কাগজটা তন্ন তন্ন করে পড়ে চলেছে সে। তার বাতিল করা লেখাগুলোর একটা এমনকি শিরোনামাটা সুদ্ধ ছাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে প্রথম ওলগার নিজের লেখা প্রবন্ধ ছাপা হল সংবাদপত্রে। কি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! মুহূর্ত পূর্বের হিম হয়ে যাওয়া ওলগার দেহে যেন তড়িৎ শিহরণ বয়ে যেতে লাগল। কাগজটা আঁকড়ে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল ওলগা, সৃষ্টির এ দুর্বিসহ বেদনা সে যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না।

শঙ্কিত পাভার গলা ভেসে এল, "একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নাও। এই অপদার্থ আবহাওয়ায় মানুষের শরীর বড় বিগড়ে যায়। এই আমারই দেখনা টনসিল নিয়ে কি ভোগান্তি হচ্ছে! ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।"

"না না কিছু হয়নি আমার" বলে ওলগা।

এবার ওল্‌গার সমস্ত অন্তর ছাপিয়ে একটা কথাই ভেসে উঠতে লাগল— "তাব্‌রোভ কোথায়? তার এই সাফল্যের খবরে সে কি খুশীই না হত! কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাব্‌রোভ। আর ঘুরে বেড়াচ্ছেই বা কেন? বন্যজন্তু পরিপূর্ণ তায়েগায় কোন্ বিপদ তাকে টেনে নিয়েছে, কে জানে? আজ যখন ওল্‌গা সাফল্যের দুয়ারে উপনীত, তাব্‌রোভ তখন অন্তর্হিত! ইভানকে ফোন করে ওল্‌গা জানাল না একথা। ইভানের কাছে ওলগার এ সাহিত্য চর্চা শুধুমাত্র 'গৌণসমস্যা' কিন্তু ওলগার কাছে এ যে জীবন মরণের প্রশ্ন। আর তাব্‌রোভও তাই মনে করে।"

মনি-অর্ডারএর খবরও এল ডাকে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে পোষ্ট-অফিসে রওয়ানা হল। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হল সেই যেন তাকে আজ স্মিতহাস্যে অভিনন্দন জানচ্ছে। সবাই যেন বুঝতে পেরেছে 'ও' 'আঃ' স্বাক্ষর করা লেখাটা ওল্‌গা আরঝানোভার কীর্তি। পোষ্টাফিসে সই করে টাকা নেবার

সময় কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ওল্‌গা। এর আগে জীবনে কখনও সে একটি পয়সাও উপার্জন করেনি। শিশুর মত শঙ্কিত হাসি হেসে ওলগা দুর্বল হস্তে টাকাটা নিল। পিওনটি ছিল তারই পরিচিত একটি মহিলা, তাকেও যেন এই অভাবনীয় ঘটনা দোলা দিয়েছে। ঠিক এই সময় আবার সাইরেন বেজে উঠল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নোটগুলো ব্যাগে ভরে বেরিয়ে এল ওল্‌গা। রাস্তায় পা দিয়ে আবার ব্যাগটা খুলে দেখল নোটগুলো আছে কিনা। হঠাৎ এক অভাবিত আশঙ্কা এসে ওলগাকে আচ্ছন্ন করে দিল, "যদি তার লেখা পাঠকদের ভাল না লাগে ?"

মিনিট পাঁচেক ধরে ওল্‌গা পোষ্টাফিসের সামনে দাঁড়িয়ে তাব্‌রোভের হারিয়ে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল! সবচেয়ে কাছের পাহাড়টাও কুয়াশায় এমন ঢাকা যে চোখে পড়ে না মোটেই। সেই পাহাড়টা যেখানে ওল্‌গা আর তাব্‌রোভের দেখা হয়েছিল খনিতে যাবার আগে সেটাও অদৃশ্য হয়েছে ঘন কুয়াশার আড়ালে। শিকারী, খনিজ-সন্ধানী, শ্রমিক সবাই মিলে দলবেঁধে তাব্‌রোভকে খুঁজতে গিয়েছে। গরম জামাকাপড়ে আবৃত হয়ে কখনও বা চেঁচিয়ে কখনও বা গুলির আওয়াজ করে তারা তাব্‌রোভের খোঁজ করছে। কিন্তু এই মাইলের পর মাইলব্যাপী ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে তায়েগা অঞ্চলে নিঃসঙ্গ পথভ্রান্ত পথিকের খোঁজ পাওয়া কি সহজসাধ্য ?

৪১

উল্লাসভরা দলটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাব্‌রোভ লজ্জিত হয়ে দ্রুতপদে চলতে লাগল। ব্যর্থ-প্রণয় অভিমানের প্রথম প্রকাশ হল নিষ্ঠুরতায়, সামনে একটা লাল কাঠঠোকরাকে দেখে সে নির্মমহস্তে গুলি চালাল। পাখীটা মরল কি বাঁচল না দেখেই সে বনের ভিতর দিয়ে চলল তাজা ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাব্‌রোভ বুঝতে পারার আগেই বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। পাতলা কুয়াশা এসে ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়চূড়ায়, উপত্যকায়।

একটা উঁচু পাহাড়চূড়ায় উঠে তাব্‌রোভ চারদিকে তাকাল। কিন্তু ঘন কুয়াশা ভেদ করে কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। চীৎকার এবং বন্দুকের আওয়াজ করেও যখন কোন ফল হল না, তখন দেহে মনে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের তলায় বসতেই ঘুমে জুড়িয়ে এল তার দুচোখ, শীতে আর ঠাণ্ডায় ঘুম ভাঙ্গল তার। বৃষ্টি

পড়ছে বেশ, জীবনে এই প্রথম ধূমপান না করার জন্য দুঃখ হল তার ; তাহলে ত তার পকেটে দেশলাই থাকত, আর একটা বিরাট আগুন জ্বালিয়ে ফেলত তার পাশে। শরীর হয়ে যেত গরম। সহসা উষ্ণ গৃহকোণটির জন্য ভারী মায়া হতে লাগল, তাড়াতাড়ি উঠে চলতে লাগল সে।

কুহেলী ঢাকা প্রভাত এল—ঝোপঝাড় ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে আবার মিলিয়ে গেল কুয়াশার অন্তরালে। একটা গোটা দিন কেটে গেল।

মানুষের সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্খা জাগল তার মনে। আর সে মুহূর্তে ওল্গার কথা তার আরও তীব্রভাবে মনে হতে লাগল, এমনি করে কখনও আর অনুভব করে নি সে। কবে ওল্গার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল। কবে দাবা খেলতে খেলতে একটা ঘুঁটি গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, সেটা খুঁজতে খুঁজতে ওল্গার জামার কোমল পরশ লেগেছিল তার গালে, ভাবতে ভাবতে তাব্রোভ যেন পাগল হয়ে উঠল।

অবসাদের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল তাব্রোভ। ছোট একটা পাহাড়ী নদীর পাড় ধরে কোনরকমে চলতে লাগল—আশা হয়ত লোকালয়ে পৌঁছে যাবে। যেখানে ঝোপঝাড় বেশী ঘন সেখানে জলে নেমেই চলল তাড়াতাড়ি, হয়ত এই নদী ধরেই যাওয়া যাবে কামেনুস্কা নদীতে। কিংবা হয়ত বা চাজমা সহরেই পৌঁছুবে। একটা ঝোপ আর ঝড়ে পড়া গাছ ডিঙ্গিয়ে যেতে পা পিছলিয়ে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে পড়ে রইল ভিজা ঝোপঝাড়ের উপর।

"এখানে শুয়ে আছি কেন? এখন কি বিশ্রামের সময়!" ভেবে সে উঠার চেষ্টা করতেই দুঃসহ ব্যথায় সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল, চোখের সামনে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল।

আবার একবার চেষ্টা করতেই তাবরোভ বুঝতে পারল দুর্দশার চরমসীমায় পৌঁছেছে সে। "চমৎকার! পা'টাও ভেঙ্গেছে নিশ্চয়ই! এখানে পড়ে থেকে কি আহত পশুর মত মরব নাকি আমি? এখান থেকে কারো সাধ্যি নেই যে আমাকে খুঁজে বার করে। আমার পাশ কাটিয়ে গেলেও আমায় দেখতে পাবে না কেউ।"

তারপর সম্মোহিতের মত তাব্রোভ কি করে যে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে নিজে দেহটাকে টেনে একটা খোলা জায়গায় নিয়ে এল তা সে নিজেই জানে না। সঙ্গে করে বন্দুকটাও টেনে হিঁচড়ে কোনরকমে এনেছিল। খোলা জায়গা পাহাড়চূড়া থেকে সেখানটা দেখা যায় এইটুকুই তার সান্ত্বনা। তীব্র বেদনা

আর পথভ্রান্তের হতাশা মিলে তাব্‌রোভকে থেকে থেকে অজ্ঞান করে দিচ্ছে, পাছে চোখ আর না খুলতে পারে সে ভয়ে বন্ধ করতেও পারছে না আবার দুর্বল স্নায়ুমণ্ডলী তাকে বেশীক্ষণ সজ্ঞান থাকতেও দিচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে চোখ খুলে ব্যর্থ আশায় চারদিকে তাকাচ্ছে, চোখে পড়ছে খালি সীমাহীন কালো রাত্রির আঁধার, বৃষ্টিধারার বর্ষণ, আর অনুভব করছে জ্বরতপ্ত তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের উপর ঝরে পড়া বরফের আস্বাদ।

এমনি এক অজ্ঞানাচ্ছন্ন মুহূর্তে এক ভয়াবহ দৃশ্য পড়ল তার চোখে—চশমা-পরা এক আবছা মূর্তি এসে তার দিকে তাকিয়ে আছে তীব্রদৃষ্টি হেনে। নড়েচড়ে তাব্‌রোভ দেখল বিরাটকায় একটা জন্তু ধীরে সরে যাচ্ছে, বোধহয় নেকড়ে—, কিন্তু সেটা আবার ফিরে আসবে চিন্তাটা আনন্দদায়ক নয়। অতি কষ্টে পাশে ফিরল তাব্‌রোভ, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পেটের উপর উপুড় হয়ে বন্দুক চালাল।

৪২

দৌড়তে দৌড়তে পাভা রোমানোভ্‌না এসে খবর দিল যে এভেন শিকারীরা তাবরোভ্‌কে কামেনুস্কা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে তায়েগা অঞ্চলে আবিষ্কার করেছে। তাবরোভের পা ভেঙ্গে গিয়েছে, গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওলগা বলে উঠল, "আমি ওকে দেখতে যাব।" চোখে তার ভরে এল জল, "সে কি মরে যাবে নাকি? এমন চমৎকার লোকটি!"

"না না মারা যাবে কেন? মারা যাবার কথাই বা ভাবছ কেন?" তাড়াতাড়ি বলে পাভা। এবার তার চোখের সামনে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠে ব্যাপারটা। যা জানার ছিল সবই পাভার জানা হয়ে গেল। সান্ত্বনার সুরে বলল, "ইভান ইভানোভিচের হাতে পড়েছে, এখন আর ভাববার কিছুই নেই, কিন্তু তা'বলে তোমার এখনও দেখতে যাবার সময় হয়নি। কারণ প্রথমতঃ তার এখন অজ্ঞান অবস্থা, ঠাণ্ডা লেগে দারুণ জ্বর হয়েছে, মনে আছে পিকনিকের পরের দিন দারুণ বরফ ঝরেছিল! আর দ্বিতীয়তঃ হল, তোমার নিজেকেও লোকের দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে! অপারেশন করা হয়ে গেলেই—ওকি, অমন চোখ করছ কেন, অপারেশন করতে হবে না? গোটা পা'টা যে হাঁটুর নীচ

থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে, তাতে ভয় পাবার কি আছে? ডাক্তার বলেছে সেরে যাবে। তারপরে আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তাহলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।"

তাব্‌রোভের মাথার বালিশগুলো ঠিক করে দিয়ে পাশে জলের গ্লাশ রাখতে রাখতে বলল, "ভাল লাগছে এখন? বালিশে জল ফেলেছেন যে।" একমুখ ভর্তি দাড়ি, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে ভারভারা বলল, "আবার শৈশবে ফিরে গিয়েছেন, আমরা আপনাকে চামচ দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছি।" বিছানার পাশে হাসতে হাসতে বসে পড়ল ভারভারা দর্শকের মত। অলসতা-বিমুখ হাতদুটো তার জোড় করল সে।

ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাব্‌রোভ বলল, "আগের থেকে একটু ভাল আছি, কিন্তু পায়ে বড় যন্ত্রণা, পা'টা আমার সেরে যাবে ত?"

"নিশ্চয় সারবে। আপনার সৌভাগ্য যে ভাঙ্গাটা তেমন জটিল হয়নি, ইভান ইভানোভিচ ত বলেছেন যে আপনি খোঁড়াবেন না পর্যন্ত।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যিই বলছি। ঘাবড়াবার মত কিছু হয়নি। আপনার স্বাস্থ্যও ত দিব্যি ভাল। তাড়াতাড়ি সেরে যাবেন। কিন্তু ঐ যে ইয়াকুট ছেলেটি য়ুরি কতদিন ধরে অসুস্থ বলুন দেখি? শক্ত অপারেশনের পর ভাল হয়ে এসেছে এমন সময়ে বিছানা থেকে পড়ে যায়, আমি ত শুনে কেঁদে মরি, বাচ্চা ছেলের কি দুর্দশা বলুন দেখি! আমরা পরে জানতে পারলাম, আর একটি ওর থেকে বড় ছেলে ওকে হাত ধরে তুলতে গিয়েছিল তাতেই পড়ে যায়—অথচ য়ুরি এত কষ্ট পেলেও কিছুতেই স্বীকার করবে না যে কেউ ওকে সাহায্য করছিল। তাহলে সে ছেলেটার বিপদ হবে কিনা তাই।"

মৃদু হেসে তাবরোভ্‌ বলল, "বেশ ভাল ছেলে ত?"

রেগে আপত্তি করল ভারভারা, "মোটেই না। বাচ্চাদের সত্যি কথা বলতে হয়।"

"আর বড়দের?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ভারভারা, কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, "বড়দেরও সত্যি বলা উচিত।"

"আর যদি সে সত্যি বলা অসম্ভব হয়ে উঠে তাহলে? তুমি নিজে ত এখনও

ছোট আছ ভারিয়া, মানুষ ন্যায়পথে চলবে সত্যি, কিন্তু মাঝে মাঝে তার দরকার হয় না, আর যে লোকের মুখের উপর বলবে তার পক্ষে সে সত্যি মর্মান্তিক হয়ে উঠে। অবশ্য আমি দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনার কথাই বলছি।"

তবুও ভারভারা বলল, "তাতে কি হয়! মানুষের উপর আস্থা থাকলে তার সম্বন্ধে অবিচার করতে পারবেন না। অবশ্য আমি জানি, সময় সময় সত্যি কথা শুনতে বড় কষ্ট হয়। একবার এক ভদ্রমহিলা তার মেয়েকে পাঠালেন ঝিয়ের কাজ করা দেখতে। ঝি জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কেন বাছা?" "তুমি কিছু চুরি কর কিনা দেখতে পাঠিয়েছে মা।" বেচারা ঝি কেঁদেকেটে অস্থির, বাচ্চাটা শাস্তি পেল। কিন্তু দোষটা কার বলুন দেখি? বাচ্চাটার নিশ্চয়ই নয়, সে সত্যি কথাই বলেছে। আমার ত মনে হয় যাকে বিশ্বাস করেন না তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়।"

তাব্‌রোভের চোখদুঠো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "আমি তোমার গল্পটা জানি ভারিয়া, তোমাকে ওল্‌গা পাভলোভনা যখন গল্পটা বলেন, আমি শুনেছি। শুধু তোমার একটু ভুল হয়েছে, তোমার গল্পের মেয়েটির মা তাকে পাঠায় নি, পাঠিয়েছিল মাসী, ওল্‌গার মা ছিলেন ভারী চমৎকার মহিলা, তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান।"

লজ্জিত ভারভারা জবাব দিল, "আমি শুধু একটা নমুনা দিলাম, এক আধটু বানালে আর এমন কি ক্ষতি!"

তাব্‌রোভ বিড়বিড় করে বলল, "মেয়েদের তর্কশাস্ত্র! আমরা হলাম পুরুষ, আমাদের শাস্ত্র আলাদা। আমাদের সঙ্গতি রাখতে হয়, যাক্‌গে, এখানে কতগুলো মিঠাইমণ্ডা আছে, বন্ধু য়ুরিকে আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসার সঙ্গে এগুলো দিয়ে এস।"

পোঁটলাপুটলিগুলো বগলদাবা করে ভারভারা চলল বাচ্চাদের ঘরে। য়ুরি দেনিস আন্তনোভিচের কাছে ব্যায়াম করছিল, না থেমেই জিজ্ঞাসা করল, "এত-গুলো উপহার কার জন্য এসেছে?"

"তোমার জন্য দিয়েছে, তবে আমি চাই সকলকে ভাগ দিতে, তুমি কি বল?"

"নিশ্চয়, সবাইকে দাও, আর দেনিস আন্তনোভিচ্‌কেও একটা ভাগ দিও।"

একগাল হেসে দেনিস আন্তনোভিচ বলল, "দেখলে ভারিয়া, কি রকম নজরানা পাই আমি! য়ুরি বেশী দয়া দেখাচ্ছে আমায়, তাহলে আরও বেশী ব্যায়াম করিয়ে দেব ভেবেছে আর কি! তুমিই খাও য়ুরি সকলের সঙ্গে ভাগা-

ভাগি করে। আমার না পেলেও চলবে তবে আমাকে এত দাক্ষিণ্য দেখাবার জন্য তোমাকে এক গেলাস সিডারের রস খেতে দেব।"

"মিষ্টি খেতে?"

"মিষ্টি হবে কেন? ওটা ত ওষুধ, খেলে আর স্কার্ভি হবে না আর তোমার হাড়গুলোও শক্ত হবে।"

"ও আচ্ছা, তাহলে ত খেতেই হবে। ওষুধ যখন তার ত কোন চারা নেই।"

রোগীদের বিছানার মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে ভারভারা চেঁচিয়ে ডাকল, "দেনিস আন্তনোভিচ্, সবাইকে দিচ্ছেন নাকি।"

"সকলের জন্যই লেখা হয়েছে।"

ইভান ইভানোভিচ ওল্গাকে জিজ্ঞেস করল, "ফিরসোভ্ বলে একটি খনিজ-পরিদর্শকের কথা তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে? কিরকমই না সে স্কার্ভিতে ভুগছিল, অথচ দেখ মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই কি আশ্চর্য পরিবর্তন? কিন্তু না তোমাকে বলব না, তুমি নিজে এসে দেখ। আমার যত সম্পত্তি সব ওর উপর পরীক্ষা করলাম, সিডার, উইলো, লার্চ সব। সবচেয়ে ভাল ফল পেলাম সিডারে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। রোগী এখন উঠে বসেছে।"

স্বামীর পোশাক রিপু করতে করতে স্বপ্ন দেখছিল ওল্গা, জিজ্ঞাসা করল, "কে? তাব্রোভ?"

"তাব্রোভ? তার বসাটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু ইয়াকোভ্ ফিরসোভ্! তার কথা আলাদা। এখন থেকে দেখে নিও, পাইকারী হারে আমি এই সিডারক্কাথ ব্যবহার করা শুরু করব।"

সারা বাড়ি সিডার ডাল, কাঁটা আর গন্ধে ভরপুর। সবুজ রংএ রান্নাঘরটা এত মাখামাখি হয়ে গিয়েছে যে শেষ পর্যন্ত বাড়ির সরকার রংওয়ালাকে পাঠিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একটা সিডার ডাল হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে ইভান মন্তব্য করল, "আগে পুটিং দিয়ে রান্নাঘরের ফুটোগুলো বন্ধ করতে হবে।" "পঞ্চাশ কিলোগ্রাম তেল লাগবে?" ওলগা সরকারের কথাটা মনে করিয়ে দিতে ইভান লাফিয়ে উঠল, "আসুক না রংওয়ালা নিয়ে রং করতে? পঞ্চাশ কিলোগ্রাম তেল দিয়ে করবেটা কি শুনি? আমাদের স্নান করাবে নাকি? সেবার হাস-পাতাল রং করবার সময় ওকে না শিখিয়েছিলাম কি করে রং করতে হয়, সে

কথা কি এর মধ্যে ভুলে গেল নাকি !” একটু লজ্জিতের হাসি হেসে এবার ইভান বলল, “কোন কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছি জেনে কি যে আনন্দ লাগছে ! মনে হচ্ছে যেন জন্মদিনের উৎসব করছি ।”

যাবার সময় ওল্‌গাকে চুম্বন করে ইভান বলল, “আসছ নাকি আমার স্কার্ভি রোগীদের দেখতে ? বিখ্যাত লেখিকা ‘ওঃ আঃ’ হয়ত একটা প্রবন্ধই লিখে ফেলবে, তাদের নিয়ে ।”—নিরীহ কৌতুকের স্বর তার কণ্ঠে ।

ওল্‌গা নীরস স্বরে জবাব দিল, “না, প্রবন্ধটা তোমার নিজেরই লিখতে হবে, তবে আমি দেখতে আসছি নিশ্চয়ই ।”

৪৩

পাভা রোমানোভনা ওলগাকে বুঝিয়েছিল যে তার একা তাব্‌রোভকে দেখতে যাওয়াটা ঠিক নয় । কিন্তু পাভা ত ঘোরাঘুরি করে টনসিল ফুলে ঘরে আটক । ওল্‌গা এদিকে অধৈর্য হয়ে পড়া সত্ত্বেও একা একা যেতে সাহস পাচ্ছে না । আজকাল তাব্‌রোভের সান্নিধ্যে একা থাকতে ওল্‌গার অস্বস্তি বোধ করবে । তাব্‌রোভকে হাসপাতালে আনার পর থেকে কি রকম এক উত্তেজনায় দিন কাটাচ্ছে ওল্‌গা । আবার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়ায় প্রশান্ত স্থৈর্যে, বিষাদে ভরপুর তার হৃদয় ।

হাসপাতালে যাবার সময় তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার কালে ইভান ইভানোভিচ একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল, “কি হয়েছে তোমার বলত ? এত বিষণ্ণ হয়ে থাক কেন ?”

ইভানের বিরক্তিতে রেগে গিয়ে বলস সে, “কিছুই হয়নি, সারাদিন কি তোমার সামনে নৃত্য করতে হবে নাকি ?”

অধৈর্য হয়ে উঠল ইভান, হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে । আর এতে ওল্‌গার বিরক্তির মাত্রা আরও বেড়ে গেল । স্বামীর উৎকণ্ঠার কথা ভুলে গিয়ে ওল্‌গা ভাবল, “কোনদিনও আমার কথা ভাবে না সে । আমি যেন তার বাড়ির একখানা আসবাবপত্র, আমার কথা আসে সকলের শেষে ।”

সেলাইয়ের অঙ্গুলিত্রাণটা পরে সুঁচসুতো নিয়ে বসল, “আমার এখন দরকার সহানুভূতি, আর সমবেদনা—আর সে কিনা আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে আসে । নাহলে আজ সম্পূর্ণ এক আগন্তুকের উপর এত ভরসা আর বিশ্বাস আসে

কি করে ?" কথাটা মনে হতেই ওল্গার হৃৎপিণ্ড এত সঙ্কুচিত হয়ে এল যে হাত থেকে স্ু'চটা পড়ে গেল। "কি অসম্ভব কথা !" ক্ষীণস্বরে বলল সে ! বারান্দায় বার হতেই একঝলক উষ্ণ হাওয়া যেন তাকে অভ্যর্থনা জানাল। স্কার্টএর নীচটা সামলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তরতরিয়ে, চারদিকে তাকাল সে। আবার যেন প্রকৃতি হেসে উঠল তার দিকে, নীল আকাশের টুক্‌রো যেন এমনি করে ওলগার চোখে পড়েনি আগে। আপনার মনে কখনও ভ্রূ কুঁচকে আর কখনও মৃদু হেসে মনের ভাব প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলল সে।

স্কোরোবোগাটোভএর নিষেধ আর আঞ্চলিক কমিটির কাছ থেকে কোন জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও ইভান ইভানোভিচের গ্যাংগ্রীন রোগীর উপর স্নায়বিক অস্ত্রোপচার করা ঠিক হল। গুসেভ অবশ্য বারেবারেই সাবধান করে দিচ্ছিল —তার জবাব দিল ইভান, "আমাদের রোগীর কথা ভাবব আগে তারপর অন্য কাগজপত্তরের কথা।"

ইভানকে যে গুসেভ প্রভাবিত করতে চাইবে, এ ধারণা হয়নি কারো, তবে ভাল ডাক্তার হিসাবে ইভানকে সাবধান করে দিতে সে পারত। কিন্তু তার ব্যবহারে কেমন একটা অন্তরঙ্গতা থাকার দরুণ তার সব সাবধান বাণীই নিষ্ফল হল। তরুণ শল্যবিদ্ সারগুটোভএর প্রতি কিন্তু ইভান ইভানোভিচের মনোভাব অন্যরকম। উপদেশ দিয়ে, সুযোগ দিয়ে সাহায্য করতে ইভান সব সময়েই রাজী, অবশ্য বিশেষ আশঙ্কাজনক অপারেশনগুলো সে নিজেই করত। একবার বলেছিল, "অপারেশনে ব্যর্থতার দায়িত্বটা একজন অনভিজ্ঞ সার্জেনএর উপর ত ফেলে দেওয়া যায় না ?"

অপারেশন কামরার অপর প্রান্তে যেতে যেতে ইভান তার সহকারীদের উদ্দেশ করে বলল, "আজ আমরা যে ধরনের অপারেশন করতে যাচ্ছি, তা মোটেই সাধারণ নয় আর সেজন্যই তোমাদের বিশেষ করে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে বলছি।"

ধোওয়া হাতগুলি তখনও ভিজা, উপরে তুলে ধরেছে, সাদা অয়েলক্লথের এপ্রনটা পরা, কপালে ফ্ল্যাশলাইট আটকানো, বিরাট দেখাচ্ছিল ইভানকে। তারপর ভারভারার হাত থেকে বিজাণুমুক্ত গাউনটা নিয়ে পরতে পরতে অনুচ্চস্বরে বলে চলল, "যে কোন ধরনেরই হোক স্বতঃস্ফূর্ত গ্যাংগ্রীণও রক্তচলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হবার দরুণ হয়। তার মানে রক্তবাহী শিরাউপশিরারই ব্যারাম এটা—আগেকার দিনে বার্ধক্যকেই এর কারণ বলে ধরা হত, কিন্তু আজকাল আমরা দেখেছি অনেক তরুণেরও এই রোগ হচ্ছে।"

ভারভারা ডাক্তারকে দস্তানা পরতে সাহায্য করছিল, বলল, "কিন্তু তন্তুগুলি অকেজো হয়ে যাবার পর আশেপাশের সহানুভূতিসূচক গ্যাংগ্রিয়াগুলো বাদ দিয়ে দেওয়ায় কি কোন লাভ হয় ?"

"হাঁ হয়। তারও মাপজোখ আছে। সজীব তন্তুগুলোর রং হয় উজ্জ্বল। কোমর পর্যন্ত না কেটে আমরা হাঁটু থেকে এমন কি পায়ের গোড়ালী বা আঙুল পর্যন্তও কেটে বাদ দিতে পারি রোগীর জীবনের কোন আশঙ্কা না করেই। হাতে হলেও প্রায় একই রকম ব্যবস্থা, এসব ব্যবস্থা সার্জারির ক্ষেত্রে একেবারে নূতন। তবে একথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে দেহের কোন কলকব্জার কোনই ক্ষতি হয় না এতে। আর মানুষের ত বেঁচে থাকার জন্য আমোদ আহ্লাদও প্রয়োজন, না কি বল আলেক্সি ?"

যাকে উদ্দেশ করে বলা হল বয়স তার মাত্র তেইশ। প্রথমে যখন সে শুনল যে তার একটা পা কেটে বাদ দিতে হবে তখন সে আতঙ্কে নীল হয়ে গিয়ে ভাবল এর চেয়ে মরাই যে ভাল। কিন্তু দোমনা হয়ে পড়ল। রাতের পর রাত বিছানায় বসে পা'টাকে চেপে ধরে সে দোলাত যেন শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। কেটে ফেলা ত খুবই সহজ, কিন্তু এর মধ্যে আর একটা পা'য়ও একই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এখনও তেমন কিছু হয়নি। শুধু থেকে থেকে অসাড় হয়ে যায়, বেদনায় কুঁচকে যায়। কিন্তু আলেক্সি জানে এরপরই আসছে ফোলা আর তারপরই ডাক্তাররা বলবে বাকি পা'টাও কেটে ফেলতে হবে। তার বয়স মাত্র তেইশ।

রাত্রে ঘরের অন্য বাসিন্দাদের কাছে বলত, "আগে ছিল ঠাণ্ডা, আর এখন আগুনের মত গরম। আগে কেবলমাত্র হাঁটলে ব্যথা করত, এখন শুয়ে থাকলেও ব্যথা করে।" কয়েকদিন আগে এই গ্যাংগ্রীন কথাটার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতনা সে আর আজ তার জীবনের প্রধান অভিশাপ এই গ্যাংগ্রীন ? অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে সে বলে ফেলল, "দুত্তোর ! কেটেই ফেল পা'টা।" এমন সময় সে শুনতে পেল চাজমায় আরঝানোভ বলে এক ডাক্তার গ্যাংগ্রীনের এক নূতন চিকিৎসা শুরু করেছেন।

সহকারীরা আলেক্সিকে বাঁ কাতে শুইয়ে তার পা'টা অপারেশন টেবিলের সঙ্গে বাঁধছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইভান জিজ্ঞেস করল, "কেমন বোধ করছ আলেক্সি ?"

"একরকম।"

"কেন, একরকম কেন ?"

"ভয় পেয়েছে আর কি ?" বলল নিকিতা বুৎ'সেভ। অপারেশনের সময় রোগীর সাধারণ অবস্থা দেখার ভার হল তার উপর।

"ভয় পাবেনা কখনো। আমরা খুব ভালকরে করে দেব।" রেডিওসেটের মত ছোট সুন্দর একটি বাক্সের দিকে তাকিয়েছিল ইভান-ইভানোভিচ, সেটাই তার বৈদ্যুতিক ছুরিকা। সারগুটোভ্ এ্যালকোহল আর আয়োডিন দিয়ে অপারেশনের জায়গাটা ধুয়ে দিচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে কাজ শেষ হবার অপেক্ষারত ডাক্তার আবার বলল, "এবার তোমার যাতে ব্যথা না লাগে তার জন্য একটুখানি ফুঁড়ব আর যদি তবু ব্যথা পাও বলে দিও আরও ইনজেকশন দিয়ে দেব।"

এবার ইভান ইভানোভিচ নিজে হাতে আয়োডিনে রাঙ্গা জায়গাটায় সবুজ পেন্সিল দিয়ে একটা দাগ টেনে দিল। এইখানে গজ তোয়ালে ভরতে হবে। তারপর ভারভারার হাত থেকে নোভোকেইন ভরা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা নিল। ওদিকে সবুজরেখার আর একদিক থেকে সারগুটোভও ইনজেকশন করতে লাগল। দুই ডাক্তারের সিরিঞ্জ যখন এসে একজায়গায় মিলল তখন দেখা গেল অপারেশন আরম্ভ করা যেতে পারে। মাথা না তুলে ইভান ইভানোভিচ হাত বাড়ালো। ভারভারা তার হাতে ছোট ছুরি (scapel) তুলে দিল। অপারেশনের সময় সে এত মনোযোগ দিত যে ইভানের ঠোঁট হাত নাড়া দেখেই সে বুঝতে পারত এবার কোন যন্ত্র বা কি জিনিস চাইবে সে। মুহূর্তমাত্রও সে অন্যমনস্ক হত না, তা সে অন্য ডাক্তার সার্জন হাসি মস্করা করলেও না।

বদ্ধ্যদ্বেগে ইভান মেরুদণ্ডের নীচ থেকে তলপেটের মাঝামাঝি জায়গাটা পর্যন্ত চিরে ফেলল। যে সহকারী তাকে যন্ত্র এগিয়ে দিচ্ছিল তাকে বলল— "বেজায়গায় এসেছি।" ভোঁতা বাঁকানো চিমটা এগিয়ে দিল ভারভারা— তা দিয়ে ধরতে গেল সার্জন, দুটোমুখে মিলে কটকট শব্দ করে উঠল।

"বিদ্যুৎপ্রবাহ !"

সাদা এপ্রন আর মুখোশ পরা নিকিতা বু'ৎসেভ যন্ত্রপাতি চালু করল। রক্তবাহী শিরাগুলি ফরসেপসের আগা দিয়ে ছুঁয়ে ডায়থার্মি যন্ত্রপাতি দিয়ে চেপে ধরল। শিরাগুলি অচল হয়ে গেল শব্দ করে। সিল্ক দিয়ে আর আটকাতে হল না। এক এক করে ধাতব যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলল সে এবার, আর তারপরই আর এক চিড়। ক্ষতের ধারটা ধরে রইল সহকারী চিমটা দিয়ে।

"রিট্রাকটার !"

সাঁড়াশীর মত দাঁতওয়ালা যন্ত্রটা এগিয়ে দিল ভারভারা।

আবার কাটা, ক্লাম্প, বিদ্যুৎপ্রবাহ ··

ক্ষতের ধারগুলো জীবাণুমুক্ত গজ দিয়ে মুড়ে আবার রিট্রাকটার বসান হল।

রোগীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচ বলল, "এবার একটু লাগবে আলেক্সি, কিন্তু সহ্য করতেই হবে তাছাড়া উপায় নাই, সকলেই এরকম ব্যথা পায়।"

বিপরীতদিকে একটা ভোঁতা বড়শির মত জিনিস বসিয়ে দিয়ে সারগুটোভ-এর দিকে এগিয়ে দিল, "ঠিক আমার মত করে ধরে রাখ। নড়োনা বা বিন্দুমাত্র চাপ দিওনা এতে। একটা ঝাড়ন !" ভারভারা চিমটের মাথায় করে দুই পারসেন্ট নোভোকেইন এ ভিজানো একটা ঝাড়ন দিল। ক্ষতটার গভীরে মেরুদণ্ডের উপরেই সহানুভূতিসূচক স্নায়ুটার সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। তার দিকেই সার্জনের লক্ষ্য। শিরাটাকে তুলে ধরে নোভোকেইন ইনজেকশন করতে করতে ঘোরুদ্যমান ছেলেটিকে ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে। "ধৈর্য ধর আলোক্সি, ধৈর্য ধর একটু, অত্যন্ত সাবধানে হাত চালাচ্ছি আমি সব থেকে প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিয়েছি এবার।" "পালস্ ?"—নিকিতার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলডাক্তার।

"ষাট।"

"ক্যাম্ফর ইনজেকশন," তারপর ভারভারার দিকে ফিরে, "একটা হুক্ !"

হুকটা দিয়ে শিরাটা তুলে ধরল সে।

"সুতো !"

শিরার নীচ দিয়ে সুতোটা গলিয়ে দেওয়া হল। ফরসেপস্ দিয়ে সুতোটা উপরে তুলে ক্ল্যাম্প দিয়ে ধরে এঁটে বাঁধল তারপর একপাশে রাখল। আর একটা হুক দিয়ে ধরে আর একটা সুতো বাঁধা হল—এবার শিরাটা একেবারেই শূন্যে তোলা হল।

"নোভোকেইন! সরু সূচ! ভাল করে ধরেছ? পরীক্ষা করে দেখে নাও। এনেস্থেসিয়ায় বেশ কাজ হয়েছে দেখছি। একটা ঝাড়ন! শিরার জন্য চিমটা। এটায় হবেনা। সিধা একটা দাও। কাঁচি! এই যে পেয়েছি।" বিজয়ীর ভঙ্গীতে ইভান ইভানোভিচ রক্তাক্ত একটুকরা ফোলা শিরা তুলে ধরল। ভারভারাকে বলল "এটা রেখে দাও। একটা পেরোক্সাইড-ভেজা তুলার প্যাড! তাড়াতাড়ি, ওর নীচ থেকে প্যাকেটটা সরিয়ে নাও। রিট্রাকটার! সবকিছু শুকিয়ে ফেল, সেলাই করে ফেল।"

বাঁকা সূচটা সুতো পরিয়ে রাখা হয়েছিল আগেই। ডাক্তারদের হাতে হাতে সূচের শব্দ হতে লাগল। ভারভারার প্রতীক্ষারত হাত দুটো শূন্যে একবার আন্দোলিত হল মাত্র। সারগুটোভএর দিকে ফিরে বলল ইভান ইভানোভিচ, "ভিতরের সেলাইটা ভারী সিল্ক দিয়ে করতে হবে। দুটো গিঁঠ না দিলেও চলবে। দ্বিতীয় গিঁটঠা অত শক্ত হওয়ার দরকার নাই," নিজেই একটা গিঁঠ দিয়ে দেখাল, "এই দেখ, এরকম আলগা, তৃতীয় দফার সেলাইটা সরু সিল্ক দিয়ে চামড়ার ঠিক তলার মোটা তন্তুগুলো জুড়ব। মোটা মোটা সেলাই দেব। শুধু ধারগুলো জোড়া লাগান। উপরের চর্বিবহুল তন্তুগুলো তাড়াতাড়ি জুড়ে যায়, ভিতরের সিল্কগুলো ভিতরেই থেকে যায়।"

ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি সরবরাহ করছিল যে নার্স, সে মৃদুস্বরে নিকিতার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। ইভান অপরেশনের সময় কথা বলা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারত না—বলে উঠল, "ওর পেছনে লাগছ কেন—তোমাদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ মানুষ বেচারা।"

নিকিতা নোটবই থেকে মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে খুশীভরা সুরে বলল, "আমার আপত্তি নেই এতে। আমাকে আপনি পুরুষ বলেন নাকি? নার্স পুরুষ অবশ্য, কেবলমাত্র অভ্যাসবশেই আমি দাড়ি কামাই।"

শেষ ফোঁড় দিতে দিতে ইভান জিজ্ঞাসা করল, "এখন কেমন লাগছে আলেক্সি?"

"পা'টা যেন আগের থেকে গরম হয়েছে মনে হচ্ছে। বোধহয় রক্ত চলাচল আরম্ভ হয়েছে। আর ব্যথাও ত করছেনা?"

"কেমন বলেছিলাম না! অপারেশনটা এমন সাংঘাতিক কিছু নয়, কি বল?" রোগীর পালস্ ধরে চুপ করে রইল ইভান মিনিটখানেকের জন্য।

তারপর কাজের সাফল্যে, রোগীর অবস্থার উন্নতির তৃপ্তিতে তার মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাসি। পরমুহূর্তেই আবার চিন্তাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "দ্বিতীয় পা'টায় কবে অপারেশন হবে ? ভাল হয়ে নাও, তারপর মাসখানেকের মধ্যেই ওটাও সেরে ফেলব। এবার আর তোমার ভয় করবে না, কি বল ?"

"আরেকটা পা'য় এখনও তেমন যন্ত্রণা আরম্ভ হয়নি। বোধ হয় আমি কল্পনা করছিলাম ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মাস ছয়েক অপেক্ষা করে দেখা যাক্না কি হয় !"

সদয় ও অভিজ্ঞ কণ্ঠে ইভান ইভানোভিচ জবাব দিল, "ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে আলেক্সি, তোমার নিজের ভালর জন্যই আর স্থগিত রাখা চলে না।"

৪৫

হাসপাতালে ঢুকতেই ওল্গার নাকে ভেসে এল ওষুধের গন্ধ। শব্দহীন ভারী দরজাটা ঠেলে ওল্গা ভিতরে ঢুকল। দালান বরাবর কার্পেট পাতা, জানালার তাকে ফুলের টব বসানো, সদ্য ভিজান পাতাগুলো চক্‌চক্ করছে। বিপরীতদিকের দেয়ালে বিরাট বিরাট দরজার সারি।

দূর থেকে বিলম্বিত আর্তনাদ ভেসে এল। ওল্গা উত্তেজনায় উন্মুখ হয়ে উঠল। তারপর শোনা গেল কাছেই আর্তনাদের শব্দ, ফিসফিস্ কথা, দীর্ঘ নিশ্বাস, কোন কিছু ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাবার সতর্ক পদক্ষেপ। কোথা থেকে বেরিয়ে এল ভারভারা। জিজ্ঞেস করল, "তুমি ইভান ইভানোভিচের সঙ্গে দেখা করতে চাও ? এইমাত্র এক দুরূহ অপারেশন শেষ করে তিনি ক্লিনিকের দিকে গিয়েছেন। পরামর্শ করতে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। চল ক্লাবঘরে যাই।"

একটা দরজা খুলে ভারভারা চলল এগিয়ে, পিছনে ওল্গা গিয়ে পৌঁছল আগেরই মত আলোকিত কিন্তু ছোট আর একটি দালানে। ভারভারার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ওল্গা লক্ষ্য করল নার্সের টুপির তলায় ভারভারার লম্বা বেণী দুটো যেন অবহেলায় খোঁপায় পরিণত হয়েছে। সরু লম্বা হাত দিয়ে থেকে থেকে কোমরের বেল্ট, জামার কলার ঠিকঠাক করে রাখছে। আর একটা হাতে রয়েছে খালি হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আর ভায়াল বোঝাই ট্রে একটা। প্রতিটি পদক্ষেপই আত্মপ্রত্যয়ের শান্ত অভিব্যক্তি।

"এই যে এসে গিয়েছি" বলে ওল্‌গাকে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতেই দৃষ্টি পড়ে গেল অদূরে—ভারভারার আর যাওয়া হল না!

টেবিলের পাশে চাকা লাগান চেয়ারে বসে তাব্‌রোভ নোট বইয়ে কি লিখছে। ভাল হাঁটুটার উপর নোট বইটা ধরা, আর ভাঙ্গা পা'টা আঙ্গুল পর্যন্ত ছাঁচে বাঁধা, সামনে লম্বা করে ছড়ান। তার বিপরীতদিকে যে বসে আছে তার মোটা কর্কশ হাত দুটি হাসপাতালের গাউনের হাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর ক্রমাগত সে হাতা দুটি টেনে টেনে লম্বা করার চেষ্টা করছে। নিঃসন্দেহে সে খনিজ কারখানার শ্রমিক।

ভারভারা তাব্‌রোভকে কি বলতে সে শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করল। তারপর হঠাৎ ফিরে ওল্‌গাকে দেখতেই লজ্জায় তার গালগলা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

কাছে এসে ওল্‌গা বলল, "এই যে, কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি, কি করে হারিয়ে গেলেন বলুনত ?"

লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও তাব্‌রোভ খুশীর চোখে তাকাল ওল্‌গার দিকে, "হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেলাম আর কি! পাহাড়ে যে হারিয়ে যেতে পারি আমি তা কখনও ভাবতে পারি নি। এখন দেখলাম ব্যাপারটা খুবই সহজ, বিশেষতঃ কুয়াশার সময়।"

ভারভারা দাঁড়িয়েছিল ওল্‌গা আর তাব্‌রোভের দিকে সস্মিত মুখে তাকিয়ে। এবার সে বলল ওল্‌গাকে, "রোগীটি যে কি চিজ সে তুমি ভাবতেও পারবে না। খাটের সঙ্গে ওকে বেঁধে রাখা উচিত। যেই একটু ভাল হয়েছে অমনি কাজকর্ম করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। লোকজন ডেকে কনফারেন্স বসাচ্ছে। আমাদের কথা ত শুনতেই চায় না। এটা যে ওর পক্ষে ভাল নয় তা ও বোঝে না।"

"বুঝি, বুঝি! আমি ত শরীরের বেশ যত্ন নিয়ে থাকি। দেখ দেখি ভারিয়া এই গড়ানো গাড়ীটা কেমন চালাচ্ছি যেন আমার মোটরকার আর কি!"

"কিন্তু চালানই আপনার উচিত নয়। ডাক্তারের কথা আপনি অমান্য করছেন, ইভান ইভানোভিচের কাছে আমি আপনার নামে রিপোর্ট করব। তিনি হয়ত আপনাকে ওয়ার্ডে লোকজন আনার অনুমতি দিতে পারেন।"

ভারভারা থামল, তারপর যেন ডিউটির কথা মনে পড়তেই ছুট লাগাল। শ্রমিকটি ওল্‌গার কনুই স্পর্শ করে তার চেয়ারটায় ওকে বসতে বলল। গোটাকয়েক কথা বলে সেও ঘর ছেড়ে চলে গেল। ভারভারার শেষ কথাগুলো তাকেও যেন চেতনা দিয়েছে। তাব্‌রোভ ওল্‌গার দিকে ফিরে বলল, "দেখছেন

কেমন শান্তি আমাদের দেয় এখানে? তারপর?—আপনি কি করছেন আজকাল?"

"কাজ করছি। প্রস্পেক্টারদের সম্বন্ধে আমার লেখা একটা ছাপা হয়েছিল। আজ আরও একটা কাগজ পেলাম। আপনি এখনও পড়েননি বুঝি?"

"আপনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন, কেমন?" জিজ্ঞাসা করল তাব্‌রোভ।

আশেপাশে রোগীরা চলাফেরা করছে—বারান্দায় লোকজনের আনাগোনা। কিন্তু তাতে এই দুজনের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা আলাপ করে যাচ্ছে যেন জগতে আর কেউ কোথাও নেই। একজনের কাছে আর একজনের রাখাঢাকারও কিছু নেই। কাজে ওল্‌গার কোথায় অসুবিধা, কি তার পরিকল্পনা, কি তার শান্তি, আনন্দ সবই সে নিঃসংশয়ে তাব্‌রোভকে বলে চলল। "প্রথম প্রবন্ধটা যখন কাগজে ছাপা হল আমার ত ভয়ে মনে হল আমি মরেই যাব! কি দারুণ দায়িত্ব!"

পরিপূর্ণ সুখী এবার ওল্‌গা। তাব্‌রোভ হারিয়ে যাবার পর এই প্রথম সে স্বস্তিভরে নিঃশ্বাস ফেলল। তিরস্কার ও বেদনার বাধা এড়িয়ে প্রথম সাক্ষাতে উচ্ছল হয়ে উঠল ওল্‌গা। খানিকক্ষণ চিন্তার পর উজ্জ্বল চোখে ওল্‌গা তাকাল তাব্‌রোভের দিকে, তাব্‌রোভও তাকাল ওল্‌গার দিকে। মুহূর্তমাত্র চারি চোখের মিলন হল। কিন্তু সে মুহূর্তটুকুতেই আবিষ্কারের দুঃসহ বেদনায় ওল্‌গার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হল, "কেন, কেন এমন হবে?" শেষ চেষ্টা করতে চাইল ওল্‌গা। তার নিজেরও কাছে যা লুকান ছিল তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল তাব্‌রোভের কাছে। ওল্‌গার ইচ্ছা হল ছুটে পালায় কিন্তু পাদুটো থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে তখন। অতি মৃদু কণ্ঠে স্পষ্টস্বরে তাব্‌রোভ বলল, "এখানে এসে পর্যন্ত আমি শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

৪৬

"এর মধ্যেই এসে গিয়েছ? ভারভারা খবর দিল আমাকে।" দালানে পাতা নীল কার্পেটের উপর দিয়ে আসতে আসতে ইভান ইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করে আর জবাবের অপেক্ষা করল না, হাত ধরে নিয়ে এল ওল্‌গাকে স্কার্ভি ওয়ার্ডে, "আগে ওদের দেখ, তারপর কথা বল। লোকে ত এর মধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছে যে সিডারই স্কার্ভির ঔষধ, প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে

আসছে। কিন্তু আমাদের মুস্কিল কি জানত? আমরা সাধারণ লোকের সাধারণ জিনিসে সচরাচর কান দেই না। আর শুধু ওষুধের নাম জানলেই ত হল না—তার ব্যবহারও জানা চাই।"

ওল্‌গা শুনছিল বটে, মন ছিল না তার স্বামীর কথায়। তার অন্তরের নূতন অভাবনীয় বেদনা তাদের উভয়কে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে কে বলে দেবে তখন!

যে বড় ঘরটায় ঢুকল তারা, হাসপাতালের পোশাকপরা একপাল লোক ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেখানে। ইভান ইভানোভিচের চেহারাটা দেখামাত্রই চটপট যে যার বিছানায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। একটা বিছানায় প্রকাণ্ড হাত দুটো দিয়ে খাটের বাহু ধরে যে লোকটা বসেছিল তার দিকে যেতে যেতে তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচ বলল, "সপ্তাহখানেক আগে এরা হাঁটতেও পারত না।"

"কেমন হে ফিরসভ, ভাল লাগছে আগের চেয়ে?"

মুখ বিকৃত করে বেদনাকাতর কণ্ঠে জবাব দিল, "একটুখানি ভাল, ইভান ইভানোভিচ।"

তৎক্ষণাৎ উৎসুককণ্ঠে জবাব দিল, "দাঁড়াও দেখি।"

অত্যন্ত কষ্টের সহিত লোকটি ক্লাচে ভর দিযে বিছানার এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটতে লাগল। তার চলার ভঙ্গী নড়বড়ে হলেও ইভানকে আনন্দ দিল। সাহস দিল সে, "বেশ, বেশ, হাত তোল, ডান হাত ঘুরাও পিছনদিকে—আর একবার।"

ওল্‌গার পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "ফিরসভ হল সত্যিকার বীর। কবর থেকে উঠে এসেছে একেবারে সে। কেবল মাত্র দাঁতগুলোই……।"

হাসি মিলিয়ে গেল ফিরসভএর, "সত্যি, আমার কি সুন্দর দাঁতগুলো ছিল। স্কার্ভিতে সেগুলো গিয়েছে। আজ যদি যুদ্ধ বাধে, আমাকে তারা বোধ হয় আর নেবেনা সৈন্যদলে।"

প্রতিবেশী হেসে উঠল, "নিশ্চয়ই নেবেনা। ফোক্‌লা বুড়োকে নিয়ে কি করবে তারা?"

ওল্‌গা ভাল করে ফিরসভের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, এরই জন্যে তার মুখটা অমন দেখাচ্ছে। গালগুলো তোবড়ানো, নীচের ঠোঁটটা বুড়ো মানুষের মত ভিতরে ঢুকে পড়েছে। আর এজন্যই ওর হাসিটা এত বেদনার্ত দেখাচ্ছে।

ফিরসভের মাথাটা দুহাতে ধরে তার মুখের দিকে তাকাল, "কটা বাকী আছে দেখি?"

ওলগা এত বিচলিত হল যে চোখে তার জল এসে গেল। লজ্জা হল তার। একজন যে কাজ করছে তার যথার্থই প্রয়োজন আছে এই বোধের চেয়ে তৃপ্তিদায়ক আর কি আছে? এর আগে চিকিৎসাশাস্ত্রকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা সম্বন্ধে ওলগা এত উৎসুক হয়ে ওঠেনি। এই যে লোকগুলি মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে ইভান ইভানোভিচের আবিষ্কারের ফলে তাদের দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে কি ওল্গা? নিশ্চয়ই নয়—তার মানে ডাক্তার স্বামীটির প্রতি আর সে উদাসীন থাকতে পারে না।

এদিকে ফিরসভকে ভরসা দিয়ে চলেছে ইভান ইভানোভিচ, "তোমাকে আমরা নূতন দাঁত বানিয়ে দেব। সোনার, না হয় সাদা পাথরের—যেমনটি তোমার পছন্দ, এখানে এই হাসপাতালেই পাবে তুমি।"

বিছানার কিনারে লুটিয়ে পড়ল ফিরসভ। অন্যরা ক্রাচে ভর দিয়ে ডাক্তারের কাছে এল। তাদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলল "লাঠি ছাড়া হাঁট দেখি।"

লাঠিটা নামিয়ে রেখে সে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। তৃপ্তিতে ভরে উঠল ডাক্তারের মন। আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিও ত লাঠি ছাড়া হাঁটছ? এখানে যখন প্রথম এলে কি অবস্থাই না ছিল তোমার!" ইভানের বেশ মনে ছিল তার অবস্থাটা, তবু ওল্গাকে শোনাবার জন্যই বলল সে।

"আমাকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে আসে হাসপাতালে। হাত পা কিছু নাড়তে পারতাম না আমি। দেশে আমাকে হাত পা ঘষে, গরমজল দিয়ে চেষ্টা করত। কিন্তু অসুখ ছিল ভিতরে, বাইরের ঘষামাজায় কি হবে?"

ইভান ইভানোভিচ বলতে লাগল, "ও কিন্তু ঐ রকম অবিশ্বাসীদের মত সাধারণ সিডার ক্বাথ খেতে চাইত না। ভাবত বোধ হয় 'এত কি হবে সিধে, ভাবিয়া মল সকল দেশশুদ্ধ!'"

পাভা রোমানোভনা শোনা গুজবের উপর ভিত্তি করে বলেছিল সিডার রস নাকি হার্ট আর কিড্নীর গোলযোগ ঘটায়—মনে পড়ল ওল্গার। ভাবল—"স্কাভি তার থেকেও খারাপ নয় কি?" এতে গোটা শরীরটা নষ্ট হয়ে যায়। গুজবের উপর নির্ভর করলে কোন মহৎ কাজ করা চলে না। আবার ওলগার মনে হল, স্বামীর কাজের সাফল্যে উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত না হয়ে সে শুধু মাত্র তার পক্ষাবলম্বন করে চলেছে।

হঠাৎ ইভান ইভানোভিচ বলে উঠল, "প্লাটন আর্তিওমোভিচ্ আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারছিনা।"

আঞ্চলিক পার্টি কমিটির বৈঠকে সদ্য যোগদান করার পর দুজনে সিগারেট ধরিয়েছিল। বৈঠকে প্লাটন আর্তিওমোভিচ আর ইভান ইভানোভিচ দুজনেই স্কোরোবোগাটোভ-এর কাছ থেকে বেশ মধুর বচন শুনেছে। লগুনোভ খনিতে কেন্দ্রীয় জলনিঃসারণ ব্যবস্থার কথা বলাতে স্কোরোবোগাটোভের মনে হয়েছে এটা কেবল অনাবশ্যকভাবে খনির যন্ত্রপাতির ব্যবহার করার সূচনা আর ইভান ইভানোভিচ কাগজে 'স্কার্ভি' সম্বন্ধে যে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ লিখেছে তাতে অনর্থক মানুষের মধ্যে ভীতি উৎপাদন করে শত্রুপক্ষকে শক্তিশালী করা ছাড়া আর নাকি কোন কাজ হবে না। ইভান নীরসস্বরে বলেছিল, "আমি শুধুমাত্র এ অঞ্চলের লোকদের রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেবার জন্যই লিখেছি—সত্যকে চাপা দিলে কারো পক্ষেই কিছু লাভ হয় না।" এই প্রসঙ্গে এসেই তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ওল্গার ব্যবহার মনে ভেসে উঠল সে চুপ করে গেল। ওল্গার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে বলে সে যে মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে তক্ষুনি স্কোরোবোগাটোভ তাকে নিয়ে পড়েছে।

স্থিরদৃষ্টিতে স্কোরোবোগাটোভ বলে চলল, "আপনি সাম্যবাদী ডাঃ আরঝানভ, আঞ্চলিক নেতৃত্বের প্রতি আপনার আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আপনি নিজে নায়ক হতে চান।" ইয়াকুট আর এভানদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করে চলল সে—পাতলা ঠোঁটদুটি চেপে ধরে বলল, "জনপ্রিয় নায়কগণ নিজেদের কাজকর্মের ভিতর দিয়ে নায়কত্ব অর্জন করেন। জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার ব্যবহার অবশেষে দিনের আলোতে প্রকাশ করে দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

রেগে উঠে বলল ইভান ইভানোভিচ, "কিন্তু আমি ত কাজ করছি, কঠোর পরিশ্রম করে আমার জ্ঞানমত ন্যায়সঙ্গতভাবেই কাজ করে যাচ্ছি।"

বাধা দিল স্কোরোবোগাটোভ্—"আমরা সবাই ন্যায্য কাজ করি, তার মধ্যে অত বড়াই করার কিছু নেই। এ ত আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেকেই সাধ্যমত কাজ করে। আপনার কিছু কিছু ভুলত্রুটি আমরা ক্ষমা করেছি। সত্যি বলতে

বেশ কিছু ক্রটিই ভুলে যাই কারণ আপনি খ্যাতিমান্ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি আমাদের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে নিজের বিদ্যা জাহির করতে থাকবেন, তাহলে তার ভয়ানক ফলাফলের দায়িত্বটাও ভেবে দেখবেন।"

স্কোরোবোগাটোভ্ এর আফিস থেকে বার হবার সময় ইভান ইভানোভিচ ভাবছিল—"কি করতে চায় সে আমাকে নিয়ে!"

বসবার ঘরে লগুনোভের সঙ্গে দেখা, তাকে সব কথা বলবে ভাবল। প্লাটন লগুনোভ ঘণ্টাখানেক পর স্কোরোরোগাটোভের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে ইভান ইভানোভিচকে দেখে ত অবাক্। "আপনি এখনও এখানে?"

"হাঁ, আপনার জন্যেই বসে আছি। কেমন, আপনাকেও নিয়েছে ত এক-হাত।" এখনও তার মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়নি, তাই লগুনোভ জবাব দিল, "তা নিয়েছে। তবে কোন কারণ ছিল না। কেউ যেন কথা লাগাচ্ছে মনে হয়। সে নিজে ত উৎপাদনের নিয়মকানুন কিছুই জানে না।"

বিদ্রূপভরে বলল ইভান ইভানোভিচ, "কেন জানবে শুনি? বিশেষজ্ঞেরা আছে কি করতে তাহলে? তার কাজ ত শুধু লোকের দোষ ধরা।"

বিষণ্ণ হাসি হেসে লগুনোভ বলল, "মনে হয় যেন সে সত্যিই বিশ্বাস করে তার জন্যেই তাকে রাখা হয়েছে। তার কাজ হল খালি লোকের দোষক্রটি খুঁজে বার করে তা দেখিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করা, খবরদারী করা। সেদিন আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাপরে সে কি ধোঁওয়া ভরা বাতাস, ছুরি দিয়ে কাটা যায় এত ভারী। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এই কুয়াশার মধ্যে বসে কি করছেন?' জবাব দিল, 'কি দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল যদি দেখতেন—একেবারে ষাঁড়ের লড়াই?"

ইভান ইভানোভিচ ঘোঁৎ করে উঠল, 'নিজে যে একটা বলদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, দো আঁসলা বলদ এ ব্যাপারে!"

"কেন, দো-আঁসলা কেন?"

দুজনে মুহূর্তের জন্য পরস্পরের দিকে তাকাল। ঘোড়ার মত লাল-মুখো স্কোরোবোগাটোভের গোল গোল পলকহীন চোখ আর চেহারাটা মনে পড়ল একই সঙ্গে—পরমুহূর্তেই দুজনে একসঙ্গে এমন অদম্য হাসির উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ল যে পাশের দরজাগুলো খুলে বিস্মিত, ভীত কেরাণীদল উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে সম্বিত ফিরে এল, অপকর্মরত ছাত্রের ধরা পড়ে পালানোর মত দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল তারা।

লেখাগুলো কেটে ফেলে ওল্‌গা আবার লিখতে লাগল। একেবারে সাধারণ প্রস্পেক্টার আর খনিজীবিদের প্রতিযোগীতা বা শুধু রিপোর্ট না হয়ে জিনিসটা যাতে বেশ চিত্তাকর্ষক হয়, পাঠককে ভাবিয়ে তোলে তার চেষ্টা করতে চাইল সে। কি করে তার সে চেষ্টা সফল হয় ভাবছে ওলগা—এমন সময় পড়ার ঘর থেকে ইভান ইভানোভিচের গলা ভেসে এল—

"ওল্‌গা এক কাপ চা খাওয়াতে পার ?"

না উঠেই জবাব দিল ওল্‌গা, "একটু সবুর কর।" "হয়ত দু'একটা চরিত্র সৃষ্টি করলে ভালই হবে কিন্তু তাহলে আবার সংবাদপত্রের আওতার বাইরে চলে যায় ব্যাপারটা"—ভাবে সে।

স্বামীর কথা শুনতে পেল সে : "বিশেষ ব্যস্ত থাকলে দরকার নেই।" সে নিজেই গিয়ে এককাপ চা করে নিতে পারে, কিন্তু ওল্‌গার হাত থেকে পাওয়ার মধ্যে যে বিশেষ মাধুর্যটুকু আছে তাই ভোগ করতে চেয়েছিল ইভান। অনিচ্ছা সহকারে আবার সে বলল, "অমি নিজেই করে নেব এখন।"

বিরক্তির সুরে ওল্‌গা জবাব দিল, "তুমি করতে যাবে কেন, আমি ত বলেইছি করে দিচ্ছি।" তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে কেৎলীটা চাপিয়ে দিয়ে আবার ভাবতে লাগল—"যা লিখেছি সেগুলি সব বাদ দিলে কেমন হয়? তায়েগার কথা ত এখানে সবাই জানে—তার বদলে যদি সোনা তোলার মুহূর্তটাকে বিশ্লেষণ করে দিতে পারি তাহলে হয়ত বেশ হয়। কিন্তু সংখ্যাগুলো কোথায় বসাই ?"

পাশের ঘর থেকে ইভান ইভানোভিচ আবার বলল, "নীল রংএর একটা ফাইলের মধ্যে আঞ্চলিক কমিটির কাছে লেখা আমাদের চিঠিপত্রগুলি ছিল, মনে আছে তোমার ? কোথায় যে রেখেছি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি বলতে পার কোথায় আছে সেগুলো ?"

"ডানদিকের ড্রয়ারে রেখেছি সেগুলো"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দিল ওল্‌গা। ফাইলটা খুঁজে, চা দিয়ে সরে দাঁড়াল, নিস্পৃহভাবে দূরে থেকে এই বলিষ্ঠ ঋজু দেহের দিকে তাকিয়ে রইল ওলগা ; ফাইলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়েছে সে।

এলেনা দেনিসোভনা হাসপাতালের প্রত্যেটি খবরাখবর রাখত। সে-ই

ওল্‌গাকে আঞ্চলিক কমিটিতে স্কোরোবোগাটোভের সঙ্গে ইভানের ঠোকা-ঠুকির খবর দিয়েছিল। এর জবাবে যে স্কোরোবোগাটোভ একেবারে ঢিট হয়ে যাবে সে সম্বন্ধে এলেনা দেনিসোভনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। সে আশাবাদী, ন্যায়ের জয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল তার। কিন্তু লাল ফিতার বাঁধন তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল।

ধৈর্যভরে ওলগা ভাবল—"ন্যায় বিচারের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু এর একবর্ণও আমার স্বামীর কাছ থেকে শুনতে পেলাম না; সেদিন ত ধমকেই উঠল। তার কাজটা জরুরী এবং বড় বটে আর আমার কাজটাও তেমন প্রয়োজনীয় নয়, তবুও এক আধবার ত সে জিজ্ঞাসা করতে পারে সেকথা! আমার কাজে সামান্য ঔৎসুক্য দেখালে আমি তোমার সবকিছু করে দিতে পারি। এক কাপের বদলে দশ কাপ চা করে দেব, খাতাপত্র সব গুছিয়ে রাখব সানন্দে। সত্যিই কিছু আর তুমি আমার কাছে তেমন কিছুই চাও না। কিন্তু তা বলে একেবারে নিরাসক্ত থাকলে আমার চলে কি করে?" ওল্‌গার মনটা ক্রমশঃ কঠোর হয়ে উঠছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। পুরনো সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল মনে, ভাবাবেগে সহসা সে গিয়ে স্বামীর কাঁধে হাত দুটি রাখল।

ইভান ইভানোভিচ তার দিকে ফিরে হাতের বাঁকে চুম্বন দিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কি গো সাহিত্যিকা, কি হয়েছে? একলা লাগছে? হায় রে আমার সাহিত্য-সাধনার কি পুরস্কারই আজ স্কোরোবোগাটোভ না দিয়েছে তা যদি জানতে? একটা লোকের সারাজীবনের মত লেখা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এখন যাচ্ছি লগুনোভের কাছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।"

ইভান ইভানোভিচের নিরাসক্ত ভাবটা আবার ফিরে এল—ওলগা কেমন নিরুৎসাহ হয়ে গেল।

৪৯

পার্টির সভ্য ও অ-সভ্যদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা চলছিল স্তাখানোভ আন্দোলন সম্বন্ধে। হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরে লগুনোভের উপর আক্রমণে পর্যবসিত হয়ে গেল। বিশেষ করে স্কোরোবোগাটোভএর আক্রোশটাই যেন বেশী। "উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রেখে মূল গঠনকার্যে ব্যবহার করার জন্য

আমাদের কিছু টাকা দেওয়া হয়ে থাকে—তার মানে সে টাকাটা জনসাধারণের টাকা—যথেচ্ছ ব্যবহার করলে চলবে না।" জনতার দিকে আবার সেই ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে ধরে বলে চলল সে, "লগুনোভ হঠাৎ কেন কতগুলো চালু জলতোলার পাম্প বাতিল করে নূতন পাম্প কিনলেন? পুরনোগুলোর যদি কর্মক্ষমতা কমে গিয়ে থাকত, তাহলে ড্রিলাররা শ্রমের সাহায্যে সে ঘাটতি পূরণ করতে পারতেন। পঞ্চাশটা নূতন ড্রিলিং মেসিন? কি অপচয়? লগুনোভ্ প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে না লাগিয়ে বাইরের চাকচিক্যের দিকে নজর দিয়েছেন—এতে নূতন উন্নত ধরণের কাজকর্ম ব্যাহত হয়।"

আলোচনা শুনতে শুনতে লগুনোভ ভাবল, "ওর কাছে কোন কিছু প্রমাণ করতে যাওয়া বৃথা। প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে, যন্ত্রপাতিগুলোকে সের দরে বিক্রী করার অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো দিয়ে কাজ করি, আর এই অভিযোগ! আমাদের হিসাবরক্ষক কি বলেন দেখা যাক্। তিনিই ত আমাদের কোষাধ্যক্ষ।"

কিন্তু হিসাবরক্ষক প্রিয়াখিন ঝগড়া এড়িয়ে গেল—সে পার্টি সেক্রেটারীকে না চটিয়ে নিরপেক্ষ রইল।

এর পর এল খনির পার্টি সেক্রেটারী পিওত্র মার্তিমিয়ানোভ্এর পালা। বিরাট দেহ নিয়ে খাড়া হয়ে কালো দাড়ি নাচিয়ে সে আরম্ভ করল—

"আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই বন্ধুগণ, দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা বেড়ে উঠছি! কেমন কিনা?" - শ্রোতাদের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সে আবার বলল, "কি দারুণ পরিবর্তন চলেছে—উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি, উন্নত কৌশল, এমন কি নেতৃত্ব পর্যন্ত। এমন একদিন ছিল যখন লোকটা কাজ জানুক আর না জানুক বিশ্বস্ত হলেই তাকে উৎপাদন বিভাগের মাথায় বসিয়ে দিতাম আমরা, শুধু মাত্র সাম্যবাদীর শত্রু ঐ বিশেষজ্ঞ নামধারী দালালদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। শীগগিরই কর্তা-ব্যক্তিরা যাতে বিশেষজ্ঞ হন সেজন্য আমরা দাবী তুলতে লাগলাম—"

বাধা দিল স্কোরোবোগাটোভ, "দরকারী কথায় এস।" তার ক্রুদ্ধ মুখে যেন প্রশান্তি আর তৃপ্তির আভাস।

"দরকারী কথায় আমি এসে গিয়েছি—আমি ব্যবসার প্রশ্ন তুলছি। গত ছয় মাস ধরে আমাদের খনি শুধু এ অঞ্চলের নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের খনিগুলির মধ্যে সর্ববিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমাদের পরিকল্পনা নির্ধারিত

সময়ের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, আমাদের খনিজ পদার্থের টন প্রতি দাম শতকরা আটভাগ কমাতে পেরেছি। আমাদের ড্রিলাররা কয়েকটি মেসিনে এক-সঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়েছে। আর এরকম সাফল্য লোকে মাত্র ইচ্ছা করলেই পেতে পারে না। এই যখন অবস্থা তখন খনির কর্তাকে কি সাংঘাতিক প্রায় ধ্বংসাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হতে দেখলে অবাক লাগে বৈকি!"

স্কোরোবোগাটোভ বলল, "এই সব সাফল্যের ফলেই আপনাদের মাথা ঘুরে গিয়েছে। তাই আপনারা সর্বসাধারণের মতকে অগ্রাহ্য করতে সাহস পাচ্ছেন।"

"সর্বসাধারণের মতটা সম্বন্ধে আমরা এখনও ওয়াকিফহাল নই। আমি কেবল আমারটা বলেছি। নিকোনোর পেত্রোভিচ আপনি প্রভুত্ব ফলাতে সুপটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে লাভ হয় না কিছুই। এতে শুধু আমাদের মনে অশান্তির মাত্রাই বেড়ে ওঠে, দাবিয়ে রাখা হচ্ছে মনে হয়, কারণ আমরা দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে উঠছি।"

স্কোরোবোগাটোভ তার বিরাট দেহটা তুলে সুদৃঢ়ভাবে বলল, "পার্টিবহির্ভূত লোকদের আমি বাইরে যেতে বলছি।" বাইরে যাবার আওয়াজ, ফিস্‌ফিসানি, চাপা কাসি কমে গেলে বলল আবার, "বেশ—তারপর? আপনার আর কি বিশেষ বক্তব্য আছে শুনি?"

"এই বিশেষ খবরগুলিই আপনার গোচরে আনছি। এত বিরাট উদ্যোগ, পরিকল্পনা পার্টির অনুমোদিত পন্থায় আগাগোড়া চালনা করতে হলে আমাদের জিলা পার্টিকমিটির প্রথম সম্পাদককে উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে হবে। তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন কেন বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে—সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মতামতও দিতে পারবেন। তাহলে তাঁর উক্তির জন্য অভিজ্ঞ কারিগরদের লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে হবে না আর।"

সূচীভেদ্য নীরবতার মধ্য থেকে রাগে বেগুনী হয়ে গিয়ে স্কোরোবোগাটোভ বলল, "কার কথা ভেবে বলছেন একথা?"

"আপনার কথা নিকানোর পেত্রোভিচ। জিলা পার্টিকমিটির সেক্রেটারী হিসাবে আপনি সব ব্যাপারে অনাবশ্যক নাক গলান। শিল্প সম্পাদককে আপনি পিছনে লেগে তাড়িয়েছেন—আপনার অবশ্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তবুও। এই ধরুন না কেন জলনিষ্ক্রমণ ব্যবস্থার কথা।" মুহূর্তমাত্র থেমে দাড়িতে হাত বুলিয়ে যেন কি বলবে ভেবে নিল—"যদি মিতব্যয়ের কথাই বলেন

তাহলে এটা ঠিক যে একটা নূতন পাম্প পুরনো চারটা পাম্পের চেয়ে অনেক বেশী খরচের সাশ্রয় করবে। প্রথমতঃ নূতন ব্যবস্থায় গোটা খনির জলনিঃসারণ হবে—দ্বিতীয়তঃ সারাবার খরচ লাগবে না। তৃতীয়তঃ এতে বিদ্যুৎশক্তি কম লাগবে। পুরনো পাম্পগুলি এ অঞ্চলের কোন না কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে। না হয় প্রস্পেক্টররা তাদের কো-অপারেটিভএ নিয়ে নেবে। আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রের মত বিরাট ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিসই কাজে লাগান যায়। আপনার জানা থাকা চাই অবশ্য সে কাজটা কি! আজকালকার দিনে যে ব্যক্তি জেলা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর রাখে তাকেই জেলা কমিটিতে মনোনীত করা হয়। কৃষি-বিজ্ঞানীকে কোলখোজ কৃষি অঞ্চলে, খনি বিশেষজ্ঞকে খনি অঞ্চলে পাঠান হয়ে থাকে। কাজেই আপনি যদি এখানে কাজ করতে চান নিকানোর পেত্রোভিচ, তাড়াতাড়ি কাজকর্ম শিখে ফেলুন।"

মিটিং শেষ হয়ে যাবার পর জেলা পার্টিকমিটির গৃহ ত্যাগ করার সময় লগুনোভ বলল, "কেমন মুখের মত জবাব! বাহাদুর ছোক্‌রা বটে মার্তিমিয়ানোভ!"

সত্যি বলতে এর মধ্যে এত উৎসাহিত হবার মত কিছু ছিল না। মার্তিমিয়ানোভ এর মতাবলম্বী ছিল মাত্র কয়েকজন। তাদের মধ্যে ছিল লগুনোভ, ইভান ইভানোভিচ, আর দেনিস আন্তনোভিচ, সে আবার হাসপাতালের কাজে নাক গলাবার জন্য স্কোরোবোগাটোভের সমালোচনা করে এর মধ্যেই এক বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছে, ফলে পার্টিনেতৃত্বকে হেয় করার জন্য তিরস্কৃত হয়েছে। লগুনোভের পরিকল্পনাটা অবশ্য ট্রাস্টিকমিটির কাছে সম্মতির জন্য পেশ করা হয়েছে। সেটা অপচয়মূলক বলে তার নিন্দা করা হল। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খরচ করার জন্য লগুনোভের উপর বর্ষিত হল এক পশলা তিরস্কার। এমন কি স্কোরোবোগাটোভ পার্টিব্যুরোতে নালিশ করবে বলেও শাসিয়েছে। এত সব গোলযোগের পরেও লগুনোভ বেশ খোশমেজাজে আছে। এই মিটিংএর সংক্ষিপ্তসার টুকে নিয়ে আঞ্চলিক কমিটিতে পাঠালেই স্কোরোবোগাটোভের কর্তৃত্বের উপর দ্বিতীয় আঘাত হানবে।

দেনিস আন্তনোভিচের পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে লগুনোভ বলতে লাগল, "ওর মত লোক সব কিছুই একেবারে চরমভাবে নেয়, বলে অবশ্য 'সিধা রাস্তা' সোজা রাস্তায় সে যেতে চায়, যাক্‌না—চলতে চলতে সামনের দেয়ালে মাথা ঠুকে গেলে আপনি থেমে যাবে। প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর কথা যখন উঠেছে তখন তারও একেবারে চরম করে ছাড়বে। তার মতে আর কোন

সম্পদই ব্যবহার করা যাবে না—যন্ত্রপাতিগুলো যতদিন পর্যন্ত একেবারে জবাব দিয়ে খুলে খুলে না পড়বে ততদিন কাজে লাগাও। তারপর উৎপাদন বন্ধ করে হাঁ করে বসে থাক যতদিন না নূতন যন্ত্রপাতি যোগাড় হয়। কিন্তু কেন? পুরনো যশ নিয়ে মানুষ কিছু চিরকাল বাঁচতে পারে না। জ্ঞান, বুদ্ধি যদি নূতনের সঙ্গে না মেলে শিখে নাও, আর তা যদি না পার ত পথ থেকে সরে দাঁড়াও। তাও না। একটা লোক মদ খায় না বা মেয়েমানুষের পিছনে দৌড়ায় না এটা ত আর কম্যুনিষ্ট হবার পক্ষে একমাত্র গুণ নয়। যে কোন ভদ্রলোকেরই এ গুণ দুটো থাকা উচিত। শুধু এরই জন্য কারোর পিঠ চাপড়ান কি আর চিরকাল চলে?"

৫০

ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "তোমার সেই প্রবন্ধটার কি হল, কতদূর এগোল অনুবাদ, কই জিজ্ঞেস করলে না ত?"

অন্যমনস্কভাবে ইভান ইভানোভিচ জবাব দিল, "কোন্‌টা?"

বিরক্তি চাপার চেষ্টা করে ওল্‌গা জবাব দিল, "তোমার কি সত্যি এটার প্রয়োজন আছে না নেই?"

বিরাট এক পপ্‌লার গাছের নীচে পাতা বেঞ্চের উপর দুজনে বসেছিল। গাছের ছায়াটা পড়েছিল বেঞ্চের উল্টোদিকে, ওদের মাথার উপর ছিল উত্তপ্ত সূর্যালোক।

সন্তুষ্টভাবে ইভান ইভানোভিচ জবাব দিল, "ব্যাপারটা কি হল শোন। এই প্রবন্ধটা আমার কাছে পেঁছিবার পরই, আমি আরেকটা প্রবন্ধের রাশিয়ান অনুবাদ পাই, সেটা নাকি এই প্রবন্ধটার চেয়ে অনেক ভাল। কাজেই আগেরটার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। দেখাও দেখি কেমন হয়েছে ব্যাপারটা।"

ওল্‌গা পরীক্ষা করার জন্য বলল, "আগে বলনি কেন আমাকে?"

ইভান ইভানোভিচ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি জিজ্ঞাসা করনি কেন? তোমার অনুবাদে হাত পাকবে মনে করে দিয়েছিলাম। তারপর যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তখন ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে গেলাম।"

কাঁপা ঠোঁটে ওলগা বলল অস্ফুটস্বরে, "আর কি পরিমাণ পরিশ্রমটাই না করেছি আমি এটার জন্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুবাদটা শেষ করেছি কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। খালি ডাক্তারীশাস্ত্রের পরিভাষায় ঠাসা।"

ওল্‌গার হাতটা ধরে ইভান ইভানোভিচ অপরাধীর স্বরে বলল, "আহা রে বেচারা বউ! আমাকে কেন আগে বললে না?"

হাতটা টেনে নিয়ে পাশে সরে গিয়ে ওলগা জবাব দিল, "আমার কাজের উপর তোমার কি পরিমাণ আস্থা তাই দেখতে চেয়েছিলাম। জানি, আমার জীবন বা সময়, যাই বল, কি করে কাটে সে সম্বন্ধে তোমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, সুখী পরিবারের খোলসটা বজায় থাকলেই হল। তুমি শুধু নিজের সুখই খোঁজ।"

গভীর আহতকণ্ঠে ইভান ইভানোভিচ জবাব দিল, "ওল্‌গা, তোমার একথা বলতে লজ্জা করল না? সত্যি তুমি মনে কর যে আমার ব্যক্তিগত সুখই আমার কাম্য?"

"নিজের কাজেই একমাত্র অনুরাগ তোমার, আর সকলেরই তাই থাক তুমি চাও। আমার লেখা সম্বন্ধে তোমার এত তাচ্ছিল্যের কারণ কি? আমি কলমবাজ, আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক?" তীব্র আক্রমণ করল ওল্‌গা, "সব সময় তোমার চেষ্টা যাতে আমার কাজকর্ম তোমার কাজকর্মের সঙ্গে একই খাতে চলে। ডাক্তারী পড়ার সময় তুমি আমাকে কি বলেছিলে মনে পড়ে? কেন ঐ যন্ত্রশিল্প-বিদ্যালয়ে আবার ফিরে যাবে! পাশ করে বের হলেই ত তোমাকে দেশের অন্য কোথাও কাজ দিয়ে দেবে। তার ফলটা হয়েছে কি? তোমার ল্যাজ ধরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কেন আমার পিছনে পিছনে আমি যেখানে যাই সেখানে যেতে পার না?"

"কিন্তু তুমিই ত বলেছিলে—স্কুল তোমার ভাল লাগে না, ভারী নীরস বিষয়।"

"সেটা বলেছিলাম ছেড়ে দেবার পর। একটা কারণ দেখান চাই ত?"

ইভান ইভানোভিচ ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছিল, "সে কথা এতদিন পরে আসছে কিসে? এখন যদি তুমি সাংবাদিক হবার চেষ্টাই করছ তাহলে অতীতের কথা তুলে অনুশোচনা করে লাভ কি?"

"আমার কি রকম লাগে না লাগে তাতে আগেও তোমার যে রকম ঔৎসুক্য ছিল এখনও তেমনি—এটাই দেখবার জন্য।" মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে তিক্ততার রেশ মুছে ফেলতে অকৃতকার্য হয়েও ওল্‌গা বলে ফেলল, "আমি আগেও এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। আমার অগ্রগতি সম্বন্ধে যদি

তোমার বিন্দুমাত্র মনোযোগ থাকত, তাহলে তোমার ঐ স্কার্ভিরোগীদের সম্বন্ধে প্রবন্ধটা তুমি না লিখে আমাকেই লিখতে বলতে।"

"এতক্ষণ ধরে আবোলতাবোল কথা না বলে আগে আসল কথাটা বললে না কেন ?"

"আর কোনদিন কিছুই বলব না আমি। কেবল মন কষাকষিই বেড়ে যায় এতে।"

গরম চলে গেল। কাজে ব্যস্ত ইভান ইভানোভিচের ছুটি নেবার কথা মনে পড়ল না, ওল্গাও তাকে মনে করিয়ে দিল না। নিজের সমস্যায় পীড়িতা ওল্গা নিজের স্বাধীন জীবন গড়ে তুলছিল তখন।

কুলের আচার চাখ্‌তে চাখ্‌তে ইভান ইভানোভিচ মন্তব্য করল, "সত্যি রান্নাটা তোমার ভারী আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে, এরকম ভাল যে করবে আমি ভাবতেও পারিনি।"

ঠাট্টা করছে না সত্যি বলছে বুঝতে না পেরে ওল্গা জবাব দিল নিরাসক্ত-ভাবে "আমার ইংলিশচক্রের কাজও সুষ্ঠুভাবেই চলছে।" সাহিত্যচর্চা পাছে এসে পড়ে আবার তাই ওল্গা তার সারাদিনের চিন্তার কথা আর তুলল না। একমাত্র সামান্য ঘরকন্নার কথা বা তুচ্ছ আলোচনা ছাড়া কোন কথাই তারা আর আলোচনা করে না। ইভানও তার মনের কথা তাকে বলে না। ফলে দুজনের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইভান ইভানোভিচের ভালবাসা কমল না একটুও। নিত্য দিনের কাজেকর্মে, গৃহে, বাহিরে ওল্গাকে তার সব সময়ই ভাল লাগত, ওল্গার সামাজিক কাজকর্মের অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যচর্চাও তার প্রিয় ছিল। কিন্তু স্পর্শকাতর ইভান ইভানোভিচ শীগগিরই আবিষ্কার করল দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন ফাটল ধরেছে। ভাবতেই তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল—এক অদ্ভুত অনুভূতি—দূরত্ববোধ গ্রাস করল এসে তাকে। দুঃখ বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

একবার এরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ার পর সে জিজ্ঞেস করেছিল ওল্গাকে, "কি চাও তুমি আমার কাছে ?"

বিবর্ণ হয়ে ওল্গা জবাব দিয়েছিল, "বিশেষ কিছুই নয় শুধু সামান্য একটু বিবেচনা।"

ওল্গার বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচ বুঝল

ব্যাপার বহুদূর গড়িয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সেও ওল্‌গার এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিল, "আমার মত পরিশ্রম যদি করতে হত তোমাকে তাহলে কতদূর দাবি করতে পারতে দেখতাম।"

"আমার জীবন যদি তোমার মত চিত্তাকর্ষক হত, শুধু দাবি না করে আমার অভিজ্ঞতার ভাগ দিতাম তোমাকে।"

"আমার সুখ সুবিধা কি তোমার অভিজ্ঞতা বাড়ায় না?"

অনেকক্ষণ ওল্‌গা চুপ করে রইল। তারপর যখন দীর্ঘ মৌনতা দুজনেরই অসহ্য হয়ে উঠল, ওল্‌গা দুর্বল কণ্ঠে বলে ফেলল—"না।"

তিন দিন ধরে ওরা কথা বলেনি এরপর।

৫১

পেন্সিল আর কলম পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওল্‌গা। বারান্দায় পা দিয়ে একবার পরিচিত পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল সে, বনানী তখন হেমন্তের সোনায় রঙীন—উইলো আর পপলার শাখায় হলুদের ছোঁয়া, রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে লার্চ বৃক্ষগুলি।

"কি আরাম পাহাড়ে বেড়াতে!"

কিন্তু কাজের খাতিরে উল্টোপথ ধরল সে। লঘু পদক্ষেপে ওল্‌গা পাহাড় বেয়ে নেমে এল। নদীর পুরণো খাতে বালি ভরা সরু রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। সোনার খনির শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কৌতূহলই তাকে এনেছে এখানে। আজকাল আর কাগজ পেন্সিল নিয়ে পথে বেরোতে লজ্জা পায়না ওল্‌গা। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় নোট ও নেয়। সে প্রস্পেক্টারের গর্তে নেমেছে, জলবিদ্যুৎকর্মীর পাম্পঘরে ঢুকেছে। ইয়াকুট রাষ্ট্রীয় খামারের সব্জী চেখে দেখেছে, কালো বেণীওয়ালা উদ্যানবাহিনী পরিচালিকার পোশাক পরিকল্পনায় ইয়াকুট দরজীকে সাহায্য করেছে। সকলেই ওল্‌গার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। ঘোলা জলে ভরা খালটার উপর পাতা তক্তাটা পার হতে হতে ভাবল ওল্‌গা—"কালকের রান্নাটা আজ গরম করে নিলেই চলবে। ইভান যে এ বিষয়ে বিশেষ খুঁত খুঁত করে না সেটা ভালই বলতে হবে। কিন্তু আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে তার এরকম ঔদাসীন্যের কারণ কি? আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ত বেড়েই চলেছে—এরই মধ্যে আমরা একলা থাকলে কথা খুঁজে পাই না।

আমার লেখাগুলো পাভাকে পড়ে শোনাতে হয়, সে বোঝে না কিছু, কিন্তু শোনে মন দিয়ে।"

ওল্গার দেখা নতুন কোঅপারেটিভের প্রস্পেক্টররা পুরনো খালটার পাশেই আর একটা নূতন খাল খুঁড়ছিল। খানিকটা জল নিজেদের মাঠে নেবার চেষ্টা করছিল তারা। যেতে যেতে তাদের অভিনন্দন জানাল ওল্গা।

পেছন থেকে শুনল এক বুড়ো বলছে, "ডাক্তার আরঝানভের স্ত্রী।" এক তরুণ বলল—"লেখিকা, খবরের কাগজে লেখেন।"

সশ্রদ্ধ সে মন্তব্যগুলো শুনে ওল্গা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তার দিকে ফিরে ওল্গা জবাব দিল, "আমি লেখিকা নই, খবরের কাগজে যারা লেখে তাদের বলে সাংবাদিক।"

পথে যেতে যেতে এইকথাই ভাবছিল ওল্গা, কত লেখক লেখিকা আছে কিন্তু ওল্গার লেখিকা হওয়ার উচ্চ আশা নেই। তাতে বিশেষ প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। আমি প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হতে পারলেই খুশী থাকব।

খনিজ কারখানার ধূসর দেয়ালটা যেখানে পাহাড়চূড়ায় মিশেছে সেদিকে তাকাতেই হাসপাতালে তাব্‌রোভের সঙ্গে তার দেখার কথা মনে পড়ল ওল্গার। তাব্‌রোভের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল ওল্গার অন্তর। তার সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের পর ওল্গা পাভা রোমানোভ্‌নার সঙ্গে আর একবার তাকে দেখতে গিয়েছিল। তারপর তাব্‌রোভ বাড়ি চলে যায় আর ওল্গার সঙ্গে দেখা হয়নি তার। অবশ্য তাব্‌রোভ এখানেই আছে কাজকর্মও করছে। কলোনীর আরও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা-গৃহিণী সঙ্গে নিয়ে পাভা রোমানোভ্‌না তাব্‌রোভের তদারক করে, বিছানা ঠিক করে দেয়, খাবার করে দেয়, বাড়িটা পরিষ্কার রাখে। কিন্তু সেই নারীবর্জিত কুমারের গৃহে যেতে কেন জানি ওল্গার সাহস হয়নি কিছুতেই!

'প্রবন্ধটা নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করবার কি যে ইচ্ছা হচ্ছে, আমার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে চাই—আমি পড়ে যাব আমার রচনা আর সে শুনবে মন দিয়ে।"—ভাবতেই ওল্গার মনে বয়ে গেল সুখের তরঙ্গ।

ওল্গা যখন বাড়ি ফিরল সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। ঝরে পড়া পাতার গন্ধে বাতাস মাতাল। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল সে—আজ সে এই

দুনিয়ার কর্মীদের মধ্যে অন্যতম। আজ অনেক কাজ করেছে সে, স্বামীর আগেই বাড়ি ফেরা চাই তার।

কি চমৎকার লোক সব এরা! এত খুশী আর এত গম্ভীর কি করে হয় এরা এবার যেন ওল্‌গার বোধগম্য হল। এই উত্তরে জমি মোটেই অতিথিপরায়ণ নয়। সেই কঠিন মৃত্তিকার বুক চিরে ফসল ফলাতে কি অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়েছে ওদের। এই যে 'তরুণ সংঘের' তরুণ সভ্যটি, কিংবা ঐ যে প্রস্পেক্টার খনির বুড়ো তায়েগাবাসীর কথাই ধরনা কেন—বুড়ো বয়সে সব্জী ফলান ধরে কয়েক বছরের মধ্যেই কতগুলো উর্বর জমি তৈরি করে ফেলল। তার সঙ্গে আলাপ করে ওল্‌গা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জুতো জামায় কাদার দাগ লেগে গিয়েছে, চুলগুলো বিপর্যস্ত। বাড়ির কাছাকাছি এসে ওল্‌গা বুক পকেট থেকে একটা ছোট আয়না বার করে চুল ঠিক করতে লাগল। হঠাৎ কানে গেল তাব্‌রোভের গলা। ছোট খাদ লাফিয়ে পার হয়ে উইলো আর সুইটব্রায়ার এর সার দেওয়া রাস্তার কিনারা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখল—একটি আধা বয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাব্‌রোভ এল। উত্তেজিত স্বরে সে বলছে, "এবার আমি ক্রাচ ছাড়াই হাঁটব, নার্স ধরুন লাঠিগুলো।"

সামনে পড়া একটা ডাল সরিয়ে ওল্‌গা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল তাব্‌রোভের প্রথম হাঁটা দেখার জন্য। থেমে থেমে চলছে সে যেন সদ্য প্লাস্টার খোলা পায়ের উপর দেহের ভার ফেলতে ভয় পাচ্ছে। সান্ধ্য আকাশের নিবিড় নীলিমা, অথবা একাকী হাঁটতে পারার আনন্দ, কোন্‌টা যে তাকে উদ্বুদ্ধ করল সে জানে না—কিন্তু সদ্য সর্বনাশের পথ থেকে ফিরে যে শিক্ষা সে পেয়েছে তাকে এত সহজে ভোলেনি তাব্‌রোভ্‌। প্রতিটা পদক্ষেপে সে যেমন করে বিবর্ণ হাসি হাসছে, পিছনে সাদা পোশাকপরা নার্সের উপস্থিতি—শিশুর প্রথম হাঁটতে শেখার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

শীগগিরই তাব্‌রোভের পদক্ষেপ হয়ে এল দৃঢ়তর, মৃদু হাসিতে উচ্ছল হল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঝোপের আড়ালে লুকান ওল্‌গাকে দেখতে পেল না সে। নার্স ত শুধু তার দিকেই তাকিয়েছিল। ওল্‌গাও এসময় গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে চায়নি। কথা বলার মত মনের বলই ছিল না তার, চুপি চুপি পালিয়ে এল সে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার ধরে রাখা ডালটার সোনালি পাতা নড়তে লাগল।

স্কোরোবোগাটোভ প্রায়ই বলে—"আমি স্পষ্টবক্তা।" ওর আত্মপ্রত্যয়, রাঙ্গা চোখে উৎপীড়কের দৃষ্টি, মাংসল মুখ একটা লোককে ভয় দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইগর কোরোবিৎসিনের ভারী ভয় তাকে। তা সত্ত্বেও কয়েকদিন আগে যখন স্কোরোবোগাটোভ তাকে বলল যে পাওয়ার-হাউসে ইন্ধন সরবরাহের নূতন কায়দায় খরচ কমবে না মোটেই—সে তখন তার নূতন ব্যবস্থার সপক্ষে তীব্র সমর্থন জানিয়েছিল। স্কোরোবোগাটোভ শিল্পগত আঁকজোখের মধ্যে না গিয়ে সিধা বলে গেল—

"আমার কাজ হল আপনাদের পরীক্ষা করা। গবেষণারত ছাত্রের কাগজপত্র যেমন প্রফেসররা কেটেকুটে ফেলেন—আমিও এ ব্যাপারে তেমনি। আপনাদের কাজ হল যুক্তি দিয়ে দেখান যে আপনারা ঠিক পথে চলেছেন। আমার কাজ ত আর যন্ত্রপাতি দেখা নয়—যারা যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে তাদের দেখা। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখাই হল আমায় কাজ।"

ইঞ্জিনিয়ার কোরোবিৎসিন, যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ে জিতে স্কোরোবোগাটোভের অন্তরের অন্তঃস্থল দেখার চোটে এবার লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

টেলিফোনে কথা বলছিল স্কোরোবোগাটোভ। "হ্যাঁ, জেলা কমিটির সেক্রেটারী। আমি কথা বলছি। অনেকক্ষণ আগেই আমার গলা শুনে তোমার বোঝা উচিত ছিল।" বলতে বলতে ইগরের দিকে এক নজরে দেখে নিল।

ক্রমশঃ গলার সুর চড়ছে তার। ব্যথিত ইগর স্যুটের থেকে একটা সুতো বার করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে জানালার দিকে চলে গেল। "আপনি যদি আপনার পরিকল্পনা সফল করতে না পারেন, তাহলে পার্টির সদস্য কার্ড নিয়ে নেব আপনার কাছ থেকে—সেটা ত আর দুটো থাকে না"—ভয় দেখিয়ে দিল স্কোরোবোগাটোভ। মুহূর্তখানেক থেমে সে বলল আবার, "আপনার বোঝা উচিত ছিল। সাবধানে চলবেন—পার্টির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন আপনি।"

ইগর পার্টির সদস্য নয়। কিন্তু তবুও ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় তার হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। টেলিফোনের কথাবার্তা তাড়াতাড়ি শেষ হবার জন্য তার কোন ঔৎসুক্য ছিল না তবুও হঠাৎ সংযোগ কেটে যাওয়ায় স্কোরোবোগাটোভ বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে রাখল যন্ত্রটাকে। তারপর ইগরেব দিকে নিষ্পলকদৃষ্টি ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে সব ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রশিল্পীর দল!

এই ফোনটাকে পর্যন্ত সারাতে পারেন না আপনারা। দুদিন ধরে ফোনটা বিকল হয়ে পড়ে আছে।"

"মিস্ত্রি পাঠিয়ে দেব নিকানোর পেত্রোভিচ।"

হতাশার সুরে হাত নেড়ে 'একজন এসেছিল এখানে' বলে রুমাল দিয়ে মাথা মুখ মুছতে লাগল।

স্কোরোবোগাটোভ কয়েক মুহূর্ত তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ইগরের দিকে—সে তার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল—তারপর পাশে বসান ইজিচেয়ারটার দিকে মুখ নেড়ে জিজ্ঞাসা করল—

"ওদিকে কি হচ্ছে?"

চমকে উঠল ইগর। "কোনদিকে?"

"যেদিকে আপনারা বাস করেন সেদিকে। সকলেই যেন মনে হচ্ছে ঐ আরঝানোভের স্ত্রীর পিছনে ছুটছেন।"—মনে মনে ইগরের মোটাবুদ্ধিকে গাল দিয়ে চলল সে—"বুদ্ধিজীবির দল! শুধু শ্রমিকশ্রেণীর গায়ে লেপ্টে থাকাই আপনাদের কামনা! কি সব কাণ্ড!"

"কি কাণ্ড! কি বলতে চাইছে?" ভাবল ইগর।

"মোটেই ভাববেন না এসব ভাঁড়ামির প্রশ্রয় দেব আমি।"

বাধা দিল ইগর, "মাপ করুন—কিন্তু করেছি কি আমি?"

"তার মানে? আমাকে কি আপনি সত্যি বিশ্বাস করতে বলেন যে আপনি কিছু করেন নি?"

"নিশ্চয়ই! মানে—মানে—সত্যি ঘটনাটা হল যে ডাঃ আরঝানোভের স্ত্রীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি।"

"বটে!" ঘোঁৎ করে উঠল স্কোরোবোগাটোভ, "সুন্দরী এক নারী আর যত সব অবিবাহিতের দল! কি রকম মুষড়ে পড়েছে আরঝানোভ তা আমার চোখে পড়েনি নাকি? আপনাদের এই স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানোর ঠেলা আর কি? ওর কথা পরে বলব—তাকেও সিধা করতে হবে। এখন আপনার আচরণ নিয়েই কথা হচ্ছে।"

"আমার আচরণ!" অন্তরের এই পবিত্র ভাবটাকে বিদ্রূপ করায় জ্বলে উঠল ইগর।

"ভাল করে ভেবে দেখুন! আপনি সুনীতির আদর্শ মানছেন না। আপনারা এই বুদ্ধিজীবির দল!" গর্জে উঠল স্কোরোবোগাটোভ।

চেঁচিয়ে উঠল ওল্‌গা, "যাবনা আমি। এ রকম কথা ত আমি শুনিনি কখনও। কি সে নিয়ম আমি ভেঙ্গেছি শুনি?"

"কিন্তু সে আপনাকে যেতে বলেছে।"

"আপনার কি ইচ্ছা যে ওর সামনে গিয়ে তার কাছ থেকে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এক লেকচার শুনি?" ওল্‌গার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।

ইগর জবাব দিল না। ওল্‌গাকে সে সত্যিই শ্রদ্ধা করত। এখানকার মত ছোট জায়গায় সকলেই সকলের পরিচিত, তাই ওল্‌গার সঙ্গে তার স্বামীর এই মন কষাকষির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চলে এখানে সেখানে। কিন্তু এই গুজবের ভিত্তিটা যে কোথায় কেউ জানে না। ওল্‌গার ব্যবহারে দুষ্ট লোকের জিহ্বা মুখর হয়ে ওঠার খোরাক জোটেনি নিশ্চয়ই। ওল্‌গার চোখ এড়িয়ে বিষণ্ণভাবে ভাবল ইগর—"স্কোরোবোগাটোভের কথায় অমন নীরব রইলাম কেন?" ওল্‌গার কথায় চমক ভাঙ্গল ইগরের "আমাকে পাঠাবার জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন?"

জবাব দিল না ইগর—কিন্তু নীরব ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ল সে—"কারণ আমি নিজে বিব্রত হয়ে পড়ে আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি। আপনার সঙ্গে তাব্‌রোভের সম্বন্ধটা কতদূর গড়িয়েছে সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোন ধারণা নেই—কাজেই আপনি নিজের সাফাই দিয়ে সন্দেহের বীজ যাতে লুপ্ত করে দিতে পারেন, তারই সুযোগ দিচ্ছি আমি।"

ভগ্নোৎসাহ ইগরের দিকে তাকিয়ে ওল্‌গা মৃদুস্বরে বলল, "বেশ—কথা বলব আমি তার সঙ্গে।"

ইজিচেয়ার থেকে একটু গা তুলে হাতটা বাড়িয়ে বলল স্কোরোবোগাটোভ—"এই যে ওল্‌গা পাভলোভনা। কেমন আছেন?"

জবাব দিল না ওল্‌গা। চিন্তার জট ছাড়াচ্ছিল সে—ইতিমধ্যে স্কোরো-বোগাটোভ্ তাকে ভাল করে দেখে নিল। তাব্‌রোভের সঙ্গে ওল্‌গার সম্বন্ধের কথাটা তার কানে এসেছে, এবার এতে হাত দিতে হবে। সত্যি বলতে এখনই ওল্‌গা অনুতাপ করবে সে আশা সে করে না, তবে খানিকটা লজ্জিত হবে, নিদেনপক্ষে বাইরের ঠাটটা ত বজায় রাখতে চাইবে!

কিন্তু ওল্‌গার মুখে গর্ব আর তীব্র ঘৃণার ভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। স্কোরোবোগাটোভ নিজের অধিকার আর কর্তব্যগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিল—সামাজিক সুনীতি ভঙ্গ হিসাবেই ব্যাপারটা সে দেখাতে চায় আর তার ফলে দোষী, তা সে নরই হোক আর নারীই হোক তার দরবারে সকলকেই হাজির হতে হবে। ওল্‌গার চেহারায় অনুতাপের চিহ্নও না দেখে সে আরো রেগে গেল—কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল—

"আপনাদের ওখানে কি সব চলছে?"

"আমি যতদূর জানি, তেমন কিছুই চলছে না।" ঘন পাতাঢাকা চোখের দৃষ্টি মেলে ধরল স্কোরোবোগাটোভের দিকে।

রাগে লাল হয়ে উঠল সে।

"অজ্ঞতার ভান করবেন না।"

"ভান করছি না আমি। কিন্তু এরকম সুরে আমার সঙ্গে কথা বলার আপনার কি অধিকার আছে শুনি? বোধ করি ভুলে গিয়েছেন আপনি কে? মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আপনি জিলাপার্টি কমিটির সেক্রেটারী মাত্র।"

"আপনার ভাবনা নেই, আমি সে কথা ভুলে যাইনি—তবে আপনার ভাব, ভঙ্গী আমার ভাল লাগছে না।"

"আপনারটাও আমার মোটেই ভাল লাগছে না।" জোর গলায় জবাব দিলেও ওল্‌গার বুকের মধ্যে ততক্ষণে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে গিয়েছে। "আপনার মতলবখানা কি?"

"আপনার মতলবখানা কি?" উত্তপ্তকণ্ঠে জবাব দিল স্কোরোবোগাটোভ্। "আমাদের দেশে লোকে বিয়ে করে পছন্দমত। কাকে পছন্দ করছে তা ত জেনেই নেয়, তারপর বিয়ে হয়ে গেলে লোকে তাদের কাছ থেকে সততা ভালবাসা আর পারস্পরিক সহযোগিতা আশা করে। কিন্তু এখানে কি ঘটছে? দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আপনার স্বামীকে চালাচ্ছেন আপোষরফায়, সে বেচারার কাজের মান নেমে যাচ্ছে। আপনার নিজেরও ত খানিকটা পদমর্যাদা আছে। শুনেছি কাগজে কি বিজ্ঞাপন না কি লেখেন, নিজের বাড়িটাকে 'বৃন্দাবন' বানিয়ে তুলতে লজ্জা করে না আপনার? আর হাসপাতালে দেখাসাক্ষাৎ? বড় বেশীই এগিয়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। স্বামীকে দুঃখ দিয়ে গোটা যৌথ ক্ষেত্রটার আপনি ক্ষতি করছেন বুঝতে পারছেন না? ওর সঙ্গে আলাদা আলোচনা করব, কিন্তু আপনার আচরণের কথাই শুধু ভাবছি! কি সস্তাই না করে ফেলেছেন নিজেকে!

হাঁ, সস্তাই বলছি," পুনরাবৃত্তি করল স্কোরোবোগাটোভ্ বিরক্তিভরে। "ক্ষণিকের প্রেমাভিনয়কে এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? আজ তাব্রোভ কাল হবে কোরোবিৎসিন। একবার--"

বাধা দিল ওল্গা, "ঢের হয়েছে।" ওলগার দৃঢ় অথচ শান্ত সে কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল স্কোরোবোগাটোভ। "নিতান্ত আদর্শ সম্পর্কের মধ্যেও কলঙ্ক ঢেলে দিলে তাকেই বলা হয় সস্তা হওয়া। আরেকটি পুরুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু সে পুরুষ আমার জীবনের সবচেয়ে জরুরী সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করেছে—যে পেশায় আমার সত্যিকার ক্ষমতা আছে সে পেশা ধরিয়ে দিয়েছে। আপনার মতন লোকের এভাবে আমাকে দোষ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তার সাহায্যে আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি।"

ইগরের মুখে কাহিনীটা শুনে লগুনোভ্ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য ওল্গাকে ডেকে পাঠাল?" ভুরু দুটো টান করে সরলরেখায় নিয়ে এল সে। ভাবল, "স্কোরোবোগাটোভ সৎ লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু বড় বেশী রশিটান দিয়েছে সে, ছিঁড়ে না যায়!"

ঘনকৃষ্ণ চোখের তারা ইগরের দিকে তুলে অনিচ্ছা সহকারে সে বলে চলল, "মানলাম, পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করাটা একটা সামাজিক দায়িত্ব, এতে আমাদের সকলেই জড়িয়ে পড়ছি, কিন্তু এটা যদি সত্যিকার গভীর ভালবাসা হয় তখন কি করে এতে অন্যে এসে নাক গলায়? বিশেষ যখন কোন ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবনা নেই, যখন এটা শুধুমাত্র বয়স্ক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই ব্যাপার? এ নিয়ে তার এত হৈ চৈ করার মত কোন কারণই ত আমি দেখতে পাচ্ছি না! দরকার মনে করলে ইভান ইভানোভিচই ত ওল্গা পাভলোভ্নার সঙ্গে আলাপ করতে পারে।"

সিধা জবাব দিল ইগর, "আমার মতে ওটা একটা ভণ্ড!"

"কে?"

"স্কোরোবোগাটোভ্।"

"একটু বেশী কড়া হয়ে গেল"—প্রতিবাদ করল লগুনোভ, "আমার ত মনে হয় ওর মনে আর মুখে এক।"

"তাহলে পাভা রোমানোভ্নাকে কিছু বলে না কেন?"—বলতে বলতেই

থেমে গেল—তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে নিয়ে বলল, "মনে করোনা আমার পাভা রোমানোভ্‌নার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। ব্যক্তিগত ব্যাপার ত জিনিসটা, যার যার নিজেরই ত তার জবাবদিহি করতে হবে। তোমার কি তা মনে হয় না ?"

"না তা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক আচরণের আওতায় না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু সে গণ্ডি ছাড়ানো মাত্রই সমাজ তাতে বাধা দেবে।"

বিরক্তি চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল ইগর, "তাহলে স্কোরোবোগাটোভের কাজ তুমি সমর্থন করছ মনে হচ্ছে।"

"না। তার এই হস্তক্ষেপের আমি একেবারে বিরুদ্ধে।"

দুজনে দাঁড়িয়েছিল একটা খনিমুখের কাছে, সন্ধ্যার শ্রমিকদল নেমে গিয়েছে নীচে। যাওয়া আসার শব্দ ফুরিয়ে এসেছে। কেবলমাত্র খনিজবোঝাই লবিগুলির ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

আবার বলল লগুনোভ্‌, "এমনি করে ত লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না! তার মত দায়িত্বপূর্ণ পদে যে পরিমাণ চাতুর্য আর বুদ্ধি থাকা দরকার তা স্কোরোবোগাটোভের মোটেই নেই। করা উচিত ছিল কি জান? তাব্‌রোভ আর ইভান ইভানোভিচ দুজনেই পার্টি-সদস্য, তাদের ডেকে এনে বন্ধুভাবে আলোচনা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা উচিত ছিল, চেঁচামেচি করার মত কিছুই ঘটেনি। একজন আর একজনের স্ত্রীর হাত ধরল যদি ত স্কোরোবোগাটোভ একেবারে তোলপাড় করে ফেলল!"

"তা সত্যি। ওল্‌গা পাভলোভনা যখন তার সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এল তখন যদি তার চেহারাটা দেখতে! কাঁপছে তার শরীর, কান্নায় নয়, রাগে নয় একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। নিশ্চয়ই তার সঙ্গেও অভদ্রতা করেছে ভয়ানক। কাদের শাসন করা দরকার? যারা বাইরে লুকিয়ে ভিতরে অসংযমী জীবন-যাপন করে তারাই ত সমাজ জীবনের দুষ্টক্ষত।"

"স্কোরোবোগাটোভকে বলেছিলে একথা?"

"না। প্রথমেই আমাকে একেবারে চুপ করিয়ে দিল। জানই ত তার ব্যবহার।"

"কিন্তু সে যখন বিদ্যুৎকারখানার জ্বালানী সরবরাহের কথা বলছিল তখন ত চুপ করিয়ে দিতে পারে নি।"

"জানি। কিন্তু সেটা হল আমার ক্ষেত্র, আর এসব ব্যাপারে আমি ত একেবারে শিশু।"

খনি থেকে বাইরে আসতে আসতে লগুনোভ ভাবল—"ব্যাপারটা বড় জটিল। একদল লোক আছে যারা মনে করে আমরা সোভিয়েতবাসীরা একেবারে শুকনো হাড়ের মত খট্‌খটে। আমাদের কোন অনুভূতিবোধ নেই। আর নয়ত ভাবে আমাদের জীবনটা একটা আত্ম-অস্বীকৃতি, সামগ্রিক সুখের জন্য আমাদের নিজেদের বিসর্জন দিয়ে থাকি। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু জীবন আমাদের পরিপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক। একমাত্র আমাদের মানবসমাজের হিতে ছাড়া অন্যকোন কারণেই আমরা প্রেমভালবাসায়, আনন্দে কোন বাধাকে বাধা বলে মনে করি না।"

৫৪

"বিদায়, য়ুরি গাভ্রিলোভিচ,"—ইভান বাচ্চাটাকে তুলে নাচিয়ে মাথায় চাপড় দিয়ে হেসে বলল। "তোমাকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে, তোমার হাড়গুলোতে একটু মাংসও ধরেছে। পা'দুটো আর একটু শক্ত না হওয়া পর্যন্ত লাফিওনা আর উঁচু জায়গা চড়তে যেওনা যেন। অবশ্য দেনিস আন্তনোভিচ্ তোমার মাকে বলে আসবে কি করে তোমার চলাফেরা করতে হবে।"

"আমি নিজেই জানি" বলেই ছেলেটা হঠাৎ ইভান ইভানোভিচের গলা জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

"কি হল য়ুরি? তোমাকে ফেলে দেব বলে ভয় করছে বুঝি?"

"না।"—ঠোঁটদুটো ইভানের মুখের কাছে এনে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন ভিতর পর্যন্ত দেখে নেবে ছেলেটা। "একবার শুধু চুমো দেব তোমাকে, বল?"

ইভান ইভানোভিচ মাথা নেড়ে সায় দিল, চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল পাছে তার অনুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ে ছেলেটার সামনে। ছেলেটার ঠোঁটের কোমল পরশ লাগল তার গালে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রাণদাতার পিঠটায় হাত বুলিয়ে ছেলেটা বলল, "তোমার গায়ে ভারী জোর ডাক্তার। আর ভারী খোঁচা খোঁচা।"

ইভান একলা হতেই মনে মনে ভাবল—"আজ দাড়ি কামাবার সময় হয় নি।

বিবাহিতের পক্ষে এটাত ভাল নয়, আমার যেন কেমন খারাপ লাগছে। কিন্তু গোলমালটা কোথায় বুঝতে পারছি না। রোগীরা আমার সঙ্গে কদিনই বা থাকে, দুয়েক সপ্তাহ মাত্র, কিন্তু তারই পরে যখন ওরা চলে যায় মনে হয় যেন দেহ থেকে কিছু ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই যেমন য়ুরি, কি শয়তান রে বাবা, যাবার সময় তার চুমো দিতে হবে—একটা মাত্র। কিন্তু সেই একটা চুমোই কি কোনদিন ভুলতে পারব ? ওল্‌গার সঙ্গে ঘর করছি আজ এই আট বছর !"

দৌড়াতে দৌড়াতে, হাঁফাতে হাঁফাতে এল চক্ষুবিশেষজ্ঞ, "চিঠি, চিঠি, ইভান ইভানোভিচ, চিঠি একটা।"

"কোত্থেকে এসেছে, ইভান নেফিওদোভিচ্ ?"

"আঞ্চলিক কমিটি থেকে আমাদের চিঠির জবাব।"

পাণ্ডুর হয়ে গেল ইভান ইভানোভিচের মুখ, কূপের মত গভীর কালো হয়ে এল তার চোখ দুটি।

"কোথায় সেটা ?"

"দেনিস আন্তনোভিচ নিয়ে আসছে, গেল কোথায় সে আবার !"

ইভান নোফিওদোভিচ দৌড়াল আবার হলের দিকে—অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল। দেনিস আন্তনেভিচ বলল—"আসছি"—সঙ্গে সঙ্গেই তার উজ্জ্বল মুখচোখের চেহারা দেখা গেল দরজার পাশে।

ইভান ইভানোভিচ জিজ্ঞেস করল, "কেমন, সুখবর ত ?"

"জানি না। দেখিনি, তোমার নামে চিঠি।"

হাতটা বাড়িয়ে ইভান সংক্ষেপে বলল, "তাহলে এত খুশী হবার কারণ কি ?"

"খারাপ হবে বলে মনে হয় না। আঞ্চলিক কমিটি থেকে দুজন লোক এসেছে এখানে। তাদেরই একজন নিয়ে এসেছে এটা, বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে জেলা কমিটির। বিনা কারণে কিছু এসব হয় না।"

"জেলা অধিবেশন ?" বলতে বলতে ইভান খামটা খুলতে গিয়েও ইতস্ততঃ করতে লাগল যেন খবরটা পড়তে ভয় পাচ্ছে।

চোখের ডাক্তারের স্নায়ু ছিল দুর্বল, চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই তোমার আর দগ্ধে মেরো না, তাড়াতাড়ি কর।"

স্নায়ুবিদ ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ চোখের সোনার চশমাটা মুছতে মুছতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি লিখেছে ওরা ?"

তার পিছনে সারগুটোভ, গালগুলো লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো চকচক করছে, তার কাঁধের উপর দিয়ে দেখা গেল এলেনা দেনিসোভনার মাথা— ভারভারা আর নিকিতা বুৎসেভও বাদ যায় নি।

তাদের হয়ত না আসাটাই উচিত ছিল। হয়ত চিঠির মধ্যে অপ্রিয় খবর থাকতে পারে, তাদের প্রিয় সার্জেনের পক্ষে অপমানজনক কথাও হতে পারে। কিন্তু দরখাস্তটা আঞ্চলিক কমিটিতে পাঠাবার সময় প্রত্যেকেই যে পরিমাণ সাহায্য করেছে, তা'ত শুধুমাত্র ভদ্রতার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর জানবার জন্য প্রত্যেকেই সমান উৎকণ্ঠা সহ্য করেছে। তাদের সাহায্যটুকু সার্জেনের সহায়তা করবে না বিপক্ষে যাবে ভেবে ভেবে তাদের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না, আর এ জন্যই তারা এখানে এসে জড় হয়েছিল। ভাবতেও পারেনি যে খবরটা যদি মন্দ হয় তাহলে ইভান ইভানোভিচের মত তাদেরও পক্ষে সেটা মর্মান্তিক হতে পারে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা ইভানের হাতের দিকে চেয়ে রইল—ধীরে যেন তেন প্রকারে খামটা খুলে ফেলল। সেটা মাটিতে পড়ে মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ করে নড়তে লাগল মেঝেতে।

প্রথমে সার্জন নিঃশব্দে চিঠিটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে গেল। মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শক্ত হয়ে ওঠা চোয়ালদুটো একটু নরম হয়ে এল। তারপর প্রায় ভুলে যাওয়া ইভান ইভানোভিচের চীৎকার শোনা গেল—"এবার হবে।" তারপরই স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ—বলল, "আমাদের প্রয়োজনমত কাজ করার অনুমতি দিয়েছে ওরা। অবশ্য নিজ দায়িত্বে করতে হবে।"

৫৫

তেরেন্তি পিয়াতিভোলোস্‌ বলল, "সর্বান্তঃকরণে যা বলতে চাইছি তা হল— আমরা এখানে থাকি ভাল, কাজ করি ভাল।" তরুণ খোদাইকর তেরেন্তি পিয়াতিভোলোসের বয়স কম হলেও চারদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে স্তাখানোভাইট হিসাবে।

বলে চলল সে, "আমরা আরও ভাল করে কাজ করতে পারি। কিসে আমাদের বাধা দিচ্ছে? কমরেড স্কোরোবোগাটোভ মিটিংএর প্রথম বক্তৃতায় বলেছেন যে তাঁর এবং খনি অঞ্চলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আর এই

ভুল বোঝাবুঝির ফলেই আমাদের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তিনি যেন আবার আমাকে জেলা কমিটির মার্তিমিয়ানোভ আর লগুনোভের মত চুপ করিয়ে না দেন। শাস্তি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না, কাজের ক্ষতি হচ্ছে দেখলে আমরা চুপ করে থাকব না। আঞ্চলিক কমিটির কমরেডদের কানে যত কথাই তুলুক না কেন আমাদের কাজ আমরা করে যাব। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের খনি কাজে প্রথম হয়েছে না? কিন্তু আমাদের চাকায় যদি পেরেক ঠুকে না দেওয়া হত তাহলে ছয় মাসের আগেই আমরা বছরের কাজ শেষ করে ফেলতাম।''

স্বভাবসিদ্ধ স্বরে স্কোরোবোগাটোভ বাধা দিল, 'কাজের কথায় আসুন'—কিন্তু সে আত্মসন্তুষ্টি নেই আর—ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে সে নিঃসন্দেহে। এবার সে চোখ মিটমিট করে সতর্কভাবে সকলের দিকে তাকাল। আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিরা এসেছে, শিল্পসংগঠনের পার্টি প্রতিনিধি, যৌথ খামারের, সরকারী খামারের, মৎস্য সমবায় সমিতির, সব জায়গার পার্টিপ্রতিনিধিরা সকলেই এসেছে—আর প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলছে। সত্যিই আশ্চর্য হল স্কোরোবোগাটোভ। এতগুলি অসন্তুষ্ট লোক এল কোথা থেকে? আগে মাত্র মার্তিমিয়ানোভের মত অল্প দুযেকজন লোক তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলার মত সাহস পেত, আর আজ—বিশেষ করে জিলা পার্টি সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতাদের উপস্থিতিতে……? শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে স্কোরোবোগাটোভ উত্তেজিত হয়ে যেমন জিলা কমিটিতে করত—টেবিলে ঘুষি মেরে বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার, 'আপনি পার্টির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন' কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে পার্টিই যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে। ডাক্তার আরখানভের কথাটা—"আপনি ত গোটাপার্টির তুলনায় বিন্দু মাত্র''—তাকে রাগিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু আজ মনে পড়তে লাগল। নীরিহ-ভাবে ভাবল গোটা হলে জমায়েত জনতার দিকে তাকিয়ে—"বিন্দু মাত্র'' সবগুলো চোখ থেকেই ঠিক্‌রে পড়ছে ঘৃণা অথবা আক্রোশ। ওদের অভিযোগ শুনে তার সামান্য ভয় হলেও তাদের ঘৃণার ভাব দেখে রেগে উঠল সে; সকলের সব খুঁতগুলোই ত তার জানা আছে। ঐ যে মার্তিমিয়ানোভ্‌—ওর ত মদ খাওয়ার অভ্যাস আছে, এক দু'গ্লাস খেতে খেতেই লোকে একদিন মাতাল হয়। লগুনোভ অবশ্য মদ খায় না, এমন কি সিগারেটও খায় না, কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে অসাবধানতাই শুধু নয়, 'ভাবুক' সে। প্রিয়াখিন ত তাস পেটে, চাটুকার; আজ অবশ্য আমাকে তার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এমন

একদিন ছিল যখন আমার জন্য সে জলে আগুনে ঝাঁপ দিতেও ইতস্ততঃ করে নি। ওর স্ত্রী যে কেন এমন রঙীন প্রজাপতিটির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবার বুঝতে পারছি—আরও কেন আগে বুঝি নি এটাই আশ্চর্য। ঐ যে সরকারী খামার থেকে প্রতিনিধি এসেছে, ও রাজনীতির কি বোঝে? তার পরে যে বসে আছে সে ত শুধু মেয়েদের পেছনে ঘোরে আর ঐ যে ভদ্রলোক তাকে ত শ্রমিক শ্রেণীর লোকই বলা চলে না।"

ঘুরতে ঘুরতে স্কোরোবোগাটোভের চোখের দৃষ্টি ইভেন শিকারী সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানএর চোখের উপর পড়ল—সে চোখে বিদ্বেষ ভরা। "আরে সেও ত ভাবছে আমার হয়ে এসেছে, তার কথা কি আমি জানি না নাকি ভেবেছে সে! কতগুলো টাকাপয়সা নিয়ে কি গোলমালে পড়েছিল সেবার······।"

স্কোরোবোগাটোভের মনে হল ঘরের প্রত্যেকেই কোন না কোন অংশে তার চেয়ে হীন। কিন্তু একথা তার মনে পড়ল না যে সহকারীদের দোষটা চিরকালই সে বড় করে দেখে, আর দোষটা বড় করে দেখে বলেই তাদের গুণগুলো সে দেখতে পায় না। অথচ ওরাই পাহাড় কেটে পথ তৈরি করেছে, সহর বসিয়েছে, তায়েগা অরণ্য সৃষ্টি করেছে, বীজ বুনেছে, ফসল ফলিয়েছে, অবিশ্বাস্য সব সব্জী ফলিয়েছে। সোনা, পশম আর মাছ তোলার পরিকল্পনা সফল করাটা জাতীয় জীবনের পক্ষে কত বড় প্রয়োজনীয় তা কে না জানে? তাদেরই কাজের ফলে হাজার হাজার লোক এসে বসতি স্থাপন করছে, গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করছে। ওদেরই উপর কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি ভার দিয়েছে উত্তর-অঞ্চল সমৃদ্ধ করার।

আর একজনের বক্তব্য শুনতে শুনতে স্কোরোবোগাটোভ ভাবল, "এও দেখছি আমার বিপক্ষে, সবাই তাহলে তোষামোদ পছন্দ করে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে আর শেষ নেই—কত আর সহ্য করা যায়!"

সরকারী পশুখামারের এক পরিচালক বলে চলেছে, "আমাদের কোন কাজে উৎসাহ দেখাতে দেয় না। জেলা কমিটিতে যেতে আমাদের ভয় করে, তা ত ঠিক নয়। কমরেড স্কোরোবোগাটোভ আমাদের খামার দেখতে এসে হুকুম করলেন পাহাড়তলার উপত্যকায় বীজ বুনতে। আমরা বলেছিলাম এতে ভাল হবে না, তিনি শোনেন নি! কিছুটা চাষ আমাদের করতে হল, গ্রীষ্মে বরফ পড়ে মাটি জমে গেল—'কৃষ্ণবারি' এল নেমে, নদী ফুলে উঠে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ফলে আমাদের এখন যথেষ্ট ফসল নেই।"

নোট নিতে নিতে স্কোরোবোগাটোভ্ ভাবল, "ভুল করে না কে, যে নাকি করে না কিছুই।" তার শেষ বক্তব্যটা সে ভাল ভাবেই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু কারো হৃদয় স্পর্শ করবে না জেনে নিতান্ত মামুলীভাবেই সে দুয়েকটা অভিযোগের জবাব দিল।

আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিই ছিল স্কোরোরোগাটোভের শেষ আশা। তার উৎসাহব্যঞ্জক বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, পক্ককেশ, গম্ভীর চালচলন দেখে স্কোরোবোগা-টোভের মনে আশা হল খানিকটা, সহানুভূতিসূচক ভাবে সে ভাবল, "ও ত আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর লোক।" অবশ্য কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনার ছল খোঁজার এই দুর্বলতা দেখে হতাশ হয়ে পড়ল। আর এই দুর্বলতার জন্যেই শেষ আঘাতটা এত কঠোর হয়ে বাজল তার।

প্রতিনিধিটি আগে ছিল সাধারণ একটি শ্রমিক। এখন দেখা গেল সকলের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরে সে স্কোরোবোগাটোভকে সোজাসুজি "ডিক্টেটর" বলে আক্রমণ করে বসল।

"নেতৃত্বের এই পদ্ধতি হল জনগণের সঙ্গে পার্টি'র সম্পর্কের পরিপন্থী। কমরেড লেনিন, স্তালিন আমাদের কি শিখিয়ে গিয়েছেন? তাঁদের শিক্ষা হল পার্টি' আর জনগণের সম্পর্ক হবে পরস্পারের প্রতি বিশ্বাস। পার্টি'র কর্তব্য হল জনগণের বক্তব্য পরিষ্কার জেনে নিয়ে সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া, হুকুম করা পার্টি'র কাজ নয়। স্কোরোবোগাটোভ নিজের পদ্ধতি মত কাজ করে—ভীতিপ্রদর্শন, ধমক, অপমান—যেন জেলাকমিটির সেক্রেটারীর ক্ষমতার সীমা নাই। কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন না করে সে কর্তা হতে চায়। এ কর্তৃত্ব ত টি'কতে পারে না, আজকের ঘটনাই তার প্রমাণ। সমস্ত পার্টি' সদস্যদের রাজনৈতিক সচেতনতা, শ্রমিক শ্রেণীর ও কর্মরত মানুষের জাগরণ এবং কৃষকদের নবজাগরণ এর ফলে পার্টি' সদস্যদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নেতৃত্বের নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করার। স্কোরো-বোগাটোভ্ এর আত্মসন্তুষ্টি প্রায় অপরাধের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্যুতি ঘটেছে, তা তারা পার্টি'সদস্য হোক্ আর নাই হোক্। আর তারই ফলে আঞ্চলিক কমিটি তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।"

এরকম বক্তৃতার পর স্কোরোবোগাটোভ্ এর পক্ষে আর বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই সামান্য দু' এক কথায় সে তার বক্তব্য শেষ করল।

কোথায় গেল তার হাঁকডাক, কাঁধ ঝুলে পড়েছে, চোখের সে স্থির দৃষ্টিও হয়েছে অন্তর্হিত। লগুনোভ তাকিয়েছিল স্কোরোবোগাটোভ্-এর দিকে বিদ্বেষহীন চোখে, তাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল মার্তিমিয়ানোভ্, "চুপ্‌সে গিয়েছে।"

মার্তিমিয়ানোভ্ গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে। জেলাকমিটির সেক্রেটারী হিসাবে স্কোরোবোগাটোভের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে সে বিষয়ে তার আর সন্দেহ ছিল না, আর সত্যিই তাই। প্রকৃত পার্টিসুলভ মনোভাব নিয়েই তার বিচার করা হয়েছিল।

৫৬

গাড়ি থেকে নেমে লগুনোভ চারদিকে তাকিয়ে দেখল। চারদিকে হেমন্তের সোনালী ঝরাপাতার রাশি, এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে ইয়াকুটদের বাড়িঘর, চারদিকে তার সোনালী ফসলের ছড়াছড়ি।

সঙ্গীকে বলল, "চলে এস।" গাড়ি থেকে ব্রিফকেসটা ও একটা পোঁটলা নামিয়ে আগে আগে চলল সে সরু পথটা ধরে। এই খনি-ইঞ্জিনিয়ারটি তখনও নূতন জেলাকমিটির সেক্রেটারীপদ পাওয়ার ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বিরাট যে দায়িত্বের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে তা হঠাৎ বুঝে উঠতে পারছে না। সৌভাগ্যক্রমে খনির বাইরের জীবন সম্বন্ধে তার মোটামুটি ধারণা ছিল। নিজের জীবনকে সে সমাজজীবনের অঙ্গ বলে মনে করত বলে চাষবাস, শিকার, মাছধরা সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা ছিল তার। সভাসমিতিতে এইসব পেশার লোকের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা হয়েছে, তাদের আশা-আকাঙ্খা, সুখদুঃখের ফলাফল সে ত ভোগ করেছে সমানে।

একবার সে একটা ইয়াকুট সরকারী খামারের পরিচালক সম্বন্ধে বলেছিল "ঐ উন্নাসিক কুপ্রিয়েঙ্কোর জন্য সব ভাল লোকই ত চলে যাচ্ছে, তার চেয়ে ওকেই সরিয়ে দেওয়া ভাল। তার বদলে আমার মতে কৃষককর্মী আমোসোভ্‌কে সে জায়গায় নিযুক্ত করা হোক্।"

লগুনোভ্ ঠিকই বলেছিল, আমোসোভ্ ভার নিয়েই যত গোলমালের ব্যাপার মিটিয়ে ফেলল বেশ ভালভাবেই। জেলার কাজে যে লগুনোভ এই প্রথম নাক গলাল তা নয়, কিন্তু এবার গোটা জেলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়েছে তার কাঁধে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, "আমার অভিজ্ঞতা

নেহাৎই কম, এখানের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন কি, তা কি করে খুঁজে বার করব?"

ঢালু বেয়ে নীচে নামবার জন্য একটা ঝোপ চেপে ধরতে যখন কাঁটার খোঁচা লাগল তখনই শুধু তার চোখে পড়ল সোনালী পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল টুকটুকে ফলের থোকাগুলো রোদে কেমন চিক্‌চিক্ করছে। দু'একটা তুলে নিয়ে মুখে দিতে দিতে সে ভাবল, "কি প্রচুর জন্মেছে এদিকে। নদীর পাড়টা ত আঙ্গুরে একেবারে ঠাসা! ভিটামিনযুক্ত খাদ্য তৈরি করা যায় এগুলো দিয়ে, সিডার ক্বাথ থেকে মুখরোচক হবে নিশ্চয়ই। ইভান ইভানোভিচকে বলব, জেলা সোভিয়েতএর সম্পাদককেও বলব, সকলে মিলে এখানে একটা ল্যাবরেটরী বানিয়ে নেব।" জেলা সোভিয়েতের সম্পাদকএর চেহারাটা মনে আনার চেষ্টা করল লগুনোভ্, কিন্তু বৃথা চেষ্টায় বিরক্ত হয়ে উঠল নিজেরই উপর। বলল, "স্কোরোবোগাটোভ অন্ততঃ দোষের জন্যও সকলের চেহারাটা মনে রাখত, আমি কারোকে চিনি না মোটেই।"

পাশে হাঁটছিল পার্টি সদস্য এক জেলাকৃষককর্মী, তার কাছে খোঁজ খবর নিয়ে যৌথখামার সম্বন্ধে খবর পাওয়া গেলেও সম্পাদকের কথা জানা গেল না কিছুই! গ্রাম্যসোভিয়েতের সভাপতির কথাও তারা কিছুই জানে না।

বিরক্তি না চেপেই লগুনোভ বলল, "ভারী আশ্চর্য ব্যাপার ত! এখানে ত পার্টি ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পর্যন্ত তার মানে সংগঠন বেশ ভালই আছে; তার কর্তা কে তাহলে?"

অস্বস্তির সুরে সেক্রেটারী জবাব দিল, "মনে পড়ছে না।"

পদক্ষেপ মন্থর করে চিন্তিতের সুরে লগুনোভ বলল, "এখন বুঝতে পারছি কেন এই যৌথখামারটা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে। পার্টির ছোট ছোট সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা ভুল। আমি যখন খনিতে কাজ করতাম সকলের সঙ্গেই আমার জানাশোনা ছিল। জেলার সর্বত্র ঘুরে ফিরে আমরা খবরাখবর নিতাম, কিন্তু আসল কাজটা করতে হবে স্থানীয় পার্টির লোককে, তারাই জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজটা করার উৎসাহ জোগাবে। কাজেই আমাদের প্রধান কাজ হল, এই পার্টির লোকরা কারা তা আবিষ্কার করা।" লগুনোভ্ নিজেই যে এখনও তার সহকর্মীদের চেনে না এই কথা মনে পড়ায় নিজের মনেই হেসে ফেলল সে।

বিরাট এক দুগ্ধপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর তারা চলল মাঠ আর বাগান দেখতে। ট্রাকটর ছুটো বড়রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল, তাদের চাকার দাগে দাগে ঝোপঝাড় আগাছা উপড়ে পড়তে লাগল পিছনে। গ্রাম্যসোভিয়েতের সভাপতির কাছে বলল লগুনোভ, "এখানে বড়রাস্তা থেকে একটা সরু রাস্তা কাটব আমরা, ড্রাইভার ঠিক পথই বেছে নিয়েছে।"

স্কুল, দোকান, স্নানাগার দেখল তারা। শূকরের আস্তাবল তৈরি করার জন্য জায়গা দেখল, তার পাশে আবার সব্জীও লাগাবার কথা আলোচনা হচ্ছিল, ইয়াকুট চাষীরা শূকরপালন সম্পর্কে কোন কিছুই জানে না।

একজন হিসাবরক্ষক জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শূকর জমে যাবে না? লোকে যে বলে শূকর ভয়ানক মোটা, গায়ে লোম নেই মোটে।"

শূকর পালনের সুবিধার কথা আলোচনা করে লগুনোভ্ তাদের জানিয়ে দিল শীগগিরই যৌথখামারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। সে নিজেও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, তারপর একজন দোভাষী খুঁজে নিয়ে সভা ডাকল। দর্শকরা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনল। খাতায় নোট নিতে নিতে মনে মনে বলল লগুনোভ, "আমার এর পরের কাজ হল ইয়াকুট ভাষা শেখা, ভারভারাই ত আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

খামার থেকে বার হবার সময় দোভাষী শিক্ষিকা জানাল, "এখানকার লোকের আপনার রিপোর্ট পছন্দ হয়েছে।" এ সেই য়ুরির মা। ভারভারা লগুনোভকে বারে বারে বলে দিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। য়ুরির মা খুব ভাল রুশভাষা বলতে পারে, তরুণ চেহারা, পোশাকআশাকও বেশ। লগুনোভ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছে দেখে সেও বেশ উৎসাহিত হয়ে বলল, "আমার ছাত্রেরা রুশভাষা শিখতে চায়।"

মাটির একটা বাড়ির সামনে এসে শিক্ষিকা দরজাটা হাত দিয়ে খুলে দিল। নীচু ঢালু ছাদ থেকে খাড়া লম্বা চিম্‌নি উঠে গিয়েছে, সেটা আবার সুন্দর করে চুণকাম করা।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হল তাদের, পরণে তার সাটিনের জামা, পায় ফার বসানো স্যাণ্ডেল।

শিক্ষিকা বলল, "ইনি আমার মা। তিনি ভাল রুশভাষা বলতে পারেন না, দূরদেশে থাকতেন আমার ভাইয়ের সঙ্গে। এত সব মজার মজার গল্প বলতে পারেন যে শুনে আপনার তাক লেগে যাবে। য়ুরি ত সারাক্ষণই শোনে।"

খাটের কাছে একটা নীচু টুলে য়ুরি বসেছিল। তার দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করতে করতেই য়ুরির চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠল। য়ুরি চিনতে পেরেছে তাকে—হেসে ফেলল সে। খাটের উপর বিছানো কম্বলটা আঁকড়ে ধরে য়ুরি হাঁটতে চেষ্টা করছে। পা টলছে, এখনও শক্ত হয়নি। দু'পা এগিয়ে যেতেই লগুনোভ ধরে ফেলল তাকে জড়িয়ে।

জলভরা চোখে হাসি মুখে য়ুরির মা বলল, "য়ুরি হাঁটতে শিখেছে। কোনদিন পারবে বলে মনে হয়নি, সত্যি দেখেও যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না।"

৫৭

মিটিং থেকে ফেরার পথে ওল্‌গা আর ইভান ইভানোভিচ আবার ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছিল প্রায়, দূর থেকে লগুনোভ ডাক্তারকে হাঁক দেওয়ায় কোন রকমে ঝগড়াটা এড়িয়ে গেল।

বেঞ্চের উপর বসে পড়ে ওল্‌গা অপেক্ষা করছিল। তাকে উদ্দেশ করে লগুনোভ বলল, "কেমন আছেন?"

"চমৎকার আছি।" বিদ্রূপের সুরে বলল ওল্‌গা।

ইভান ইভানোভিচের দিকে ফিরে বলল লগুনোভ, "আপনার পিছনে লেগেছে ওরা।"

"তার মানে?"

"উচাখান থেকে কিছু ইয়াকুট এসে কর্তাব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেছে ডাক্তার আরঝানভকে অন্ততঃ দু'সপ্তাহের জন্য তাদের ওখানে যেতে দিতে। সঙ্গে করে তারা একপাল—পঞ্চাশটা ঘোড়া এনেছে আবার হরিণও। ডাক্তারের একটা ভিজিটে কি এর আগে এত দাম দিয়েছে কেউ?"

"পাগল নাকি?" বলল বটে তবুও সরলপ্রাণ পল্লীবাসীদের দানের কথাটা ভেবে বেশ খুশীও হল ইভান।

নিরাসক্তভাবে চুপ করে রইল ওল্‌গা।

"ডাক্তার, তোমার যশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সেই যে চোখে ছানিপড়া দুটো রোগীকে সারিয়ে দিয়েছিলে মনে আছে? উচাখান সহরে তাদের দেখতে কত যে লোক আসে রোজ তীর্থ দেখার মত করে তার সীমাসংখ্যা নেই। সকলেই নিজের চোখে দেখতে চায়, নিজের কানে শুনতে চায় কি করে তুমি সারালে

তাদের। তারপর সেখানে তারা ঠিক করেছে একদল নিয়ে তারা কামেমুস্কায় এসে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানাবে।"

"উচাখান কোথায় ?"

"এখান থেকে ছয়শো কিলোমিটার দূরে। জেলাকেন্দ্র করা হচ্ছে সেখানে। বিদ্যুৎ কারখানাও আছে।"

"ছয়শো কিলোমিটার ! যাব কি করে সেখানে ?"

"যেন তেন প্রকারেণ।"

"বটে !" ইভান ইভানোভিচের মনে পড়ে গেল ভারভারা বলেছিল যে সেরে যাওয়া স্ত্রীলোককটি তাকে নিয়ে একটা গানও লিখে ফেলেছিল। "বিদ্যুৎ-কারখানা, বেশ বেশ, চিকিৎসা করতে সুবিধা হয় ডাক্তারেরও রোগীরও। বিশেষতঃ আমি বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে বড় বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সহকারী পাওয়া যাবে ত ? ডাক্তারের সহায়ক না পেলে অপারেশন চলবে কি করে ?"

"গত বসন্তে একজন কম্পাউণ্ডার ছিল। তারপর একদল ডাক্তার সেখানে গিয়েছিল তারাই একজন শিক্ষিতা নার্স রেখে আসে—সেই চালাচ্ছে। উকামচান সহরে একটি হাসপাতালের পত্তন করা হবে শীগগিরই।"

"ভালই হবে তাহলে।" চিন্তিতের সুরে বলে চলে ইভান ইভানোভিচ "কিন্তু আগামী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলে না ? চলাফেরাটা তখন দ্রুত করা সম্ভব হবে।"

"বেশ, প্রথম তুষারপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলব ওদের।" একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। সে অবশ্য একবারও ভাবেনি যে ডাক্তার যেতে আপত্তি করবে। "আজকের মিটিংএ প্রতিনিধিদলকে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। তুমি গেলেই তারা এত খুশী হবে যে অপেক্ষা করতে আপত্তি করবে না। আর ঘোড়া আর ঐ হরিণগুলোর জন্যে অক্টোবর খনি পরিচালকদের কাছ থেকে ভাল দাম দেওয়াব।"

খিজনিয়াকদের বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে ইভান ইভানোভিচ গর্বের সুরে বলল, "তাহলে আমি আটকা পড়লাম।"

ঘরের এক কোণে বসে নাতাশার সঙ্গে পুতুল খেলছিল দেনিস আন্তনোভিচ, সেখান থেকে জবাব দিল, "আমি জানি। আজ সকালেই শুনেছি আমরা। তুমি যে যাবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম।" এলেনা দেনিসোভ্না রান্নাঘরে কি যেন করছিল সেদিকে তাকিয়ে আবার বলল, "আমি জানি তুমি যাবে,

আর সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এলেনা দেনিসোভ্না কিছু 'ডাইনী' পিঠে বানাচ্ছে।"

"কিন্তু আমি ত আর এখনি যাচ্ছি না।"

"তাতে কি হল? যাবার সময়ও আমরা আরও কিছু বানিয়ে দেব তোমার সঙ্গে।"

"তোমরা কে কে শুনি? তুমি আর নাতাশা? এমনিতেই ত ঢের ময়দা নষ্ট করেছ আমার, কি জ্বালাতনই না করতে পার!" ওধার থেকে খিজনিয়াকের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল।

দেনিস আন্তনোভিচের একটা পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছিল, সেটাকে ঘষ্‌তে ঘষতে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, তোমার বেলায় কিছু হয় না।" ইভান ইভানোভিচের দিকে ফিরে বলল, "তোমার সিডার চিকিৎসাটা উপকূলের দিকে কেমন চলছে? খুব উৎরেছে মনে হয়?"

"তা উৎরেছে।" ইভান ইভানোভিচের চোখ পড়ল ওল্‌গার দিকে। মাথার রুমালটা চুলের নীচ দিয়ে এনে ফিতের মত চূড়ো করে বেঁধেছে সে, মুখখানা তার আরও কচি দেখাচ্ছে। তারপর এলেনা দেনিসোভনার এপ্রনটা পরে তার সঙ্গে পিঠে গড়তে বসল। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচের মনে হল "কি এক দূরত্ব এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ওল্‌গার মধ্যে। এমন একটা ভাব যা ইভানের কাছে অপরিচিত। ওল্‌গার দেহটা এখানে থাকলেও মনটা তার এখানে নেই। কিন্তু কারণটাই বা কি? পেশা গ্রহণের জন্য তার সে আকুতি যেন আজ আর সত্য বলে মনে হচ্ছে না। আরও আগে সেকথা নিয়ে আলোচনা করে নি কেন তাহলে?"

জোরে জোরে সে বলল, "সিডার দিয়ে আশ্চর্য ফল পাওয়া যাচ্ছে। আর একটা মজার খবর আছে। আজ উপকূল অঞ্চল থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে ওরা লিখেছে ওখানে "কামচাটকার বিবরণ" বলে প্রায় দু'শ বছরের পুরনো একটা বই পাওয়া গিয়েছে। তাতে লেখা আছে স্কার্ভির সব থেকে ভাল ওষুধ হল সিডার। তখনকার দিনে নাবিকরা অভিযানে বার হবার সময় সিডারের রস থেকে ক্বাথ তৈরি করে চা'এর বদলে পান করত।"

দেনিস্ আন্তনোভিচ বলতে শুরু করল, "তার মানে তাহলে···"

একটু লজ্জা পেয়ে ইভান ইভানোভিচ বলে চলল, "তার মানে এই যে দুশ' বছর আগে সিডার রসের কথা জানত ওরা। সিডারএর কাজ সে করে যাচ্ছে,

কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লোকদের অন্যান্য ভিটামিনও দিয়ে যাচ্ছি। ব্যক্তিগত বাগান করার জমির পরিমাণ আগামী বছর তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। নতুন সব্জীর চাষ, হাঁসমুরগী পালন, পশুপালন এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। মাছের চাষ শুরু করা হয়েছে, মেসিন আর ট্র্যাক্টর কারখানাগুলিতে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে, তায়েগা অঞ্চলে অনাবাদী জমি চাষের ব্যবস্থা চলেছে। প্লাটন আরতিয়োমোভিচ ত এখন সুইটব্রায়ার থেকে ঘনীভূত ভিটামিন সংগ্রহের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন।"

"চমৎকার," প্রায় প্রত্যেকটা নূতন কাজের উল্লেখমাত্রই বিশেষ প্রশংসার কথা উচ্চারণ করতে করতে আন্তনোভিচ বলল, "সত্যি বলতে লগুনোভ যে কৃষিকাজে এমন ভাবে মনোযোগ দেবে তা আমি ভাবতে পারিনি। সে ত আসলে খনিবিদ আর শিল্পবিদ। লোকে ত বলছে খনি ছেড়ে ও যেতে চায় নি। কিন্তু পার্টি'র কাজে কৃষিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাতেও সে উৎরে গিয়েছে। এই স্কার্ভির দেশে ত আর লোককে শুধু চিনি, ম্যাকারোনি, আর টিনের খাবার খাইয়ে রাখা যায় না। সবুজ তরকারী দরকার, আর দরকার দুগ্ধজাত দ্রব্যের।"

বিড় বিড় করে বলল ইভান ইভানোভিচ, "হাঁ, সব্জীর প্রয়োজন বড় বেশী।" চোখ পড়ল তার ওল্‌গার দিকে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গেল নাতাশার উপর। মেঝের উপর হাতে খেলনা নিয়ে এক হাত উপরদিকে তুলে নাতাশা ধৈর্যভরে বড়দের কথাবার্তা শুনছিল, যেন কে তার সঙ্গে খেলবে জানতে চাইছে। অন্য সময় হলে ইভান ইভানোভিচ নাতাশার সে করুণ আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারত না, কিন্তু আজ তার নিজেরই মন ভাল নেই, এখন বাচ্চাটার সঙ্গে খেলা মানে ভান করা।

এদিকে দেনিস আন্তনোভিচ বলে চলেছে, "শুনেছি, উকামচান সহরে ইতিমধ্যেই ডাক্তার আরঝানভের স্কার্ভি চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা চলছে। দুশ' বছর আগে তারা কি করত না করত তাতে আমাদের কি আসে যায়? তখন কি ফল পেয়েছিল তা ত আমরা জানি না, শুধু জানি যে আমাদের রোগীদের আমরা সারিয়ে তুলেছি। এই বসন্তে ত উকামচান সহর ভরে গিয়েছে স্কার্ভি-রোগীতে, তাদের নিয়ে কি করা যাবে ত বুঝতে পারছি না।"

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"যতগুলো অঙ্কুর ততগুলো টুকরো করে আলুগুলো কেটে গর্তপিছু বিশটা করে লাগিয়ে দাও।...ব্যক্তিগত জমি...অঙ্কুরগুলো কাজে লাগাতে শেখাও...

ঠিকমত গঠন করার সময় এসেছে···নতুন আন···পুরনো ঝেড়ে ফেল···কি বোকামি··· ।"

"কি সব বলছে ও ?"···ভাবতে ভাবতে ইভান ইভানোভিচ ঘুরতেই দেখল দেনিস্ আস্তনোভিচের চওড়া কাঁধটা পর্দার আড়ালে ঢুকে গেল। ডিশ প্লেটের টুং টাং শব্দ শোনা যেতে লাগল। এলেনা চীৎকার করে উঠল, "দোহাই তোমার দেনিস্, প্লেটগুলো যে গুঁড়িয়ে যাবে।"

"ও ত কখনো অপ্রসন্ন হয় না।" হারিয়ে যাওয়া ভাবনার টুকরোগুলো গুটিয়ে নিয়ে সে ভাবল, "পুরনো সরিয়ে নূতনদের নিয়ে এসো, ও নিশ্চয়ই শ্রমিকদের কথা বলছে, একবার আমরা সিডার রসের কথা বলাবলি করছিলাম ওল্গা জিজ্ঞেস করেছিল 'প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছ নাকি ?' আর আজ কতদিন ধরে আমরা বলাবলি করছি, ওল্গা একবারও কিছু বলে না। আমি যেমন এখন দেনিস্ আস্তনোভিচের কথা শুনলাম, তেমনি ওল্গাও নিশ্চয় আমাদের কথা শোনে, কানে একটা কথাও যায় না। ওর মনটা এখানে নেই, কোথায় আছে তা ত বুঝি না। শুধুমাত্র লেখার ফল নয় এটা, কি তাহলে ?" ভাবতে ভাবতে এমন করুণ হয়ে এল তার চেহারাটা যে দেনিস্ আস্তনোভিচ সদ্য পর্দার আড়াল থেকে বা'র হয়ে তার সে চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল। হাত থেকে তার হাতাটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

কর্তব্যবোধ চাড়া দিয়ে উঠল তার মনে, "কি ব্যাপার, অসুখ করেছে নাকি ?"

নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ডাক্তার বলল, "তেমন কিছু হয় নি। একটা ব্যথা-মত হয়েছিল পাশে—না পিঠেই বোধহয়, ঠিক বলতে পারছি না।" দেনিসকে পরীক্ষা করতে উদ্যত দেখে সে বলল, "ঠিক হয়ে গিয়েছে, এখন আর লাগছে না।"

জোর করে তাকে দরজার দিকে ঠেলে নিতে নিতে দেনিস আস্তনোভিচ কঠোর স্বরে বলল, "তেমন কিছু নয় মানে কি ? নিজের মুখখানা যদি তুমি নিজে দেখতে পেতে তবে বুঝতে! তোমাকে আমি পরীক্ষা করব এখন। 'মুচির নেই জুতো আর ডেন্টিস্টের নেই দাঁত', এ প্রবাদবাক্য আর কে না জানে ? ভাগ্যিস্ আমি ডাক্তারীর দু'চারটা কথা জানি তাই রক্ষা।" বলতে বলতে ইভান ইভানোভিচের কোটটা খুলে, সার্টটা খুলে স্টেথিস্কোপ বসাল বুকে, "বেশ—জোরে শ্বাস নাও। আর একবার। এই নাকি তোমার ফুস্ফুস্! হাপর বলতে পার বরং"—শুনে, দেখে, ঘুরিয়ে, কাৎকরে, চিৎ করে ডাক্তারকে

পরীক্ষা করে বুকে কান রেখে বলল, "কি হার্ট রে বাবা! যেন বাষ্পচালিত হাতুড়ি একখানা। আর দেহখানা যেন কামারশালা! সুন্দর চেহারা অস্বীকার করার উপায় নাই সেকথা!" ইভান ইভানোভিচের মসৃণ চেহারা, চামড়ার নীচে সবল মাংসপেশীগুলো, অথচ তার বিষণ্ণ মুখ, সে দিকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

গরগর করে উঠল ইভান ইভানভিচ, "সুন্দর, জীবনে প্রথম শুনলাম কথাটা।"

"সত্যি! আর তোমাকে প্রশংসা করছি না আমি! তবে কিসের যে ঐ ব্যথাটা তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। বোধ হয় বড় বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, একগ্লাস ভড্‌কা খাও ওষুধ হিসেবে, সব সেরে যাবে।"

৫৮

টেবিলের উপর 'ডাইনীপিঠে' আর নানারকম সুখাদ্য সাজান ছিল। দেনিস্‌ আন্তনোভিচের হাত থেকে ভড্‌কার গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিল ইভান ইভানোভিচ।

আড়চোখে নিজের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে দেনিস্‌ আন্তনোভিচ্‌ বলল, "নারীর অশ্রুর মতই নির্মল, পবিত্র।"

বাধা দিল ইভান ইভানোভিচ, "নারীর অশ্রু কেন—ভড্‌কা হল নরের পানীয়, অশ্রুও নরেরই হবে।"

"যেমন তোমার খুশি। পাতলা করা তবু কি কড়া! গত সপ্তাহে একটি নারী ভড্‌কার দোকানে কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই সে ফিট্‌ হয়ে পড়ে যায়।"

এলেনা দেনিসোভ্‌না মাথা নেড়ে বলল, "গন্ধেই মাতাল হয়ে গেল।"

"আসল কথাটা হল অন্য কোন কারণে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তোমার দপ্তরের ব্যাপার ওটা, তা ছাড়াও পা দুটো নিয়ে বড় ভুগছিল বেচারী। প্রিমোরস্ক সহরে তার চিকিৎসা করে রেডিকিউলিটিস্‌ বলে। দোকানে ঐ মূর্চ্ছার পর আর একেবারেই হাঁটতে পারে নি।"

এলেনা দেনিসোভ্‌না বলল, "মার্তিমিয়ানোভ্‌এর মেয়ের কথা বলছ? তার কথা আপনাকে আমি বলেছি ইভান ইভানোভিচ। যাকে সিজারিয়ান অপারেশন

করে প্রসব করাতে হবে। এই প্রথম পোয়াতি, দুটো পা-ই অসাড় হয়ে গিয়েছে, তলপেটের মাংসপেশীগুলিও তাই, নিজের চেষ্টায় সন্তান প্রসব করার কোন উপায়ই নেই তার।"

"ক' মাস হয়েছে?"

"সে বলে আট মাস। কিন্তু আমার মনে হয় হিসাবে ভুল হয়েছে, বড় বেশী দেরী নাই আর।"

"স্নায়ুতত্ত্ববিদ তাকে দেখেছেন?"

দেনিস আন্তনোভিচ্ জবাব দিল এবার, "আজ দেখেছেন।"

ইভান ইভানোভিচ বলল, "আমি তাকে একবার ভাল করে দেখব, লক্ষণ-গুলো ভাল মনে হচ্ছে না।"

এলেনা দেনিসোভ্না বলল, "গত বছর যে রোগীর চিকিৎসা করেছিলাম আমরা আপনার মনে আছে? সেই যে খোলোদনিকান সহরের ভূতত্ত্ববিদের স্ত্রী?"

"খুব মনে আছে। ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ্ আর আমি দুজনে মিলে আবিষ্কার করি মেয়েটির ডানদিকে কানের নীচে একটা বিরাট টিউমার হয়েছে।" পুরনো কথা মনে করতে করতে ইভান ইভানোভিচের চেহারা সজীব হয়ে এল, "পরিষ্কার করে কেটে নিয়ে এলাম আমার হাতের মুঠোর মত বড় টিউমার। রোগের একেবারে গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে জানতে পারলে কি আনন্দ লাগে!"

উৎসাহভরে এলেনা দেনিসোভ্না বলে চলল, "চৌঠা মে তাকে আমরা অপারেশন টেবিলে তুলে দি আর ষোলই জুন তার বাচ্চা হয়। ততদিনে সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, নিজের অবস্থা, বাচ্চার খবরাখবর সবই সে নিতে শুরু করে। কি মোটাসোটা বাচ্চাই না হয়েছিল!" দরজায় খট্‌খট্ শব্দ হতে এলেনা দেনিসোভ্নার কথা বন্ধ হয়ে গেল। ইগর কোরোবিৎসিন্ ঢুকতে সবাই অবাক্ হয়ে গেল কারণ সে বড় একটা খিজনিয়াকদের বাড়ি আসে না।

ওল্‌গার দিকে তাকিয়ে প্রায় তাকেই শুধু সম্বোধন করে সে বলল, "শনিবার সন্ধ্যায় পাভা রোমানোভ্নার বাড়িতে ছোট একটা পার্টির মত হবে। সে আপনাকে বলতে বলল, আপনি কি আসবেন? বরাবরের মত সকলেই যার যার খাবার নিয়ে আস্‌বে।"

কালো চোখদুটি দিয়ে ওল্‌গার দিকে যেমন করে তাকিয়েছিল, তা রীতিমত আপত্তিকর। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচ ভাবল, "ইগরই কি সেই

লোক ?” ওল্‌গার অপ্রসন্নতা দূর হয়ে গিয়েছে, সাগ্রহে সে চেয়ে আছে তার দিকে, “হায় ভগবান, ইগরই তাহলে সেই ব্যক্তি ?” এই উপলব্ধিতে স্তম্ভিত হয়ে গেল ইভান ইভানোভিচ।

ডাক্তারের দিকে ফিরে ইগর কোরোবিৎসিন জিজ্ঞাসা করল, “আপনি যাবেন ?”

অভদ্রভাষণের অদম্য ইচ্ছাকে সংযত করতে করতে ডাক্তার জবাব দিল, “না।”

“বড়ই দুঃখের কথা। পার্টি'তে খুব মজা হবে।”

“না, আমি বড় ব্যস্ত, আমার কাজ আছে। ওল্‌গা যদি যেতে চায়, সেটা তার বিবেচ্য।”

ওল্‌গারও হয়ত না বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাব্‌রোভ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, হয়ত সেও শনিবারের এই পার্টি'তে প্রিয়াখিনদের বাড়িতে হাজির থাকবে এই ভাবনাই পেয়ে বসল তাকে। কোরোবিৎসিনকে বলল, “পাভা রোমানোভ্‌নাকে বলবেন আমি আনন্দের সঙ্গেই যাব।’

৫৯

হাসপাতালে শায়িত তরুণীটির ভীতচকিত মুখের দিকে চেয়ে ইভান ইভানোভিচ ভাবল, “এরকম একটি নীচু শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে কি করে ওল্‌গার ভাব হল ?”

তরুণীটির কাঁধের উপর মোটা সোনালী বেণী দুলছে, চোখদুটি নীল, ফর্সা রং, সব মিলিয়ে চেহারাটা ভারী মিষ্টি, মখমলের মত নরম। কোমল হয়ে এল ইভান ইভানোভিচের মন, ভাবনাচিন্তা ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নাম কি ?”

“মারিয়া—মারিয়া পেত্রোভ্‌না।”

“তা হলে মারিয়া পেত্রোভ্‌না—তোমার কষ্টটা কি ?”

“আমার পা' দুটো···”

“হাঁটতে চাইছে না, তাই ত···” কৌতুক করে চলল ইভান ইভানোভিচ রোগিণীকে পরীক্ষা করতে করতে। “আঙুলগুলো নাড়াও ত ? আবার নাড়াও। ডান পা'টা তোল, হাঁটু মুড়ে দাও। পারছ না ? ডান পা'টা, তাও নড়ছে না ?

তাহলে এই যে আমি ধরছি। আচ্ছা এবার আমাদের সাহায্য ছাড়াই সোজা কর ত? তাও পারছ না? তাহলে তোমার পাদুটো আর তলপেট সবই ঘুমিয়ে আছে, কবে থেকে এরকম হয়েছে মারিয়া পেত্রোভ্না?"

পাশে দাঁড়িয়ে স্নায়ুতত্ত্ববিদ ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ্ দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে রোগিণীকে দেখছিল, কপালে তার গভীর ভ্রূকুটির চিহ্ন। প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি।

রোগিণীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে ইভান ইভানোভিচ বলল, "আমার মনে হচ্ছে শিরদাঁড়ায় কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে।"

ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ্ বললেন, "আমারও সেই মত। প্রাথমিক উপসর্গগুলি, ডাক্তারী পরীক্ষা সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে মেরুদণ্ডের নীচের দিকে টিউমার হয়েছে।"

ইভান ইভানোভিচ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। স্নায়ুতত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ সে আগেও শুনেছে। বিচক্ষণ স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ রোগীদের সামান্য সামান্য উপসর্গ অথবা যন্ত্রণার কথাও মনোযোগ দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে শুনে থাকেন, কখনও এমন সব তুচ্ছ বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যা হয়ত সাধারণ ডাক্তারের মনোযোগই আকর্ষণ করে না। মাঝে মাঝে কোন কোন বিষয়ে ইভান ইভানোভিচের সঙ্গে রোগ বিশ্লেষণ নিয়ে গুরুতর মতান্তর ঘটে, কিন্তু তা হলেও মনান্তর ঘটেনি তাদের, এক সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হয়নি মোটেই। এই ব্যাপারে অবশ্য তাদের মতের মিল হয়েছে।

সমস্ত আলোচনাই চলছিল মারিয়া পেত্রোভ্নার সামনে। এসব ব্যাপারে সাধারণতঃ রোগিণীকে একটি কাগজে অপারেশনে তার সম্মতি জানিয়ে সই করতে বলা হয়। রোগের বিবরণ সব তাদের জানান হয়েছে বলেও লেখা থাকে তাতে। কিন্তু এখন ইভান ইভানোভিচ লাটিন ভাষার আশ্রয় নিয়ে আপশোষ করছিলেন যে মেয়েটির গর্ভাবস্থার দরুণ সময়মত চিকিৎসা হতে পারে নি।

"রোগের প্রথমাবস্থায়ই, রোগিণীর যখন পায়ে বেদনা আর দুর্বলতা দেখা দেয়, তখনই রোগের গুরুত্ব বুঝে চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত ছিল।"

ভ্যালোরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ বললেন, "উভয় পার্শ্বের র‍্যাডিকিউলিটিস্ বলে তার চিকিৎসা করা হয়েছে।"

গজ্‌গজ করতে লাগল ইভান ইভানোভিচ, "পায়ের পাতার উপরে ব্যথা,

বাঁ পায়ের আঙ্গুলে অসাড়তা দিয়ে আরম্ভ হল তারপর গোটা বাঁ পা-টা আর তলপেটটাও আক্রান্ত হল। তারপর ডান পায়েরও একই দুর্দশা ঘটল। এটা কি র‍্যাডিকিউলিটিস্‌এর মত শোনাচ্ছে? ওকে এক্স রে করাতে নিয়ে যাও।" কর্তব্যরত ডাক্তারের দিকে ফিরে সে বলল, "এক্সরে নেব ওর আর মেরুদণ্ডের রস বিশ্লেষণ করব তাহলেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে।"

অফিসে ফিরে রোজকার মত তৈরী গরম চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক না দিয়েই আবার রেখে দিল, আবার শুরু হল পায়চারী করা। বাদামী চোখ দুটিতে তার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল, "ওল্‌গা পাভা রোমানোভনাদের বাড়ি গিয়েছিল আবার, ফিরে এল যখন তখন তাকে আর চেনাই যায় না। যাক্ আমার কিছু করার নাই এর মধ্যে।"

বিরক্ত, দোলায়মানচিত্ত গুসেভ একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল—তার দিকে এক নজর তাকিয়ে সারগুটোভ বলল, "এক্সরে তে দেখাচ্ছে মেরুদণ্ডের নীচের দিকের ষষ্ঠ অস্থির জায়গায় শিরার বিকৃতি। এই যে এদিকে দেখুন।"···দুটো এক্সরে ছবি আলোর উপর মেলে ধরল সে।

কালো পর্দার উপর অস্পষ্ট সাদা হাড়ের লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচ বলল, "আর কোন সন্দেহের কারণ নেই। রোগনির্ণয় হয়েছে পরিষ্কার। মেরুদণ্ডের ষষ্ঠ অস্থির নীচে টিউমার মেরুদণ্ডের উপর চাপ দিচ্ছে। রোগিণীকে অপারেশনের জন্য তৈরি করতে হবে।"

গুসেভ বলল, "আমার মতে মেয়েটির বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত অপারেশন স্থগিত রাখা হোক্।"

ইভান ইভানোভিচ বলল, "কিন্তু বাচ্চার জন্ম দেওয়া তার ক্ষমতার বাইরে। আমাদের সিজারিয়ান অপারেশন করতে হবে।"

"করতে হলে করব না কেন? এত ঝুঁকি নেওয়াটা উচিত নয় কখনো। ধরুন যদি অপারেশন টেবিলে প্রসব বেদনা শুরু হয় তখন? আপনার হিসাবে আরও একটা মৃত্যু লিখতে চান নাকি?"

"একজন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদকে আমাদের সহায়ক হিসাবে রাখব আমরা।"

রাগে গুসেভের বিরাট নাকটা লাল হয়ে এল, আঙ্গুলগুলো অপ্রস্তুতভাবে নাড়তে লাগল সে। বলল, "আমি জানি আপনি স্নায়ুচিকিৎসক এবং নূতন প্রথা প্রবর্তনে বিশ্বাসী, কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা প্রচুর। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই। মেরুদণ্ডের মত জায়গায়

গুরুতর একটি অপারেশনের পর আপনি চান মেয়েটি নির্বিবাদে সন্তান প্রসব করবে। মেরুদণ্ড কাঁটাছেড়া তাতে নূতন সেলাই করার পর সন্তানপ্রসবের ব্যাপারটা কিরকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি ?"

ইভান ইভানোভিচ বলল, "বিপদটা ত সেখানে নয়। ভাল কথা, ভুলে যাবেন না যে সাধারণ চিকিৎসক হিসাবে আমারও প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। আমি মনে করি আগে অপারেশন করে তারপর তাকে স্বাভাবিক প্রসব হতে দেওয়াই উচিত। পর পর দু'বার শক্ত অপারেশন করার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক ভাল। সোজা কথায় আমি এখনই অপারেশন করার পক্ষপাতী, অবশ্য আপনার সবগুলো সাবধানবাণীও মনে রাখব সেই সঙ্গে।"

হাসপাতাল ছাড়বার সময় ইভান ইভানোভিচ ভাবল, "এত সাবধান করতে ভালবাসে কেন গুসেভ ? মনটা এত পরিষ্কার, এত গুছিয়ে কাজ করে ! হাসপাতালটা দেখলেই তার পরিচ্ছন্নতা আর গোছান স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জিনিসপত্র যেখানকারটা সেখানে। কিন্তু অন্য বিষয়ে এত সংকীর্ণ— রোগের তালিকা কিছু আর সাজিয়ে গুছিয়ে বাক্সবন্দী করে রাখা যায় না !" হঠাৎ ওল্‌গার সঙ্গে তার শেষ ঝগড়ার কথা মনে পড়তেই সে ভাবল, "গুসেভের হওয়া উচিত ছিল লেখক।" বিদ্বেষপ্রসূত ভাবনা এল তার মনে, "গুসেভের সৃষ্ট চরিত্রগুলো হত সকলেই নিরীহ, বিনয়ী, ভঙ্গী হত তার স্বচ্ছন্দ নির্দোষ, গল্পে থাকত না কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব। তার বইগুলো এত একঘেয়ে হত যে কেউ পড়তেই চাইত না।"

এই সব ভাবতে ভাবতে ডাক্তার অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ির পথ না ধরে উপস্থিত হ'ল এসে লাইব্রেরীতে। অবসর পেলেই ইভান ইভানোভিচ লাইব্রেরীতে বই পড়ে কাটাত। বিশেষ করে আধুনিক উপন্যাস পড়া ছিল তার নেশা। গর্বের সঙ্গে সে সর্বাধুনিক উপন্যাসের খবরাখবর সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে চাইত।

এখন তার উদ্দেশ্য হল সদ্যপ্রকাশিত কোন একটি সাহিত্য পত্রিকা পড়ে আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে নেবে, তাহলে ওল্‌গার 'গৌণপেশা' সম্বন্ধে নূতন কোন আলোচনা করতে পারবে।

লাইব্রেরী হলের আধখানা জুড়ে স্টেজ তৈরি করে পর্দা খাটানো হয়েছে। সেখানে পর্দার পিছন থেকে পাভা রোমানোভ্‌নার রিণরিণে গলার আওয়াজ ভেসে এল—

"ভাবনার কোন কারণ নেই, আমি এ ব্যাপারটা ভালই সামলাতে পারব।

সত্যি বলতে কি জীবনে কখনও আমি চাকরী করিনি, কিন্তু ক্লাব চালানো আমার প্রিয় কাজ। এমন সুন্দর আর আরামের জায়গা করে তুলব যে লোকে দলে দলে এসে যোগ দেবে এখানে।"

ইভান ভাবল, "বটে! গুসেভের মত তুমিও চারদিকে নরম সোফা আর ঝলমলে পর্দার ছড়াছড়ি লাগাবে। নিজেকে কি পণ্ডিতই না ভাব! কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব ছিল কি? কিন্তু কাজ এত সহজে পাওয়া যায় বলেই যেন ভেবনা কাজ করা খুব সহজ!"

৬০

ভারী সিল্কের গ্রীষ্মকোট পরা ওল্‌গা লাইব্রেরীর পড়ার ঘরে একটা টেবিলে বসে নিঃশব্দে কতগুলো নোট নিচ্ছিল। স্কুলের ছাত্রীর মত মনোযোগ দিয়ে সে পেন্সিলটা চেপে ধরে আছে আর কাগজের উপর বাঁকাচোরা লেখা বেরিয়ে আসছে। ওল্‌গার কলমনবিশী নিয়ে ইভান ইভানোভিচ যতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করুক, তাতে ইভানের আনন্দও হত প্রচুর। গত দু'বছরে ওল্‌গার লেখা চিঠি-পত্রে কত আনন্দ পেয়েছে সে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর মত হাতের লেখা ওল্‌গার, কিন্তু লেখায় গভীর অনুভূতি আর মানসিক অশান্তির ছাপ।

ওল্‌গার লেখা সবগুলো প্রবন্ধই সে পড়েছে কিন্তু তার মনে হয়েছে ওল্‌গা নিজের ক্ষমতা নিয়ে বড় বেশী বড়াই করেছে, ভাবখানা যেন এমন একটি প্রতিভা স্বামীর কাছে অনাদৃত হয়ে রইল। এইই তাদের সাম্প্রতিক ঝগড়া-ঝাঁটির মূল কথা নয় কি?

চারদিকে গাদা করা বইয়ের মধ্যে ওল্‌গাকে দেখে হঠাৎ ইভান ইভানোভিচের মনটা সহানুভূতিতে ভরে উঠল। একথা সত্যি যে একবার তার ঔৎসুক্য জাগাতে পারলে ওল্‌গা সময় ও শক্তি দিতে কসুর করে না। তার পাশে গিয়ে তার পিঠের উপর সেই প্রথম যে দিন ওল্‌গা ডেস্কে বসে কাজ করছিল সেদিনের মত হাত রাখল। ওল্‌গা চমকে উঠল কিন্তু স্বামীর দিকে ফেরান চোখ দুটিতে তার প্রীতি ঝলসে উঠল না। কিন্তু ভালবাসার পাত্রের চোখে হাস্যাস্পদ হবার দুশ্চিন্তায় কাগজপত্র গুটিয়ে ফেলল না। স্বামীর সামনে ওল্‌গা আর আত্মসচেতন নয়। বরং স্বামীর মতামতে তার উপেক্ষা ইভান ইভানোভিচকে শুধু ব্যথাই দিল তা

নয়, ওল্‌গার প্রতিভার প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, "হিজিবিজি কাটছ বুঝি ?"

বিরক্তির ছায়া খেলে গেল ওল্‌গার মুখে, কিন্তু দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, "নোট নিচ্ছি।"

নিঃশ্বাস ফেলে ইভান ইভানোভিচ বলল, "নিতে থাক, উপকার হবে।" সেখান থেকে ফিরে চলল লাইব্রেরিয়ানের টেবিলের দিকে, সেখানে হাতাকাটা একটা গরম সোয়েটার পরা চশমা চোখে ভদ্রমহিলা একটি সাম্প্রতিক উপন্যাসের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছেন।

যে বইগুলো লাইব্রেরীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ এখনও তাকে তোলা হয়নি সেগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবল, "কি সামান্য সামান্য ঘটনাই না মানুষের জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে ? আমি করেছি কি ? কি করে আমি ওর পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি ?"

কোন নূতন পত্রিকাই লাইব্রেরীতে ছিল না, সব নিয়ে গিয়েছে। লাইব্রেরিয়ান মহিলা এক আমেরিকান লেখকের বিরাট একটা বই এগিয়ে দিচ্ছিলেন দেখে আঁৎকে উঠল ইভান ইভানোভিচ, "না না, এত বিরাট ব্যাপার হজম করতে পারব না।"

অপরিচিত লেখকের লেখা পড়ে বিচার করার মত সময় নেই, অথচ প্রতিটি মিনিট তার মূল্যবান। তাই ইভান ইভানোভিচ যে সব বই সাধারণের কাছে প্রশংসা পেয়েছে সেগুলো পড়াই পছন্দ করত। বই বেছে নিয়ে সে আবার ওল্‌গার পাশে দাঁড়াল। ওল্‌গা তখন তাড়াতাড়ি করে ইয়াকুটিয়ার উপর কিছু নোট নিচ্ছিল। মুহূর্তখানেক থেমে পাশের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইসারা করল। ইভান ইভানোভিচ স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার অদম্য এক ইচ্ছা নিয়ে একান্ত বাধ্যভাবে বসে পড়ল। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেখানে গভীর চিন্তার রেখা দেখে সে যেন আরও আকৃষ্ট হল তার দিকে। বুঝতে পারল সম্প্রতি ওল্‌গা তাকে কি অসহনীয় একাকীত্বের বোঝাই না দিয়েছে ! এই যে সে কাজ থেকে ফিরছে, শ্রান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরছে, ওল্‌গা কিনা নিতান্ত শান্তভাবে বসে রয়েছে—কোন ভাবনাই নেই তার জন্য।

যেন তার ভাবনার সূত্র ধরেই ওল্‌গা বলল, "তোমার এখনও খাওয়া হয় নি ?"

লজ্জিত হয়ে সে বলল, "না।"

"তাহলে আমার জন্য আর অপেক্ষা কোরো না, উনুনের উপর খাবার রাখা আছে এখনও বোধহয় জুড়িয়ে যায় নি। ফ্লাস্কে গরম কফি আছে। লাইব্রেরী বন্ধ হওয়ার আগে আমার নোট নেওয়া শেষ করতে হবে।" স্বামীর অস্বস্তি আর নিরানন্দভাব ওল্গার চোখ এড়ায় নি।

সংযত স্বরে ইভান ইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "এরকম নিস্পৃহতা, এরকম বৈরাগ্য কতকাল চলবে?"

ক্রুদ্ধস্বরে ওল্গা জবাব দিল, "যতদিন তুমি আমার কাজে নিস্পৃহ থাকবে, ততদিন।"

উঠতে উঠতে ইভান বলল, "এ পর্যন্ত কোন কাজের হদিস ত পাই নি।"

ওল্গা বলল, "এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, তুমি অন্যরকম কিছু বলবে বলে আমি আশাও করি নি।"

৬১

সিঁড়িতে ইভান ইভানোভিচের পদশব্দ মিলিয়ে যাবার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত ওল্গা নিশ্চল হয়ে বসে রইল, ভুলে গেল যে লাইব্রেরী বন্ধ হওয়ার আগে তার নোট নেওয়া শেষ করতে হবে, সর্বাঙ্গ তার হিম হয়ে এল। অবশেষে বাড়ি ফিরতে মনস্থ করে বইপত্র গুছিয়ে ফেলল, কিন্তু আবার কি ভেবে বসে পড়ল। যতই কেন না চেষ্টা করুক এখন সে যা পড়েছিল তা গুছিয়ে লেখা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এরকম অবস্থায় কাজ করে যাওয়া বোকামী। ওল্গা নিশ্বাস ফেলে বই বন্ধ করে ধীরে ধীরে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এল।

তার হতাশ দৃষ্টি যেন বলতে চাইল, "বেশ, তোমার মনের শান্তি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে না হয় আমিই কাজ বন্ধ করব।" সদর রাস্তার দিকের দরজায় পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ডবেগে খুলে গেল সেটা আর সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল তাব্রোভ। গতি সংযত করতে না পেরে ওল্গাও দৌড়িয়ে গেল তার দিকে। পাভা রোমানোভনা অদূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল ওদের, তার মনে হল দুজনে দুজনের বাহু বন্ধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায়।

বিরাট হলে এই তিনজন ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। গোল চাঁদের মত বড় একটা বাতি মসৃণ সিলিং থেকে ঝুলছে। প্রকাণ্ড বাড়িটার সর্বত্র অখণ্ড

নীরবতা যেন নীরব প্রতীক্ষারত, হঠাৎ রঙ্গমঞ্চের পিছন থেকে একটি হাতুড়ির শব্দে যেন সে নীরবতা আর্তনাদ করে উঠল।

ছিটগ্রস্ত পাভা রোমানোভনা দুজনকে নিস্পন্দ হয়ে সামনাসামনি বোকার মত তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠকে গেল।

রাগের চোটে সে ভাবল, "মূর্খগুলো! কেন এমনি করে নিজেদের যন্ত্রণা দিচ্ছে ওরা?" ইচ্ছে করছে দেই ধাক্কা দিয়ে দুটোকে এক করে। কিন্তু ফলে বোধ হয় ওদের শুধু মাথাই ভাঙ্গবে কাজ হবে না কিছু। যখন দেখল দুজনে, এমন কি হাত পর্যন্ত ধরাধরি না করে গিয়ে হলের মধ্যখানে একটা বেঞ্চে বসল পাভা রোমানোভনা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রঙ্গমঞ্চের পর্দার পিছনে অপসৃত হতে হতে পাভা রোমানোভনা ভাবল— ওরা বোধ হয় ভেবেছে ছায়ায়ঢাকা কোন গ্রীষ্মাবাসে এসে পৌঁছেছে। ওদের দেখলে মনে হয়—'কপোতকপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে।'

তাব্রোভ ওল্গাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

অকৃত্রিম সরলতার সঙ্গে ওল্গা বলল, "না, তবে আপনাকে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা করছিল।"

তার সাম্প্রতিক দুঃখভাবনা ঘুচে গিয়ে মুখে বিস্ময় আর ভীতির চিহ্নও মুছে গেল, সেখানে দেখা দিল আনন্দের স্মিত হাসি।

তাব্রোভের প্রতি তার প্রতিটি ভাবভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছিল ওল্গার মনের ভাব। তার কপালে স্বেদবিন্দু লক্ষ্য করে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে সে বলল, "আপনি এত তাড়াতাড়ি হাঁটেন কেন? সাবধান হয়ে চলতে হবে ত আপনাকে।"

"আপনি চলে যাবেন ভয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে এলাম! ওরা মানে পাভা রোমানোভনা আমাকে টেলিফোন করে বলল যে, অনেকক্ষণ ধরে আপনি এখানে আমার জন্য বসে আছেন।" তাব্রোভের কথা শুনে ওল্গা একটু অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসল। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বার করে ছোট ছেলের মত পাকাতে লাগল তাব্রোভ। তারপর কপালের আর চিবুকের ঘাম মুছে ফেলে ওল্গার দিকে তাকাতে লজ্জায় লাল হয়ে এল তার মুখ—মৃদুস্বরে বলল "ভাববেন না আমি এতখানি রাস্তা বিনা সাহায্যে এসেছি, ক্রাচগুলোয় ভর দিয়েই আমি এত তাড়াতাড়ি ছুটতে পেরেছি। ঐ যে বাইরে বারান্দায় আছে দেখুন না। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হলে এখনও আমি ওদুটো ব্যবহার করি।"

কোমলস্বরে ওল্গা বলল—"আমি আপনাকে হাঁটতে শিখতে দেখেছি।

আপনি হাঁটছিলেন অল্প অল্প আর মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন। একজন নার্স ছিল আপনার পিছনে, কি চমৎকার ছিল সন্ধ্যাটা।"

"আপনি আমার সঙ্গে কথা বললেন না?"

"আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি আমি।"

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি যে কতবার তার আর সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু কোন কারণে দেখা করতে যেতে ভয় করে। এমনি করেই বোধ হয় ভাঙ্গা পা নিয়ে কুকুর বসে থাকে গর্তে। মনটা চাইছে বেরিয়ে গিয়ে একচোট চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে আসে। কিন্তু ভাঙ্গা পা নিয়ে বেরোতে সাহস পায় না।"

দুজনেই সশব্দে হেসে উঠল।

বন্ধুত্বের সুরে আবার বলল তাব্‌রোভ, "আচ্ছা, আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে? আপনি যে চাজ্‌মা সম্বন্ধে গল্প লিখছিলেন তার কি হল?"

ওল্‌গা আগ্রহভরা সুরে জবাব দিল, "বাক্সে বন্দী হয়ে আছে এখন পর্যন্ত। কি পরিমাণ কাগজ যে নষ্ট করেছি, তবুও কিছু বেরয়নি। হয় ভাব আর বাক্য-বিন্যাসের ছড়াছড়ি, আর না হয় একেবারে নীরস, ভাসা ভাসা। তা সত্ত্বেও আমি কাগজে পাঠিয়ে দেই আর তারা তা ছাপেও। অবিশ্যি সব নয়, তবে অর্ধেক ত বটেই। মন্দ নয় কি বলেন, হাজার হোক্‌ কাজটা ত শিখিনি এখনও।"

"মন্দ নয় কি বলছেন, বলুন চমৎকার!" চেঁচিয়ে উঠল তাব্‌রোভ। "একজন বিখ্যাত সাংবাদিকের কথা জানতাম। তিনি শতখানেক প্রবন্ধ পাঠাবার পর তবে তাঁর প্রবন্ধ প্রথম ছাপা হয়ে বের হয়। আর হাসির কথা নয়, শ'তিনেক প্রবন্ধ তাঁর বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়। সামান্য সামান্য খবরের কাগজের সংবাদ অবজ্ঞা না করে পাঠাতে আরম্ভ করে আপনি ঠিক পথই বেছে নিয়েছেন। আপনার বড় প্রবন্ধগুলো এখনও কেমন দুর্বল, নয়ত নীরস কিংবা বাক্যের ফুলঝুরি। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে না লিখে সত্যিকার জীবন থেকে ভাল করে লক্ষ্য করা চরিত্র বেছে নিন।"

"সে চেষ্টাই করি। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয় জানেন? ভারি অদ্ভুত কিন্তু। অত্যন্ত সাবধান হয়ে বেশ কাঠখোট্টা ভাবে আরম্ভ করি, নিতান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রাখি। কিন্তু লিখতে লিখতে হঠাৎ দেখি যে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছি বেশী। ঠিক ভাবপ্রবণ নয়, তবে উৎসাহের চোটে ভাষার একেবারে ছড়াছড়ি লেগে যায়।'

উৎসাহ দেওয়ার স্বরে তাব্‌রোভ বলল, "তার জন্যে ঘাবড়াবেন না, সাহস থাকা ত ভাল, যেসব জিনিস আপনাকে মুগ্ধ করে, যাতে আপনি বিচলিত হন তাই না আপনি লিখবেন।" আবার পকেট থেকে রুমালটা বার করে মাথা ঘাড মুছে ফেলল তাব্‌রোভ। পরিষ্কার বোঝা গেল শরীর তার এখনও সারে নি। বলল, "চাজমার সম্বন্ধে লেখাটা আপনার উচিত হবে-"

বাধা দিয়ে ওল্‌গা বলল, "উচিত কি সে আমার বেশ জানা আছে। গোটা অঞ্চলটা নিয়ে সাধারণ একটা প্রবন্ধ লেখা ভারী শক্ত। এতে সোনার খনি আছে, মৎস্য রক্ষণাগার, সরকারী খামাব, নৈসর্গিক দৃশ্য সব কিছুই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লেখা দরকার। কিন্তু সব কিছু লিখতে গিয়ে বড় গোলমাল হয়ে যায়, থামতে ত হবে কোথাও।"

পরামর্শ দিল তাব্‌রোভ, "কোন আকর্ষণযোগ্য ব্যক্তির কথা লিখুন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সব লিখতে পারবেন তাহলে।"

ওল্‌গা চিন্তা করতে লাগল।

"ইভেনদের একটা যৌথ খামার পরিদর্শন করেছিলাম আমি। ওদের লোকেরা বলে ইভেন। অনেক কিছু করে ওরা, বাগান, ডেয়ারী, বল্গাহরিণ জন্মানো এইসব। প্রথমে ত ইভেঙ্কদের সঙ্গে ওদের গুলিয়ে ফেলতাম, পরে দেখা গেল তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের লোক। আগেকার দিনে ইভেঙ্কদের বলা হত টুঙ্গু— সেই যে যাযাবরের দল যেনিসি থেকে ওখোটোস্ক উপকূল দিয়ে সাইবেরিয়ায় ঘুরে বেড়াত। আর ইভেনরা হল লামুত। তাদের ভাষায় ওখোটস্ক সাগরকে বলে লামুতসাগর। এই খামারটা ধরে যদি শিল্পের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বর্ণনা করতে আরম্ভ করি……।"

"আমাদের জেলার কার্যকরী সমিতির সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন—তার কাজ আর তার বর্ণনা দিতে গেলেই দেখবেন সব কিছু এসে যাচ্ছে। যৌথখামার নিয়ে আরম্ভ করলে তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবেন না। আর শেষে যখন শিল্পে এসে পৌঁছাবেন দেখবেন আবার বস্তুসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন।"

আমতা আমতা করে ওল্‌গা বলল, "হয়ত আপনার কথাই ঠিক।"

আগ্রহভবে তাব্‌রোভ বলল, "সভাপতির সঙ্গে দেখা করে দেখুন কি চমৎকার লোক তিনি। এরকম লোকের সম্বন্ধেই পাড়াগাঁয়ে গান বাঁধে। আপনার দেখা যৌথখামারটা গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয়ভাবেই সাহায্য করেছেন।"

হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পাভা রোমানোভ্‌না। বলল,

"কি সর্বনাশ ! দারুণ জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় বাধা দিলাম বলে মনে হচ্ছে। যা শুনলাম তাতে ত মনে হল তোমরা ভূগোল নিয়ে আলোচনা করছ।"

বেঞ্চটার পিছন থেকে সামনে বেরিয়ে ওল্‌গা আর তাব্‌রোভের সামনে দাঁড়াল পাভা। গোলগাল মোটাসোটা দেহটার হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা ফ্রকে পুতুলের মত দেখাচ্ছে, ফ্রকের উপরে একটা হাল্কা কোট পরে ভারী দেহটা ঢেকে রেখেছে। জামার হাতায় ফোলা কুচি থাকায় কাঁধটা আরও চওড়া দেখাচ্ছে, উঁচু হীলের জন্য সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। উল্টানো বালতির মত একটা টুপি মাথায় তার, আজকাল নাকি এই ফ্যাশন, আর নূতন ফ্যাশনের পিছনে পড়ে থাকার চেয়ে পাভার মরে যাওয়া ভাল।

নিরীহভাবে সে বলল, "আপনাদের ত দেখছি অসীম ধৈর্য ! পায়ে কি ব্যথাই না হচ্ছে আমার ঐ বার্চগাছ আর ডাকাতে গুহার আড়ালে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কি লাভ হল আমার ? যথেষ্ট তপস্যা ত হয়েছে ! আমি অমন সুবিধা করে দিলাম তা আপনারা কোন কাজেই লাগালেন না।"

৬২

ইভান ইভানোভিচ যখন অপারেশন ঘরে ঢুকল তখন রোগিনীকে কড়া আলোর নীচে টেবিলে শোয়ান হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারের পায়ের শব্দ আর গলার স্বর শুনতে পেয়েই সে শক্ত হয়ে উঠল। গোটা দেহটা তার আশঙ্কায় কঠিন হয়ে গেল। অপারেশন করতে সম্মতি দিতে সে ইতস্ততঃ করে নি মোটেই, কারণ আর ত অন্য উপায় ছিল না তার। কিন্তু এখন সে ভয় পাচ্ছে যতটা না অপারেশানের জন্য, তার চেয়ে বেশী তার গর্ভাবস্থার জন্য। সন্তানের জন্য তার এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে জন্মাবার আগেই তার প্রতি বাৎসল্য জন্মে গিয়েছে তার। দেহের মধ্যে ভ্রূণের নড়াচড়ায় সে আনন্দ পায়, কল্পনা করে নিত যে তার অজাত সন্তান হাত পা নেড়েচেড়ে যেন আরও আরামের জায়গা খুঁজছে। অপারেশন টেবিলে শুয়েও তাই রোজকার মত সে অদেখা শিশুর সঙ্গে কথা বলে চলেছে, তাকে অনুরোধ করছে বেশী নড়াচড়া করে সে যেন অপারেশনে ব্যাঘাত না ঘটায়। দুজনকেই ত ধৈর্য ধরতে হবে !

এনেস্থেটিস্ট সারগুটোভ্‌ তার কাজ শেষ করে ফেলেছে। রোগিনীর মেরুদণ্ডে নোভোকেইন ইনজেকশন পড়ামাত্র ফোলা আরম্ভ হয়েছে।

সারগুটোভের কাঁধের উপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে রোগিনীর পিঠের সঙ্গে ফ্রেমে আটকান এক্সরে প্লেটের ছবি বারে বারে মিলিয়ে দেখছে ইভান ইভানোভিচ।

সাদা মুখোসপরা ভারভারার কালো চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে হাতে ধরা জীবাণুশূন্য তুলোর পটিগুলোর উপর দিয়ে।

ইভান ইভানোভিচ বলল, "ভুলো না আমাদের হেক্সোনল লাগবে।"

"তৈরী রেখেছি"—সংক্ষেপে জবাব দিল ভারভারা চাদরটা সরিয়ে অপারেশনের জায়গাটার ঢাকা খুলতে খুলতে।

টেবিলের অপর প্রান্তে চাদরটার একটা ধার তুলে রোগিনীর মাথার কাছে ফ্রেমে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিল। নিকিতা মারিয়ার রক্তের চাপ মাপছিল।

প্রত্যেকেই তৈরী, প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় উপস্থিত, তবুও অপারেশনের জন্য তৈরী হতে হতে ইভান ইভানোভিচের বুক কাঁপছিল। যে ঝুঁকি নিচ্ছে সে তার জন্য যে জবাবদিহী করতে হবে জানত কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথার বদলে রোগিনীর অবস্থার কথা ভেবে, কি কি গোলমাল দাঁড়াতে পারে ভেবে তার হৃৎকম্প হচ্ছিল।

আস্তে আস্তে মারিয়া বলল, "আমার শীত করছে।" তার চারদিকে যে সব শব্দ হচ্ছে, তার দেহে যে ধীরে ধীরে স্পর্শ করা হচ্ছে সবই সে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারছিল। হৃৎপিণ্ডের কাছে শিশুটির ধীরস্থির স্পন্দন তাকে সজাগ করে রেখেছিল, হয়ত শিশুটির কাছে স্থির থাকার আবেদন ব্যর্থ হয়নি তার। সন্তান ব্যতিরেকেই মুহূর্তটির গুরুত্ব যথেষ্ট।

এলেনা দেনিসোভ্‌নার নীরব অর্থপূর্ণ চাহনির উত্তরে ইভান ইভানোভিচ বলল, "একটা এড্রেনালিন ইনজেকশন দাও।" রোগিনীকে বলল, "ঘাবড়িও না বাছা, তাড়াতাড়ি করে আমরা যথাসম্ভব সাবধানে শেষ করে ফেলছি।"

ঘোরানো টুলে বসল ইভান ইভানোভিচ, ভারভারা তার হাতে তুলে দিল একটা চওড়া ভোঁতা হুক আর অপারেশনের ছোট ছুরি। সারগুটোভ পাশে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে একটা হুক্ আর এক হাতে বৈদ্যুতিক শোষণ-যন্ত্রের ধাতব নল। রোগিনীর অবস্থা দেখার কাজে সাহায্য করছিল নিকিতা বুং'সেভ, সে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিল। যে নিকিতা সময় সময় অপারেশনের সময় চোখ তাকাতেও ভয় পায় সে কিনা অস্ত্রোপচারে সহায়ক হিসাবে এসেছে! কিন্তু তার গতি সব সময় দ্রুত আর নিখুঁত। যেদিন ভারভারার কাজে ছুটি থাকত সেদিন নিকিতাই ইভানকে যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিত তার ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে।

মেরুদণ্ডের উপর দিকে একটা সিধা কাটা হল, ক্ষতের ধারগুলো তক্ষুণি হুক দিয়ে টেনে তুলে নেওয়া হল।

কঠোর কণ্ঠে ইভান ইভানোভিচ হাঁকল, "বিদ্যুৎ!"

সাবধানে ছুরি চালাতে চালাতে সারগুটোভকে বলল, "অনেকগুলো শিরা রয়েছে এখানে, কিরকম করে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে একবার দেখ। বিরাট ছড়ানো তন্তুগুচ্ছ, তার মানে টিউমারটা হবে রক্তবাহী শিরায় পূর্ণ, রক্তপাতের দরুণ বিপদে পড়তে হবে আমাদের।"

অপারেশন টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল স্নায়ুবিশেষজ্ঞ, হাত দুটো তার তৈরী, যদি তাকে দরকার হয় সাহায্য করার জন্য। চক্ষুবিশেষজ্ঞ ইভান নেফিওদোভিচ্ ও এসেছে, দুজনেই মুখোস পরা। চক্ষুবিশেষজ্ঞের উপস্থিতিটা প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু স্নায়বিক অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে উৎসাহী হওয়ার দরুণ, কোন অস্ত্রোপচারই সে বাদ দিত না। মোটা মেদবহুল মুখের উপর সাদা ভুরু দুটো ইভানের কাজ দেখতে দেখতে টান হয়ে উঠছে। ক্ষতের ভিতরে বৈদ্যুতিক ছুরি দিয়ে ছোট ছোট কাটাছেঁড়া করে চলেছে, রক্তস্রাবের কেন্দ্রগুলো ঘনীভূত করে দিচ্ছে, যন্ত্র বসিয়ে তন্তুগুলো বিরাট হুক দিয়ে ধরে নিচ্ছে, একের পর এক স্তরগুলো বিরাট একটা ভোতা ছুরি দিয়ে শিরদাঁড়ার ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে রাখছে। ইতিমধ্যেই হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

অস্ফুটস্বরে মারিয়া পেত্রোভ্‌না বলল, "ব্যথা লাগছে।"

ভারভারার দিকে যেন ছুঁড়ে দিল কথাটা, "নোভোকেইন!" তারপর শান্তভাবে বলল, "আর একটু মারিয়া পেত্রোভ্‌না, তারপরই আর লাগবে না। লাগলেই বলবে, সহ্য করার কোন দরকার নেই। একশ' বছর আগে যখন নাকি এনেস্থেটিক কিছু আবিষ্কার হয়নি তখন রোগীদের অপারেশন করার সময় খাটের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হত। তারপর দাঁত চেপে সহ্য করা ছাড়া আর ত কিছুই করার ছিল না, ডাক্তারদের লোকে জল্লাদের মতই ভয় করত।" কথা বলতে বলতে ইভান ইভানোভিচ ভারভারার হাত থেকে সিরিঞ্জটা নিয়ে রোগিনীর শিরদাঁড়ার দুদিকে দুটো ইনজেকশন দিয়ে দিল।

স্নায়ুবিশেষজ্ঞ বলে উঠল, "একশ' বছর আগে এরকম অস্ত্রোপচার কেউ হাতে নিত না।"

স্বর্ণকারের মত সূক্ষ্ম অথচ শ্রমসাধ্য কাজে নিজেকে মগ্ন করতে করতে ইভান ইভানোভিচ জবাব দিল অস্ফুট কণ্ঠে, "কুড়ি বছর আগেও নিত না।"

সার্জেনের প্রত্যেকটি কাজ ছোটখাটগুলো পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে এগোচ্ছিল তাই অপারেশনও শেষ হল তাড়াতাড়ি।

বৈদ্যুতিক ছুরিকার আর একটি ঘা পড়তেই টেবিলের অপর প্রান্তে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। এলেনা দেনিসোভ্না বাইরে শান্ত থাকলেও ভিতরে ভিতবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, রোগিনী বমি করছে।

অপারেশন বন্ধ হল না, এগিয়ে চলল—

"মোম! কাঁচি! বিদ্যুৎপ্রবাহ!"

৬৩

মার্তিমিয়ানোভের ছিল বেশ সুখী পরিবার। মারিয়া ছাড়াও তার আরও চারটি বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত ছেলে, নম্রস্বভাবা স্ত্রী ছিল। স্ত্রীটির চোখদুটি আর হাত দুটি ছিল বেশ বড় বড়। কাজেকর্মে ও খেলায় তার সমান উৎসাহ। তার কথা বেশ গর্বভরে বলত মার্তিমিয়ানোভ, "ও বোদাইবোর মেয়ে, সোনার খনিতে জন্মেছে, বড় হয়েছে।"

তার নিজেরও জন্ম বোদাইবোতে। লেনা খনির ধর্মঘটে সেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। তার বয়স তখন মোটে চোদ্দ, খনিতে নামার জন্য তিন বছর বয়স বাড়িয়ে নিয়েছিল সে; বৃদ্ধদের মত তখনকার দিনে ছোটদেরও নামতে অর্থাৎ খনিতে কাজ করতে দেওয়া হত না। কিন্তু তার গায়ের জোর আর চওড়া কাঁধদুটোর জোরে সতর বলে সে পার পেয়ে গেল। কিন্তু পরে যখন ধর্মঘটীদের উপর গুলিচালনা হয়, যখন খনির খোদাইকর, তার বাবার দেহটা জনতার ভীড় থেকে টেনে আনা হয় তখন যেন মুহূর্তেই সে পরিপূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, সে মুহূর্ত থেকেই অন্তরে তার ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ জলতে থাকে সেই ঘৃণাই তাকে উদ্বুদ্ধ করে বঞ্চিত যৌবনের প্রারম্ভেই সাম্যবাদী পার্টিতে যোগ দিতে।

মারিয়া ছিল পরিবারের প্রিয় সন্তান কিন্তু তাতে সে আদুরে হয়ে যায়নি, বেশ লক্ষ্মীমেয়েই ছিল সে। সেজন্যই সাতবছরের স্কুল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরও পড়াশোনা করার জন্য প্রিমোরস্ক সহরে যেতে দিতে আপত্তি করেনি কেউ। অর্থনীতিতে ডিগ্রী নিয়ে মারিয়া যখন ফিরে এল দেশে তখন সে বিয়ে করেছে, সন্তান সম্ভাবনাও হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মারিয়ার অসুস্থতা তার প্রত্যাবর্তনের আনন্দকে ম্লান করে দিয়ে বিষাদের কালছায়া ফেলেছে পরিবারে।

আঞ্চলিক কমিটির অফিসে বসে মার্তিমিয়ানোভ নিরানন্দভাবে লগুনোভ্‌কে বলল, "ভাব দেখি একবার! টিউমার তাও আবার মেরুদণ্ডের উপর। গত ক'দিন ধরে আমার স্ত্রী পাগলের মত হয়ে গিয়েছে! শুধু ডাক্তারের পিছন পিছন ঘুরছে। কতবার ওকে বারণ করেছি আমি নিজেও অবশ্য তার দুঃখ দেখে সান্ত্বনার কথা বলতে পারিনা একটাও। সে নারী, তার নিজেরও সন্তান হয়েছে। এরকম শক্ত অপারেশনের ফল কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করা তার শক্ত! সেলাই-কাটাছেঁড়া কত কিছু!" ব্যথার ছায়া নেমে এল মার্তিমিয়ানোভের চোখে কিন্তু জোর করে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল, "এ অপারেশন থেকে সেরে উঠলে বোধহয় মারিয়া সন্তানের স্বাভাবিক জন্ম দিতে পারবে। ইভান ইভানোভিচ নিজের পেশায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ।"

অস্ত্রোপচারের পরদিন, বৃহস্পতিবারে মারিয়া পিঠের ব্যথায় আর্তনাদ করল খানিকটা, শুক্রবারে সে ব্যথাটা সেরে গেল, সাধারণ অবস্থারও বেশ উন্নতি হল। প্রত্যেকেই দেখে খুশী হল যে মারিয়া অসাড় পাদুটো নাড়াতে পারছে। এমন কি গুসেভ পর্যন্ত মারিয়াকে স্বচ্ছন্দভাবে পা আর আঙুল নাড়াতে দেখে কেমন একটা স্বস্তি পেল। সুস্থ মানুষের মত হাঁটু সিধা করতে পারে সে, শুধু মাত্র হাঁটু মুড়তে একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু অস্ত্রোপচার যে সফল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই আর।

সে বলল, "ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখা যাক্।"

ইভান ইভানোভিচ বলল, "বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে।"

সার্জেনের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখে কোমলস্বরে গুসেভ বলল, "আপনি এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, না?"

সে জবাব দিল, "বিপদের আশঙ্কা আছে একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু মারিয়া যখন সন্তান চায় তখন সন্তান তার হবে। তলপেটের মাংসপেশী-গুলো এখন স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।"

গুসেভ বলল, "সর্বান্তঃকরণে আমি কামনা করছি আপনার কথা সত্যি হোক।" তারপর নীচুগলায় বলল, "কিন্তু সিজারিয়ান করলে ভাল হবে।"

শনিবারে প্রসববেদনা শুরু হল। এলেনা দেনিসোভ্‌না স্বতন্ত্র ওয়ার্ডে শুয়েছিল যাতে রোগিনীকে একমুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া না করতে হয়, রাত চারটার সময় রোগিনীর চার্টে লিখল, "দশ পনর মিনিট অন্তর অন্তর স্বাভাবিক বেদনা চলছে।"

উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষায় একদিনে এলেনা দেনিসোভ্‌না বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। এবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার কাঁধে একথা সে জানে। কোন কিছুর ত্রুটি ঘটিয়ে সে বদনাম কিনতে পারে না।

হঠাৎ কেমন তার সন্দেহ হল মারিয়া পেত্রোভনা সত্যিই পা নাড়ার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে কি না। বলল, "এই যে পা নাড়াও দেখি।"

একান্ত বাধ্যভাবে মারিয়া পা নাড়াতে লাগল। হঠাৎ প্রসববেদনার আর একটি আঘাতে কাতর হয়ে পড়ল সে। তার ফোলা মুখে দেখা দিল ব্যথার কুঞ্চন।

ইভান ইভানোভিচ সেদিন তার রীতিবহির্ভূত কাজ করল, মাতৃমঙ্গলবিভাগে সে রাউণ্ড দিতে আরম্ভ করল।

গম্ভীর গলায় সে এলেনা দেনিসোভ্‌নাকে সাহস দিল, "ভয় পেয়োনা, মারিয়া পেত্রোভ্‌না দিব্যি ভাল আছে, নড়াচড়া করার ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে।"

কিন্তু বেশীক্ষণ সে রোগিণীর সঙ্গে থাকতে পারল না, হাসপাতালে একটি এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের রোগী এসেছে, অপারেশন প্রয়োজন এক্ষুণি। ফলে এলেনা দেনিসোভ্‌না গর্ভবতী নারীটির সঙ্গে একেবারে একলা পড়ে গেল। মারিয়া পেত্রোভ্‌নাকে প্রসবের টেবিলে শুইয়ে তার চারপাশে অস্থিরভাবে পায়চারী কবতে লাগল। রোগিনীর মাংসপেশীর স্বাভাবিক সংকোচন সম্প্রসারণ হচ্ছে না এবং ধাত্রীর চোখে মনে হল, হবেও না। বারোটার সময় তার নোটবইয়ে আবার লিখল, "প্রসববেদনা আসছে প্রতি পাঁচ অথবা আট মিনিট অন্তর।"

ভূতের মত দ্বারপথে দেখা দিল কর্তব্যরত নার্স, "ওর স্বামী জিজ্ঞেস করছে ও কেমন আছে?"

কঠোর কণ্ঠে এলেনা জবাব দিল, "বলে দাও প্রসব করা শুরু হয়ে গিয়েছে।"

বেলা চারটার সময় আবার নোট বইয়ে লেখা হল—"প্রতি ছয় মিনিট অন্তর বেদনা।" আবার ইভান ইভানোভিচ এসে আবার বেরিয়ে গেল। তার বড় সাংঘাতিক সময় যাচ্ছে, আরও একটি গুরুতর পীড়িত রোগী এসেছে। আর একবার মারিয়া পেত্রোভনার মা আর স্বামী খবর নিতে এল।

অত্যন্ত সংক্ষেপে এলেনা দেনিসোভ্‌না জবাব দিল, "প্রসব হচ্ছে।"

একটা বেদনার আলোড়ন মিলিয়ে যাবার পর মারিয়া পেত্রোভ্‌না জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি মনে করেন সত্যি আমার বাচ্চা জীবিত জন্মাবে?"

মাতৃত্বের তীব্র বেদনায় পরিশুদ্ধ সে দৃষ্টির সামনে এলেনা দেনিসোভ্‌নার চক্ষু নত হয়ে এল—এড়িয়ে গিয়ে সে জবাব দিল, "নিশ্চয়ই বাছা। সব ঠিক হয়ে যাবে, এই যে আবার শুরু হয়েছে দেখনা।"

সন্ধ্যা সাতটার সময় ডায়েরীতে লেখা হল—"প্রতি তিন চার মিনিট অন্তর প্রসববেদনা। সামান্য সঙ্কোচন……"

বেদনার তীব্রতা সত্ত্বেও যখন সন্তানের জন্মলাভে সহায়তা করার জন্য মায়ের মাংসপেশী সামান্য সঙ্কোচন আর সম্প্রসারণ আরম্ভ হল, এলেনা দেনিসোভ্‌নার চোখে প্রায় জল এসে গেল আনন্দে, দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেয়েছে বলে নয়, এখন সে খানিকটা সাহায্য পেতে পারে রোগিনীর কাছ থেকে। এবার আর একেবারে নিরস্ত্র নয়। যাহোক কোন রকম একটা অস্ত্র পেয়েছে সে।

সঙ্কোচনগুলি ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাড়াতাড়ি আসায় চরমসীমা এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। তীব্র বেদনাময় সঙ্কোচনের পরই আসে ক্ষণবিরতি।

প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এলেনা দেনিসোভ্‌না ইভান ইভানোভিচকে ডেকে পাঠাল। অত্যন্ত মনমরা এবং আশ্চর্য শান্তভাবে প্রবেশ করল সে। রোগিনীকে পরীক্ষা করে শিশুর হৃৎস্পন্দন অনুভব করে সে বলল, "মনে হচ্ছে মাকে একটু সাহায্য করা দরকার, আমাকে ফরসেপ সূটা দাও ত।"

নিপুণ হাতে ফরসেপ্‌স্‌ প্রয়োগ করার পর রাত্রি নয়টার সময় সুস্থ সবল একটি কন্যা জন্মাল মারিয়া পেত্রোভ্‌নার কোলে।

নবজাতাকে পাশের টেবিলে সহকারিণীর সঙ্গে স্নান করাতে করাতে এলেনা দেনিসোভ্‌না জননীকে সংবাদ দিল, "ছবির মত সুন্দর, মখ্‌মলের মত নরম তুলতুলে মেয়ে হয়েছে তোমার।"

ক্লান্ত ইভান ইভানোভিচ হাত ধুতে ধুতে ভাবছিল তার সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের কথা. কর্মব্যস্ত বিগতপ্রায় দিনটির কথা, আগের দিনে সারগুটোভের অপারেশনের সময় বিকল হয়ে যাওয়া পাদপ্রদীপের কথা—

চাপা ঘৃণার সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল ইভান ইভানোভিচ, "ওর বেতন থেকে কেটে নেওয়া উচিত, ওর আর ওর সহকারিনী ঐ নার্সের। ওদের আগেই পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত ছিল, ভারভারা কখনও এরকম করত না। এত দামী জিনিস, এত শক্ত জোগাড় করা! আর ওরা সে সম্বন্ধে এত অসাবধান, ভাবতেও খারাপ লাগে। ওদের লজ্জিত হওয়া উচিত।"

অফিসে গিয়ে সিগারেট ধরাল ইভান, তার মনে পড়ল ওল্‌গা পাভ্‌লা রোমানোভ্‌নার বাড়িতে পার্টিতে গিয়েছে। ক্রমশঃ তার বিরক্তির স্থান দখল করল একাকীত্ববোধ, অবহেলা আর এমন কি বার্ধক্যবোধ পর্যন্ত। ছত্রিশ বছর বয়স হল তার। তা চল্লিশের আর এমন বাকীই বা কি। ডিগ্রীর জন্যে যে থিসিস্ দাখিল করেছিল তা সে আজ পাঁচ বছরের কথা। সেদিনটার কথা মনে পড়ল তার, সাদা পোশাকে ঝলমল ওল্‌গা, গ্রীষ্মকাল, ফুলের সমারোহ, প্রবীণ ডাক্তারদের সোৎসাহ প্রশংসা। তার কাজ সেদিন চিকিৎসাজগতে বিরাট এক অবদান বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই পাঁচ বছরে সে আর কি নূতন লাভ করেছে?

সাধারণ শল্যচিকিৎসক হিসাবে মাঝে মাঝে রোগনির্ণয়ে সক্ষম না হলে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করত, তার গর্ব আহত হত। তখন সে মস্কোর স্নায়ুঘটিত অস্ত্রোপচার বিদ্যালয়ে বুর্দেঙ্কোর কাছে পাঠাত তাদের। কিন্তু রোগনির্ণয়ে তার অক্ষমতা তাকে পীড়া দিত। তারই জন্য সে স্নায়ু অপারেশন সম্বন্ধে পড়াশোনা করা স্থির করে এখন সে নিজেই একজন স্নায়ু অস্ত্রোপচারক। তার অন্তরের আকাঙ্খা তৃপ্ত, কিন্তু তবুও কেন সে আজ ক্লান্ত, অবসন্ন! এর জন্য কি ওল্‌গাকে দায়ী করা চলে? আর তার কাজ? হায় তার কর্মক্ষেত্রে কত প্রশ্ন যে অমীমাংসিত রয়ে গেছে কত সমস্যার যে সুরাহা হয়নি; ভুরু কুঞ্চিত হয়ে এল তার, সারাজীবন ধরে সে পরিশ্রম করেছে প্রচুর—না থেমে এগিয়ে গিয়েছে সর্বদা। আর আজ তার ফলও সে পেয়েছে…

সামনের দিকে তাকিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে ইভান প্রশ্ন করল নিজেকে—"ততঃ কিম্। আরও যদি বৈজ্ঞানিক উপাধি আমি পাই তাহলেই বা কি হবে? আরও অনেক কিছুই ত আগেরই মত অন্ধকারে থেকে যাবে। মানুষের দেহ কেটে দেখে আবার সেলাই করে দাও, বাস্। যেমন ধর ক্যানসার কিংবা খারাপ ধরণের এনিউরিজ্‌ম্,……"

অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এল ইভান ইভানোভিচ চুপিচুপি। যেতে যেতে শুনতে পেল এলেনা দেনিসোভ্‌না কাকে যেন তর্কে আক্রমণ করেছে আর সে বেচারা কর্তব্যরত ডাক্তার তার জবাব দিচ্ছে।

এলেনা দেনিসোভ্‌না বলছে, "অপারেশন ঘরের মত আমাদের ওয়ার্ডেও মুখোশ না পরে কারো যাবার অধিকার নেই। কিন্তু লোকের যখন খুশি তখনই তারা আমাদের এখানে ঢুকে পড়ছে রাস্তার থেকে সিধে।"

ডাক্তার বাধা দিল, "কিন্তু সে যে ওর স্বামী, আর এমন গুরুতর ব্যাপার, দেখ দেখি কি উৎকণ্ঠাই না গেছে বেচারীর !"

"সেজন্যই ত বিশেষ করে এমন গুরুতর অসুস্থতা বলেই না আরও সাবধান হওয়া উচিত। না হলে ফ্লু আরও নানা সব রোগ-বালাই নিয়ে আসবে রোগীদের জন্যে।"

অপ্রতিরোধ্য ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে ইভান ইভানোভিচ শব্দ অনুসরণ করে পা চালাল। স্ত্রীলোকদিগের পাশ দিয়ে যেতে তারা তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করে দিল। ইভান ইভানোভিচ মাতৃমঙ্গল বিভাগে প্রবেশ করল।

মারিয়া বিছানায় শুয়ে আছে। একটা পাতলা বালিশে তার মাথা। বাচ্চার গোলাপী মুখটার দিকে তাকিয়েছিল সে একদৃষ্টে। দীর্ঘ আঁখিপল্লবে তার সোনালী পরশ, সন্তানের জননী হয়ে তার কমনীয় মুখে দেখা দিয়েছে পরিণতির আভাস, মুখে পরিতৃপ্তির মৃদুহাসি। এই প্রথম সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছে মা। কি অপূর্ব সে অনুভূতি! আশা, আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় সন্তানের শিয়রে জাগ্রত জননী! পাশ দিয়ে চলে যাওয়া লোকটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখার অবসর নেই সদ্যমাতৃত্বপদে অধিষ্ঠিতা মারিয়ার। একবার মাত্র নজর দিয়েই সে আবার ফিরল নবজাত সন্তানের দিকে সস্নেহে। তরুণ গরুড়ের মত সে শিশু তখন ক্ষুধার্ত আর তৃষিত ঠোঁটদুটি দিয়ে আকর্ষণ করে চলেছে মায়ের স্তন্যসুধাধার। এমন কি চাদরটা টেনে নেবার কথাও মনে পড়ল না মারিয়ার। লোকটি তাকে নগ্ন দেখেছে বলেই যে তার এই উপেক্ষা তা নয়। (সেদিন সকালেই ত ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করবার পরমুহূর্তেই সে চাদর দিয়ে মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে।) তার দুর্বলতা যে তাকে লজ্জা দেখাতে অপারগ করেছে তাও নয়। আসলে মারিয়া এখন মাতৃত্বের সুখানুভূতিতে এমন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে আর কোনদিকে নজর দেবার সময় নেই তার। তার মৃত্যু হয়নি, সে মা হতে পেরেছে—সে সন্তানকে স্তন্যপান করাতে পারছে এই আশ্চর্য ঘটনাই অন্য সব অনুভূতিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে এখন।

সেদিকে তাকিয়ে আনন্দে ভরে গেল ইভানের হৃদয়। এলেনা দেনিসোভ্‌নার দিকে ফিরে নীচু গলায় বলল, "এত শীগগিরই বাচ্চাকে খাওয়াতে দিলে কেন?"

হঠাৎ যেন সমস্ত দুঃখবেদনা ধুয়ে মুছে গেল ইভানের মন থেকে। নবীনা মায়ের হাসির ছোঁয়ায় পবিত্র হয়ে গিয়েছে যত বিষাদ। শিল্পী যেমন করে

দূর থেকে তার শিল্পকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দেখে মোহিত হয় ইভানেরও তেমনি আনন্দ হল আজ, সে আনন্দের কাছে নিজের ব্যথা বেদনা ম্লান হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য।

৬৪

শেষ যেদিন তাব্‌রোভের সঙ্গে ওল্‌গার দেখা হয় সেদিন তাদের উভয়েরই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভালবাসার কোন কথাই তাদের মধ্যে হয়নি, কিন্তু অনুক্তভাবের মধ্যে লুকান ছিল না-বলা সহস্র কথা। দুজনের অন্তরের সম্পদকে অবহেলা করে তারা যে নিজেদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে তাব্‌রোভ এখন ওল্‌গাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিটা ত অস্বীকার করতে পারছে না তারা। ঈর্ষ্যা তার হয়, তা সত্ত্বেও তাব্‌রোভ ইভান ইভানোভিচকে শ্রদ্ধা না করে পারে না। কিন্তু তাতে তার ওল্‌গার প্রতি মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, বরং আরও বেশী করে দায়িত্ব মম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে, ভীত হয়ে পড়েছে সে।

'ওল্‌গা!'

এই ছোট্ট কথাটি তার মৃদু নিশ্বাসের মত। রাতে ঘুমাবার আগে, ঘুম থেকে উঠার সময়—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এই একটি কথাই তার জপমালা হয়ে উঠেছে।

একমাত্র খনিতে কর্মরত থাকার সময়ই ওল্‌গা তার কাছ থেকে মুহূর্তের জন্য দূরে থাকে। সীমাহীন বন্ধনীর আবেষ্টনে আবদ্ধ এই খনি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইকে ময়দার মত গুঁড়ো করা হয় এখানে। প্রথম কারখানাটি এদিকে-লোহার চোয়ালের মাঝখানে সে পাথরের চাঁইগুলিকে অবিশ্রান্ত গর্জনসহকারে প্রথমে সুপারীর মত করে ভাঙ্গা হয়। সেখান থেকে স্বচ্ছন্দগতিতে আর দুটো মেসিনে চালান দেওয়া হয়, সেখানে শোনা যায় কাঁপা মৃদুগুঞ্জন, এদের মাঝারী আকারের টুকরা করা হয়—পরের শাখায় করা হয় মিহি গুঁড়া। তার জন্যে আছে তিনটি বলমেসিন-তিনটি গর্জনশালিনী সৌন্দর্যময়ী। এই অবিরাম গর্জন আর গুমরানির মধ্যে প্রিয় নাম যে মিলিয়ে যাবে সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। প্রত্যেকটি যন্ত্রের চালক ইঞ্জিন আর বন্ধনী আছে নিজস্ব। এখন যেখানে প্লাটন লগুনোভ্‌ কাজ করছে সেখানে

এতকাল খনিজ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল পরিমিত, কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার যে পরিকল্পনা নিয়েছে এরা তাতে বাধ্য হয়ে তাব্‌রোভকেও কারখানায় উৎপাদন বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

অতিরিক্ত বোঝাই করা এমন কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু দশ শতাংশের বেশী বোঝাই হয়ে গেলে কাজের মান নেমে যাবে, এজন্যেই কারখানা পুনর্গঠন চলছে।

আসল বাড়িটার কাছে চিরকাল তুষারে ঢাকা থাকত যে মাঠটা সেখানে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ভিত্তি খোঁড়া হচ্ছে। তার কথা মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে তাব্‌রোভ ভাবল—"আসল সমস্যা হল এখন কি করে শীত এসে পড়ার আগে প্রাথমিক কাজগুলো সব শেষ করা যায়, ছুতোরমিস্ত্রীদের বলব তাড়াতাড়ি জানলা দরজার কাঠামোগুলি তৈরি করে ফেলতে, লাগাতে তাহলে আর বেশী সময় লাগবে না। শীতের সময় যন্ত্রপাতি বসাব। আর একজোড়া সিলিণ্ডার বসাব, আর যদি একটা মোচাকৃতি ভাঙ্গার যন্ত্র আর একটা বল-মিল যোগাড় করতে পারি ত বেশ হয়…"

শেষ যন্ত্রটার কাছে দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত কান নিয়ে বলযন্ত্রটার গহ্বরে খনিজ-পেষার শব্দ শুনতে লাগল। তার মনে পড়ল লোহার বল আসতে দেরী হওয়ায় সে মাসে ইলেক্ট্রিক খবচ বেশী হয়েছে, তাতে উৎপাদনের খরচ বেড়েছে, প্রতিটি গ্রাম সোনার দামও বেড়ে গিয়েছে। এখন যাতে রসদ ঠিকমত সরবরাহ করা হয় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে তাব রোভ।

পরিকল্পনা আরম্ভের যন্ত্রপাতিগুলি যেখানে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে প্রবেশ করল তাব্‌রোভ। দশটা মেসিন কাজ করছে, প্রত্যেকটায় একটা মণ্ড সিদ্ধ হচ্ছে—একভাগ খনিজ আর কুড়িভাগ জল মিশান সে মণ্ডে একটা তৈলাক্ত পদার্থ মেশান হল। মেশিনের ব্লেডগুলো কোণাকুণি স্থিত হয়ে মণ্ডটাকে ক্রমাগত প্রপেলারের মত করে ঘুরিয়ে চলেছে। তেলের বুদ্‌বুদ উঠছে সোনার কণাগুলো উপরে ভাসিয়ে দিয়ে। ঘূর্ণায়মান চিরুণীগুলি ফেনাগুলিকে আঁচড়ে ঢালুপথে একপাত্রে নিয়ে ফেলছে সেখানে ধাতুগুলো জমা হচ্ছে। অবশেষে ঘনীভূত সে পদার্থটা জড় করে নিয়ে গলাবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে এই কারখানায় সোনা বার করার পরিবর্তে ঘনীভূত খনিজ সোনা প্রস্তুত করা হয়।

লাল গাল আর নীলচোখওয়ালা একটি মেয়ে, চুলগুলো মাথার উপরে চূড়া করে বাঁধা, তাব্‌রোভকে একটি ল্যাবরেটরী কার্ড দিল। প্রত্যেকদিন সেই মিশ্রিত

খনিজপদার্থটা বিশ্লেষণ করে দেখা হত তাতে তামা, আর্সেনিক বা রসাঞ্জন জাতীয় কিছু মিশ্রিত আছে কিনা, তাতে সোনা গলাতে অসুবিধা হবে। সংখ্যাগুলো পড়তে লাগল তাব্রোভ। মেয়েটির হাতের লেখায় মেয়েলীপনা বড় কম। অপাঙ্গে তাকাল তার দিকে তাবরোভ। পরিষ্কার সাদা সুন্দর হাতদুটি, চেহারাটা বেশ সুন্দর, প্রীতিকর, তবুও তার দিকে তাব্রোভের নজর গেলনা মোটেই, ওর চলে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে তাব্রোভের চোখে ভেসে উঠল হাল্কাপোশাক পরা ওল্গা, কাঁধ পর্যন্ত খোলা হাতদুটি, স্যাণ্ডেলপরা তার পাদুটো। ওল্গার চেহারাটা কল্পনা করতে গিয়ে অব্যক্ত বেদনায় দুলে উঠল তাব্রোভের অন্তর, ওল্গার সুন্দর রেশমের মত নরম ঘনচুলের রাশি, তৃপ্তিদায়ক তার আচরণ, এত অকৃত্রিম এত অকৃপণ এমনটিই যে সারাজীবন ধরে চেয়ে এসেছে তাব্রোভ।

কোমলতার রেশ তখনও লেগে রয়েছে তার চোখে—ফোরম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, "খনিজপদার্থে সোনার ভাগ আবার কমে গিয়েছে, এরকম চললে প্লাটন আর্তিওমোভিচের কাছ থেকে তিরস্কার শুনতে হবে আমাদের। সমস্ত প্রক্রিয়াটা আমি ভাল করে দেখেছি, খনিজপদার্থ সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে আমরা যদি একটু রদবদল করি তাহলে কেমন হয়? দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছু ইউনিট কমিয়ে প্রথম পর্যায়ে বাড়ালে কেমন হয়? বল-মিলে যে পদার্থ ফেলা হয় সেটা বেশী মোটা; যন্ত্রের গতি মিনিটে এবার সাতাশ রাউণ্ড করব আমরা।"

৬৫

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল লগুনোভের, জিজ্ঞেস করল, "কোন্‌দিকে যাচ্ছ?"

"আমি?" ইভান ইভানোভিচের মনে পড়ল ওল্গা গেছে পাভা রোমানোভ্নাদের বাড়ি, কাজ তার শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, সামনে সন্ধ্যার অবসরটা তাকে কাটাতে হবে একলা নিজের ডেস্কের সামনে বসে। মুখে তার মনের চেহারা ধরা পড়ল। নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "বাড়ী যাচ্ছি, কতগুলো কাজ জমে আছে।"

গম্ভীরভাবে লগুনোভ্ বলল, "কি করে কাজ করতে হয় তা তুমি জান, কিন্তু

কি করে বিশ্রাম নিতে হয় তা শেখনি। কখনও ত তোমাকে ছুটি নিতে দেখিনা, এ আবার আর এক সীমায় যাচ্ছ ইভান।"

"আমি ত গোরোদকি খেলি। না কি?"

"কিন্তু শীতের সময়?"

"আমি শিকারে যাই।"

"বেশী নয়। এমন কোন অবসরবিনোদনের উপায় খুঁজে নাও যাতে তোমার স্ত্রীও যোগ দিতে পারে।"

"তার নিজের পথ সে নিজেই খুঁজে নিতে পারে।" তিক্তস্বরে বলল ইভান, যদিও সে চেয়েছিল ঠাট্টার সুরে বলতে—কিন্তু লজ্জায় নীরব হয়ে গেল।

শান্ত অথচ গভীর স্বরে লগুনোভ্ জবাব দিল, "তোমার যখন কোন কাজ থাকে না তখন তাকে একলা ছেড়ে দাও কেন? বিবাহিত লোকের অবসর সময়টুকু একত্রে কাটানোই ত উচিত।"

"আর অবিবাহিতের কথা?"

"এ ত না বললেও চলে যে অবিবাহিতরা তাদের সবটুকু অবসর কাটাতে চায় তাদের মনোমত পাত্রীর সঙ্গে।"

ইভান ইভানোভিচের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য লগুনোভের চেষ্টাটা সে বিরক্তিভরে কাটিয়ে নীরস স্বরে বলে দিল, "আমার কিন্তু আরেকটা কথা শোনা আছে। বিবাহিত স্বামীস্ত্রী নিজের নিজের চিত্তবিনোদন করবে পৃথকভাবে—যাতে দুজনে দুজনের উপর বিরক্ত না হয়ে উঠে।"

"আর আজ রাত্রে তোমার চিত্তবিনোদনের কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

"আগেই ত বলেছি আজ আমি কাজ করব। বাড়ি গিয়ে আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু লেখার চেষ্টা করব।"

"তোমার থিসিস্ লেখা আরম্ভ করেছ?"

"না এখনও করিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাপ্তব্য একমাত্র পরিসংখ্যার ভিত্তিতেই গবেষণা চালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তাতেও প্রচুর জিনিসের দরকার, না হলে উপসংহারগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না। ডাক্তারী পর্যবেক্ষণের প্রশংসা করে তাদের উপর থিওরী খাড়া করতে গিয়ে মতভেদ হয় কেন? কারণ আমার মতে—ধর আমার মতামত গ্রহণ করলাম দশটা রোগীর উপর ভিত্তি করে আর একজন হয়ত করল বিশজন রোগীর উপর ভিত্তি করে, আর এর ফলে উপসংহারে তফাৎ হতে বাধ্য। আর এরই জন্য আমি মস্কোতে আমার থিসিস্ লিখতে চাই

—সেখানে চিকিৎসার পর্যবেক্ষণগুলি গবেষণাগারের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চালান যায়—যা নাকি কামেনুস্কা সহরে করার আশা করা আর ঐ দূর নক্ষত্রলোকে গিয়ে করার কথা চিন্তা করা প্রায় একই।"

"থিসিস্ শেষ হয়ে গেলে পর কি করবে ভেবেছ? ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করবে?"

"হয়ত করব। সবচেয়ে আমার আকর্ষণ হল চিকিৎসালয়ের গবেষণায়। থিসিসের সপক্ষে প্রমাণ দিতে হলে মানুষকে সমস্যা চিন্তা এবং সমাধান করতে সমর্থ হতে হবে—চারদিক থেকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আমার কাজের ফলে যদি আমাকে বৈজ্ঞানিক ডিগ্রী দেওয়া হয়, তাহলে সে বিশেষ ব্যাপারে আমাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে, অক্লান্তভাবে নূতন ও উন্নততর উপায়ে সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে। নাহলে আরও পাঁচজন সাধারণ লোক যারা কার্যক্ষেত্রে কোন অবদানই রেখে যেতে পারে না তাদেরই দল ভারী করব শুধু। বুঝতে পারছ আমার কথা? চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে কোন শাখার কথাই ধরনা, চোখের রোগের কথা ধরা যাক্। প্রত্যেক দেশেই শত শত বিশেষজ্ঞ এইদিকে কাজ করছেন। তাঁরা রোগীর চিকিৎসা করেন, বক্তৃতা দেন দিনের পর দিন। তারপর হঠাৎ একদিন এদেরই একজন এমন একটি আবিষ্কার করে বসেন যে সেক্ষেত্রে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এমনি একজন হলেন আমাদের সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির পেত্রোভিচ্ ফিলাটফ। অস্বচ্ছ কর্ণিয়ার বদলে নূতন স্বচ্ছ কর্ণিয়া উপড়ে লাগাবার ভঙ্গীতে বসিয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনছেন।"

"তাঁর কথা শুনেছি আমি"—ঔৎসুক্যের স্বর সগুনোভের কণ্ঠে।

"দেখ দেখি, তুমি একজন সাধারণ মানুষ তুমিও তাঁর কথা শুনেছ। তিনি একজন মহান ব্যক্তি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিভা! এরকম লোকের দাম কল্পনা করতে পার? উপড়ে লাগাবার জিনিসটি রক্ষা করার জন্য তাঁকে কত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নাই, আর অপারেশনএর পদ্ধতি জানবার জন্য তিনি জীবনের অর্ধেকই ব্যয় করেছেন।"

"স্নায়ু অপারেশনের ক্ষেত্রে নূতন কিছু আবিষ্কার করার আশা কর নাকি তুমি?"

গাঢ়স্বরে ইভান ইভানোভিচ্ জবাব দিল, "আমি চাই করতে কিন্তু তার

আগে অনেক সিঁড়ি বেয়ে প্রচুর কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তবেই না আশা করতে পারি ?”

“এ ক্ষেত্র বেছে নিলে কেন ?”

“এইজন্যে নিলাম যে, এদিক একেবারে নূতন, আর তাই সম্ভাবনাও প্রচুর। বাস্তব প্রয়োজনও রয়েছে এর অনেক। ধর না মস্তিষ্কে কিংবা সহানুভূতিসূচক শিরায় অপারেশনের ব্যাপারটা ; এদিকে বড় তেমন কাজ হয়নি, কিন্তু আগামী যুদ্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় হবে এই ব্যাপার। পাশবিক যুদ্ধ হবে এবার।”

গভীর চিন্তার সুরে লগুনোভ জবাব দিল, “হাঁ তা হবে। একজন যদি আরেকজনকে এমনি হিংস্রভাবে আক্রমণ করে—রেডিও ঘোষণা করেছে গতকাল জার্মানরা ১৪৭টি ইংরেজ বিমান ভূপাতিত করেছে—আমাদের উপর যখন আসবে মরণপণ যুদ্ধ হবে। তোমার স্নায়বিক অপারেশন ত শিশুবিজ্ঞান, নয় কি ?”

“মাত্র পনের বছর ধরে এর চর্চা করছি আমরা। দেখতেই পাচ্ছ একেবারেই তরুণ।”

অন্ধকারের ভিতর থেকে বালিকাকণ্ঠে কে জিজ্ঞেস করল, “কে এত তরুণ ?”

অগ্রসরমান ভারভারার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে ইভান ইভানোভিচ্ জবাব দিল, “প্লাটন আর্তিওমোভিচ আর আমি স্নায়বিক অস্ত্রোপচার নিয়ে আলোচনা করছি।”

লগুনোভ হেসে ফেলল, “তুমি বুঝি ভেবেছ আমরা কোন মেয়ের কথা বলাবলি করছি।” অন্ধকারেও দেখা গেল তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভারভারা বোধহয় দৌড়ে এসেছে—হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, “আমি কিছুই ভাবিনি মোটে। হঠাৎ এসে পড়লাম—শুনলাম আপনারা কথা বলছেন। কম্‌সোমল বুরোর সভায় ডেকেছিল আমাকে। আমার নাচের পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে পর্যন্ত যেতে পারিনি, এত ব্যস্ত ছিলাম।”

“কে নেমন্তন্ন করেছিল তোমাকে ?”

“পাভা রোমানোভ্‌না।”

পুরনো তিক্ততার রেশ আবার ফিরে এল ইভান ইভানোভিচের কণ্ঠে, “এখন যাও না কেন ? নাচ নিশ্চয়ই পুরাদমে চলছে এখন।”

“কারণ সোজা কথায়, না সোজা মোটেই নয়, আমি পাভা রোমানোভ্‌নাকে দেখতে পারি না”—ঘৃণাভরে বলে চলল সে, “ক্লাবে প্রায়ই দেখা হয় তার সঙ্গে,

কত কাজ করে দেয় সে আমাদের ক্লাবের, তবুও তাকে আমার ভাল লাগে না। কেবলমাত্র নিজের আনন্দের দিকেই তার নজর।" বিদ্রূপ করে উঠল ভারভারা, "বাইরে-বেড়ানো শিশু? আমার দিকে লোকে কৌতূহলভরে তাকাবে এ আমার সহ্য হয় না। 'ইয়াকুট মেয়ে ফ্লবেয়ার পড়ছে ভাব একবার।' যেন এতে সাংঘাতিক কিছু আশ্চর্য পদার্থ আছে। জারের আমলে এতদিন পীড়ন সয়েছি সে কি আমাদের দোষ!"

রাস্তার মধ্যিখানে থেমে পড়ে ভারভারা জিজ্ঞেস করল, "ইভান ইভানোভিচ আপনি জানেন কেন আমাদের সব রোগী আর ছাত্রই আপনাকে এত ভালবাসে?" জোড় করা হাতের আঙুলগুলো আরও মুষ্টিবদ্ধ করে ভাবাবেগের আতিশয্যে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কারণ আপনি কাজ করেন নিজের স্বার্থে নয়, বিজ্ঞানের খাতিরেও নয়, আপনি কাজ করেন জনসাধারণের জন্য, তা তাদের চোখ টানা-ই হোক আর গোল-ই হোক।"

ধমক দিয়ে উঠল ইভান ইভানোভিচ, "তোমার উপরওয়ালার মুখের উপর এমন করে প্রশংসা করা তোমার ভারী বদস্বভাব। আমার কি রকম লাগছে বল দেখি? আমরা সবাই একই রকম করে কাজ করি। বিজ্ঞানকে উন্নত করেছে মানুষ মানুষেরই স্বার্থে, পাভা রোমানোভ্না যে জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে তাতে আশ্চর্যের কি আছে, সে ত সারাটা দিন কুঁড়েমি করে কাটিয়ে দেয় শুধু।"

৬৬

দুজনের আশেপাশে যখন আর কেউ নেই তখন ভারভারা বলল লগুনোভ্‌কে, "এখনও আমার ছাত্রদের কাছে গিয়ে তরুণ সংঘের মিটিং সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকী আছে।"

লগুনোভ্ বলল, "চল তোমাকে হোস্টেলে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

ভদ্রভাবে আপত্তি করল ভারভারা, "না না, বেশী দূরে ত নয়, মিটিং শেষ হতে দেরী হয়ে গেলে একটি ইয়াকুট ছেলে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলেছে।"

লগুনোভ্ ক্ষেপাতে লাগল ভারভারাকে, "কমরেড্ ভারভারা—স্বজাতিপ্রীতি দেখানো হচ্ছে বড় বেশী।" পাশে পাশে চলছিল লগুনোভ্, থেকে থেকে তাকাচ্ছিল ভারভারার ফর্সা মুখ, ঘন কাল চোখ, ধারালো চিবুক, শিশুর মত কুঞ্চিত ঠোঁট দুটির দিকে।

সে ভাবল, "ও এখনও ভারী ছেলেমানুষ"—কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চোখে ভেসে উঠল ইভান ইভানোভিচের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ভারভারা তা প্রেমিক নারীর দৃষ্টি। পাভা রোমানোভ্‌না তার নিজের মত করে মেয়েটাকে ভালবাসত। অন্ততঃ মেয়েটিকে এরকম করে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলার মত কিছু নিশ্চয়ই করেনি। ভারভারার এই রাগ কেবলমাত্র ইভান ইভানোভিচের বিরুদ্ধে পাভা রোমানোভ্‌নার বিদ্বেষেরই প্রতিশোধ মাত্র। "...তোমার শত্রু যে সে আমারও শত্রু"—এই ছিল ভারভারার পরিষ্কার অভিযোগ।

লগুনোভ্‌ ভাবল, "ইভান ইভানোভিচের প্রেমে পড়েছে নাকি সে? তা নিতান্ত স্বাভাবিক। যৌবন, ভাবপ্রবণতা, কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা—অন্যান্য ছাত্রদের মতই ভারভারাও তার মধ্যে পেয়েছে আদর্শ পুরুষের সন্ধান।"

"শুভরাত্রি প্লাটন, প্লাটন আর্তিওমোভিচ্‌।"

"শুভরাত্রি ভারিয়া।"

ভারভারার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা চেপে দিয়ে জবাব দিল লগুনোভ্‌, কিন্তু ছেড়ে দিল না তারপর বলল, "আমার সঙ্গে ত আগে এত ভদ্রতা করতে না ভারিয়া।"

সদয় দৃষ্টি হেনে ভারভারা জবাব দিল, "তাই বুঝি? তবে আজকাল ত আপনি বিরাট এক উঁচুস্তরের লোক হয়ে গিয়েছেন—"

"ভারভারা," গলা ধরে এল লগুনোভের—"বল, কখনও কি তোমার নিজেকে বড় একা মনে হয় না?"

"আমি ত কখনও একা থাকি না, সারাক্ষণ লোকের সঙ্গে থাকতেই আমি ভালবাসি।"

"কিন্তু, তারও মধ্যে কোন বিশেষ একজনের কথা তুমি নিশ্চয়ই অন্যের থেকে বেশী করে ভাব।"

একটু থেমে ভারভারা জবাব দিল, "তা হয়ত ভাবি"—লক্ষণীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ।

"কে সেই ভাগ্যবান্‌?"

"কি যায় আসে তাতে?" প্রায় আক্রমনের সুর তার কণ্ঠে।

"তার কথা আমি ভাবি বা না ভাবি তাতে তার সুখ বিন্দুমাত্র বাড়ে না"—ব্যথাপূর্ণ সরলতার সঙ্গে বলল সে।

লগুনোভ্‌কে ব্যথা দেবার জন্য ভারিয়াকে ব্যথা ফিরিয়ে দেবার ছলেই যেন সে তার হাতটায় আবার চাপ দিল। কিন্তু ভারভারার মুখে বিন্দুমাত্র বিকৃতি

নেই, লগুনোভের মনে পড়ল সেদিন ভারভারা নিজহাতে গায়ে ছুঁচ ফুটিয়েছিল, ইচ্ছে করে।

হাতের মুঠি আলগা করে দিল লগুনোভ, তার হাতের তালুতে ধরা রইল আহত পাখীর মত ক্ষুদ্র, উষ্ণ ভারভারার হাতটি। লজ্জা পেয়ে গেল লগুনোভ, তাড়াতাড়ি নত হয়ে তখনও ধরে রাখা আঙ্গুলগুলির উপর চুমো খেল সে।

অনেকক্ষণ ধরে লগুনোভ তাকিয়ে রইল যে দরজা দিয়ে ভারভারা অন্তর্হিত হয়েছে সেদিকে। ঠোঁটে তার এখনও লেগে রয়েছে ভারিয়ার কোমল হাতের পরশ। এর আগে কোনদিন সে কোনো নারীকে চুম্বন করেনি, কেন লোকে করে তাও বুঝতে পারত না। এতকাল ধরে যাকে অসামাজিক নিয়ম বলে সে ধরে নিয়েছিল তার তীব্র আবেগে যেন মনের রুদ্ধকপাট খুলে গেল তার, ঠোঁটে চুম্বনের পরশ বয়ে সে বসতি অঞ্চলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভারিয়া যদি তার সঙ্গে থাকত শুধু কত কথাই না বলত তাকে! যে কথাগুলো কোনদিন বলা হয়নি, যারা তার ঠোঁটে ভীড় করে আসছে তারা মুক্তি পেত ভারিয়ার কানে।

দুঃখিতস্বরে নিজেকে বলল সে—"এমনি করে তাকে যেতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি প্লাটন। তোমার বর্তমান উচ্চপদে অবশ্য তোমার দায়িত্ব অনেক সে কথা সত্যি, অন্যের কথা ভাবতে হবে তোমাকে এখন। সে যদি আরঝানভকে ভালবাসে তাহলে তোমার স্থান কোথায় তার কাছে? 'কি অর্থহীন বোকামি!'"···দেনিস আস্তনোভিচের প্রিয় শব্দসমষ্টির কথা মনে পড়ে গেল তার।

লালচুল আর নীলচোখওয়ালা কম্পাউণ্ডারটির কথা মনে পড়তেই তাদের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা হল তার, যেখানে ভারভারা থাকে সেই বাড়িটায় গেলেও তার ভারী আরাম লাগে।

রিষ্টওয়াচটাকে নাকের ডগায় ধরে সময় দেখার চেষ্টা করতে করতে ভাবল—"এখনও বোধহয় ওরা ঘুমিয়ে পড়েনি।"

আগষ্ট মাস শেষ হয়ে এল। উজ্জ্বল রাতের পালা শেষ হয়ে পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে। কিন্তু বিগত গ্রীষ্মের জন্য অনুতাপের বদলে যেন কোন রঙ্গীন ভবিষ্যতের ভাবনাই ভেসে বেড়াচ্ছে কবোষ্ণ বায়ুতে।

শারদ-আকাশের ম্লান আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ব্যথিত লগুনোভের মনে হল—'সেই পুরনো কাহিনী; সেই নক্ষত্রের চমক, অবিবাহিত আর নিরাশ প্রণয়ীদের

দীর্ঘশ্বাসে দূষিত বায়ু। শীগগিরই চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরগুলো চীৎকার করতে আরম্ভ করে দেবে। এখানকার শ্লেজকুকুরগুলো নেকড়ের মত ভয়ংকর।" লগুনোভ্ কৃত্রিম হাসি হাসল—কিন্তু অবাধ্য হৃদয়ের গভীরে ব্যথার ক্ষত চাড়া দিয়ে উঠল। এ ব্যথার কোন উপশম নেই জেনে ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করাই স্থির করল সে, ফলে তার হাসিটি হয়ে উঠল আরও করুণ, আরও বিষণ্ণ।

খিজনিয়াকদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে ইভান ইভানোভিচকে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার গতি হয়ে এল মন্থর, তারপর আরও কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের বাড়ির ভিতরেই আছে।

ডাক্তারও জানালার তাকে ভর দিয়ে তাকিয়েছিল লগুনোভেরই মত গাঢ় নীলের আভাস দেওয়া, মাটি ছোঁয়া আকাশের দিকে। চারদিকের জগৎ থেকে তাকে এমন বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল যে, লগুনোভের সাহসে কুলোলনা ঝোপ থেকে বার হয়ে তাকে ডাকতে। কয়েকমুহূর্তের জন্য ঈর্ষ্যা আর বন্ধুত্বের এক মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে সে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

হঠাৎ ইভান ইভানোভিচ বলে উঠল—"হায় ভগবান!"

এমনি দুঃখভরা সে চাপাকণ্ঠের আক্ষেপোক্তি যে লগুনোভ্ ভীত চকিত হয়ে প্রস্থান করল সেখান থেকে।

বাড়িটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে ভাবল, "তাহলে সত্যিই গোলমাল বেঁধেছে কোথাও, কেবলমাত্র আমার কল্পনা নয়।"

৮৭

সার্টগায়ে একজোড়া চটি পায়ে গলিয়ে টেবিলের কাছে বসে দেনিস্ আস্ত-নোভিচ্ কাগজ পড়ছিল, এলেনা দেনিসোভ্না রিপু করছিল।

কাগজ থেকে চোখ তুলে সোজা বলে দিল দেনিস আস্তনোভিচ্—"ভারভারা বাড়ি নেই।"

"তা জানি"—লগুনোভ্ জবাব দিয়ে পরিচিত দৃশ্যটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, কত আনন্দমুখর প্রহরই না কেটেছে এখানে তার।

ছেলেরা এরমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, পরিমিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। নিবানো উনুনটা থেকে এখনও কেমন আরামদায়ক উষ্ণতার

আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রান্নার সুগন্ধ তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়—তার সঙ্গে স্ট্রবেরী আর তরমুজের কেমন একটা মিশ্রিত গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাকেও ছাপিয়ে উঠেছে সুগন্ধি গিলীফুলের কড়া গন্ধ। আসন্ন তুষারপাতের সম্ভাবনায় বাগান থেকে খুঁড়ে এনে গিলীফুলগুলো জানালার তাকে কাঠের বাক্সে স্থানান্তরিত করা হয়েছে—তার সঙ্গে রয়েছে বেগুনী, লাল আর সাদা এস্টারগুচ্ছ।

টেবিলের পাশে বসতে বসতে লগুনোভ্ জিজ্ঞেস করল, "তোমার তিনপুড ওজনের কুমড়ার খবর কি?"

স্ত্রীর দিকে চকিত চাহনি হেনে দেনিস আন্তনোভিচ্ জবাব দিল "ভালই আছে, এখনও বাড়ছে।"

কৌতুকে রাঙ্গা হয়ে উঠল এলেনার মুখ, "এখনও বাড়ছে, নিশ্চয়ই বাড়ছে, বড়দিনের ত এখনও অনেক দেরী, ততদিনে বোধহয় খাবার মত হবে। কিন্তু মাদুর দিয়ে না ঢেকে ফারকোট চাপাতে হবে তাদের গায়ে। হায় হায় দেনিস্, কুমড়োর নামগন্ধও ত দেখছি না লতার গায়ে।"

"সবুর করো না, হবে অখন।"

"কবে হবে? আমরা শুকনো ফুলগুলো ফেলেও দিয়েছি পর্যন্ত, তবু তার আশার আর শেষ নেই।"

ওদের ঝগড়া শুনতে শুনতে লগুনোভ্ ভাবল, "আর একটা দাম্পত্যকলহ মনে হচ্ছে।"

"ওদের ঠিকমত লাগাতে পারিনি। মনে হচ্ছে বইয়ের লেখা-মত সারটা গর্তে ফেলে দেওয়া উচিত হয়নি আমার, চারদিকে গোল করে দিলেই হত। তাহলেই ফলত কুমড়ো।"

সেলাইয়ের জিনিসপত্র জড় করতে করতে এলেনা দেনিসোভ্না জবাব দিল, "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। চল চা খাওয়া যাক্, আর খানিকটা নূতন তৈরী জ্যাম। আমাদের ওয়ার্ডে এক তরুণী রোগিণী আজ অপ্রত্যাশিতভাবে খানিকটা জ্যাম উপহার পেয়েছে। বেচারার স্বামী ব্যবসায়গত কাজে বাইরে গিয়েছে, এখানে তাদের আর কোন আত্মীয়স্বজনও নেই, ও বলেছিল 'আর সকলেরই এসে দেখাশোনা করার, উপহার পাঠাবার লোক আছে, আমার কিন্তু কেউ নেই, কেউ আমাকে কিছু দেয় না।' কাজেই আমার কাজকর্মের শেষে খানিকটা ব্লু্বেরী জ্যাম আর কিছু বিস্কুট তৈরী করলাম। তারপর সেগুলো ওর

কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম ও যেখানে কাজ করে সেই খনির শ্রমিকমেয়েরা ওকে পাঠিয়েছে এগুলো।"

"আপনি পাঠিয়েছেন বলে বললেন না কেন ?"

"না বলাতেই ত আরও মজা ! আমাকে ত সে রোজই দেখে।" ভারভারা ইভান ইভানোভিচকে যে বলেছিল সেকথা মনে পড়ে গেল লগুনোভের, জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি রোগীদের ভালবাসেন ?"

"সত্যি ভালবাসি। না ভালবেসে কি করে পারি ? তারা যে মা।"

"তারা আপনাকে ভালবাসে ?" যে রকম নৈপুণ্যের সঙ্গে এলেনা তার কাজ করে চলেছে অথচ মুখও চলেছে সমানে, দেখে লগুনোভ্ কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

"তারা ? আমাকে ভালবাসে কিনা ?" মুহূর্তের জন্য থামল এলেনা দেনিসোভ্না, রুটির উপর পোঁচ দিয়ে যাওয়া ছুরিটা থেমে গেল। "বোধহয় ভালবাসে। কিন্তু শীগগিরই ভুলে যায় আমার কথা। নিরাপদে সবকিছু সেরে যাবার জন্যই তাদের যত কিছু উৎকণ্ঠা—তাহলে তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারে। আর তাই ত স্বাভাবিক। যখন তারা বেদনা সহ্য করে তখন ত আমাদের কথা ভাবতেই সময় পায় না, আর সব যখন ভালয় ভালয় উৎরে যায় তখন ত নিজেদের বাচ্চা নিয়েই ব্যস্ত তারা।" এলেনা দেনিসোভনা এমনি অমায়িকভাবে এর বাস্তব দিকটা ব্যাখ্যা করল যে লগুনোভ্ চম্‌কে উঠল।

"তাহলে কাজ থেকে আপনি কতটুকু তৃপ্তি পান ?"

তাড়াতাড়ি জবাব দিল এলেনা দেনিসোভ্না, "প্রচুর। কিন্তু কি ব্যাপার প্লাটন আর্তিওমোভিচ্—আপনার কি হয়েছে আজ ? এই যে আসুন আপনাকে আমি আজ জেরা করা শুরু করি।"

একটু হেসে এলেনার চড়া মেজাজে বেশ কৌতুক বোধ করে বলল, "বলে যান। আমি শুধু জানতে চেয়েছি আপনি আপনার কাজে তৃপ্তি পান কিনা।"

"যথেষ্ট তৃপ্তি পাই। জিজ্ঞাসা করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমার কাজই আমার জীবন, আর সেবা করে লোকের কাছ থেকে ধন্যবাদ আশা করি না আমি।"

"আর বাড়িতে ?"

"বাড়িতেও। কাউকে সাহায্য করতে পারলে তাকে সেটা মনে করিয়ে দিতে চাই না। মানুষ কারো প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে ভালবাসে না। যারা গর্বিত, যারা সৎ তারা তাড়াতাড়ি ধন্যবাদ দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চায়। আবার একদল লোক আছে যাদের সোনার খনিও যদি উপহার দাও ভাববে ওটা তাদের পাওনা। আর অপদার্থের দল আপনার স্বার্থত্যাগের দরুণ আপনাকেই মনে করবে শত্রু।"

গভীরভাবে লগুনোভ্ মন্তব্য করল, "আপনি যেমন করে কথা বলছেন মনে হচ্ছে সবাই আপনার শত্রু।"

আপত্তি করল এলেনা দেনিসোভ্না, "অত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমার কাজ যে করে সে মানুষ সম্বন্ধে কখনও খারাপ ধারণা করতে পারে না। মানুষ যে খারাপ সে কথা ত আর বলছি না। এটা আমার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা আসে তখনই যখন মানুষে মানুষে সাম্য থাকে না। আমাদের জীবনে যত বেশী সুবিচার আর সমতা আনতে পারব, ততই পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতার বোধটা কমে আসবে।"

"আর ইভান ইভানোভিচের প্রতি?" দুঃসাহসী হয়ে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল লগুনোভ্।

সাবধানে কাগজটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে দেনিস আন্তনোভিচ্ জবাব দিল, "তার সম্বন্ধে একথা খাটে না। মানুষের জন্যে তার দান অপরিসীম। সোভিয়েট দেশের ডাক্তার হিসাবে সে কেবলমাত্র সফল অপারেশনেই সন্তুষ্ট নয়। অপারেশনে সফল হওয়াটাকেই সে যথেষ্ট মনে করে না, তারপর রোগীর কি অবস্থা হয় সে সম্বন্ধেই তার অনুসন্ধিৎসা বেশী। রোগী কার্যক্ষমতা ফিরে পেল কিনা, রোগীর আত্মীয়স্বজন তার যত্ন-আত্যি করছে কিনা, বিকৃত বা বিকলাঙ্গ হয়ে থাকতে না হয় যাতে, সে সব বিষয়ে তার কড়া নজর। ওর একটা প্রিয় বাক্য হল—"ভারী চিত্তাকর্ষক রোগী"—আচ্ছা একটা মানুষের পীড়া কি করে 'চিত্তাকর্ষক' হয়ে ওঠে?"

"বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক।"

"ঠিক তাই। কোন একটা কৌতূহলোদ্দীপক অপারেশন করতে হলে সে যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমরা বুঝি কেন, আর রোগীরাও বুঝতে পারে কেন।" উঁচু নাক আরও উঁচু করে চোখ দুটো কুঁচকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলল, "তারা ভাবে তারাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু দান রেখে গেল। তা নিয়ে গর্বও অনুভব করে

তারা। যদি প্রয়োজন হয় তাদের যে কেউ অপারেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যাবে আর সেখানে ডাঃ আরঝানোভএর প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমষ্টি নিয়ে যদি কথা বলতে চাও তাহলে এলেনা কৃতজ্ঞতার কথা যা বলেছে তা সত্যি, তার সঙ্গে আমিও একমত।" দেনিস্ আন্তনোভিচের প্রশংসমান দৃষ্টি পড়ল স্ত্রীর উপর।

দেনিস্ আন্তনোভিচের কথায় ভারভারার তারুণ্যপূর্ণ আনন্দেরই সমর্থন পেল শুধু। কৌতূহলোদ্দীপক রোগ! কৌতূহলোদ্দীপক অবশ্যই, পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্যা পুরণের জন্য। ডাঃ আরঝানোভের মানবিক গুণাবলীর প্রতি লগুনোভের সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ করে আপত্তির সুরে বলল লগুনোভ, "কিন্তু আপনি আর যা যা বললেন তার সম্বন্ধে আমি একমত হতে পারছি না। মানুষকে যা পীড়া দেয় সেটা হল পরনির্ভরতা, কৃতজ্ঞতা নয়। আমাদের সমাজে কৃতজ্ঞতার স্থান সততা বা বিশ্বস্ততার সঙ্গেই সদ্‌গুণ বলে গণ্য হওয়া উচিত। কেন? কারণ আমরা সবাই শ্রমিক, কাজেই একজন মানুষের প্রতি আরেকজনের সাহায্যটা ঠিক বদান্যতার ব্যাপার হতে পারে না। যে নিজে শ্রম করে, অন্যের শ্রমকে যে মর্যাদার চোখে দেখে, প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য পেলে সে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ বোধ করবে কিংবা কারখানার দোকানে শ্রম বাঁচাবার কোন উপায় নির্ধারিত হলে, অথবা কোন নতুন শিল্পসম্ভার সৃষ্টি হলে সে কৃতজ্ঞ হবেই। সমাজে আদর্শের মান যতই উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠবে, কৃতজ্ঞতার মানও ততই মহত্তর হবে, কারণ আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি আমরা ততই সময় আর মনোযোগ দিতে পারব। বাধ্যবাধকতার কোন কথাই উঠবে না তখন কারণ মানুষের অন্তরে তখন জেগে উঠবে বন্ধুত্ব, প্রীতি আর বড় হবার আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষার ফলে একদিন সেও পিছিয়ে পড়া দুর্বল সাথীকে দিতে পারবে প্রয়োজনীয় সহায়তা, তুলতে পারবে হাত ধরে। যৌথ ব্যবস্থা বলতে সত্যি করে যা বোঝায়।"

উৎসাহের সুরে বলল দেনিস্ আন্তনোভিচ, "তা ঠিক। একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া এমন সহজ! আমার যখন বয়স কম ছিল মানুষকে বড় বেশী বিশ্বাস করতাম, কত টাকা যে আমার এর জন্য নষ্ট হয়েছে তার ঠিক নেই। এলেনা দেনিসোভ্‌না জানে সে সব কথা। আমার হাতে টাকা থাকলে কাউকে

ধার দিতে পারব না বলতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত, আর পরে সে যে আমার কাছে ধারে সেকথা মনে করিয়ে দিতেও লজ্জা পেতাম। আর ফলে একটার পর একটা, বন্ধু খসতে লাগল। তারই পরিণতি হল আমার এই সিদ্ধান্ত। অভিজ্ঞতার খাতিরে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়, কিন্তু মন তাতে সায় দেয় না।"

৬৮

পাভা রোমানোভ্‌নার অতিথিরা তার বাড়িতে বেশ আরাম পেত, বোধহয় পাভা কখনও তাদের আনন্দ দেবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করত না বলে।

বন্ধুদের বলত, "বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরামের জায়গা করে টেবিলের উপর প্রচুর খাবার রাখা হলেই আমার কর্তব্য ফুরিয়ে গেল। আমিও আনন্দ উপভোগ করতে চাই তারপর। প্রত্যেকেই নিজের যথাসাধ্য স্ফূর্তি করুক না।"

কখনও লোককে উপরোধ অনুরোধ করে বলত না এটা খাও, ওটা খাও নিজের পাছে কোন কিছু বাদ পড়ে সে বিষয়ে সে যথেষ্ট সচেতন ছিল। অতিথিরা দেখত তাদের নিজেদেরই নিজেদের পেট ভরাতে হবে, কাজেই তারাও তৎপর হয়ে উঠত, ফলে চোখের পলকেই খাবারদাবার নিঃশেষ হয়ে যেত।

একবার প্রিয়াখিনের বাড়িতে পার্টি থেকে ফিরে এলেনা দেনিসোভ্‌না ঘৃণাভরে বলেছিল, "যত সব বোহেমিয়ানদের আড্ডা। সবাই একসঙ্গে নাচ্‌ছে, গাইছে, কথা বলছে—শুনছে না কেউ। কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে আছ বলে মনেই হবে না। এ পার্টি শুধু ক্লাবে একসঙ্গে জড় হয়ে হৈ হৈ করার জন্য।"

এরকমই একটা পার্টিতে, সেদিন সত্যিসত্যিই সকলে মিলে একসঙ্গে কথা বলছিল। প্রত্যেকেই যার যার পছন্দমত ব্যক্তির কথা শুনছিল, বাজনা চলছিল অবিরাম কখনো বা গ্রামোফোনে, কখনও বা রেডিওতে, কখনও বা পিয়ানোয়। ওল্‌গা খুঁজে পেয়েছিল নিজেকে। তাব্‌রোভের পাশে বসেছিল ওল্‌গা, মাথাটা পিছনদিকে হেলানো, চোখদুটো আধবোজা, তাব্‌রোভের বক্তব্য শুনছিল। তার চাজ্‌মা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক লেখাটা পড়া মাত্র শেষ করেছে তাব্‌রোভ, এখন চারদিকের গোলমাল বিস্মৃত হয়ে তার মন্তব্য জানাচ্ছিল ওল্‌গাকে।

নীচু গলায় বলল সে, "বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে প্রবন্ধটা, গুরুভার কাজ করছে যে লোকটি, তার চরিত্রটি আপনি বেশ পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম

হয়েছেন। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি, ধরুন সেই ঘটনাটা, যেদিন ঐ ইভেঙ্ক মহিলাটি এসে স্যানাটোরিয়ামে পাঠান হয়েছে বলে তাকে ধন্যবাদ দিতে এল। দেখতে মনে হয় সামান্যই ব্যাপারটা, কিন্তু এর থেকেই নতুনজীবনে কি ধরণের সুখসুবিধা ভোগ করছে তারা, সোভিয়েট সরকার তাদের কিরকম তদ্বির-তদারক করছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এতে আরও বোঝা যায় আমাদের এখানে রিউম্যাটিজম্ এর চিকিৎসার জন্য প্রথম শ্রেণীর আরোগ্য নিকেতন আছে...”

ওল্গার কাঁধের উপর একটু ঝুঁকে পড়ে, একটু হেসে নাচের জন্য আমন্ত্রণ জানাল প্রিয়াখিন, “গম্ভীর আলোচনা করতে করতে ক্লান্তি লাগছে না আপনার?”

ঘূর্ণায়মান যুগলদের দিকে তাকিয়ে ওল্গা তাব্রোভের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে। তাব্রোভ হেসে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, ওল্গা উঠে পড়ল। তারপর বারবার ওল্গাকে নাচতে আহ্বান করল অনেকে। অনিচ্ছাসহকারে সে গিয়েছিল, ফিরে এলো সে সাগ্রহে। গাল দুটো তার রক্তিম হয়ে উঠেছে, উন্মুক্ত গলা আর হাতদুটো তার মখমলের সান্ধ্যপোশাকের প্রতিফলনে দেখাচ্ছিল উজ্জ্বলতর।

তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিল না প্রিয়াখিন। বলল, “আজ আপনাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে!”

“সত্যি নাকি?” খুশীর সুরে বলেছিল ওল্গা তার জায়গায় ফিরে আসতে আসতে।

রুদ্ধশ্বাসে সে তাব্রোভের পাশে চেয়ারে ডুবে গিয়ে বলল, “আমাদের দুজনকে মোটে কথা বলতে দেয় না ওরা!” ওল্গার জামার নীচের কুঁচিটা এসে তাব্রোভের পা ঢেকে দিল মৃদু মোলায়েম পরশে। এইমাত্র প্রিয়াখিনের প্রশংসাবাণী মনে পড়ল তার, সতর্কভাবে সরিয়ে নিল পা-টা তাব্রোভ।

কার যেন প্রশ্নের পুনরুক্তি করে পাভা রোমানোভ্না বলল, “ওযার এণ্ড পীসে'র নাতাশার কথা বলছ? বাচ্চার কাঁথার নক্সার উপরই যদি ওর জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করে তাহলে? আজকাল এরকম অনেক মেয়ে আছে আর আমরা তাদের প্রশংসা করতে শুরু করেছি।”

বিপরীতদিকে বসেছিল ইগর কোরোবিৎসিন, বলল, “হয়ত এরকম মেয়ে ঢের আছে আমরা মোটেই তাদের প্রশংসা করি না। নারী কেন কেবলমাত্র

ছেঁড়া কাঁথায় জীবনের সবকিছু বিসর্জন দেবে ? আমি এর ভয়ানক বিরুদ্ধে আমার মতে এতে মেয়েদের অপমান করা হয়।"

পাভা রোমানোভ্না বিদ্রূপের সুরে বলল, "তুমি ত বলবেই, তুমি ত কবি, সৌন্দর্যবিলাসী কিনা ?"

তাব্রোভ বলল ওল্গাকে, "আমারও সেই মত। কি করে একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারী শুধুমাত্র গৃহকর্মে তৃপ্তি পায় তা আমি ভেবে পাই না, যদি পায় তাহলে অত্যন্ত দুঃখের কথা। সমাজে তারও একটা স্বাধীন সত্তা আছে, এটা যখন প্রমাণিত হয়, তখন তার আকর্ষণীশক্তি আরও বেড়ে যায়। যখন সমস্ত মেয়েরা বুঝতে পারবে যে তাদের কাজই তাদের সমস্ত শক্তির উৎস, বয়সের তারতম্যও আর থাকবে না তখন।"

"বয়সের তারতম্য বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?"

"এই ধরুন: পাভা রোমানোভ্না যদি খ্যাতনাম্নী সাংবাদিক, কিংবা স্তাখানভ কর্মী, কিংবা যৌথখামারের পরিচালিকা হিসাবে উন্নীত হন, আর কেউ জিজ্ঞেস করে 'বয়স কত তাঁর ?' জবাবে শুনবেন 'ওঃ বয়স তার খুব কম, ত্রিশ বছর বয়স হয়নি এখনও, কিংবা চল্লিশও হয়নি !" কিন্তু এখন যেমন আছেন তেমনি যদি থাকেন, জবাবটা ন্যায়সঙ্গতভাবেই হবে—"বলেন কি ? বয়েস যে ত্রিশ হতে চলল ?' আমরা অর্থাৎ পুরুষরাও কিছু বয়স হলে তারুণ্যের দিকে এগিয়ে যাই না। আমাদের গায়ের চামড়া কুঁচকে যায়, মাথায় টাক পড়ে চুল পেকে যায়, বিশ্রী মোটা হয়ে যায় আমাদের দেহ। কিন্তু চিরকাল ধরে এই ধারণা চলে আসছে যে পুরুষ অনেকদিন পর্যন্ত তরুণ থাকে। সত্যি বলতে তারা কিন্তু চেহারায় সরস থাকে না বেশীদিন, আর দীর্ঘজীবনের কথা ধরলে বলি—মেয়েরা অনেক সময়ই পুরুষের চেয়ে বেশীদিন বাঁচে।"

রোষবশে টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে উঠল পাভা রোমানোভ্না, "বলেছেন বেশ ভালই ! কিন্তু গৃহ ? সন্তান ? তাদের কি হবে ?"

ইগর কোরোবিৎসিন তবুও জোর দিয়ে বলল, "ঘরে থাকার পক্ষে সে যুক্তি খুঁজতে হলে তাদের অনেক অনেক ছেলেপুলে থাকতে হবে। নাতাশা যদি একটা গোটা জাতির মা হত তাহলে না হয় তার অবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম……।"

কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল, "লণ্ডনের বিরুদ্ধে যে নূতন অস্ত্র ব্যবহার করছে শত্রুপক্ষ তার খবর শুনেছ……?

"তোমাকে চুপি চুপি বলছি—নির্বোধ মেয়েছেলের চেয়ে অপরিবর্তনীয় আমলাতান্ত্রিক আর পাবে না কোথাও……

"ইরকুটস্ক কারখানায় যে নতুন খোদাই সিলিণ্ডারগুলো তৈরী হয়েছে তাদের কথাই ধর না কেন……"

"আর আমদানী করা হয়েছে যেগুলো সেগুলোর কথা……"

"সাদা শেয়ালের চামড়ায় মোড়া। অপূর্ব! স্বপ্নমাখা যেন!" নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

"একটা দরকারী প্রশ্ন হল কি করে সময়মত সরবরাহ পাওয়া যায়…।"

"আপনারা পুরুষরাও এক আজব জীব।"

"ওরা এরমধ্যেই ওদের কোটা পূরণ করে ফেলেছে…"

"সময়মত সরবরাহ পেলে আমরাও আমাদের কোটা শেষ করে ফেলতে পারতাম।"

"আমাদের নজর দিতে হবে সঙ্কর ধাতুর দিকে। সেটাই সকলের আগে দরকার।" একজন প্রায় ক্ষুদে হাতীর মত লোককে কোণঠাসা করতে করতে জবাব দিল প্রিয়াখিন, "সরবরাহ দপ্তরের লোকেরা কখনও সত্যি ছবি দেখে না…"

পাভা রোমানোভ্না চেঁচিয়ে উঠল, "আমি প্রস্তাব করছি মেয়েদের স্বাস্থ্য পান করা হোক। এই কোটা আর শ্রমিক নিয়ে গল্পে বিরক্তি ধরে গেল আমার।"

স্বাস্থ্যপান করা হল তবে উৎসাহের মাত্রা কারও কম, কারও বেশী। ওল্গা ঠোঁটে লাগাল মাত্র গ্লাসটা, তাব্রোভ ও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

পুরনো আলোচনা আবার শুরু করে সে বলল, "মেয়েদের মধ্যে আমি সবথেকে প্রশংসা করি চিন্তা আর অনুভূতির স্বাধীনতা।"

ছুরিকাঁটার টুংটাং শব্দের ক্ষণিক বিরতির সুযোগে পাভা রোমানোভ্না শুনতে পেল কথাটা—আশ্চর্য হয়ে বলল, "চিন্তার স্বাধীনতা! কে কোথায় শুনেছে মেয়েদের স্বাধীন চিন্তাধারা থাকে? অন্যের কাছ থেকে কিছু ধার করতে পারে ত ঢের। মহাজনরা—তারা সবাই অবশ্য পুরুষ—বলে গিয়েছেন মেয়েরা যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে পারে না, আমি তার চেষ্টাও করি না। তবে স্বাধীন অনুভূতির কথা আলাদা! অনুভূতির ব্যাপারে মেয়েদের মন সদা জাগ্রত।"

মৃদুকণ্ঠে তাব্রোভ বলল, "আপনার ধারণাগুলি বড় সময়ের পিছনে পড়ে আছে।"

চট্‌চটে একটা টফি চিবাতে চিবাতে পাভা রোমানোভ্‌না বলল, "আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি পেস্ট্রি খেতে। মিষ্টি দাঁত থাকাটা ত মোটেই সৌন্দর্যের পরিচায়ক নয়, সারাদিনই কিছু না কিছু চিবিয়ে চলেছি। অথচ না চিবিয়েও পারি না, ঘরে যদি মিষ্টি কিছু না থাকে আমার যেন অসুস্থ বোধ হয়, সত্যি।"

"আমি তা বিশ্বাস করছি" বলল তাব্‌রোভ। পাভা রোমানোভ্‌না আর একখানা চকোলেট অতি সাবধানে লিপষ্টিক বাঁচিয়ে মুখে ফেলে দিল ; ফোলা গাল আর মাংসল চিবুক তার পরম আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে হাসল তাবরোভ যেমন করে বয়স্ক লোক শিশুর ছেলেমানুষী দেখে হাসে সস্নেহে।

চারদিকে নোংরা ডিশ, খালি বোতল ছড়ানো, অগোছালো টেবিলটার চারদিক ঘিরে ঢুলুঢুলু অতিথির দল গান গাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে, চড়া পর্দায় এসে বেশীর ভাগ গলাই ভেঙ্গে গেল, ঐক্যতানের কোন হদিসই মিলল না। যে মোটা সরবরাহদপ্তরের লোকটিকে প্রিয়াখিন মিশ্রিত ধাতুর দিকে নজর দেয়নি বলে অভিযোগ করছিল সে এখন টেবিলের উপর বদ্ধমুষ্টি চেপে ধরে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ; সুরের পিছনে অনর্থক ধাওয়া না করে সে চোখ বুজে গম্ভীর কণ্ঠে উদারায় চালিয়ে দিল নিজের গলা।

পাভা রোমানোভ্‌না হেসে উঠল, "কি রকম চ্যাঁচাচ্ছে দেখ ? বলি আহ্লাদ ত কম নয় !" সে হঠাৎ তিরস্কার করে উঠল যখন সরবরাহ ভদ্রলোক চোখ না খুলেই গান বন্ধ করে সিগারেটের মাথাটা গুঁজে দিল একটা কেকের মধ্যে।

ভুরু তুলে, অনেক কষ্টে ঠোঁটগুলো জুড়ে গজ্‌গজ্ করে উঠল সরবরাহ-দপ্তর, "কি সত্যি কথাই বললে ! সরবরাহ—বিরাট কাজ সেটা হে বিরাট কাজ। মানুষের দেহে ইন্ধন জোগান—বুঝলে হে ! মনুষ্যের দে-দে-হযন্ত্রে প্রেরণা জোগায়—উৎসাহ দেয়।" এই সামান্য কটি কথায়ই যেন তার বক্তৃতার ভাঁড়ার বাড়ন্ত হয়ে গেল, নিরাশ চাহনি মেলে ক্লান্ত চেহারায় সে তাকিয়ে রইল নীরবে।

কেকটা সরিয়ে নিয়ে পাভা রোমানোভ্‌না বিরক্তির সুরে বলল, "এর পরে যে সে আরও কি করবে তা বলা যায় না।" পাভার স্বামী পড়ার ঘরের দিকে চলেছিল একহাত তাস খেলার আশায়, তার দিকে তাকিয়ে বলল পাভা, "পেনকিনকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও না !"

অপারেশন করেছিল সে, তাকেই উপযুক্ত কাজ খুঁজে দেবার জন্য এই চিঠি। ইভান ইভানোভিচ স্থির নিশ্চয় হয়েছিল যে উপযুক্ত চিত্তাকর্ষক কাজই হল রোগীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার সহায়ক। অবসর সময়ের অনেকখানিই তাই সে ব্যয় করে কি ধরণের কাজ তার রোগীর পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে তার আলোচনায়। তাদের জীবন, তাদের সুখশান্তি সম্বন্ধে সে এত আগ্রহশীল ছিল যে তাদের কাছ থেকে চিঠিপত্র এলে জবাব দিতে সে মুহূর্তমাত্র দেরী করত না, দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ হিসাবেই সে ধরে নিয়েছিল এটা।

পিছনে ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকিয়ে, ভবিষ্যতের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তৃপ্তিতে ভরে উঠল তার মন। না, জীবনস্রোতে শুধু ভেসেই সে চলেনি, লাঙ্গল যেমন করে অনাকর্ষিত জমি চাষ করে তেমনি করে জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে সে। আমার সমস্ত আমিটুকু নিঃশেষে কাজে লাগান, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার মধ্যে কি যে তৃপ্তি, কি যে আরাম !

জোরে জোরে সে বলে উঠল, "সাবাস্ ইভান ইভানোভিচ।"

এবার সে আলেক্সি জোনোভএর কথা ভেবে চলল। দ্বিতীয় দফা অপারেশন করবার সময় হয়েছে অনেকদিন ! তাহলে বাঁ পায়ের গ্যাংগ্রীণ আটকানো যাবে আর প্রথম অপারেশনের ফল সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু আলেক্সি বাধা দিচ্ছে। সত্যি বলতে, বাঁ পায়ে রোগের কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি এখনও, তারই ফলে ইভান ইভানোভিচও খুব পীড়াপীড়ি করেনি। তবে অভিজ্ঞতার ফলে ইভান ইভানোভিচ জানে যে এতে ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। আর একটা প্রশ্নও তার মনে জেগেছে সেটা হল উপরের শিরার ক্ষত। তার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে যায়, পক্ষাঘাত হতে পারে, বছরের পর বছর ধরে ভোগাতে পারে গ্রীষ্মকালীন ক্ষত হয়ে, তার ফলে সময় সময় গ্যাংগ্রীন হতে পারে। ব্যাধি-গ্রস্ত শিরার দুইপ্রান্ত জুড়বার কি উপায় বার করা যায় ? যেখানে একটা টুকরা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে সেখানটা মিলিয়ে দেবার জন্য কি জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে ? কতকিছুই না লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে, বিড়াল বা খরগোসের মেরুদণ্ড, বাছুরের শিরা এই সবই ব্যর্থ হয়েছে। কিছু না লাগানই অবশ্য সবচেয়ে ভাল। ইভান ইভানোভিচ চিন্তা করতে করতে ভ্রূভঙ্গী করে চলেছে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিপুণ আঙ্গুলগুলো যেন সে চিন্তাধারা অনুসরণ করছে।

ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াল সে। তার মনে পড়ল অনেক রাত হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। ক্ষিধে পেয়েছিল তার, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

হাসল সে, তারপর শয়নঘরের দিকে পা বাড়াল, যাবার পথে তার মনে পড়ল ওল্‌গা বাড়ি নেই। শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে রইল সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। একমুঠো তুষারের মত বালিশগুলো জড় হয়ে পড়েছিল বিছানার একপাশে, তারাও যেন ফেলছে হিমশীতল নিঃশ্বাস।

রান্নাঘরে গেল সে, কেরোসিন স্টোভটা জ্বেলে এক টুকরা সসেজ ফেলে দিল তাতে। তারপর চামচটামচ শুদ্ধই সব বসিয়ে দিল উনুনে। পাশে একটা টুলে বসল সে নিজে। নতুন রংকরা মেঝের দিকে তাকিয়ে তার সিডারকাঠের কথা মনে পড়ে গেল। তার সঙ্গেই এল হাসপাতাল আর স্বভাবতঃই মারিয়া পেত্রোভ্‌নার উপরে যে অপারেশন করা হয়েছিল তার কথা।

"হায় ভগবান্, বলি ব্যাপারটা কি? বাড়ি যে বোঝাই হয়ে গেল ধোঁয়ায়, তুমি এখানে বসে কি করছ?" ইভানের পিছন থেকে হঠাৎ ভেসে এল ওল্‌গার গলা, তাড়াতাড়ি স্টোভটা নিবাতে গেল সে, মণিবন্ধে সোনার ব্রেসলেটবসানো বাহুটি তার ঝিলিক দিয়ে পেরিয়ে গেল তাকে।

ইভান ইভানোভিচের সম্বিৎ ফিরে এল, হঠাৎ দেখল ঘনকালো ধোঁয়ার রাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ভাজার কড়া থেকে। হাস্‌ল সে, স্ত্রীর বাহু আঁকড়ে ধরতে গেল, কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গেল সেটা! দাঁড়িয়ে উঠল সে।

ভাজার কড়াটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে ওল্‌গাই বলল, "কি সুন্দর রাঁধতে পার তুমি।"

ধোঁয়ার ভিতর একপা এগিয়ে গিয়ে ইভান জিজ্ঞেস করল, "স্টোভটা নিবিয়ে দিলে কেন?"

অন্য ঘর থেকে ওল্‌গা জবাব দিল, "এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। জামাকাপড়গুলো বদ্‌লে নিই, ধোঁয়াটা বেরিয়ে যেতে দাও আগে।"

পরে বিছানায় শুয়ে সে ভাবছিল—"কি ভাগ্যি যে বাড়ি ফিরেই আমাকে ইভানের চোখাচোখি তাকাতে হয়নি, কথা বলতে হয়নি! তাকে সব খুলে বলার একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু প্রথমে তাকে তৈরি করে নিতে হবে ব্যাপারটার জন্য।"

স্বামীর পাশে বিছানায় শুয়েও ওল্‌গা তাকে স্পর্শ করেনি মোটে, আকাশটা মনে হচ্ছে শিয়রের কাছে নেমে এসেছে, উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত সে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাব্‌রোভের কথা মনে হল তার; তার প্রতি ভালবাসায় স্নেহে পূর্ণ হয়ে গেল ওল্‌গা।

ঘুমের মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইভান ইভানোভিচ জড়িয়ে ধরল ওল্‌গার কাঁধ, মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল ওল্‌গার দেহ। ইভান জাগেনি ; ওল্‌গার মনে পড়ল ইভান প্রায়ই ঘুমের মধ্যে হাসে, কথা বলে, দিনের কাজ তার শেষ হয় না।

শিথিল হাতটা তার তুলে সরিয়ে দিল ওল্‌গা। তার জন্য ভারী করুণা হতে লাগল অথচ সেইসঙ্গে তাব্‌রোভের আর তার মধ্যে যে বিরাট অনুভূতি গড়ে উঠছে সেজন্য আনন্দ শিহরণও বয়ে গেল তার দেহে। ভীতি আর করুণার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধল সুখের, কিন্তু সুখই হল জয়ী, অস্ফুট গানের কলির মত গুঞ্জন করে উঠল সে সুখবার্তা, শেষ পর্যন্ত সবকয়টি অনুভূতিই গলে ঝরে পড়ল অশ্রুরূপে, তবুও ওল্‌গা জানে তার সমস্যা এখনও সমাধানের অপেক্ষায় আছে।

৭০

সকাল পর্যন্ত জেগে রইল ওল্‌গা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় কখনও বা সে আনন্দ পাচ্ছে কখনও বা হতাশ হয়ে পড়ছে। সন্দেহের তীব্র বেদনায় পীড়িত হচ্ছে সে। যে লোকটি তাকে বিশ্বাস করে তার পাশে শুয়ে আছে বিছানায় তাকে কি কোনরকমে দোষী করা চলে ? সে কি সত্যি তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে কোনরকমে ? কিন্তু ইভানের দোষ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখা গেল তার আর ইভানের মধ্যে দুস্তর সাগরের ব্যবধান। প্রথমে যখন সে রাগ করত, অভিমান করত, প্রেম ছিল বলেই তার দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য করত। এখন আর তার কোন প্রয়োজনই নেই ! ইভানকেও আর তার প্রয়োজন নেই, তার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বোধহয় নিজেরই মনের তৃপ্তির জন্য ভাবল ইভানও যেন সুখী হয়।

ভাবল—"হয়ত আমি স্বার্থপর, দুর্বলচিত্ত, ওর থেকে হাজারগুণে খারাপ, কিন্তু সেইজন্যেই ত আমি যখন আরেকজনকে ভালবাসি, তার সঙ্গে জুড়ে থাকার কোন দরকার নেই !"

সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে এল তার কাছে, পরমুহূর্তেই আবার নূতন ভাবনা, নূতন অনুভূতি এসে দখল করল তাকে। কিভাবে ইভান ওল্‌গার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে ? কি হবে যখন তাব্‌রোভ আর ইভান সামনাসামনি দাঁড়াবে ? কপালে তার দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম, রাত্রিবাসের সেলাইকরা গলাটা যেন কণ্ঠরোধ করল তার, বালিশে যেন আগুন ধরে গিয়েছে।

ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে, একটা হাত রাখল গালে, দুটো হাত দিয়ে বালিশটা ফুলিয়ে দিল। ইভান তখন ঘুমিয়ে আছে বলে তক্ষুণি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারছে না ওল্‌গা, ভাবতে তার বিরক্তি লাগল।

ঘড়িতে চারটা বাজল।

ওলগার মনে পড়ল সেদিনের কথা, সেদিন রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছিল জানলার কাঁচের উপর, সাইরেন বেজে চলেছিল, তাব্‌রোভ হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তাকে পাওয়া গিয়েছে। বিছানা থেকে একলাফে উঠে পুল পার হয়ে যাবার তীব্র ইচ্ছা জাগল তার মনে, অন্ধকাব পপ্‌লার গাছের নীচ দিয়ে ঘুমন্ত বাড়িগুলি পেরিয়ে······হয়ত সেও এখনও ঘুমাযনি। হয়ত সে পায়চারী করছে ঘরের মেঝেতে, কিংবা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে, কিংবা কারখানায়। আর যদি তার জানালার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে? ওল্‌গা প্রায় উঠে পড়ে জানলা দিযে তাকিয়ে দেখতে গেল।······

গরম হয়ে ওঠা গালের উপর হাত বুলিয়ে সে বলল—"পাগল হলে নাকি ওল্‌গা?"

স্ফটিকস্বচ্ছ বালুঢাকা পথের প্রান্তে যখন দাঁড়িয়েছিল তারা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল শুকনো ঘাস আর পাতার গন্ধ, তাব্‌রোভকে চুম্বন করলনা কেন সে? এখানে সেখানে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট বাগানের অংশ, তার থেকে ভেসে আসছিল তিল আর জাফরাণের সুবাস, পপ্‌লারের চূড়ায় নক্ষত্রের সারি······

পাঁচটা বাজল···ছয়টা বাজল···সেপ্টেম্বরের প্রভাতের তেমন তাড়া নেই, কিন্তু আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, নক্ষত্রের সোনা মলিন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মোহরের মত ওল্‌গার পাশে পাশে···না কি ঘড়ির শব্দ?

ওল্‌গা যখন ঘুম থেকে জাগল তার আগেই ইভান ইভানোভিচ কাজে বেরিয়ে গিয়েছে, উঠে যত্ন করে বেশবাস করে ঘর পরিষ্কার করল। এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে তার জীবনে আর সে কিনা সামান্য এই সব কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখছে! রোজকার মত আজও সে রান্নাঘরে বসে প্রাতরাশ খেয়ে নিল। গরম স্টোভের লাল তারগুলো থেকে তাপ আসছিল, দু-হাতে ধরে রাখা কফির কাপটা থেকে উষ্ণতা সঞ্চারিত হচ্ছিল তার দেহে!

জানলার বাইরে আকাশে বৃষ্টির পূর্বাভাস দমকা হাওয়ায় বয়ে আনল ধূলির ঝড়। অন্যমনস্কভাবে ওল্‌গা তাকিয়ে রইল ধূসর আকাশের দিকে। জানলার

তাকে বসান টবে নীচু হয়ে পড়া পিঙ্ক ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে তাব্‌রোভের কথা, অসমাপ্ত প্রবন্ধটার কথা, স্বামীর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বোঝাপড়ার কথা।

সিদ্ধান্ত করল সে—"প্রথমে আমি লেখাটা শেষ করে নি, না হলে দুঃখিত হয়ে পড়লে আর শেষ করা হবেনা সেটা।"

মার্জিনে তাব্‌রোভের মন্তব্যলেখা তার প্রবন্ধটা আর কয়েকটা সাদা কাগজ নিয়ে ওল্‌গা এসে বসল লেখার টেবিলে।

ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনে তার মনে পড়ল, স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া তার শেষ করতে হবে। আনন্দসহকারে সে রিসিভারটা তুলে নিল। কিন্তু সেটা তুলে কানে লাগাতেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে এল। মৃদুহাসি দেখা দিল ঠোঁটে, গালে ছড়িয়ে পড়ল রক্তিমরাগ।

মধুর রিন্‌রিনে কণ্ঠে সে জবাব দিল—"এই যে আমি, আমি শুনছি"

ফোনের অপর প্রান্তের লোকটি যেন তার কথার মানে করে নিল—"আমি ভালবাসি তোমায়, তোমার কথাই ভাবছি আমি।"

সত্যি তাব্‌রোভ তার মানে বুঝল মনের মত করে—খুশী হয়ে উঠল সে তবুও একটা নিরানন্দ সংবাদ দিল ওল্‌গাকে, "আমাদের একটা মিটিং ছিল আজ···" পরিষ্কার গলা তার, সেও বোধহয় হাসছিল, "একটা টেলিগ্রাম এসেছে, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে—আরে না না···চিরকালের জন্য নয়···" তাড়াতাড়ি যোগ করে দিল সে সঙ্গে, যেন ওল্‌গার ভীত মুখ সে দেখতে পেল ফোনে, "উকামচান সহরে বছরের শেষভাগের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার জন্য একটা কনফারেন্স হবে, তাতে আমাদের ছয়জনকে যোগ দিতে হবে। সব খনিতেই এটা হচ্ছে। আমরা এখনই যাচ্ছি···" তাব্‌রোভের স্বরটা নীচু হয়ে এল যখন বলল, "মাত্র পাঁচদিনের জন্য।"

"পাঁচদিনের জন্য"—এমনভাবে বলল ওল্‌গা যেন তাব্‌রোভ বলেছে পাঁচ বছরের জন্য।

ওলগার কণ্ঠে দুঃখের আভাস তাব্‌রোভকে আনন্দিত করে তুলল, সে বলল, "আমি প্রস্তুত ওল্‌গা, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।"

"দাঁড়িয়ে আছে···" ওল্‌গা জবাব দিল তখনও যেন চিন্তাগুলো এক করতে পারছেনা সে।

"ওল্‌গা!" ডাকল তাব্‌রোভ, তার পরেই হঠাৎ চুপ করে গেল, খনির টেলিফোন অপারেটররা কান পাততে ভারী ভালবাসে।

তার কণ্ঠে ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করে ওল্‌গা জবাব দিল, "হ্যাঁ, কোন কিছুর জন্যই অনুতাপ হয়না আমার, কালরাত্রে আমি যেমন করে অনুভব করেছিলাম, আজও ঠিক তেমনি করছি।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ওল্‌গা শঙ্কিত হয়ে উঠল, আজ তাকে দেখতে পাবে না, কালও পাবে না। এখন যখন তাব রোভের সাহায্য তার ভয়ানক প্রয়োজন, তখনই সে চলে যাচ্ছে এক সপ্তাহের জন্যে। হঠাৎ ওল্‌গার ভয়ানক ইচ্ছা হল দৌড়ে তার ফ্ল্যাটে যায়—হয়ত এখনও সে তাকে ধরতে পারবে। কিন্তু সে বলেছে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। যদি তার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার বিন্দুমাত্র উপায় থাকত তাহলে কি সে একথা বলত? না কথনই নয়। মিটিং ও তাদের কাজকর্ম শেষ করে সেখান থেকে সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠেছে। ওল্‌গার মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু হৃদয়ের বেদনার উপশম হলনা একটুও। অবশেষে সে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছে তাব রোভ তার কতখানি। বেশীদিনের কথা নয় যখন সে দুজনের মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। এখন একমাত্র তাব্‌রোভই আকর্ষণ করে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে। তাব্‌রোভের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশেই এর প্রথম সূত্রপাত। বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন পৃথিবীর দরজা তার কাছে খুলে দিয়েছে সে, উপযুক্ত পেশা খুঁজে দিতে সাহায্য করেছে সহানুভূতির সঙ্গে, যা এতকাল ধরে সে খুঁজে মরছিল। এই কৃতজ্ঞতা পরিণত হয়েছে বন্ধুত্বে, বন্ধুত্ব দিনে দিনে রূপায়িত হয়েছে প্রেমে। এখন সে তার জীবন মিলিয়ে দেবে তাব্‌রোভের জীবনের সঙ্গে। কিন্তু এর জন্য যে লোকটির সঙ্গে তার জীবন বাঁধা ছিল একসূত্রে, সে তাকে তার নিজের মত করে গভীরভাবে ভালবাসে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে আগে।

ভাবল সে—"আমি তাকে বঞ্চনাও করতে পারি না, অথচ নিজের অনুভূতিরও অবমাননা করতে পারি না।"

হঠাৎ স্বামীর পরিচিত, দৃঢ় পদক্ষেপ শুনতে পেল সে, রাস্তা থেকে সে পদশব্দ বারান্দায় এল, যেন ঝড়ের বেগে কাগজপত্র নোটবই ওল্‌গার ডেস্কের উপর থেকে উবাও হয়ে গেল।

ইভান ইভানোভিচ এসে দেখল শোবার ঘরে আলমারীর নীচ থেকে জুতো খুঁজে বার করছে ওল্‌গা। মুহূর্তের জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে ইভান ওল্‌গার আনতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল। গতকাল ওল্‌গার নীরবতা পীড়া দিয়েছে তাকে, আজও কোন অভ্যর্থনা নেই তার কণ্ঠে, নেই ভালবাসা, এখন তাকে জুতোজোড়া খুঁজতেই হবে…

"আমাকে ডাকলে না কেন ?" বলল সে।

"আমি ত তোমাকে জিজ্ঞেস করি না, তুমি আমায় ডাকলে না কেন ?" নিরুত্তাপকণ্ঠে জবাব দিল ওল্‌গা।

"আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম।"

ওল্‌গা জবাব দিল না। স্বামীর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তার। কিন্তু সেও ত অলসভাবে দিন কাটাচ্ছে না। যেহেতু ওল্‌গার কাজের জন্য তার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই, তার ধারণা একমাত্র ওল্‌গাই মনোযোগী হবে সব ব্যাপারে।

ওল্‌গার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ইভান তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছ ?"

হাতে জুতো, ওল্‌গা লাফিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, ভারী আনন্দে কাট্‌ছে !" স্পষ্ট বেপরোয়াভাবে জবাব দিল ওল্‌গা।

ওল্‌গার আক্রমণাত্মক স্বর আর দৃষ্টির অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল ইভান ইভানোভিচের উপর ! নিঃসন্দেহে ওল্‌গা ঝগড়া করতে চাইছে। সে পিছিয়ে গেল, ওল্‌গার এই খোলাখুলি শত্রুতায় স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

ওল্‌গার মুখের চেহারা এত অপরিচিত লাগল তার কাছে, তাকে চেনা যাচ্ছে না আর, সে বলছে, "জিজ্ঞাসা কর, সবকিছুর জবাব দেব আমি।"

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ইভান ইভানোভিচের আর্তকণ্ঠ বেরিয়ে এল, "আমি পারব না ! একথা সত্যি নয় ওল্‌গা ! তুমি আমাকেই ভালবাস, আর কিছু আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের মধ্যে আর কেউ অথবা আর কিছু প্রবেশ করেছে এ আমি কিছুতেই স্বীকার করব না !"

মানসিক উত্তেজনা শিথিল হয়ে এল খানিকটা।

মৃদু তিরস্কারের সুরে ইভান ইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "এত রাগ করেছ কেন ওল্‌গা !"

"আমি ? রাগ করি নি আমি মোটেই।"

তিনদিন পার হয়ে গেল, পাঁচদিন গেল। এই কদিনে ওল্‌গা প্রবন্ধটা শেষ করে নিয়ম অনুযায়ী টাইপ করে নিল নিজে নিজেই। কাগজের একপাশে, দ্বিগুণ জায়গা রেখে, লালকালির দাগের জন্য চওড়া মার্জিন রেখে দিল। খামের উপরে কোন বিখ্যাত কাগজের নামঠিকানা টাইপ করে যখন সেটা পোষ্টাফিসে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সানন্দ উত্তেজনায় তার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইল সেটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না তার। ওরা ছাপবে-কিনা, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সে লিখেছে এটা। দীর্ঘবিলম্বিত, আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল এটা, আর রচনাটাই আনন্দের আকর তার কাছে।

কিছুদিন থেকে সে বিষণ্ণ ভাবে দিন কাটাচ্ছে, বাড়ির বাইরে যাচ্ছে না, চেহারার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছে না। তাব্‌রোভের ফিরে আসার সময় হয়েছে, সে ফিরেও এসেছে শুনেছে এলেনা দেনিসোভ্‌নার কাছে। এলেনা কিছুদিন থেকে ওল্‌গার ব্যবহার লক্ষ্য করে তার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। পাভা রোমানোভ্‌নার বাড়িতে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পর একটা সপ্তাহ কাটল। নূতন একটা সপ্তাহ আরম্ভ হল। টেলিফোন বেজে উঠল কিন্তু ওল্‌গা জবাব দিল না। কিন্তু ডাক শুনতে শুনতে ওল্‌গার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। অবিন্যস্ত চুল, ঔজ্জ্বল্যবিহীন চোখ, ওল্‌গা এঘর সেঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিংবা সোফার কিনারে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল, গরম কোন একটা স্নানের পোশাকে ঢেকে নিল কাঁধ দুটো। বাতাসে হেমন্তের ছোঁয়া। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জানলার কাঁচে ঝরে পড়ছে বিরাম-হীন অশ্রু।

ইভান ইভানোভিচেরও মন ভাল ছিল না, সে জিজ্ঞেস করল "কি হয়েছে ওল্‌গা ?"

"বিশেষ কিছু নয়।" জবাব দিল ওল্‌গা।

একদিন ইভান ইভানোভিচ বাড়ি ফেরার সময় স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ্‌কে সঙ্গে করে নিয়ে এল। ডাক্তারকে পরীক্ষা করতে দিতে অসম্মত হল ওল্‌গা।

বিদ্বেষভরা দৃষ্টি নিয়ে ওল্‌গা তাকাল স্নায়ুবিশেষজ্ঞের দিকে, স্বামীর দিকে ; তাকিয়ে বলল, "আমার এমন কিছুই হয়নি, মনটা ভাল নেই মাত্র, সেরে যাবে শীগগিরই।"

ওল্‌গার স্বভাববিরুদ্ধ একটা তীব্রতা উপেক্ষা করে জবাব দিলেন ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ ভদ্রভাবে, "তাহোক্ আমি আপনাকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, রোজ সকালে ঈষদুষ্ণ জলে একবার গা মুছে নেবেন, যথাসম্ভব খোলা হাওয়ায় থাকবেন।"

যাবার সময় আবার বললেন, "মনে থাকে যেন। গরম জলে গা মোছা আর খোলা হাওয়ায় বেড়ান। তাহলেই ঐ মানসিক অসুস্থতা কেটে যাবে ইশারায়।"

রোগা হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওল্‌গা বলল ইভান ইভানোভিচকে, "ওর ওষুধ আমার দরকার নেই।"

আংটিটা নিয়ে খেলা করছিল সে, আঙুল গলিয়ে পড়ে গেল সেটা, টুপ্ করে পড়ল মেঝের উপর, সোফার নীচে চলে গেল গড়িয়ে। সেটা তোলার জন্য কোন চেষ্টাই করল না ওল্‌গা, জল নেমে এল শীর্ণ গাল বেয়ে।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, "আমার কিছু লাগবে না।"

হঠাৎ ইভান ইভানোভিচের চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল ওল্‌গার দুঃখের কারণটা। সিদ্ধান্ত করল সে—"আরেকটা প্রত্যাহার পত্র" একথা ভেবে কিছুটা উল্লসিত হয়ে উঠল।

বসে পড়ল সে ওল্‌গার পাশে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল আবেগভরে, "লক্ষ্মীটি,—তোমার কি ব্যথা বল আমায় ওল্‌গা। যাই হোক্ না কেন আমিই তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। খবরের কাগজ থেকে কি তোমার আর একটা লেখা ফেরৎ এসেছে ?"

মাথা নাড়ল ওল্‌গা আস্তে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিল নিজেকে। মৃদুস্বরে বলল, "কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, নিজেকেই মীমাংসা করে নিতে দাও আমাকে।"

আর কিছুদিন কেটে গেল। ওল্‌গা তবুও বাড়ি থেকে বার হল না। একদিন সে পড়ার টেবিলে গিয়ে শেষ নোট নেওয়া খাতাটা বা'র করে দেখতে লাগল। পড়তে পড়তে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। এর মধ্যে এমন অব্যবহৃত বিষয় সংগ্রহ করা রয়েছে যে খবরের কাগজওয়ালারা টাটকা, প্রয়োজনীয় খোরাক পাবে এতে। বাড়ি থেকে বার না হয়েও সে কাজ চালিয়ে

যেতে পারবে। লেখা আরম্ভ করে দিল সে। এবার সে অত্যন্ত যত্ন সহকারে, প্রত্যেকটি শব্দ সযত্নে বেছে, প্রত্যেকটি চিন্তা আর ভাব ওজন করে করে লিখতে লাগল। তাড়া ছিল না তার শেষ করার জন্য। সারাটা দিন ধরে সে গোটা বারো লাইনের একটা বিবরণ লিখে চলল তবুও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না তার। কাজে এমন মগ্ন হয়ে গেল সে যে ভাবনা চিন্তা সব ডুবে গেল তাতে।

থেকে থেকে ফ্ল্যাটের নিস্তব্ধতা খান্‌খান্‌ করে টেলিফোন বেজে চলল ; না উঠেই শুনে যেতে লাগল ওল্‌গা। যখন অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলল, ওল্‌গা উঠে গেল ফোনটার কাছে, কিন্তু রিসিভার তুলল না মোটেই, সে মুহূর্তগুলোতে সে যেন জমে শক্ত হয়ে যেত।

পাভা রোমানোভনা একবার এসেছিল ওদের বাড়ি, তার প্রায় রুক্ষকঠোর চেহারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

বিস্মিতকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে, "এরকম করে চলাটা ত ঠিকপথ নয়, সত্যি বলছি, ঠিক নয়! দেখ দেখি নিজের দিকে চেয়ে! সুন্দরী মেয়ে না বলে তোমাকে এখন সন্ন্যাসিনীর মত, পাগলের মত দেখাচ্ছে! লজ্জা করা উচিত তোমার! এখন নীল পোশাক পরে নাকি কেউ! আমাদের যুগ যে আশাবাদীর যুগ।"

তাব্‌রোভের কথা বলতে আরম্ভ করতেই ওল্‌গা বাধা দিল তাকে। "ওর কথা বলো না আমার কাছে" এমন উত্তাপহীন সে স্বর যে পাভা আরও বিমূঢ় আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নিজের মনেই বলল "এই দুটোই উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।"

পাভা রোমানোভনার স্ফীত দেহের দিকে তাকিয়ে ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "এখন তুমি বেশ সুখী?"

"আমি? সুখী হবার এমন কি ঘটল? নিজের ভাগ্যকে মেনে নিচ্ছি আর কি?" হেলায় ফেলায় জবাব দিল পাভা রোমানোভনা, "আর একটা বাচ্চা এমন কি অসুবিধা করবে? এখন মিটে গেলে বাঁচি ব্যাপারটা। আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেল। দেখ দেখি বিশ্রী দেখাচ্ছে না?" আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল নিজেকে, তারপর বিড়বিড় করে উঠল, "মাগো মা, আমাকে ঠিক ক্যাঙারুর মত দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার আগে ত আরও খারাপ দেখাবে।"

আপ্রাণ চেষ্টায় ওল্‌গা প্রশ্ন করল' "কিন্তু তোমার কি মনে হয় না ছেলে-

মেয়েরা তোমাকে বাঁচবার প্রেরণা জোগায়? স্বামীর সঙ্গে তোমাকে আরও নিবিড় বন্ধনে বাঁধে ওরা?"

"বাঁধে আমাকে? ও পারিবারিক বন্ধন, তা সত্যি।" একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল পাভা রোমানোভনা, কিন্তু ওল্‌গার অকৃত্রিম জিজ্ঞাসায় আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে বেশ গুরুগম্ভীর ভাব দেখাল, তারপরই সে ভাব ভেঙ্গে পড়ল হাসির বন্যায়, "তোমার কল্পনাগুলো সত্যি ভারী ঠিক; সন্তান মানুষকে সংসার সমুদ্রে নোঙরের মতন বেঁধে রাখে। কিন্তু সন্তানের জন্য স্বামীর অনুগত হয়ে পড়তে হয় কিনা..." হঠাৎ যেন কেমন ধরা পড়ার মত প্রশ্ন মনে হল, বলল, "কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমার নিজেরই ত মেয়ে হয়েছিল।"

"তা হয়েছিল..."

"তখন কি তুমি ইভান ইভানোভিচকে আরও বেশী ভালবাসতে?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওল্‌গা বলল, "হাঁ, বাসতাম।"

পাভা রোমানোভনা বলল, "তাহলে এখন তোমার আর একটা হবার সময় হয়েছে। তাহলেই তোমার ছোট্ট নীড়টুকু শান্তি আর তৃপ্তিতে ভরে উঠবে।"

এই হাসিখুসী প্রগল্‌ভা মেয়েটি চলে যাওয়ায় ওল্‌গা যেন মুক্তি পেল। কাগজপত্র জড় করে গুছিয়ে সে একটা বই নিয়ে শোবার ঘরে একটা সোফায় শুয়ে পড়ল, পায়ে ঢাকা দিল ওর মায়ের ব্যবহৃত একটা চৌখুপী শাল। ওল্‌গার মা যখন অসুস্থ ছিলেন পায়ে এই শালটা ঢাকা দিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতেন। ছোট্ট ওল্‌গা মায়ের এই শালের চৌখুপীগুলোতে গাল লাগিয়ে বসে থাকত, আর মা তার ফোলান ফাঁপান চুলে হাত বুলিয়ে দিতেন। মায়ের অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল, সন্তান জন্মাবার সময়ই তিনি মারা যান...।

বইটা তখনও খোলা হয়নি, হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে সশব্দে। ওল্‌গা চমকে উঠল সে শব্দে কিন্তু তুলে আনবার কোন গরজ দেখাল না। পড়ার ইচ্ছা ছিল না তার। তাব্‌রোভের সঙ্গে তার শেষ সন্ধ্যাটা কাটাবার কথাই চিন্তা করতে লাগল ঘুরেফিরে, তারার আলোয় খচিত সে আকাশ, আলোকিত পথ কল্পনায় ভেসে উঠল তার। যে লোকটিকে সে ভালবাসত, তার দিকেই মনটা ছুটে চলে যেতে চায়। তার জন্য তীব্র আকাঙ্খা জাগল তার মনে, আর যখন সে স্থির করেছে আর দেখা করবে না, দেখা করার কোন অধিকারই নেই তার, হৃদয় নিংড়ে যে ব্যথা উঠল তাকে শান্ত করতে পারল না সে কিছুতেই। মরণই কামনা করেছিল সে, কিন্তু মরতেও সে পারে না,

সে বুঝেছে বাঁচতে তাকে হবেই। তাবরোভকে কোনদিন ভুলতে পারবে না ওল্‌গা...স্বামীকেও আর আগের মত ভালবাসতে পারবে না সে..।"

নিজের মনেই উচ্চারণ করল সে—"পৃথিবীতে সকলেই সুখী হবার অধিকার নিয়ে জন্মায় না। আমি বেঁচে থাকব আমার কাজ নিয়ে, আর—আমার সন্তানের জন্য।"

৭২

কারখানা থেকে বেরিয়ে তাব্‌রোভ খনির দিকে যাওয়া রাস্তার একটা ছোট চড়াইএ এসে থামল। পাহাড়ে ছড়িয়ে আছে কুয়াশা। ধূসর মেঘখণ্ড, এবড়ো-খেবড়ো ধারে ধারে সাদার ঝালর দেওয়া, উঁচুতে ভেসে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে বৃষ্টিধারা বাধাবন্ধন অগ্রাহ্য করে ঝরে পড়ছে; হলদে ঘাস দলে, পাথরে আছড়ে আবার থেমে যাচ্ছে যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি করে।

খনি অঞ্চলের উৎরাই বেয়ে নেমে গেল তাবরোভ, থেমে চারদিকে তাকাল অন্ধকার বাড়িগুলির দিকে. ভিজা বাড়ির ছাদ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার দিকে। বড় নিরাশাদায়ক সে দৃশ্য। তার নিজের বাড়ির নিদারুণ একাকীত্বের কথা মনে পড়ল তার। না আজ রাতটা সে একা কিছুতেই থাকতে পারবে না, অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল সে।

ওল্‌গার আচরণ সে বুঝতে পারেনি অথচ তাকে চিঠি লেখার সাহসও তার হয়নি। ওল্‌গা টেলিফোনের জবাবও দেয়নি। এমন সব মুহূর্ত গিয়েছে তাবরোভের যখন তার মনে হয়েছে অনাহূতভাবে ওল্‌গার বাড়ি উপস্থিত হয়ে তার কাছে কৈফিয়ৎ চায় এ অদ্ভুত ব্যবহারের। যদি সে তাকে এত গভীরভাবে ভাল না বাসত তাহলে হয়ত সে তাই করে বসত। অনেক রাত্রিতে ওল্‌গার জানলার নীচে সে ঘুরে বেড়িয়েছে যদি পর্দায় তার ছায়াও দেখতে পায়, কিন্তু বাড়িটার যেদিকে ইভান ইভানোভিচ আর ওল্‌গা নীড় রচনা করেছ সেদিকটা আশ্চর্যরকম শূন্য। এবার তাব্‌রোভ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল ইভান ইভানোভিচের প্রতি। এই স্বামীটি রোজ ওল্‌গার সান্নিধ্যে থাকে, তার সামনে এখনও সে-ই আছে; আজ ধরনা, আজ ত রবিবার, ওরা বাড়ি আছে···দুজনে একসঙ্গে·····। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাব্‌রোভ কারখানায় ফিরে গেল। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা গিয়েই মত বদলে ফেলল আবার, গ্রীষ্মকালে যে পাহাড়ে তার দেখা

হয়েছিল ওল্‌গার সঙ্গে, যেখানে সে ওল্‌গাকে তার সঙ্গে, খনিতে যাবার কথা বলেছিল সেদিকে চলল। এই যে পাথরটা, যেখানে কোলের উপর হাতদুটি ফেলে ওল্‌গা বসেছিল, চোখগুলি ছিল নত, মুখের উপর ছিল চিন্তার ছায়া। পাথরটার উপর বসে পড়ে তাব্‌রোভ হাত বুলাল সেটার উপর। ঠাণ্ডা, ভিজা স্যাঁতসেঁতে, ওল্‌গার নরম হাতের উষ্ণতার পরশ মনে পড়ল তার, নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে তাদের দুজনের একসঙ্গে বেড়ান স্মৃতির পীড়নে দগ্ধ হতে লাগল সে। যদি সে রাতটা আবার ফিরে পাওয়া যেত!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জোরে বলে উঠল—"যদি ফিরে পাওয়া সম্ভব হত?" নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে বসে রইল সে।

পরিচিত স্ত্রীলোকদের পদশব্দে তাব্‌রোভের জড়তা ভাঙ্গল। যেন বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে দোল দিয়ে গেল, বাঞ্ছিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে এবার! বিগত দীর্ঘ দু'সপ্তাহে সে আনন্দ কাকে বলে ভুলে গিয়েছে। উঠে দাঁড়াল সে, দৌড়ে এগিয়ে যাবার অদম্য আবেগকে কোনরকমে দমন করে কয়েক পদক্ষেপ অগ্রসর হল। পাহাড়-চূড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ভারভারা, এলেনা দেনিসোভ্‌না আরও দুজন হাসপাতালের সহকারী। তাব্‌রোভের চোখদুটো ব্যর্থ অনুসন্ধান করে চলল, হৃদয় তবুও রইল অপেক্ষা করে।

দূর থেকে তাকে দেখে, মাথায় ঢাকা শালের তলা থেকে একটু হেসে ভারভারা ডাক দিল, "চলুন আমাদের সঙ্গে, আমরা বেরী কুড়াতে যাচ্ছি।"

অন্যান্য মেয়েদের মত তারও পরণে তুলোর জ্যাকেট, প্যাণ্ট, প্যাণ্টের পাদুটো ঢুকেছে গিয়ে বুটের ভিতর, কাঁধে ঝুলছে একটা বোঁচকা, তাতে একটা খালি বাল্‌তি। এমন গদ্যময় সাজপোশাকেও ভারভারাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

এলেনা দেনিসোভ্‌না বলল, "আসুন না, আমরা অবশ্য বেশী দূরে যাব না, তা হলেও পুরুষমানুষ সঙ্গে না থাকলে ভয় করে। যদি ভালুক আসে তাহলে?"

তাব্‌রোভের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল ভারভারা, "ঠিক এই সময়টায় অবশ্য ভালুকগুলো খেয়েদেয়ে মোটা হয়ে শুধু শীতের ঘুমের ভাবনা ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না। আসুন বোরিস্‌ আন্দ্রিয়েভিচ আপনাকে, একটা জায়গা দেখাব যেখানে জাম একেবারে বরফের স্তূপের মত ঘন হয়ে জন্মেছে। বালতি ভরে জাম কুড়িয়ে আমরা আগুন জ্বালিয়ে আলু পোড়াব। যে কোন আবহাওয়ায় আমি আগুন জ্বালাতে পারি। আপনার লোভ হয় না—এরকম দিনে বনে আগুন জ্বালিয়ে আলু পোড়াবার কথায়?"

আবার একপশলা ঠাণ্ডা বৃষ্টি এল। পাহাড়চূড়ায় মেঘগুলো ছুটাছুটি করছে, মাটিতে ঝোপঝাড়গুলো কাঁপছে, থোকা থাকা লাল বেরীবহুল ঝোপের পাতাগুলো নড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে ঝোপঝাড় থেকে।

তাব্রোভ জাম কুড়িয়ে প্রথমে বোঝাই করছে নিজের একটা টিনে, সেটা ভর্তি হলে ঢেলে দিচ্ছে ভারভারার বাল্তিতে, তারপর সেগুলো যাচ্ছে এলেনা দেনিসোভ্নার পাত্রে। এই দুটি স্ত্রীলোকই ওল্গার সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করে, দুজনেরই রোজ তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় একথা ভাবতে তাদের দিকে আরও আকৃষ্ট হল তাব্রোভ্, তার হাতগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীলোক-দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল তাদেরও শীত করছে। হঠাৎ সে বুঝতে পারল ওল্গার কথা শুনতে পাবে বলেই সে এখানে এদের সঙ্গে এসেছে। মোটামাথা পাভা রোমানোভ্নার কথা থেকে ত কিছুই বোধগম্য হয়নি। নিজের হতাশ অবস্থার কথা কল্পনা করে তার ভয় হতে লাগল। ওল্গার জানালায় আড়ি পেতেই সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে না চিরকাল! মৃগীরোগীর মত হাত মুষ্টিবদ্ধ করল সে, চেপ্টে যাওয়া জামের রস পড়ে ভিজে গেল তার চামড়ার কোট, বৃষ্টি পড়ে তখনও চক্চক্ করছিল সেটা।

"চলুন, জ্বালানী কাঠ আনতে হবে"—বলে ভারভারা দৌড়ল ঢালু বেয়ে শুকনো, দুমড়ান, কোঁচকান শাখাবহুল সিডার গাছের দিকে। যেন মন্ত্রবলে ভারভারার হাতে আবির্ভূত হল একটা ইয়াকুট ছোরা, ঝোলা থেকে কয়েকটা শুকনো কাঠি বার করে, চেঁছে নিল সে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে শুকনো ছোট ছোট ডালপালা রাখল উপরে, তার উপরে সাজাল বড় বড় ডালপালা, দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বিরাট আগুন।

তাবরোভের দিকে একটা আলু ছুঁড়ে দিল গন্গনে আগুনের নীচে মাটিতে পুঁতবার জন্য—তারপর বলল ভারভারা, "আপনার স্বাস্থ্য কি ভাল যাচ্ছেনা? আজ কিছুদিন ধরে আপনি বড় বিষণ্ণ থাকেন। বোধহয় এই আবহাওয়ায় আপনার পাদুটো ব্যথা করে?" আরও কিছু ডালপালা আগুনে ফেলে দিয়ে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে আড়চোখে তাকাল তাব্রোভের দিকে।

জবাব না দিয়ে তাব্রোভ একটা লাঠি নিয়ে জ্বলন্ত একটা কাঠের টুক্রায় ঘা দিল, সোনাবৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ল স্ফুলিঙ্গ, আবার তক্ষুণি টাটকা হাওয়ায় নিবে গেল সেগুলো।

অবশেষে সে বলল, "না ভারভারা, ব্যাপারটা অন্যরকম। আচ্ছা বল

দেখি : তুমি যদি একজনকে ভালবাস, আর সে ভালবাসার প্রতিদান পাও অথচ কোন নিষ্ঠুর বিপাকের দরুণ তোমার সুখ ব্যাহত হয়—নিষ্ঠুর কেন না বুদ্ধির অগোচর", তাড়াতাড়ি কথটা জুড়ে দিল সে, মনে পড়ে গেল তার সে ত একলাই দুঃখভোগ করছেনা।

ভারভারা সহানুভূতির সঙ্গে শুনছিল, অপেক্ষা করেছিল তাব্‌রোভের সবকথা শেষ করার জন্য, এটাও সে বুঝতে পেরেছে যে তাব রোভ ইতস্ততঃ করছে পাছে বেশী বলে ফেলে এই আশঙ্কায়। তার মনে হল, হায়রে তার প্রিয় ও যদি তাকে এমনি ভালবাসত !

বলল "কোন ভুল বোঝাবুঝি আসতে দিতামনা আমি আমাদের মধ্যে। দুজনে যদি দুজনকে ভালবাসে, তাদের জীবন ত তাদের পরস্পরের সম্পত্তি সব কিছুই তাদের এক।"

"কিন্তু যদি তৃতীয় ব্যক্তি থাকে তাদের মধ্যে ?" শান্তস্বরে বলল তাব রোভ তার দুঃখের সামান্য তুচ্ছতম অংশও আরেকজনের সঙ্গে ভাগ করতে পারার অদম্য ইচ্ছা জাগছে তার মনে।

"তৃতীয় ব্যক্তি ?"—সতর্কভাবে তাব্‌রোভের দিকে তাকিয়ে কালো ভুরুগুলো কুঁচকে ফেলল ভারভারা। তাব রোভ আর তার প্রিয়ার মধ্যেকার তৃতীয় ব্যক্তির কথা ভাবছেনা সে, ইভান ইভানোভিচ আর ওল্‌গার সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের কথাই ভাবছে সে।

ইভান ইভানোভিচ্ যদি তাকে ভালবাসত তাহলে ? কিন্তু এরকম কল্পনা করাটাও অসম্ভব ? তার পরিবার আছে। আছে স্ত্রী—যে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত সে। তাব্‌রোভকে দেবার মত কোন উপদেশই যে নেই ভারভারার ভাঁড়ারে।

কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেনা তাব্‌রোভ।

"আমাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই। আমাকেই সে ভালবাসে, তাকে নয়। একথা সে আমায় নিজে বলেছে……আর তারপর ……"

ভারভারা আবার বলল "আর তারপর ?" বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলনা তার লোকগুলি কারা হতে পারে ?

"আগে বলত আমাকে :—'আমাদের কি পরস্পরকে ভালবাসবার, দুজনে একসঙ্গে থাকার অধিকার আছে ? সে যে বিবাহিত !'

ভারভারা চোখ নত করল। পরমুহূর্তেই আবার মাথা তুলল সে, দৃষ্টি তার স্বচ্ছ, চিন্তাকুল।

"অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি, তায়েগায় আমি বড় হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়···সোভিয়েট শক্তি আমাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু কারোকে বঞ্চনা করতে, এমন কি নিজেকেও বঞ্চনা করতে অধিকার দেয়নি। বঞ্চনা করতে গিয়ে আমাদের নিজেকে ছোট করারও কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের নূতন নিয়ম। আমি যদি বিবাহিত হতাম, আর আমার স্বামী অন্য নারীর প্রেমে পড়ত"···ভারভারার মুখে অকৃত্রিম দুঃখের ছায়া, যেন যা বলছে তার প্রকৃত অভিজ্ঞতা আছে তার। "ব্যাপারটা বড় কঠিন, ভয়ানক কঠোর, তার ভালবাসা ফিরে পাবার জন্য আমি সবকিছু করতাম, কিন্তু যখন দেখতাম তাতেও কিছু ফল হলনা, বলতাম তাকে—চলে যাও তুমি তার কাছে, তোমাকে অসুখী হতে দিতে চাইনা আমি।" মুহূর্তখানেক চিন্তা করে ভারভারা আবার বলল, "কিন্তু আপনার কি করা উচিত বলা শক্ত। আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই ব্যাপার আলাদা। কারণ প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকের থেকে 'আলাদা' কিন্তু আমাদের জীবন ধারা একই, আমরা সবাই চাই ন্যায়পথে চলতে, যা ঠিক তাই করতে।"

এলেনা দেনিসোভ্‌না চেঁচিয়ে উঠল, "আলুগুলো পুড়ে যে ছাই হয়ে গেল।" তাড়াতাড়ি করে দগ্ধাবশিষ্ট আলুগুলি বার করতে করতে বলল "রাঁধুনীদের কি দার্শনিক হওয়া সাজে?"

৭৩

ইভান ইভানোভিচ যদিও একলা আসছিলনা, তার পদশব্দের দিকে ওল্‌গা কোন মনোযোগ দিলনা, দেনিস্ আন্তনোভিচের গলা বুঝতে পারল সে। অনেক রাত হয়েছে, হেমন্তের কুয়াশায় রাত অন্ধকার। মিটিং থেকে ফিরছে তারা। ওল্‌গাকে তাদের প্রয়োজন নেই, তারা দুজনেই বেশ গল্প করতে পারবে; হয়তঃ এক বোতল মদ হলেই চলে যাবে···

কিন্তু হঠাৎ আরেকটা পদশব্দ কানে গেল ওল্‌গার, আরেকটা কণ্ঠস্বর ছুরীর মত বিদ্ধ করল তার হৃদয়। কোন সন্দেহ নাই আর—সে কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ, ভগ্ন, নিরুৎসাহ শোনা গেলেও তাব্‌রোভের কণ্ঠস্বর সেটা। ওল্‌গার কথা জিজ্ঞেস করছে সে।

ইভান ইভানোভিচ জবাব দিল, "ওর শরীরটা ভাল নেই। আরাম করে বসুন। দেনিস আন্তনোভিচ্, তুমি বাড়ির গিন্নী হয়ে খাবারদাবারের ভার নাও, আমি দেখে আসি ওল্গা পাভ্লোভনা কেমন আছেন।"

ঘরে ঢুকে ওল্গার কপালে হাত রেখে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "ঘুমিয়েছ ওল্গা? কেমন আছ?"

"ভালই আছি।" চোখ না তুলেই জবাব দিল ওল্গা।

"একটু উঠে আমাদের সঙ্গে বসবে না? বোরিস্ আন্দ্রিয়েভিচ্ আর দেনিস্ আন্তনোভিচ্ এসেছে। আমরা তোমার জন্য কিছু ফল এনেছি আর এক বোতল 'সায়ামি'—তুমি 'সায়ামি' ভালবাস সে কথা আমার মনে ছিল।"

ওল্গা হয়ত আপত্তি করত, কিন্তু একটা কথাও সে উচ্চারণ করতে পারলনা।

ইভান ইভানোভিচ তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

"বেশ, আসছি আমি।" বলল ওলগা।

"বোরিসের কিরকম লাগছে?" ভাবল ওলগা, এই প্রথম সে বুঝতে পারল কি দুঃসহ ব্যথাই না ভোগ করছে তাব্রোভ "ওর গলার স্বর এরকম বদলে গিয়েছে কেন?"

এখন সে উঠার প্রেরণা পেয়েছে। জামাকাপড় পরতে গিয়ে—আয়নার দিকে তাকাল সে। এক বৃদ্ধামহিলা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেখান থেকে। আঘাতে শীতল হয়ে গেল ওল্গা, আরেক পা এগিয়ে গেল সে। তার মুখটা দেখাচ্ছে ছাইয়ের মত সাদা। গাল তুবড়ে গিয়েছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, বিষাদের দুটি রেখা নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের উপর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা। নিজের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে সে কেঁপে উঠল, কি রকম বুড়িয়ে গিয়েছে সে! ছিট্গ্রস্তের মত নিঃশ্বাস ফেলে সে নিজেকে সংযত করে নিল, তখনও সে চেয়ে রয়েছে আয়নায় তার পরিবর্তিত, অপরিচিত চেহারাটার দিকে, কানে ভেসে আসছে ওঘরের কথাবার্তা। তাব্রোভের কথা সে বুঝতে পারছেনা কিন্তু এখন তাব্রোভের গলার সুরে কিছুটা সজীবতা ফিরে এসেছে এটা সে বুঝতে পারছে। ওল্গার জন্য প্রতীক্ষা করছে সে। বেশ, দেখে যাক্ ওল্গা কিরকম আছে, আর সেরকম সুন্দর, সে রকম আকর্ষণীয় নেই, হয়ত তাহলে রোগ সেরে যাবে তার। দরজার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ইতস্ততঃ করতে লাগল— স্বামীর সামনে কি করে সে তাব্রোভের কাছে দাঁড়াবে।

ক্ষণস্থায়ী দুর্বলতাকে পরাজিত করে ওল্‌গা ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল, তারপরই প্রায় মূর্চ্ছাহতের মত পাশের ঘরে প্রবেশ করল সে।

ইভান ইভানোভিচ গোটা কয় আপেল আর মধুরংয়ের খরমুজা রাখছিল প্লেটের উপর, দেনিস আন্তমোভিচ্ প্রচুর কথা বলতে বলতে শূকরমাংস কাটছিল। ওল্‌গা এত নিঃশব্দে এল যে দুজনের কেউই তক্ষুণি ঘুরে দাঁড়াল না। তাব্‌রোভ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একটা হাতীর দাঁতের কৌটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ওল্‌গা যখন তার কাছে গেল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, কিন্তু তার আঙুলগুলো এত কাঁপতে লাগল যে একমাত্র অন্ধের চোখেই তা ধরা না পড়ার কথা। তার অস্থিরতা ওল্‌গাকে যোগাল সাহস। প্রায় দুঃসাহসীর ভঙ্গীতে সে স্বামীর সঙ্গে কথা বলল, দেনিস আন্তনোভিচের সঙ্গে ঠাট্টা করল, টেবিল-সাজান নিয়ে তামাসা করল, প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করল তার দিকে। কিন্তু যখন টেবিলসাজান হল, মদের গ্লাস ভরা হল, তাব্‌রোভের পলকহীন দৃষ্টিতে আবার মূক হয়ে গেল সে। কি করে তাকে সাবধান করে দেবে সে, কি করে তাকে জানাবে যে যা তারা চেয়েছিল তা হবে না, হতে পারে না!

দেনিস আন্তনোভিচের দিকে ফিরে বলল ওলগা, "ভ্যালেরিয়ান ভ্যালেন্টিনোভিচ বলেছেন আমাকে চলাফেরা করতে। আমি গত তিন সপ্তাহ বাড়ি থেকে বার হয়নি, তাই ঠিক করেছি আগামী কাল পাহাড়ে, যেখানে আমি সাধারণতঃ যাই, সেখানে বেড়াতে যাব।"

৭৪

দিনটা ছিল ঠাণ্ডা। হাওয়ায় পরিস্কৃত ধূসর আকাশ ছিল নির্জন। রাস্তার পাশে বিষাদে মাথা নাড়ছে মৃত তৃণের দল। দুদিকেই ছড়িয়ে আছে মেটে হলুদ বন। উত্তুরে বুননযন্ত্রের অপেক্ষায় যেন অসীম ধৈর্যসহকারে প্রতীক্ষা করছে সোনালী ফসলের ক্ষেত। প্রায়ই এ অঞ্চলে বরফ পড়ে পাতাঝরার আগে, কিন্তু গলে যায় তাড়াতাড়ি, চিরসবুজ গাছের কাঁটায়, ঝরাপাতায় পিচ্ছিল হয়ে যায় পথ; অবশ্য তায়েগা অঞ্চল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কুয়াশা, তুষারঝটিকাও এই ঠাণ্ডা, তীব্র স্যাঁতসেতে আবহাওয়া থেকে অনেক ভাল।

ওল্‌গা পাহাড়ের ধার দিয়ে উঠতে লাগল। খাড়া চড়াই উঠতে গিয়ে সে ঝোপঝাড় ধরে পতনের বেগ সামলাতে লাগল। ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে লাগল তার কাঁধের উপর দিয়ে, মাথায় বাঁধা রুমালটা ছিড়ে নিতে চাইছে যেন। চূড়ায় যখন পৌঁছল সে, হাত আর হাঁটুগুলো কাঁপছে তখন। বোধ হয় অভ্যাস নেই বলে, হয়ত তাব্‌রোভের সঙ্গে দেখা হবার আশঙ্কায়। এখানে দেখা করার ব্যবস্থা করেনি তারা, কিন্তু ওল্‌গা জানত সে আসবে।

পাহাড়চুড়ার আড়ালে যে পথটা দেখা যাচ্ছিল, সেদিকে তাব্‌রোভকে দেখতে পেয়ে ওল্‌গা বিস্মিত হল না মোটেই। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল, এদিকে তাবরোভ্‌ও দৌড়িয়ে এল তাকে ধরতে।

বাড়ি থেকে বার হবার সময় ওল্‌গা ভেবে ঠিক করে রেখেছিল কি বলতে হবে তাকে। কিন্তু কোন কথা বলতে পারার আগেই তাবরোভের বাহুবন্ধনে ধরা পড়ল সে। মুহূর্ত কয়েকের জন্য তারা দুজনেই রইল নির্বাক্‌। দুরন্ত বাতাস বয়ে যেতে লাগল তাদের উপর দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে পাশাপাশি চলতে লাগল তারা।

বাস্তব সম্বন্ধে সম্বিত প্রথমে ওল্‌গার ফেরেনি, সে হয়ত জাগরণে অনিচ্ছুক ব্যক্তির মত তার এ বিস্মৃতি চাইত দীর্ঘতর করতে যদি না তাব্‌রোভের কণ্ঠস্বরে তার স্বপ্ন টুটে যেত। তার ঠাণ্ডা হাতদুটোয় হাত বুলাতে বুলাতে তাব্‌রোভ বলল, "এবার আমি ইভান ইভানোভিচের সঙ্গে কথা বলি।"

মাথাটা নত হয়ে গেল ওল্‌গার, একগোছা সুন্দর চুল মাথায় ঢাকা রুমালটার নীচ থেকে বেরিয়ে উড়ে পড়ছে একবার তার মুখে, একবার ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ান তাব্‌রোভের মুখে।

সিডার ঝোপে সাজান পরিষ্কার একটা ছোট্ট জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তারা। লুকান মেঘগুলো যেন সজীব হয়ে উঠল হঠাৎ, নীচে নেমে তারা পাহাড়ে ঝরাতে লাগল বৃষ্টি। কোন্‌ পাহাড়ের আড়াল থেকে এলোমেলো পাখা ঝাড়তে ঝাড়তে ছোট্ট লিনেট পাখী অন্ধকার বনানীর আড়ালে করুণ সুরে ডাকছে তার সঙ্গীকে। চারদিকের সবকিছু বিষাদমাখা, এই দুটি নরনারীও যেন তাদের পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে হয়ে পড়েছে বিষণ্ণ।

গভীর উৎকণ্ঠাভরে তাব্‌রোভ জিজ্ঞেস করল, "জবাব দিচ্ছনা কেন? তুমি নিশ্চয়ই আবার ফিরে গিয়ে নিজেকে ঐ গৃহকোণে আটকে ফেলবে না। এতে কোন লাভ নেই ওল্‌গা।"

প্রাণপণ শক্তিবলে ওল্‌গা জবাব দিল অস্ফুটকণ্ঠে, "আমাদের আর দেখা পারে না। আমি—আমি মা হতে চলেছি।" কথাটার গুরু দায়িত্বের ভারে কেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ল ওল্‌গা। পাশের পাথরটার উপর বসে পড়ে সে মুখ ঢাকল।

চীৎকার করে উঠল তাব্‌রোভ, "ওল্‌গা!" "প্রিয়া আমার!" তার পাশে পড়ল তাব্‌রোভ। তার হাতদুটো টেনে আঙুলদুটো চুমিয়ে দিয়ে চোখের কে তাকাতে চেষ্টা করল সে। "তাতে কি হয়েছে? হোক্‌না তার সন্তান, তাকে ভালবাসব।"

"না," নীরস স্বরে জবাব দিল ওল্‌গা, "আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, কিন্তু আমি রতে পারি না।" পকেট হাতড়াতে লাগল সে, সে পকেটে রুমাল ছিল না, থেকে রুমালটা টেনে খুলে চোখমুখ মুছে ফেলল সে, তারপর বলল আবার, র বিদায় নিতেই হবে।"

স্থির কণ্ঠে জবাব দিল তাব্‌রোভ, "না, না, নিতে হবে না।" ওল্‌গার াত থেকে রুমালটা কেড়ে নিয়ে কোনরকমে তার চিবুকের নীচে বেঁধে দিয়ে লল, "তুমি আমাকে ভালবাস, না? আমি অনুভব করি সে ভালবাসা, আমি জানি সেকথা।"

মৃদুকণ্ঠে বলল ওল্‌গা, "হাঁ বাসি। কিন্তু আমরা এক হতে পারি না, অসম্ভব আমাদের মিলন। তোমাকে বিদায় নিতেই হবে।"

শীতল সে কণ্ঠস্বরে আর চাহনিতে ছিল তাব্‌রোভের প্রতি অপ্রসন্নতা। তাব্‌রোভ উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে ।

ওল্‌গা চেয়ে রইল তার গতিপথের দিকে। ঠোঁটদুটো তার কাঁপছে; চোখ- হয়ে উঠেছে গাঢ়, কোটরগত! তার দৃষ্টি যেন ফিরে ডাকছে তাব্‌রোভকে। দৃষ্টির ভাষা অনুমান করে তাব্‌রোভ ঘুরে দাঁড়াল।

"ওল্‌গা"—সে রাত্রের মত অমানুষিক কণ্ঠস্বরে ডাকল তাব্‌রোভ।

প্রেম ভালবাসায় মাখা ওল্‌গার মুখখানি। কিন্তু হৃদয়াবেগ জয় করল া—তাব্‌রোভ যখন তার পদপ্রান্তে নিজেকে নিবেদন করল নিঃশেষে, ওল্‌গা ণ্ঠে জবাব দিল।

'নিজেকে এমনি করে কষ্ট দিওনা—আমাকেও ব্যথা দিওনা এমনি করে, কোন হয়না এতে।"

আবার চলে গেল তাব্‌রোভ। আর একবারও ফিরে তাকাল না সে, পদক্ষেপ দ্রুততর করে দুঃখের বোঝায় ভারাক্রান্ত নিজেকে টেনে নেমে গেল তাব্‌রোভ।

হতচেতনের মত বসে রইল ওল্‌গা। যখন তার চেতনা ফিরে এল, আর বৃষ্টি তখন পরিণত হয়েছে তুষারপাতে। দক্ষিণগামী একঝাঁক বুনো রাজহাঁস একটুকরা মেঘের পাশ থেকে উড়ে এসে কাছের একটা হ্রদের তীরে নামল বহুক্ষণ ধরে তাদের করুণ বিলাপ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তায়েগার প্রান্তরে পাহাড় আর পাহাড়তলীগুলো ঢেকে গিয়েছে হলুদের ছোপে, মৃত বনানীর ধূসর বর্ণে তারা চিত্রবিচিত্র। তায়েগার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর গাছপালা মৃত প্রচণ্ড তুষারপাত ধ্বংস করে ফেলে বৃক্ষকুল।